ডিপিএড প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

(প্রশিক্ষকের ব্যবহারের জন্য)

প্রোগ্রাম ডিভিশন
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

রচনায়
রঙ্গলাল রায়
মোঃ আব্দুল জলিল
মাহ্‌ফুজা খানম
মির্জা নুরুন্নাহার
মাসহুদা পারভীন

সম্পাদনায়
জোহরা খাতুন
কনসালটেন্ট, ইউনিসেফ

সার্বিক পরিকল্পনায়
শামীম আহমেদ
কনসালটেন্ট, ডিপিএড প্রোগ্রাম
সামসে আরা হাসান
কনসালটেন্ট, বিশ্বব্যাংক

সমন্বয়ক
মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা
প্রোগ্রাম পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ আলমগীর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনায়
প্রোগ্রাম ডিভিশন
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪

মূদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হচ্ছে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) অভীষ্ট লক্ষ্য। গত তিন দশকে সরকার কর্তৃক নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি ও শিক্ষায় জেন্ডার সমতা বাংলাদেশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হলেও শিক্ষার গুণগতমানের উন্নয়ন আশানুরুপ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) কর্তৃক বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (ASPR) ২০১৩ থেকে জানা যায় গ্রেড ৫-এ বাংলা বিষয়ে ২৫% শিক্ষার্থী এবং গণিত বিষয়ে ৩২% শিক্ষার্থী তার নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পেরেছে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণির সকল শিশুর শিখন চাহিদা বিবেচনায় রেখে পাঠদান করা হয় না। শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীর আশাব্যাঞ্জক সাফল্য অর্জিত না হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। ধরে নেওয়া হয়, সকলে একই গতিতে ও একই নিয়মে শিখবে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে সকল শিশু একই বিষয়বস্তু একই পদ্ধতিতে পড়ে। কিন্তু শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, ভিন্ন ভিন্ন শিশুর শেখার ধরন, আগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শেখার গতিও সকল শিশুর একরকম নয়। তাই একই পদ্ধতি ও গতিতে সকলকে গতানুগতিক ধারায় পাঠদান করলে শিখনে কেউ কেউ পিছিয়ে পড়তে পারে। একবার কোনো শিশু শিখনে পিছিয়ে পড়লে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সে ক্রমেই আরও পিছিয়ে পড়ে। শ্রেণিকক্ষের প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি ঐ শিক্ষার্থীকে শ্রেণি কার্যে নিষ্ক্রিয় করে তোলে, ফলে একসময় সেই শিক্ষার্থী স্কুলে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যে নিষ্ক্রিয় থাকার আরও একটি বড় কারণ হলো শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন পাঠ্যবই-নির্ভর এবং শিক্ষদান প্রক্রিয়া মূলত শিক্ষককেন্দ্রিক।

পিইডিপি ৩ এর আওতায় শিশুর শিখনের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' ও 'ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন' দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো (Teaching learning) প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীদের ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based learning) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখনে সক্রিয় করা। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার ১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয় ও গণিত বিষয়ের শিখনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত। এই কার্যক্রমে শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণকে বাংলা এবং গণিত বিষয়ে মোট ৩৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যার ১২দিন সেন্টারভিত্তিক (৬ দিন বাংলা এবং ৬ দিন গণিত) এবং বাকী ২৪ দিনে বিদ্যালয়ভিত্তিক হাতে কলমে তত্ত্বীয়জ্ঞানের প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে সেন্টারভিত্তিক ১২ দিনের প্রশিক্ষণটি ৯ দিন বাংলা এবং ৬ দিন গণিত বিষয়ের জন্য ১৫ দিনে বর্ধিত করা হয় ।

'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন '(ডিপিএড) কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণকে আধুনিক শিখন শেখানো পদ্ধতিগুলোর সাথে এমনভাবে পরিচিত করানো হয়, যেন তারা ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based teaching learning) পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণি পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করতে পারেন।

'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণ কোর্সের অংশ হিসেবে পিটিআই সংলগ্ন ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে হাতে কলমে তত্ত্বীয়জ্ঞানের প্রয়োগে করেন। একারণে 'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন '(ডিপিএড) কোর্সের অংশ হিসেবে,'বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ' প্রশিক্ষণের আওতার প্রতিটি পিটিআই সংলগ্ন ঐ বিদ্যালগুলোর শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণ ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based

teaching learning) এর উপর ২৬দিনের একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই ২৬ দিনের প্রশিক্ষণের পর, ঐ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকগণ তাদের শ্রেণিকক্ষে ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based teaching learning) কার্যক্রম প্রবর্তন করেন।

'শিখবে প্রতিটি শিশু' ও' ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' উভয় কোর্সের অন্তর্নিহিত দর্শন এক, কিন্তু 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তুত করা ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে এবং 'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের আওতায় প্রস্তুত করা ২৬ দিনের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের বিষয় বিস্তরণে কিছুটা পার্থক্য আছে। একারণে, উভয় প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিভিশন ২৬ দিনের ম্যানুয়াল সংস্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে ২৬দিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে শিখবে প্রতিটি শিশু কার্যক্রমের ১৫দিনের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকের আওতাভুক্ত বাংলা এবং গণিত অংশ একত্রিকরণ করার মাধ্যমে ২৬ দিনের ম্যানুয়াল সংস্কার করা হয়। ২৬ দিনের ম্যানুয়ালটিতে বাংলা এবং গণিত অংশ ছাড়াও ইংরেজি, বিজ্ঞান, সমাজ বিষয়গুলো শ্রেণিকক্ষে ক্রিয়াশীল শিখন শেখানো (Activity based teaching learning) কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে করতে হবে,তা বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে।

বিগত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩ সময়ে নেপ এর দুইজন বিশেষজ্ঞ এবং শিখবে প্রতিটি শিশু কার্যক্রমের তিনজন রিসোর্স পারসন, ইউনিসেফ কনসালটেন্ট, 'শিখবে প্রতিটি শিশু' টিম লিডার, ডিপিএড টিম লিডারের তত্ত্বাবধানে 'ডিপ্লেমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের আওতায় প্রস্তুত করা ২৬ দিনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংস্করণের কাজ সম্পন্ন হয়।

'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন' কোর্সের চাহিদার নিরীখে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে্। আশা করা যায় প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় ম্যানুয়ালের যথাযথ অনুসরণ প্রশিক্ষণকে কার্যকর করবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে, যারা মানসম্মত শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১. উদ্বোধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণ পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা	১৩
২. ডিপিএড কর্মসূচি পরিচিতি	১৭
৩. ডিপিএড কোর্স সামগ্রী পরিচিতি	১৯
৪. ডিপিএড প্রশিক্ষণে, বাংলা বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও বিষয়সমূহ	২২
৫. বাংলা ভাষার প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও উপকরণ পরিচিতি	২৫
৬. শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান যাচাইয়ের জন্য বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেট ও টুলস পরিচিতি ও বিদ্যালয়ভিত্তিক বেসলাইন মূল্যায়ন পরিকল্পনা নির্দেশনা	৩১
৭. বিদ্যালয়ভিত্তিক বাংলা বিষয়ের বেসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা	৩৪
৮. বিদ্যালয় থেকে আগমন ও চা বিরতি	
৯. বিদ্যালয়ভিত্তিক কাজের উপর প্রতিফলনমূলক আলোচনা	৩৫
১০. শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ ও উপস্থাপন	৩৬
১১. বিদ্যালয়ভিত্তিক বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা	৩৮
১২. বিদ্যালয় থেকে আগমন ও চা বিরতি	
১৩. শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ ও উপস্থাপন	৩৯
১৪. প্রচলিত পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণি ও পরিচালনার উপর আলোচনা এবং প্রস্তাবিত দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন	৪১
১৫. মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক)ও প্রস্তাবিত শ্রেণি পরিচালনার উপর আলোচনা	৪৬
১৬. মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক), সময় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	৪৯
১৭. পঠন ও লিখন দক্ষতা	৫৩
১৮. পঠনে সাবলীলতা বাড়ানোর কৌশলসমূহ	৬১
১৯. শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম; শব্দ, বর্ণ, ও বানান কৌশল	৬৯
২০. ছোট দলে পাঠ্য বইয়ের বিষয় (Topic) শিখন শেখানো কার্যক্রম	৮০
২১. ছোট দলে প্রথম শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা	৮৪
২২. লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশলসমূহ	৮৮
২৩. প্রথম শ্রেণি–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল লেখার উন্নয়ন পরিকল্পনা	৯৬
২৪. শ্রেণির ভিন্ন ভিন্ন স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা	১০২
২৫. পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ১৫ কর্মদিবসের দৈনিক পরিকল্পনা	১০৫
২৬. বাংলা বিষয়ের জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রদর্শন	১০৯
২৭. পাক্ষিক মূল্যায়ন ও পাক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	১১৩
২৮. মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী)	১১৭
২৯. মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী)	১১৯
৩০. স্তরভিত্তিক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	১২০
৩১. বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের পর্যালোচনা	১২৩
৩২. প্রশিক্ষণে গণিত বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও বিষয়সমূহ	১২৪
৩৩. প্রাথমিক পর্যায়ে গণিতের প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও গণিত পাঠ্যবই পরিচিতি	১২৬
৩৪. প্রতিটি শিশুর গণিতে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি ও বিদ্যালয়ভিত্তিক বেসলাইন মূল্যায়ন পরিকল্পনা নির্দেশনা	১৩১
৩৫. বিদ্যালয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা	১৩৪
৩৬. বিদ্যালয় থেকে আগমন ও চা বিরতি	

৩৭. শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শিক্ষার্থীদের শিখনস্তর অনুযায়ী বিভাজন ১৩৫
৩৮. গণিত মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক) ১৩৮
৩৯. সংখ্যা ও সংখ্যা শিখন শেখানো সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা ১৪১
৪০. শ্রেণিকক্ষে সংখ্যা শিখন শেখানো পদ্ধতি (সংখ্যা ১-৯৯৯ পর্যন্ত) ১৪৮
৪১. সংখ্যা পদ্ধতি শিখন শেখানো কার্যক্রম (১-৯৯৯) ১৬১
৪২. যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম ১৭২
৪৩. বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম ১৮৪
৪৪. গুন শিখন শেখানো কার্যক্রম ১৯৬
৪৫. ভাগ শিখন শেখানো কার্যক্রম ২০৪
৪৬. শিখনের স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাক্ষিক পরিকল্পনা ২১৫
৪৭. গণিত বিষয়ের জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রদর্শন ২১৯
৪৮. পাক্ষিক মূল্যায়ন ২২৩
৪৯. মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী) ২২৭
৫০. গণিত বিষয়ের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের দিক নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা
৫১. বাংলা ও গণিত বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনার দিক নির্দেশনা ২২৯
৫২. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনা ২৩০
৫৩. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৩১
৫৪. ডিপিএড এর ভিত্তি ২৩২
৫৫. ডিপিএড কোর্স শিখন সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রয়োগ এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণিকার্যক্রমে তার প্রতিফলন ২৩৫
৫৬. ডিপিএড এর বাংলা ও গণিত কোর্স আউটলাইন ২৩৯
৫৭. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনা ২৪২
৫৮. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৪৩
৫৯. বাস্তব উদাহরণসহ মেন্টরিং ২৪৪
৬০. মেন্টরিং প্রক্রিয়া ২৪৮
৬১. শ্রেণি কার্যক্রমে মেন্টরিং প্রক্রিয়া ২৫০
৬২. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনা ২৫২
৬৩. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৫৩
৬৪. শিক্ষক মান-১ ২৫৪
৬৫. শিক্ষক মান-২ ২৫৭
৬৬. শিক্ষক মান-৩ ২৫৮
৬৭. হাতে-কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৬০
৬৮. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৬১
৬৯. মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান ২৬২
৭০. মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান-২ ২৬৪
৭১. মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান-৩ ২৬৬
৭২. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা ২৬৯
৭৩. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৭০
৭৪. শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ২৭১
৭৫. শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (অনুশীলন) ২৭৩
৭৬. ডিপিএস কোর্সের চেকলিষ্ট ব্যবহার করে শিখন শেখানো পর্যবেক্ষণ (অনুশীলন) ২৭৪
৭৭. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা ২৭৫

৭৮. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৭৬
৭৯. শ্রেণি পর্যবেক্ষণের আলোকে শিক্ষক মান সম্পর্কে ফিডব্যাক ২৭৭
৮০. প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিখন শেখানো কৌশল ২৭৯
৮১. প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক পর্যলোচনা ২৮২
৮২. বিদ্যালয়ে শ্রেণি পরিচালনা ২৮৪
৮৩. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৮৫
৮৪. ইংরেজি বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক ২৮৬
৮৫. ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি বিষয়ে পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ২৮৭
৮৬. Listening এবং Speaking, দক্ষতা অর্জনের জন্য সহায়ক শিখন শেখানো কৌশলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ধারণা লাভ ২৯০
৮৭. Reading ও Writing দক্ষতা অর্জনের জন্য সহায়ক শিখন শেখানো কৌশলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ধারণা লাভ ২৯৩
৮৮. বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা ২৯৫
৮৯. শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৯৬
৯০. প্রাথমিক পর্যায়ে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের প্রান্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ্যবই পর্যালোচনা ২৯৭
৯১. প্রতিটি শিশুর 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি ৩০০
৯২. বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক ৩০৩
৯৩. 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ৩০৫
৯৪. 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের সময় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ৩০৮
৯৫. পরিবেশ পরিচিতি/বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রান্তিকযোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকপর্যালোচনা (১ম-৫ম শ্রেণি) ৩১১
৯৬. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি ৩১৪
৯৭. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক ৩১৭
৯৮. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ৩২০
৯৯. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সময় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ৩২৩
১০০. মূল্যায়ন
১০১. মূল্যায়ন
১০২. সমাপনী

প্রশিক্ষণ সময়সূচি

দিন	৯:০০- ১০:৩০	১০.৩০-১১:০০	১১:০০-১:০০	১:০০-২:০০	২:০০-৩:৩০	৩:৩০-৩:৪৫	৩:৪৫-৫;০০
১	উদ্বোধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণ পরিচিতি, উদ্দেশ্য নীতিমালা (চলমান)	চা বিরতি	১১:০০-১২:০০ উদ্বোধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণ পরিচিতি, উদ্দেশ্য নীতিমালা (চলমান) ১২:০০-১:০০ ডিপিড কর্মসূচি পরিচিতি (চলমান)	খাবার বিরতি	ডিপিএড কর্মসূচি পরিচিতি (চলমান)	চা বিরতি	ডিপিএড কর্মসূচি পরিচিতি ডিপিএড কোর্স সামগ্রী পরিচিতি
২	৯:০০-৯:৪৫ ডিপিএড প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও বিষয়সমূহ ৯:৪৫-১০:৩০ বাংলা ভাষার প্রান্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও উপকরণ পরিচিতি (চলমান)	চা বিরতি	বাংলা ভাষার প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও উপকরণ পরিচিতি (১ম-৫ম)	খাবার বিরতি	২:০০-২:৩০ বাংলা ভাষার প্রান্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও উপকরণ পরিচিতি (১ম-৫ম) ২:৩০-৩:৩০ বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেট ও টুলস পরিচিতি এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক বেসলাইন মূল্যায়ন পরিকল্পনা নির্দেশনা (চলমান)	চা বিরতি	বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেট ও টুলস পরিচিতি এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিকল্পনা নির্দেশনা
৩	৯.০০ -১১.০০ বিদ্যালয় ভিত্তিক বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা		১১.০০-১২.০০ বিদ্যালয় থেকে আগমন ও চা বিরতি ১২.০০ -১.০০ বিদ্যালয় ভিত্তিক কাজের উপর প্রতিফলন মূলক আলোচনা	খাবার বিরতি	শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ ও শিক্ষার্থীদের শিখনস্তর অনুযায়ী বিভাজন (চলমান)	চা বিরতি	শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ ও শিক্ষার্থীদের শিখনস্তর অনুযায়ী বিভাজন
৪	৯.০০ -১১.০০ বিদ্যালয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা		১১.০০-১২.০০ বিদ্যালয় থেকে আগমন ও চা বিরতি ১২.০০ -১.০০ বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ ও উপস্থাপন	খাবার বিরতি	প্রচলিত পাঠপরিকল্পনা ও শ্রেণি পরিচালনার উপর আলোচনা এবং প্রস্তাবিত দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন	চা বিরতি	মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক) ও প্রস্তাবিত শ্রেণি পরিচালনার উপর আলোচনা

দিন	৯:০০- ১০:৩০	১০.৩০-১১:০০	১১:০০-১:০০	১:০০-২:০০	২:০০-৩:৩০	৩:৩০-৩:৪৫	৩:৪৫-৫;০০
৫	মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক) , সময়, শিক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	চা বিরতি	পঠন ও লিখন দক্ষতা অর্জন	খাবার বিরতি	পঠনে সাবলীলতা বাড়ানোর কৌশল সমূহ (চলমান)	চা বিরতি	পঠনে সাবলীলতা বাড়ানোর কৌশল সমূহ
৬	শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম: শব্দ, বর্ণ ও বানান কৌশল (চলমান)	চা বিরতি	শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম: শব্দ, বর্ণ ও বানান কৌশল	খাবার বিরতি	ছোট দলে পাঠ্য বইয়ের বিষয় (Topic) শিখন-শেখানো কার্যক্রম (চলমান)	চা বিরতি	ছোট দলে পাঠ্য বইয়ের বিষয় (Topic) শিখন- শেখানো কার্যক্রম
৭	ছোট দলে প্রথম শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন-শেখানোকার্যক্রম পরিচালনা	চা বিরতি	লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল সমূহ (চলমান)	খাবার বিরতি	লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল সমূহ	চা বিরতি	প্রথম শ্রেণি–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল লেখার উন্নয়ন পরিকল্পনা
৮	শ্রেণির ভিন্ন স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা (চলমান)	চা বিরতি	শ্রেণির ভিন্ন স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা	খাবার বিরতি	পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ১৫ কর্মদিবসের দৈনিক পরিকল্পনা (চলমান)	চা বিরতি	পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ১৫ কর্মদিবসের দৈনিক পরিকল্পনা
৯	বাংলা বিষয়ের জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রদর্শন (চলমান)	চা বিরতি	বাংলা বিষয়ের জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রদর্শন	খাবার বিরতি	পাক্ষিক মূল্যায়ন ও পাক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন (চলমান)	চা বিরতি	পাক্ষিক মূল্যায়ন ও পাক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন
১০	মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী)চলমান	চা বিরতি	মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী)	খাবার বিরতি	স্তরভিত্তিক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	চা বিরতি	বাংলা বিষয়ের পর্যালোচনা
১১	৯:০০-৯:৪৫ ডিপিড প্রশিক্ষণে গণিত বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও বিষয়সমূহ	চা বিরতি	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও গণিত পাঠ্যবই পরিচিতি (চলমান)	খাবার বিরতি	২.০০ -২.৩০ শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও গণিত পাঠ্যবই পরিচিতি	চা বিরতি	প্রতিটি শিশু'র গণিতে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি

দিন	৯:০০- ১০:৩০	১০.৩০-১১:০০	১১:০০-১:০০	১:০০-২:০০	২:০০-৩:৩০	৩:৩০-৩:৪৫	৩:৪৫-৫;০০
	৯:৪৫-১০:৩০ শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও গণিত পাঠ্যবই পরিচিতি (চলমান)				০২.৩০ – ৩.৩০ প্রতিটি শিশু'র গণিতে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি (চলমান)		
১২	৯.০০ -১১.০০ বিদ্যালয় ভিত্তিক গণিত বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা		১১.০০-১২.০০ বিদ্যালয় থেকে আগমন ও চা বিরতি ১২.০০ -১.০০ বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ ও উপস্থাপন (চলমান)	খাবার বিরতি	২.০০-২.৩০ বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ ও উপস্থাপন ২.৩০-৩.৩০ গণিত সময় বিভাজন ও মক ক্লাস পরিচালনা (সহায়ক)		সংখ্যা ও সংখ্যা শিখন শেখানো সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা
১৩	শ্রেণিকক্ষে সংখ্যা শিখন-শেখানো পদ্ধতি (১-৯৯৯) চলমান	চা বিরতি	১১.০০ -১২.৩০ শ্রেণিকক্ষে সংখ্যা শিখন-শেখানো পদ্ধতি (১-৯৯৯) ১২.৩০ -১.০০ সংখ্যা পদ্ধতি শিখন-শেখানো কার্যক্রম(চলমান)	খাবার বিরতি	সংখ্যা পদ্ধতি শিখন-শেখানো কার্যক্রম(চলমান)	চা বিরতি	সংখ্যা পদ্ধতি শিখন-শেখানো কার্যক্রম
১৪	যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম (চলমান)	চা বিরতি	যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম	খাবার বিরতি	বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম(চলমান)	চা বিরতি	বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম
১৫	গুন শিখন শেখানো কার্যক্রম (চলমান)	চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০ গুন শিখন শেখানো কার্যক্রম ১১.৩০-১.০০ ভাগ শিখন শেখানো কার্যক্রম (চলমান)	খাবার বিরতি	২.০০-২.৩০ ভাগ শিখন শেখানো কার্যক্রম ২.৩০-৩.৩০ পাক্ষিক পরিকল্পনা (চলমান)	চা বিরতি	পাক্ষিক পরিকল্পনা
১৬	সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রদর্শন (চলমান)	চা বিরতি	১১.০০-১১.৩০ সহায়ক উপকরণ তৈরি ও	খাবার বিরতি	২.০০-২.৩০ পাক্ষিক মূল্যায়ণ	চা বিরতি	বাংলা ও গণিত বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনার দিকনির্দেশ

দিন	৯:০০- ১০:৩০	১০.৩০-১১:০০	১১:০০-১:০০	১:০০-২:০০	২:০০-৩:৩০	৩:৩০-৩:৪৫	৩:৪৫-৫;০০
			প্রদর্শন ১১.৩০-১.০০ পাক্ষিক মূল্যায়ণ (চলমান)		২.৩০-৩.৩০ মকক্লাস (প্রশিক্ষণার্থী)		
১৭	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ ডিপিড এর ভিত্তি	খাবার বিরতি	ডিপিএড কোর্সে শিখন সম্পর্কীত তত্ত্বের প্রয়োগ এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রমে তার প্রতিফলন	চা বিরতি	ডিপিড এর বাংলা ও গণিত কোর্স আউটলাইন
১৮	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ বাস্তব উদাহরণসহ মেন্টরিং	খাবার বিরতি	বাস্তব উদাহরণসহ মেন্টরিং	চা বিরতি	মেন্টরিং প্রক্রিয়া
১৯	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ শিক্ষক মান (চলমান)	খাবার বিরতি	শিক্ষক মান (চলমান)	চা বিরতি	শিক্ষক মান
২০	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান (চলমান)	খাবার বিরতি	মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান (চলমান)	চা বিরতি	মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান
২১	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	খাবার বিরতি	শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (অনুশীলন)	চা বিরতি	ডিপিড কোর্সের চেকলিষ্ট ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (অনুশীলন)
২২	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ শ্রেণি পর্যবেক্ষণের আলোকে শিক্ষক মান সম্পর্কে ফিডব্যাক	খাবার বিরতি	প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিখন-শেখানো কৌশল	চা বিরতি	প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়েল প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (১ম- ৫ম শ্রেণি)

দিন	৯:০০- ১০:৩০	১০.৩০-১১:০০	১১:০০-১:০০	১:০০-২:০০	২:০০-৩:৩০	৩:৩০-৩:৪৫	৩:৪৫-৫;০০
২৩	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ ইংরেজি বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক	খাবার বিরতি	ইংরেজি বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, তৈরি, মূল্যায়ন পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ তৈরি	চা বিরতি	Listening, Speaking, Reading ও Writing দক্ষতা অর্জনের জন্য শিখন-শেখানো কৌশল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ধারনা
২৪	বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা	চা বিরতি	১১.০০-১১.১৫ প্রতিফলনমূলক আলোচনা ১১.১৫-১.০০ ‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’ বিষয়ের প্রান্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে পাঠ্যবই পর্যালোচনা (১ম-৫ম)	খাবার বিরতি	‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’ বিষয়ের পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস এবং ফরমেট পরিচিতি (৩য় শ্রেণি)	চা বিরতি	‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক
২৫	‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’ বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি	চা বিরতি	‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’ বিষয়ের সময় ব্যবস্থাপনা জানা এবং শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা	খাবার বিরতি	‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে পাঠ্যবই পর্যালোচনা (১ম-৫ম)	চা বিরতি	প্রতিটি শিশুর ‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ বিষয়ের পাঠগত অবস্থান যাচাই, বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি (৩য় শ্রেণি)
২৬	‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক	চা বিরতি	‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি	খাবার বিরতি	‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ বিষয়ের সময় ব্যবস্থাপনা জানা ও শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা	চা বিরতি	প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন

দিন-১

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম : উদ্বোধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণ পরিচিতি, প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. জড়তামুক্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একে অপরের সাথে পরিচিত হবেন;

২. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বলতে পারবেন;

৩. প্রশিক্ষণ থেকে কী প্রত্যাশা করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন;

৪. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৫. প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : জোড়া দলে কাজ, ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, ছোট দলীয় আলোচনা

উপকরণ : রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, রাইটিং প্যাড, কলম, নেম কার্ড, VIPP কার্ড, পোস্টার পেপার, গান/কবিতার অংশ লেখা কার্ড,তথ্যপত্র (দিন-১, অধি-১, তথ্যপত্র-১,২)

উদ্বোধন : ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষণে আগত অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। অংশগ্রহণকারীগণের মাঝ থেকে পূর্ব থেকে নির্বাচিত দুজনকে একে একে আহ্বান করুন। একজন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও একজন পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করবেন। এরপর বিশেষ অতিথিকে সংক্ষিপ্ত আকারে স্বাগত বক্তব্য রাখতে এবং প্রধান অতিথিকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ঘোষণা করতে অনুরোধ করুন। অংশগ্রহণকারীগণের মাঝে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশনের কাজ অব্যাহত রাখুন।

কাজ-১: পরিচিতি পর্ব ৩০ মিনিট

জড়তা মোচন তৎপরতার মাধ্যমে পরিচয় পর্ব পরিচালনা করুন। নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করতে পারেন। তবে আপনার জানা অন্য কোনো ভালো পদ্ধতিও এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- পূর্বে প্রস্তুত করা গান ও কবিতার অংশ লেখা কার্ডগুলো একটি ঝুড়িতে করে প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে মেঝেতে রাখুন।

- সকল অংশগ্রহণকারীকে একটি করে কার্ড নিয়ে নিজ নিজ আসনে বসতে বলুন।
- এবার একজনকে তার কার্ডে লেখা গানের কলি বা কবিতার লাইনের অংশ পড়তে বলুন। এই গানের বা কবিতার পরের অংশটি যার কার্ডের সাথে মিলবে তাকে প্রথমজনের সঙ্গে জোড়া বাঁধতে বলুন।
- এবার প্রতি জোড়াকে নিজেদের মধ্যে ২/৩ মিনিট আলাপ করতে বলুন, যাতে সমবেত ক্লাসে একজন অপরজনের পরিচয় দিতে পারেন। আলোচনার সময় তাদের জুটির বন্ধু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন, যেমন– নাম, পরিচয়, কর্মক্ষেত্র, ভালো লাগা, মন্দ লাগা ইত্যাদি।
- আলোচনা শেষে প্রতি জোড়াকে একের পর এক সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুর পরিচয় দিয়ে নিজেদের কার্ডের গান, কবিতা গেয়ে শোনাতে বা আবৃত্তি করতে বলুন।
- প্রত্যেকের পরিচয় শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচয় পর্বটি শেষ করুন।

কাজ-২: প্রশিক্ষণ পরিচিতি ৩০ মিনিট

'ডিপিএড প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষণ' লেখা ব্যানারেরদিকে আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করুন-

- ডিপিএড বলতে তারা কী বোঝেন?
- ডিপিএড পরীবিক্ষণ বিদ্যালয় বলতে তারা কী বোঝেন?
- ডিপিএড পরীবিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের জন্য এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে?

অংশগ্রহণকারী ৩/৪ জনের কাছ থেকে উত্তর শোনার পর বলুন-

ডিপিএড হচ্ছে "ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন" এই শব্দগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত রুপ। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটি প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি কোর্সের/ডিগ্রির নাম। আপনারা অনেকেই চাকুরী শুরু করার পর পিটিআইতে "সার্টিফিকেট ইন প্রাইমারী এডুকেশন" বা সি-এন-এড কোর্স করেছেন এবং 'সি-এন-এড' এর সময়সীমা ছিল দশ মাস। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা বিজ্ঞানের অনেক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি-এন-এডকোর্স ঢেলে সাজানো হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে "ডিপ্লোমা এন এডুকেশন"। ডিপিএড এর সময়সীমা ১৮ মাস। ডিপিএড কোর্সটি পরীক্ষামূলকভাবে ২০১২ সালের জুলাই থেকে ৭টি পিটিআইতে শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সালের জুলাই থেকে আরো ২২টি পিটিআইতে এই কার্যক্রমটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন,পরের অধিবেশনে 'ডিপিএড' ডিপিএড কোর্স সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অংশগ্রহণকারীদের বলুন, ডিপিএড ১৮ মাসের কোর্সের

প্রথম ১২ মাস ⟶ পিটিআইকেন্দ্রিক এবং পরের

৬ মাস ⟶ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকেন্দ্রিক

এই ১২ মাসের পিটিআইকেন্দ্রিক কোর্সের একটি অংশে পিটিআই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পিটিআইতে যে কোর্সগুলো অধ্যয়ন করবেন, সেগুলো পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে হাতে কলমে অনুশীলন করবেন।

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন ডিপিএড কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা অনুশীলন করানোর জন্য পিটিআই সংলগ্ন ২০টি বিদ্যালয় চিহ্নিত করা হয়েছে, এই বিদ্যালয়গুলোকে পরীক্ষণ বিদ্যালয় নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু ডিপিএড কোর্সে শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে আধুনিক ধ্যান-ধারণা যুক্ত করা হয়েছে। সে কারণে, পরীক্ষণ বিদ্যালয়গুলোতে ঐ আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন যেন ডিপিএড শিক্ষার্থীরা সহজেই তাদের পঠিত কোর্সগুলো হাতে কলমে অনুশীলন করতে পারেন। এ কারণে ঐ ২০টি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক,সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ২৬ দিনের একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, প্রশিক্ষণ শেষে আধুনিক শ্রেণি পরিচালনার কৌশলগুলো আয়ত্ত্ব করে সে অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা শুরু করবেন। সুতরাং ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীগণকে ডিপিএড প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে দ্রুত আয়ত্ত্ব করতে সহায়তা করবে।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ে শিখন নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে শ্রেণি পরিচালনা করতে হবে, তা হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করবেন।

- শ্রেণি পরিচালনার কৌশলের সাথে সাথে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
    - বাংলা
    - গণিত
    - ইংরেজী
    - বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
    - প্রাথমিক বিজ্ঞান

এই বিষয়গুলোর বিষয় জ্ঞানের সাথেও পরিচিত হবেন এবং উপজেলাশিক্ষা অফিসার এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণ প্রশিক্ষণ শেষে কার্যক্রমটি শিক্ষকগণ কীভাবে শ্রেণিতে প্রয়োগ করছেন তা পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) করবেন। প্রয়োজনে বিষয়গুলোর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শ্রেণিতে সফল প্রয়োগের জন্য শিক্ষকগণকে সহযোগিতা দেবেন।

কাজ-৩: প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ২০মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে VIPP কার্ড বিতরণ করুন। এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা কী কী জানতে চান তা অল্প কথায় লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং VIPP বোর্ডে বা ব্রাউন পেপারে শ্রেণিবদ্ধভাবে (একই ধরনের তথ্য একসঙ্গে লেখা কার্ড) লাগিয়ে দিন। প্রত্যাশা লেখা কার্ডগুলো আপনি পড়ে দিন অথবা একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে দিন।

কাজ-৪: প্রশিক্ষণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ২০ মিনিট

বলুন, এতক্ষণ আপনারা প্রশিক্ষণ থেকে কী প্রত্যাশা করেন তা জানালেন। এবার আমরা জানব এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকী? এরপর পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণের 'উদ্দেশ্য' লেখা পোস্টার টানিয়ে দিন ও পড়ে শোনান। এরপর তথ্যপত্র (দিন-১, অধি-১, তথ্যপত্র-১,২) এর আলোকে পূর্বেই লেখা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্বলিত পোস্টারগুলো বোর্ডে টানিয়ে দিন ও অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যাশার সাথে সমন্বয় করুন।

কাজ-৫: প্রশিক্ষণ নীতিমালা ২০ মিনিট

২৬ দিনের প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য, যে যে নিয়ম মেনে চলার দরকার তা ব্রেইনস্টর্মিং-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত তুলে আনুন এবং পোস্টার পেপারে লিখে রাখুন। নীতিমালা তৈরিতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

- পোস্টার পেপারে লেখা প্রশিক্ষণ নীতিমালা দেখা যায় এমন স্থানে কক্ষের একপাশে সুন্দরভাবে টানিয়ে রাখুন।

বলুন, আমরা এই নীতিমালা তৈরি করেছি প্রশিক্ষণকে সফল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং শেষ দিন পর্যন্ত তা মেনে চলব।

পোস্টার : নমুনা

প্রশিক্ষণ চলাকালীন যেসব নিয়ম মেনে চলতে হবে

• সময় মেনে চলা ;	• দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ;
• মনোযোগী হওয়া ;	• কোনো বিষয় না বুঝলে নিঃসংকোচে জানতে চাওয়া;
• প্রশ্ন করতে হলে হাত তোলা ;	• পরস্পরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ;
• অন্যের কথা বলার সময় কথা না বলা ;	• মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা;
• সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া ;	• নেম কার্ড ব্যবহার করা।

দিন–১

অধিবেশন–২

অধিবেশনের শিরোনাম: ডিপিএড কর্মসূচি পরিচিতি।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ডিপিএড প্রোগ্রাম কী তা বলতে পারবেন;
২. ডিপিএড প্রোগ্রাম এর প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. ডিপিএড প্রোগ্রাম থেকে অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্ন-উত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং, দলীয় কাজ, উপস্থাপন

উপকরণ: পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার, স্কেল, পুশপিন, বোর্ড, তথ্যপত্র (দিন-১, অধি-২, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া ঃ

কাজ-১: ডিপিএড প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা লাভ **৩০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সংগে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করুন এবং কয়েকজনের ব্যক্তিগত বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে আন্তরিক ও আত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।সজীবকরণের জন্য কৌশল প্রয়োগ করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন যে, ডিপিএড প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনি কী শুনেছেন বা কী জানেন? ২/৩ জনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন। তারপর ডিপিএড সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখুন তথ্যপত্র (দিন-১, অধি-২,তথ্যপত্র-১) অনুসরণ করে
- এ বিষয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তা শুনুন ও আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন। পুনরায় ২/১ জনকে ডিপিএড প্রোগ্রাম বলতে কী বুঝেছেন তা বলতে বলুন।

কাজ-২: ডিপিএড প্রোগ্রাম এর প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা **১ ঘন্টা ১০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে এতক্ষণ আমরা ডিপিএড কর্মসূচি কী তা নিয়ে আলোচনা করেছি।এবার আমরা এর প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলব।
- অংশগ্রহণকারীগণকে কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে পূর্বেই ফটোকপি করে রাখা তথ্যপত্র সরবরাহ করুন।
- নিচের বিষয়গুলো বোর্ডে লিখুন ও অংশগ্রহণকারীগণকে লিখতে বলুন:
  ক) ডিপিএড প্রোগ্রামের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে লিখুন।
  খ) উক্ত প্রোগ্রাম এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুলেট আকারে লিখুন।

গ) এ প্রোগ্রামের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত লিখুন।

- দলীয় আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ দেখুন এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- সময় শেষে একে একে দলীয় কাজ দলনেতাকে উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্লেনারিতে আলোচনা করে ধারণাগুলো স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: ডিপিএড প্রোগ্রাম থেকে অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে করণীয় ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের দলে ফিরে যেতে বলুন এবং প্রত্যেক দলে পোস্টার পেপার ও সাইনপেন দিন।
- উক্ত প্রশিক্ষণের অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য করণীয় কাজ দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- নির্দিষ্ট সময় পর দলনেতাকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- বড়দলে সকলের সাথে মতবিনিময় করে ধারণা স্পষ্ট করুন। এরপর অধিবেশনের সার সংক্ষেপ করুন।

মূল্যায়ন: ২০ মিনিট

ক) ডিপিএড প্রোগ্রামের মূলভিত্তি কী?

ক) আপনি কী মনে করেন যে ডিপিএড প্রশিক্ষণ আপনার উপকারে আসবে? কেন?

গ) ডিপিএড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা বা করণীয় কী?

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

স্ব-অনুচিন্তন: ২০ মিনিট

ক) অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে কে কে বেশি কথা বলেছেন এবং কে কে কম কথা বলেছেন?

খ) দলীয় কাজে সকলেই কী সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে?

গ) অধিবেশন পরিচালনায় আপনি সন্তুষ্ট কী?

ঘ) বাধাগুলো উত্তরণের জন্য পরবর্তী পরিকল্পনা নিন।

দিন–১

অধিবেশন–৩

অধিবেশন শিরোনাম: ডিপিএড কোর্স সামগ্রী পরিচিতি।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. ডিপিএড কোর্স কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;

২. ডিপিএডের কোর্স সামগ্রী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে তা ব্যবহারের বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারবেন;

৩. ডিপিএড কোর্স মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি / কৌশল: ব্রেইন স্টর্মিং, একক কাজ, ছোট দলীয় কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি, ফলাবর্তন।

উপকরণ : ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, ডিসপ্লে বোর্ড, মার্কার, সাইনপেন, বোর্ড, বিষয়ভিত্তিক ধারণাপত্র, বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা (ছয়টি) এবং ডিপিএড সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামগ্রী।

প্রক্রিয়া :

কাজ-১: শিক্ষার্থীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় **১০ মিনিট**

- **শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। এর পর ওয়ার্ম আপের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে বলুন, আমি একটি সংখ্যা ভাবছি। এ সংখ্যাটির ৩ গুণ করে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ হয়। বলুন তো, সংখ্যাটি কত? কেমন করে করবেন? কীভাবে এটিকে উত্তম প্রশিক্ষণের কাজে লাগানো যায়?**
- **এরপর তিনটি শব্দ–** Subject Knowledge(SK), Pedagogical Knowledge(PK) এবং Professional Development **বোর্ডে লিখুন। উক্ত শব্দ তিনটি দ্বারা তারা কী বোঝেন, জিজ্ঞেস করুন। পাঁচ-ছয়জনের উত্তর নিন। তারপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শব্দ তিনটির ব্যাখ্যা দিন।**

কাজ-২: ডিপিএডের কোর্স কাঠামো ২০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারী এডুকেশন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য ১৮ মাস ব্যাপি একটি শিক্ষা কর্মসূচি। এ কর্মসূচিটি বর্তমান প্রশিক্ষণ সি-এন-এড এর পরিবর্তে চালু করা হবে। সি-এন-এডয়ের মতো এ কর্মসূচিতে যেমন রয়েছে শিক্ষণ বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় তেমনি রয়েছে বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়। এ পর্যায়ে প্রশ্নকরুন:

- সি-এন-এড এর কর্মসূচি কাঠামোয় কোন কোন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল?
- শিক্ষণ অনুশীলনের মেয়াদ কতদিন এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হতো?

এতপর ডিপিএডের বিষয় সম্পর্কিত নিম্নের চার্টটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিস্কার করুন। যেমন– ডিপিএডের ১২টি বিষয় নিম্নরূপ:

বিষয়ভিত্তক জ্ঞান (ঝক)	শিক্ষাদান সম্পর্কিত জ্ঞান (চক)	পেশাগত উন্নয়ন জ্ঞান
• বাংলা • গণিত • প্রাথমিক বিজ্ঞান • বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় • ইংরেজি • এক্সপ্রেসিভ আর্ট (চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত)	• বাংলা শিক্ষণবিজ্ঞান • গণিত শিক্ষণবিজ্ঞান • প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষণবিজ্ঞান • বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় শিক্ষণবিজ্ঞান • ইংরেজি শিক্ষণবিজ্ঞান	• পেশাগত উন্নয়ন পরিচিতি • বিদ্যালয়ে শিক্ষা অনুশীলন-ক • বিদ্যালয়ে শিক্ষা অনুশীলন-খ

উক্ত তিন ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার করুন। পাঠ্য বইয়ের একটি সেট প্রতি দলে সরবরাহ করুন এবং দেখার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।

কাজ-২: ডিপিএডের সামগ্রী সর্ম্পকে সম্যক ধারণা লাভ করে তা ব্যবহারের বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারা ২০ মিনিট

- শিক্ষার্থীদের ছয়টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে অধিবেশনের পরিকল্পনাসহ বিষয়বস্তুর ধারণাপত্র (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং প্রোফেশনাল স্টাডিজ থেকে নির্বাচিত একটি বিষয়বস্তু ও সেই বিষয়বস্তুর অধিবেশন পরিকল্পনা) সরবরাহ করুন। প্রত্যেক দলকে বিষয়বস্তুটি পড়তে বলুন। বিষয়বস্তু পড়ে অধিবেশন পরিকল্পনায় বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য অধিবেশন পরিকল্পনাটি কতটুকু কার্যকর হয়েছে তা চিহ্নিত করতে বলুন। প্রতি দলের একজন তাদের মতামত প্লেনারিতে উপস্থাপন করতে বলুন।

অংশগ্রহণকারীগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ডিপিএড কোর্সের অন্যান্য সমাগ্রী সম্পর্কেও অবহিত করুন। যেমন–

১. তথ্যপুস্তক
২. ইন্সট্রাক্টর নির্দেশিকা
৩. পিটিআই ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ডবুক
৪. মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

৫. মাস্টার ট্রেইনারদের জন্য তথ্যপুস্তক

৬. শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা

৭. প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় নির্দেশিকা

৮. শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, এইউইও এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ম্যানুয়াল

৯. মূল্যায়ন নির্দেশিকা

কাজ-৩: ডিপিএড কোর্সে মূল্যায়ন ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে ডিপিএড প্রোগ্রামে কী ধরনের মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে তা তাদের চিন্তা করতে বলুন। প্রাপ্ত মতামতগুলো একজন স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় বোর্ডে লিখুন।
- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ডিপিএডের মূল্যায়ন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।
- প্রত্যেক দলকে ধারণাপত্র হিসেবে মূল্যায়ন নির্দেশিকা সরবরাহ করুন। ডিপিএডের মূল্যায়নের ওপর তাদের সংক্ষিপ্ত মতামত দিতে বলুন।

মূল্যায়ন: ০৫ মিনিট

দৈবচয়ন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বর্তমান অধিবেশনে কী কী বিষয় আলোচিত হয়েছে তা জেনে নিন। প্রয়োজনে পুনরালোচনা করুন।

স্ব-অনুচিন্তন:

ক) মনে করে দেখুন, কতজন অংশগ্রহণকারী আপনাকে প্রশ্ন করেছে। যারা প্রশ্ন করেননি তারা কেন করেননি, সে বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

খ) দলে কাজ করার সময় যারা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল তাদের কীভাবে সক্রিয় করা যেত বলে আপনি মনে করেন?

গ) আজকের অধিবেশনটি পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গঠনমূলক তত্ত্বের ধারণা কতটুকু প্রতিফলন করা গিয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

দিন- ২

অধিবেশন- ১

অধিবেশন শিরোনাম: ডিপিএড প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও বিষয়সমূহ।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা বাংলা শিখনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বর্তমান প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বাংলা, মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা বলতে পারবেন;
৩. বাংলা বিষয়ে শিখনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা

উপকরণ:VIPPকার্ড, পোস্টার, পেপার, তথ্যপত্র (দিন-২, অধি-১, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১:প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা বাংলা শিখনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব **২০ মিনিট**

- গত দিনের অধিবেশনগুলোর আলোচনার সুত্র ধরে অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন, গতকাল আপনাদের ২৬ দিনের প্রশিক্ষণের সময়সূচি দিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনারা কি ২৬ দিনের অধিবেশনগুলোতেউল্লিখিত বিষয়ের উপর এবং বিষয়গুলোতে কতখানি সময় বা দিন বরাদ্দ করা হয়েছে তা লক্ষ্য করেছেন? উত্তরগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন। উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, এই প্রশিক্ষণে

১.	বাংলার জন্য	– ৯ দিন
২.	গণিতের জন্য	– ৬ দিন
৩.	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের জন্য	–৭ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট
৪.	প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য	–৮ ঘণ্টা
৫.	ইংরেজি বিষয়ের জন্য	–৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
৬.	ডিপিএড বিষয়ক	– ১৪ ঘণ্টা
৭.	মেন্টরিং বিষয়ক	– ৯ ঘণ্টা

- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন বাংলা ও গণিত বিষয়ে সময় বেশি দেয়ার কী কারণ থাকতে পারে বলে তারা মনে করেন?

- ৩/৪ জনের কাছ থেকে উত্তর শোনার পর বলুন বাংলা বিষয়টির উপর বেশি জোর দেয়ার কারণ, 'ভাষার' দক্ষতাগুলো শোনা, বলা, পড়া ও লেখার উপর দক্ষতা ছাড়া শিক্ষার্থীরা অন্য বিষয় সমাজ, বিজ্ঞান এমনকি গণিত বিষয়ের পাঠগুলো আয়ত্ত্ব করতে পারবে না।
- অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চান, কে কোন শ্রেণিতে বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ও বিজ্ঞান বিষয়টি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ান। অংশগ্রহণকারীগণকে আবার জিজ্ঞেস করুন ঐ শ্রেণিগুলোর প্রতিটি শিক্ষার্থীই কি তাদেরকে দেয়া পাঠগুলো বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী শ্রেণিতে দেয়া কাজগুলো পারে? উত্তর শোনার পর।

  পুনরায় অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন -

  ১. 'বাংলা' শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ফলে শ্রেণির প্রতিটি শিশু কি রিডিং পড়া শিখছে?
  ২. কেন শিখছে না?
  ৩. না শেখার কারণ কি?
  ৪. কীভাবে বা কোন পদক্ষেপের মাধ্যমে রিডিং পড়া শেখানো যায় বলে মনে করেন?

  অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্নকরুন,

  - কোন কোন শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণির বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়গুলো পড়ান?
  - কোন কোন শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বিষয়টি পড়ান?

  তাদের উত্তর শোনার পর প্রশ্ন করুন যে -

  - তাঁদের শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীই কি সাবলীলভাবে রিডিং পড়তে পারে এবং রিডিং এর মাধ্যমে বিষয়গুলোর পাঠ অনুযায়ী মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে পারে?

  উত্তর শোনার পর প্রশ্ন করুন -

  - আপনার কি ধারণা আছে, কতজন পড়তে পারেনা, বর্ণ বা কার চিহ্ন চেনেনা?

  তাদের উত্তরগুলো শোনার পর তৃতীয় / দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বইগুলোর কোন পাঠটি এখন শ্রেণিতে পড়ানো হচ্ছে তা বলতে বলুন।

  এরপর অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন,

  - যেহেতু আপনারা বলেছেন যে শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থীই রিডিং পড়তে পারে না বা বর্ণ চেনে না । সেক্ষেত্রে যারা পড়তে পারে না, তারা এই পাঠটির মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে পারবে কি? এ সম্পর্কিত কাজ যেমন প্রশ্নোত্তর, শব্দার্থ, বাক্য রচনা এগুলো করতে পারবে কি?
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রতিটি শ্রেণিতেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের শিক্ষার্থী আছে এবং বর্তমানে শ্রেণি পরিচালনায় এই ভিন্ন অবস্থানের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করা হয় না। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে একই শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা য়ায় সেই কৌশলগুলো শিখব।

কাজ-২: মাতৃভাষা বাংলা বিষয় সম্পর্কে প্রত্যাশা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে VIPP কার্ড বিতরণ করুন। এই প্রশিক্ষণে 'বাংলা' বিষয়ে তাঁরা কি কি জানতে চান তা অল্প কথায় লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং VIPP বোর্ডে বা ব্রাউন পেপারে শ্রেণিবদ্ধভাবে (একই ধরনের তথ্যে লেখা কার্ড) লাগিয়ে দিন। বোর্ড বা ব্রাউন পেপারে লাগানো কার্ডগুলো নিজে পড়ে শোনান বা অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে একজনকে পড়তে বলুন।

কাজ-৩: বাংলা বিষয় শিখনের লক্ষ্য ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এতক্ষণ আপনারা প্রশিক্ষণে 'বাংলা' বিষয়ে কী প্রত্যাশা করেন তা জানালেন। এবার আমরা প্রশিক্ষণে 'বাংলা' বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানব। অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে পূর্বে লিখে রাখা 'বাংলা' বিষয়ের 'লক্ষ্য' লেখা পোস্টার টানিয়ে দিন এবং পড়ে শোনান।

পোস্টার :

লক্ষ্য
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষক - ▪ স্বনির্ভর পাঠক ও স্বনির্ভর লেখক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন

- এরপর তথ্যপত্রের (দিন-২, অধি-১, তথ্যপত্র-১) আলোকে পূর্বে লিখে রাখা 'বাংলা' বিষয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্বলিত পোস্টারগুলো টানিয়ে দিন ও তাদের প্রত্যাশার সাথে সমন্বয় করুন।

দিন–২

অধিবেশন–২

অধিবেশন শিরোনাম : বাংলা ভাষার প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও উপকরণ পরিচিতি।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

২. প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যবই এবং পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু বলতে পারবেন,বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে কীভাবে পাঠ্য বইগুলো রচনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৩. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু কীভাবে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৪. বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করারজন্য বাংলা পাঠ্যবই ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক উপকরণের সাহায্য প্রয়োজন কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ : ১ম–৫ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই, তথ্যপত্র(দিন-২, অধি-২, তথ্যপত্র-১,২), বাংলা সহায়ক উপকরণ, পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ব্যাখ্যা ৩০ মিনিট

- গত অধিবেশনের আলোচনার রেশ ধরে বলুন অংশগ্রহণকারীগণকে যে, গত অধিবেশনে আমরা আলোচনা করেছি- বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা শিখন নিশ্চিত করা এবং আপনারাও আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে একমত হয়েছেন যে, ১ম থেকে- ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী একই গতিতে শিখছে না। সুতরাং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কীভাবে শেখানো যাবে সে কৌশল আয়ত্ব করার আগে আমরা এই অধিবেশনে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কী শেখা উচিত তা আলোচনা করব। আপনারা বলেছেন শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার জন্য নির্ধারিত চারটি দক্ষতা–শোনা, বলা, পড়া ও লেখা অর্জন করার কথা, সুতরাং শিক্ষার্থীদের শোনা, বলা, পড়া ও লেখার কী কী দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা ছোট দলে বসে আলোচনা করব। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কী শেখার প্রয়োজন, তা কোথায়

লিপিবদ্ধ আছে? তাদের উত্তর শোনার পর বলুন- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তালিকা দেয়া আছে।

- এরপর বলুন, আপনারা অনেকেই এর আগে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং সকল বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের একটি অংশ ছিল যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের উপর আলোচনা বা বিশ্লেষণ। আমরা এই অধিবেশনেও বাংলা বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিভিন্ন উপকরণ যেমন- পাঠ্যবই, সহায়ক বই নিয়ে আলোচনা করব।
- প্রশ্ন করুন 'প্রান্তিক যোগ্যতা' 'শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' বলতে কী বোঝায়? অংশগ্রহণকারীগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে / ফ্লিপচার্টে একজন অংশগ্রহণকারীকে লিখতে বলুন। এবার পোস্টার পেপারে লেখা সংজ্ঞাগুলো একবার পড়ে শোনান।

পোস্টারঃ

প্রান্তিক যোগ্যতা ঃ

- পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোকে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা।
- সাধারণত যে কোনো যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথম শ্রেণি থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তবে কোনো কোনো প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু ও শেষ হওয়ার পর্যায় ভিন্নতরও হতে পারে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বা শুরু থেকে শেষ হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হলো প্রান্তিক যোগ্যতা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ঃ

- ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে প্রতিটি শ্রেণিতে প্রান্তিক যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হবে তাকে বলা হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা।

যোগ্যতা ঃ

- পঠন–পাঠনের মধ্য দিয়ে কোনো জ্ঞান দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করার পর শিশু বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময়ে তা কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার একটি যোগ্যতা বলা যায়।

বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ঃ

- প্রাথমিক স্তর শেষে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করার পর এই তালিকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যোগ্যতাগুলো পৃথকভাবে বাছাই করে বিষয় ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অত:পর বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো প্রচলিত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলি চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করার পর পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে কোন শ্রেণিতে এর কতটুকু অর্জিত হবে, তা চিহ্নিত করে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যোগ্যতা ভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়।

- আলোচনার মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা পরিস্কার করুন এবং বলুন পাঠ্যবই হচ্ছে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার মাধ্যম বা উপকরণ। অংশগ্রহণকারীদের বলুন তারা প্রথমে দলে বসে যোগ্যতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের বাংলা বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) কীভাবে সন্নিবেশিত আছে; শোনা, বলা, পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে শ্রেণিভিত্তিক কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তা আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

- এরপর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে কীভাবে পাঠ্যবইয়ের পাঠগুলো সাজানো হয়েছে? কীভাবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার যোগ্যতাগুলো শ্রেণিভিত্তিক অর্জন করানো যাবে তা আলোচনা করবে।

কাজ-২ঃ শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বাংলা পাঠ্যবই বিশ্লেষণ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

- এরপর সকলের মাঝে বাংলা বিষয়ের 'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' লেখা তথ্যপত্র (দিন-২, অধি-২, তথ্যপত্র-১) ও পাঠ্য বইগুলো বিতরণ করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের সাথে বলুন এতক্ষণ আমরা 'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনারা সবাই জানেন আমাদের শিক্ষাক্রমটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর জন্য বাংলা পাঠ্যবই হলো একটি মাধ্যম। আপনারা অনেকেই আছেন যারা পুরানো বাংলা বইতে কী কী আছে এবং কীভাবে তা সাজানো আছে তা জানেন। কিন্তু এ বছর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে নুতন বই রচনা করা হয়েছে, যা আপনারা অনেকেই দেখেছেন এবং পড়ানো শুরু করেছেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলুন, শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশুরা ভাষাদক্ষতা অর্জন করে থাকে। সুতরাং এই ৪টি দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষক মাধ্যম হিসেবে বাংলা পাঠ্যবইটি ব্যবহার করে থাকে।

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এই অধিবেশনে আমরা দলে বসে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যবইগুলোবিষয় বিশ্লেষণকরব।
- পাঠ্যবইগুলোর পাঠগুলো কী ধরনের অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু কী ধরনের তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণি অনুযায়ী পৃথক করে সাজাব। পরের ধাপে পাঠ্যবইয়ের কোন কোন পাঠে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতাগুলো একক, যৌথ ও সমন্বিতভাবে অর্জন করার নির্দেশনা আছে তা চিহ্নিত করব।
- দলও সময়কে বিবেচনায় রেখে দলের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে পোস্টার পেপার, মার্কার/সাইনপেন,সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যপত্র (দিন-২, অধি-২, তথ্যপত্র-১) দিন। দলে বসে তাঁরা যে কাজটি করবেন তা বোর্ডে লিখে দিন।
    ১. প্রাথমিক স্তরে ১ম-৫ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইগুলো ভালোভাবে পড়া;
    ২. প্রত্যেক পাঠ্যবইয়ে কতটি বিষয় আছে তা চিহ্নিত করা এবং পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর ধরনএবংশ্রেণি অনুযায়ী তালিকা প্রণয়ন করা;
    ৩. পাঠ্যবইয়ের কোন কোন পাঠে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতাগুলো অর্জন করে তা চিহ্নিত করা।
- অংশগ্রহণকারীগণকে৫টি দলে ভাগ করুন এবং নিম্নোক্ত উপায়ে ৫টি দলের মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির বাংলা বইয়ের বিষয়বস্তু ভাগ করে দিন।
    ১. ১ম দল – ১ম শ্রেণি বাংলা
    ২. ২য় দল – ২য় শ্রেণি বাংলা
    ৩. ৩য় দল – ৩য় শ্রেণি বাংলা
    ৪. ৪র্থ দল – ৪র্থ শ্রেণি বাংলা

৫. ৫ম দল – ৫ম শ্রেণি বাংলা

- দলে আলোচনা করে ছকের প্রতিটি অংশ পূরণ করতে এবং একজনকে পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিখতে বলুন।

পোস্টার

ছক-'ক'

বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু

শ্রেণি : ১ম/ ২য়/ ৩য়/ ৪র্থ/ ৫ম

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর

ছক-'খ'

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী ১ম–৫ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত শোনা, বলা, পড়া ও লেখার কাজ চিহ্নিতকরণ :

শ্রেণি :

শ্রেণি	শোনা		বলা		পড়া		লেখা	
	যোগ্যতা নম্বর	পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর	যোগ্যতা নম্বর	পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর	যোগ্যতা নম্বর	পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর	যোগ্যতা নম্বর	পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর

- এরপর ৫টি দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময় ছকের ৪টি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পাঠ্যবইয়ে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করুন। প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপন শেষে তথ্যপত্র (দিন-২, অধি-২, তথ্যপত্র-১) এর আলোকে আলোচনার সমন্বয় করুন।

প্রত্যেকটি দলের দলীয় কাজের উপস্থাপন শেষে আলোচনার সুত্রপাত করুন এভাবে–

১. 'পড়া' যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যবইগুলোতে কি শিক্ষার্থীদের 'রিডিং' পড়া শোনার কোন নির্দেশনা দেয়া আছে?

১. নির্দেশনা না থাকলে শিক্ষার্থীরা কোন সময় রিডিং পড়বে অথবাকীভাবে রিডিং পড়া শিখবে ?

২. পাঠ্যবইয়ের পাঠগুলো কী প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রিডিং পড়ার জন্য সহজ?
৩. পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিচিত শব্দ আছে কি? কতগুলো অপরিচিত শব্দ আছে? এত অপরিচিত শব্দ থাকলে কোনো বিষয় পাঠ করা সহজ হয় কি?
৪. পাঠে এত কঠিন শব্দ হয় তাহলে পাঠ অনুধাবন করবে কীভাবে?
৫. লিখে নিজের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ আছেকি?
৬. শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা সমমানের বই পড়ার যোগ্যতা অর্জন করবে উল্লেখ আছে? আপনারা কি শিক্ষার্থীদের সমমানের বই পড়তে দেন ?

- প্রশ্ন করুন, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পড়া ও লেখার জন্য কি কি যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে এবং তার সাথে মিল রেখে পাঠ্যবইগুলো কীভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে? এর মাধ্যমে কি সবগুলো যোগ্যতা অর্জন করা যাবে?
- আলোচনা শেষে বলুন, আমরা আগেই বলেছি পাঠ্যবই হচ্ছে শিক্ষাক্রমের যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর একটি মাধ্যম। যোগ্যতাগুলো অর্জন করাই লক্ষ্য, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শেষ করা নয়। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন ভাষার দক্ষতাগুলো অর্জন করানোর জন্য অন্য কোনো সহায়ক উপকরণের সাহায্য নিয়েছে কিনা?
    ১. কি ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেছে?
    ২. সহায়ক উপকরণ যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে কি? কিভাবে করে?
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এবার আমরা সহায়ক উপকরণ হিসেবে আরো কিছু বইয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করব।

কাজ- ৩ : বাংলা সহায়ক বইগুলোর পর্যালোচনা ও উপস্থাপন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এতক্ষণ আপনারা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যবই নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখন আমরা বাংলা সহায়ক বইগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করব। অংশগ্রহণকারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, প্রশিক্ষণ কক্ষের মধ্যে আপনারা বিভিন্ন ধরনের বাংলা সহায়ক বই দেখতে পাচ্ছেন। বইগুলোকে আমরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে শ্রেণিভিত্তিকভাবে পৃথক করব। শ্রেণিভিত্তিকভাবে পৃথক করার সময় যে বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রাখব তা পোস্টারে লেখা আছে:

পোস্টার

১. বইয়ের সাইজ ও রঙের ব্যবহার
২. বই এর গল্পগুলো জীবনের গল্প থেকে নেওয়া
৩. ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার
৪. বইতে মুখের ভাষার ব্যবহার
৫. সহজ শব্দের ব্যবহার
৬. গল্পের পরিসর

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪/৫ টি দলে ভাগ করুন। তাদেরকে বলুন, আপনারা প্রশিক্ষণ কক্ষ থেকে পছন্দমতো বই নিন এবং পোস্টারে দেওয়া বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বইগুলো কোন শ্রেণির জন্য ব্যবহার করা যাবে, তা চিহ্নিত করতে বলুন। আপনি দলের কাজে সহায়তা করুন।

- দলীয় কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে বসতে বলুন এবং একে একে দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে বলুন, কেন বইগুলো তারা নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করেন? এর বিপক্ষে অন্য দলের কোনো মতামত থাকলে তা জিজ্ঞেস করুন।

- এরপর আপনার মতামত সমন্বয় করে বলুন, প্রত্যেক শিশু বই দেখতে এবং পড়তে চায় যদি সে বই হয়, তার মুখের ভাষা ও তার পরিচিত শব্দ দিয়ে লেখা, তার জীবনের চারপাশের গল্প নিয়ে লেখা। অনেক সময় পড়তে পারলেও পঠিত অংশের বিষয়টি ঠিকমতো বোঝে না। তাই শিশুদের বোঝার ধাপ অনুযায়ী বই নির্বাচন করে তাদের পড়ানো দরকার। মনে রাখতে হবে শিশুরা যেন বই পড়ে আনন্দ লাভ করতে পারে। সবাইকে ধ্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন–২

অধিবেশন–৩

অধিবেশন শিরোনাম: শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান যাচাইয়েরজন্য বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেট টুলস পরিচিতি ও বিদ্যালয়ভিত্তিক বেসলাইন মূল্যায়ন পরিকল্পনা নির্দেশনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বেইসলাইন মূল্যায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
২. বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস ও বেইসলাইন মূল্যায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
৩. টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান মূল্যায়ন করতে পারবেন ও মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ করতে পারবেন;
৪. বিদ্যালয়ে গিয়ে কীভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে হাতে কলমে বেইসলাইন মূল্যায়ন করবেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং, দলীয় কাজ

উপকরণ: পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-২, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২,৩) ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বেইসলাইন মূল্যায়নের ধারণা ব্যাখ্যা ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা গত অধিবেশনগুলোতে জানতে পেরেছি যে এই প্রশিক্ষণের একটি লক্ষ্য হচ্ছে, ১ম-৫ম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর, বাংলা বিষয়ের শিখন নিশ্চিত করা। এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়টির শিখন শেখানোর পদ্ধতিগত কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই কারণে আমরা বাংলা বিষয়ের প্রান্তিকযোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো নিয়েও পর্যালোচনা করেছি, এবং এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর জন্য পাঠ্যবইগুলোতে কী ধরনের কাজ দেয়া আছে তাও বিশ্লেষণকরেছি। শ্রেণির প্রতিটি শিশুর পাঠগত অবস্থান এক না হওয়া সত্ত্বেও, আপনাদের সব শিক্ষার্থীর জন্যই একই ধরনের পাঠপরিকল্পনার ভিত্তিতেই শ্রেণিপরিচালনা করতে হয়। যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করা, এ কারণে বাংলা বিষয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা পদ্ধতিগত কৌশলগুলো জানার আগে প্রতিটি শিশুর পাঠগত অবস্থান জানা প্রয়োজন।
- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, কীভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানা যাবে? কয়েকজনের উত্তর শুনুন। তাদের উত্তরের সাথে মিল রেখে বলুন, একমাত্র মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিশুর বর্তমান পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব।

- পুনরায় বলুন, মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর বা শিখন চাহিদা জানার পর, শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে আগামী ১৫ দিনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এই প্রথম মূল্যায়নটিকে বেইসলাইন মূল্যায়ন

বলা হয়, ইংরেজিতে বেইস শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভিত্তি'। এই প্রথম মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রথম পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করা হয়।

কাজ-২: বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস, ফরমেট ও বেইসলাইন মূল্যায়ন ব্যবহারবিধি; ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, প্রথম অধিবেশনেই আমরা বলেছি, এই প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। এই বেইসলাইন মূল্যায়নটি আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে পাশের বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে হাতে কলমে করব। বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করব, কারণ পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ শেষে এই কাজটিই নিজ নিজ বিদ্যালয়ে করতে হবে। সুতরাং, এই বেইসলাইন মূল্যায়ন কাজটি ভালোভাবে আয়ত্ব করার জন্য এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, কী দিয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন করা হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, মূল্যায়ন করার পর তা কোথায় রেকর্ড রাখা হবে এবং মুল্যায়ন ফলাফল পরবর্তীতে কীভাবে ব্যবহার করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন,
  ১. প্রথম থেকে পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের বাংলার পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে কিছু বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি করা হয়েছে এবং
  ২. টুলসের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণের জন্য মূল্যায়ন ফরমেটও তৈরি করা হয়েছে।

এই বেইসলাইন মূল্যায়নের প্যাকেজটিতে আছে

১. মূল্যায়ন টুল্স (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির সমমানের পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ)
২. মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড রাখার জন্য ফরমেট
৩. শ্রেণিভিত্তিক / বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ ও রেকর্ড রাখার জন্য ফরমেট

- এবার, অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও বেইসলাইন মূল্যায়ন ব্যবহারবিধি তথ্যপত্র(দিন-২, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২,৩) বিতরণ করুন, এবং তথ্যপত্রগুলো নিয়ে জোড়া দলে ২৫ মিনিট আলোচনা করতে বলুন। কোনো প্রশ্ন থাকলে তা খাতায় নোট করতে বলুন।এরপর ফরমেটটি পূরণ করার জন্য কী কী কাজ করতে হবে তা অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন এবং তাদের বক্তব্য বোর্ডে / ফ্লিপচার্টে বুলেট পয়েন্টে লিখুন, কোনো ধারণা অস্পষ্ট থাকলে স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: বেইসলাইন মূল্যায়ন অনুশীলন ৬০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে প্রথমে আপনি ছোটদলে দ্বিতীয় থেকেপঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে, কীভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করতে হবে তা দেখাবেন। এরপর অংশগ্রহণকারীগণ পাঁচটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে একই অনুশীলন করবেন। এবার আপনি তৃতীয় শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে তাদের বাংলা বিষয়ের মূল্যায়ন শুরু করুন। মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে রাখুন। (সম্ভব হলে কাছের কোনো বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী এনে বেইসলাইন মূল্যায়ন অনুশীলন করাবেন অথবা প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীগণকে শিক্ষার্থীর ভূমিকাভিনয় করতে দিবেন)।

১ম শিক্ষার্থী মূল্যায়নঃ

- ব্যবহারবিধি অনুসরণ করে, প্রথমে ৩য় শ্রেণির পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ থেকে তার রিডিং পড়া শুনবেন, যদি সে ভালোভাবে পড়তে পারে তাকে মূল্যায়ন ফরমেটের ৩য় শ্রেণির কলামে 'সাবলীলভাবে পড়তে পারে' ঘরে টিক দিবেন। এভাবে তার অন্যান্য মূলায়ন করবেন।

২য় শিক্ষার্থী মূল্যায়নঃ

- একইভাবে ব্যবহারবিধি অনুসরণ করে, ২য় শিক্ষার্থীকেও প্রথমে ২য় শ্রেণির পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ থেকে তার রিডিং পড়া শুনবেন, যদি সে পড়তে না পারে তাকে ১ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ পড়তে দিতে হবে। সে এবার সাবলীলভাবে পড়তে পারলে মূল্যায়ন ফরমেটের ১ম শ্রেণির কলামে সাবলীলভাবে পড়তে পারে ঘরে টিক দিবেন।
- এভাবে অংশগ্রহণকারীদের আপনি মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও মূল্যায়ন ব্যবহারবিধি অনুসরন করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিন। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের সময় ১টি ঘরে টিক দিতে বলুন, ছকে পূরণ করা তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কোথায় সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যাবে এবং বিশ্লেষণ ছক পূরণ করে স্তর ভিত্তিক দল গঠন করা যাবে।

- এবার পূর্বেই করা পাঁচটি দলে অংশগ্রহণকারীগণকে ভাগ করুন। তারা দলে বসে বেইসলাইন মূল্যায়ন অনুশীলন করবেন।প্রত্যেক দলে ঘুরে ঘুরে আপনি সহায়তা করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ফরমেটটি বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে দিন। তাদেরকে বলুন আপনি ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন, সেই শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী ৩য় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ সাবলীলভাবে, কতজন শিক্ষার্থী ২য় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ সাবলীলভাবে এবং কতজন শিক্ষার্থী ১ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই বা পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং কতজন পড়তে পারে না তা বিশ্লেষণ করে বের করবেন।

কাজ-৪: পরবর্তী দিনে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বেইস লাইন মূল্যায়ন কাজের দিক নির্দেশনা ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বড়দলে ফিরিয়ে আনুন এবং কারো কোনো ধারণা অস্পষ্ট থাকলে তা স্পষ্ট করুন।
- অংশগ্রহনকারীগণ আগামীদিন কে কোন স্কুলে বা কোন শ্রেণির কোন শাখার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন তা জানিয়ে দিন। দিন-২, অধিবেশন-১ এর কাজ ১ ও ২ এর আলোকে দিক নির্দেশনা দিন। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে সম্পর্ক তৈরি করবে এবং হাতে কলমে বেইসলাইন মূল্যায়ন করবে তা বলুন।
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন–৩

অধিবেশন–১

অধিবেশনের শিরোনাম : বিদ্যালয়ভিত্তিক বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন ;
২. বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজ ব্যবহার করে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে-কলমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

উপকরণ : মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১: শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি **৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণ আগের দিনই জেনে যাবেন কে কোন স্কুলে যাবেন। তাঁরা সরাসরি স্কুলে চলে যাবেন এবং পূর্ববর্তী অধিবেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী স্কুলে গিয়ে ঠিক করে নিবেন কে কোন শ্রেণির কোন শাখার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। নির্দিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় কাজটি করতে পারেন। এরপর নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ঢুকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলুন। তারা কোথায় থাকে, বাড়িতে কে কে আছেন? বাবা, মা কি করেন ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বলুন, আপনারা কি কাজ করতে তাদের কাছে এসেছেন, তবে পরীক্ষা নিতে এসেছেন এবিষয়টি কোনোভাবে বোঝাবেন না, তাতে তারা ভয় পেতে পারে। এভাবে আপনার নিজস্ব ব্যবহার দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সহজ করে নিন।

কাজ-২: হাতে-কলমে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন **৪০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে আগের দিনই বলে রাখবেন কীভাবে শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে একটি সুবিধামত জায়গা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। শ্রেণি শিক্ষককে বলুন, আপনি আপনার মতো বাংলা বিষয়ে পাঠদান পরিচালনা করতে থাকুন। এবার আপনি সুবিধামতো ১ জন/২ জন/ ৪ জনের দল নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন শুরু করুন। যে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন প্রথমে তার নাম, রোল নম্বর মূল্যায়ন ফরমেটে লিখুন। এরপর তার বাংলা রিডিং মূল্যায়ন করুন এবং পরবর্তী ধাপ অনুসরণ করুন। শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী ২/৩ জন অংশগ্রহণকারী ৪০ মিনিটে ঐ শ্রেণির অর্ধেক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- ঐ দিনের মূল্যায়ন শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে আসবেন।

দিন–৩

অধিবেশন–২

অধিবেশন শিরোনাম : বিদ্যালয়ভিত্তিক কাজের উপর প্রতিফলনমূলক আলোচনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বিদ্যালয়ভিত্তিক বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে ও পর্যালোচনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১:বিদ্যালয়ভিত্তিক কাজের উপর প্রতিফলনমূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা **১ ঘণ্টা**

- বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে আসার পর তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বলুন। বিদ্যালয়ভিত্তিক বেইসলাইন মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আলোচনার সূত্রপাত করুন এভাবে-
    ১. অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন তারা বিদ্যালয়ে বেইসলাইন ফরমেটের ব্যবহারবিধি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পেরেছেন কি না ?
    ২. কতজনের মূল্যায়ন করতে পেরেছেন?
    ৩. মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে কি না?
    ৪. মূল্যায়ন করার পর যে ফলাফল পেয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অনুভূতি কী?
    ৫. অংশগ্রহণকারীগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে / ফ্লিপচার্টে একজন অংশগ্রহণকারীগণকে লিখতে বলুন। এক্ষেত্রে একই উত্তর বার বার পুনরাবৃত্তি হলে সেটি পুনরায় না লিখে ব্যতিক্রমী উত্তরগুলো লিখতে বলুন।
    ৬. অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করুন মূল্যায়নের তথ্য অনুযায়ী আপনার মূল্যায়ণকৃত সব শিক্ষার্থী কি একই পাঠগত অবস্থানে আছে?
- সবার উত্তর শোনার পর আপনি আপনার মতামত যোগ করুন এভাবে- দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠগত অবস্থানের ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, শিখনের মেধার ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো, প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার ভিন্নতাকে বিবেচনায় রেখে তাদের জন্য শিখন পরিকল্পনা করা।

দিন–৩

অধিবেশন–৩

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ ও উপস্থাপন।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন বিশ্লেষণও শ্রেণিকরণ।
২. বিশ্লেষিত বেইসলাইন ফলাফল উপস্থাপন।

সময় : ২ ঘণ্টা ১৫মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্লেনারী আলোচনা

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন, তথ্যপত্র(দিন-৩, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ **১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। তাদের উদ্দেশ্যে বলুন আপনারা সবাই মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছেন। বিদ্যালয়ে করা মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়,তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির কোনো কোনো শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে রিডিং পড়ে, কোনো কোনো শিক্ষার্থীর রিডিং পড়তে শিক্ষকের সহায়তা লাগে এবং কোনো কোনো শিক্ষার্থী একেবারেই রিডিং পড়তে পারে না, এ ছাড়া কিছু শিক্ষার্থী বর্ণ বা শব্দ ও চেনে না। শিক্ষার্থীদের পঠন সর্ম্পকীত এই তথ্যআপনারা নির্ধারিত ফরমেটে সংগ্রহ করেছেন। আপনারা ছোটদলে শিক্ষার্থীদের পঠন সর্ম্পকীত এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করবেন এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করবেন, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত শ্রেণির বই পড়তে বা লিখতে পারে কিনা বা বর্ণ বা শব্দ পড়তে পারে কি না, এ সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন। অংশগ্রহণকারীগণের একই বিদ্যালয়ে এবং একই শ্রেণিতে মূল্যায়ন করেছেন এমন অংশগ্রহণকারীগণকে একটি দলে বসতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণ বিদ্যালয় অনুযায়ী ৪/৫টি দলে বসে ঐ বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়নে পাওয়া ফলাফলগুলো শিখনস্তর অনুযায়ী ভাগ করবেন এভাবে-

১. ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে;
২. ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে;
৩. ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে;
৪. ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে;

৫. ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে।

- তথ্যপত্র (দিন-৩, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)এর আলোকে যে, ফরমেট বা ছকে বিশ্লেষণকৃত ফলাফল তুলতে হবে তা অংশগ্রহণকারীগণকে বুঝিয়ে দিন। প্রয়োজনে পোস্টার পেপারে এঁকে তা ঝুলিয়ে দিন।

কাজ-২: বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকৃত বেইসলাইন ফলাফল উপস্থাপন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় অন্যদলের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বা কোনো সংযোজন আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন ও যথার্থ আলোচনা পরিচালোনা করুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে বলুন, আপনাদের উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী–
    ১. ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ৫ম শ্রেণির বাংলা বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে।
    ২. ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ৪র্থ শ্রেণির বাংলা বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে।
    ৩. ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ৩য় শ্রেণির বাংলা বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ২য় শ্রেণির বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে কিন্তু শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ আছে যারা প্রথম শ্রেণির সমমানের।
- সুতরাং ৫ম শ্রেণির এই শিক্ষার্থীদের পড়া এবং লেখায় তাদের অবস্থান অনুযায়ী আপনারা ৩/৪টি শিখনস্তর বা দলে ভাগ করেছেন। একইভাবে ৪র্থ, ৩য়, ২য় ও ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ও ৩/৪টি দলে ভাগ করেছেন। আরো বলুন এর আগের অধিবেশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম যেহেতু শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী আছে এ কারণে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে সিলেবাসের একই জায়গা থেকে পড়ালে তারা কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করতে পারে না। এখন আপনারা নিজ হাতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছেন এবং ফলাফলের ভিত্তিতে শিখন স্তর অনুযায়ী ৩/৪টি দলে ভাগ করেছেন। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তথ্যছকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির যে দলটি ১ম শ্রেণির সমমানের তাদের পক্ষে কি যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণির বই থেকে প্রশ্নের উত্তর লেখা সম্ভব? উত্তর শোনার পর বলুন, অথচ আমরা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণিতে বসা ১ম শ্রেণির সমমানের এই দলটির কথা না ভেবেই সিলেবাস ভিত্তিক শ্রেণি পরিচালনা করে থাকি।
- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো যে, শ্রেণি পরিচালনায় কিছু কৌশল প্রয়োগ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্তর অনুযায়ী শিখন নিশ্চিত করা। কারো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন–৪

অধিবেশন–১

অধিবেশনের শিরোনাম : বিদ্যালয়ভিত্তিক বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন;
২. বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজ ব্যবহার করে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে-কলমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

উপকরণ: মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি **২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণ আগের দিনই জেনে যাবেন কে কোন স্কুলে যাবেন। তাঁরা সরাসরি স্কুলে চলে যাবেন। স্কুলে গিয়ে ঠিক করে নিবেন কে কোন শ্রেণির কোন শাখার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় কাজটি করতে পারেন। নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে ঢুকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলুন। তারা কোথায় থাকে, বাড়িতে কে কে আাছেন? বাবা, মা কি করেন ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বলুন, আপনারা কি কাজ করতে তাদের কাছে এসেছেন। তাদের পরীক্ষা নিতে এসেছেন এ বিষয়টি কোনোভাবেই প্রকাশ করা যাবে না। তাতে তারা ভয় পেতে পারে। এভাবে আপনার নিজস্ব ব্যবহার দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সহজ করে নিন।

কাজ-২: হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন **৪০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে আগের দিন বলে রাখুন, আপনি শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে একটি সুবিধামতো জায়গা নির্দিষ্ট করে নিবেন। শ্রেণি শিক্ষককে বলুন, আপনি আপনার মতো বাংলা বিষয়ে পাঠদান পরিচালনা করতে থাকুন। এবার আপনি সুবিধামতো ১ জন/২ জন/ ৪ জনের দল নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন শুরু করুন। যে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন প্রথমে তার নাম, রোল নম্বর মূল্যায়ন ফরমেটে লিখুন। এরপর তার বাংলা রিডিং মূল্যায়ন করুন তারপর পরবর্তী ধাপ অনুসরণ করুন। শ্রেণি শিক্ষার্থীদের সংখা অনুযায়ী গতকালের ২/৩ জন অংশগ্রহণকারী ৪০ মিনিটে ঐ একই শ্রেণির বাকী অর্ধেক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- ঐ দিনের মূল্যায়ন শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে আসুন।

দিন–৪

অধিবেশন–২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ, শ্রেণিকরণ ও উপস্থাপন।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বেইসলাইন মূল্যায়ন ফরমেটে সংগৃহীত শিক্ষার্থীদের মুল্যায়ন তথ্যের ভিত্তিতে, প্রতি শ্রেণিতে অবস্থিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের প্রাথমিক পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবেন;

২. বিশ্লেষিত বেইসলাইন ফলাফল উপস্থাপন করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা

পদ্ধতি : ছোটদলীয় কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্লেনারি আলোচনা

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন, তথ্যপত্র (দিন-৩, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করা ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। তাদের উদ্দেশ্যে বলুন আপনারা সবাই মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছেন। বিদ্যালয়ে করা মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির কোনো কোনো শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে রিডিং পড়ে, কোনো কোনো শিক্ষার্থীর রিডিং পড়তে শিক্ষকের সহায়তা লাগে এবং কোনো কোনো শিক্ষার্থী একবারেই রিডিং পড়তে পারে না, এ ছাড়া কিছু শিক্ষার্থী বর্ণ বা শব্দও চেনে না। শিক্ষার্থীদের এসব তথ্য আপনারা আপনাদের হাতের নির্ধারিত ফরমেটে সংগ্রহ করেছেন। আপনারা ছোটদলে এই ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করবেন এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করবেন, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত শ্রেণির বই পড়তে বা লিখতে পারে কিনা বা বর্ণ বা শব্দ পড়তে পারে কিনা, এ সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে যারা একই বিদ্যালয়ে এবং একই শ্রেণিতে মূল্যায়ন করেছেন তাদের একই দলে বসতে বলুন।

- অংশগ্রহণকারীগণ বিদ্যালয় অনুযায়ী ৪/৫টি দলে বসে ঐ বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়নে পাওয়া ফলাফলগুলো শিখনস্তর অনুযায়ী ভাগ করবেন এভাবে–

১. ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে,

২. ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে,

৩. ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে,

৪. ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে,
৫. ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে এবং তারা কোন পাঠগত অবস্থানে আছে।

- যে ফরমেট বা ছকে বিশ্লেষণকৃত ফলাফল তুলতে হবে তা অংশগ্রহণকরাদের বুঝিয়ে দিন এবং তথ্যপত্র (দিন-৩, অধি-৩, তথ্যপত্র-১) এর আলোকে পোস্টার পেপারে এঁকে তা ঝুলিয়ে দিন।

কাজ-২: বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকৃত বেইসলাইন ফলাফল উপস্থাপন ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় অন্যদলের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বা কোনো সংযোজন আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং যথাযথ আলোচনা করুন।
- দলীয়কাজ উপস্থাপন শেষে বলুন, আপনাদের উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী,

১. ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ৩য় শ্রেণির বাংলা বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং মনের ভাব প্রকাশ করে লিখতে পারে।
২. ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ৩য় শ্রেণির বাংলা বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং মনের ভাব প্রকাশ করে লিখতে পারে।
৩. ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ৩য় শ্রেণির বাংলা বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং মনের ভাব প্রকাশ করে লিখতে পারে।
৪. কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা ২য় শ্রেণির বইটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে।
৫. কিন্তু শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ আছে যারা প্রথম শ্রেণির সমমানের।

- সুতরাং ৫ম শ্রেণির এই শিক্ষার্থীদের পড়া এবং লেখায় তাদের অবস্থান অনুযায়ী আপনারা ৩/৪টি শিখনস্তর বা দলে ভাগ করেছেন। একইভাবে ৪র্থ, ৩য়, ২য় ও ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও ৩/৪টি দলে ভাগ করেছেন। তাদের বলুন এর আগের অধিবেশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে সিলেবাসের একই জায়গা থেকে পড়ালে তারা কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করতে পারে না। এখন আপনারা নিজ হাতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছেন এবং ফলাফলের ভিত্তিতে শিখনস্তর অনুযায়ী ৩/৪টি দলে ভাগ করেছেন। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তথ্যছকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, ৩য় শ্রেণির যে দলটি ১ম শ্রেণির সমমানের, তাদের পক্ষে কি ৩য় শ্রেণির বই থেকে প্রশ্নের উত্তর লেখা সম্ভব? তাদের উত্তর শোনার পর বলুন, অথচ আমরা ৩য় শ্রেণিতে বসা ১ম শ্রেণির সমমানের এই দলটির কথা না ভেবেই সিলেবাসভিত্তিক শ্রেণি পরিচালনা করে থাকি। অনুরূপ ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে বসা ১ম শ্রেণির সমমানের এই দলটি কথা না ভেবেই সিলেবাসভিত্তিক শ্রেণি পরিচালনা করি।
- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন প্রশিক্ষণের মূল বৈশিষ্ট হলো যে, শ্রেণি পরিচালনায় কিছু কৌশল প্রয়োগ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্তর অনুযায়ী শিখন নিশ্চিত করা। কারো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন–৪

অধিবেশন–৩

অধিবেশন শিরোনাম: প্রচলিত পাঠ পরিকল্পনা ও শ্রেণি পরিচালনার উপর আলোচনা এবং প্রস্তাবিত দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বিভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা মিটানোর সুযোগ বর্তমান শ্রেণিকক্ষে কীভাবে আছে তা চিহ্নিত করতে পারবেন;

২. বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাধারায় শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনার সময় শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক ও প্রতিটি শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাত্রা অর্থাৎ কে কি কাজ কতটুকু সময় নিয়ে করে তা চিহ্নিত করতে পারবেন;

৩. বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ধারায় শিশুদের স্বাধীন পাঠক ও লেখক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কতটুকু তা নিরূপণ করতে পারবেন;

৪. বর্তমান পাঠ পরিকল্পনার সবল ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থার ভিন্নতার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন;

৫. প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি : একক কাজ, জোড়া দলে কাজ, ছোট দলীয় আলোচনা, প্লেনারী।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, পুশপিন বোর্ড, পুশপিন, মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া:

কাজ – ১: শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে শিশুদের পাঠগত অবস্থার ভিন্নতার কারণ **১০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, গতদিনের বিদ্যালয়ে হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের শিখনস্তর নির্ণয় করার অভিজ্ঞতা ও আপনাদের এতদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যালয়ের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিখনের একই স্তরে নেই। আরোবলুন, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে আছে অর্থাৎ কেউ রিডিং পড়তে পারে, কেউ পারে না, কেউবা বর্ণ চেনে না, অর্থাৎ একই শ্রেণিতে শুধু সেই শ্রেণিভিত্তিক ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী নয়, একই শ্রেণিতে ভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীও আছে, যেমন তৃতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে। শেণিতে শিক্ষার্থীদের শিখনের এই ভিন্নতার বা অবস্থানের কারণ কী বলে আপনারা মনে করেন? ব্রেইনস্ট্রমিংয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের উত্তর সংগ্রহ করে ফ্লিপচার্টে লিখুন। সাধারণতঃ এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ বিদ্যালয়ের বাইরের অনেক বাধাকে শিক্ষার্থীদের অপারগতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন, যেমন

১. অভিভাবকের দারিদ্র্য;
২. অভিভাবকের সচেতনতার অভাব;
৩. শিক্ষার্থীর অনিয়মিত উপস্থিতি;
৪. শিক্ষার্থীদেরকে শিশুশ্রমে নিয়োজিত;
৫. শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ না দেওয়া ইত্যাদি।

- অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, সামাজিক যে কারণগুলো শিক্ষকরা উল্লেখ করছেন, তা দূর করার এখতিয়ার এ মূহুর্তে আমাদের নেই, এর জন্যে সরকার ও সমাজের কাজ করার আছে। সামাজিক, অর্থানৈতিক কারণগুলো ছাড়া, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আর কী কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে বলে তারা মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তর শুনুন।

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে আলোচনা শেষে বলুন, আপনারা প্রতিদিন ৪০ মিনিট বাংলা ক্লাস পরিচালনা করেন। এই ৪০ মিনিটের জন্য আপনাদের একটি পরিকল্পনা থাকে এবং সেই পরিকল্পনা আনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সেই শ্রেণির জন্য অর্জন উপোযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করার লক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক কতগুলো কাজ করেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়েও কিছু কাজ করান। প্রত্যাশা করা হয় যে, প্রতিদিনের এই রুটিন কাজগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা, সেই শ্রেণির জন্য অর্জন উপোযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে। কিন্তু গতদিন বিদ্যালয়ে হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর নির্ণয় করার অভিজ্ঞতা, আপনাদের এতদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যালয়ের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির অধিকাংশ শিক্ষার্থী সেই শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করছে না।

- এরপর বলুন, প্রতিদিনের শ্রেণি পরিচালনার রুটিন কাজগুলোর মাধ্যমে প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের, সেই শ্রেণির জন্য অর্জন উপোযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও, শিক্ষার্থীরা অর্জন উপোযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করছে না। সুতরাং আমরা বর্তমান শ্রেণি পরিচালনা বিশ্লেষণ করে, অর্থাৎ বর্তমান শ্রেণি পরিচালনার বিভিন্ন কাজ, শিক্ষকের সময়ের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর কাজ ও সময়ের ব্যবহারগুলো নিয়ে আলোচনা করে, শিক্ষার্থীরা কেন শিখনে পিছিয়ে পড়ছে, কেন শিক্ষার্থীরা কাংখিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

কাজ-২: বর্তমান পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ বিশ্লেষণ ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে৫টি দলে ভাগ করুন এবং দৈনিক পাঠ পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত ছক সরবরাহ করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন বাংলার জন্য নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময়ে শ্রেণি পরিচালনার জন্য তারা যে সমস্ত কাজ করেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো হয়, তা নির্ধারিত ছকটিতে পূরণ করুন।

১ নং দল = নির্ধারিত ছকে ৫ম শ্রেণির পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ ও সময় বিভাজন নির্দেশ করবেন

২ নং দল = নির্ধারিত ছকে ৪র্থ শ্রেণির পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ ও সময় বিভাজন নির্দেশ করবেন

৩ নং দল = নির্ধারিত ছকে ৩য় শ্রেণির পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ ও সময় বিভাজন নির্দেশ করবেন

৪ নং দল = নির্ধারিত ছকে ২য় শ্রেণির পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ ও সময় বিভাজন নির্দেশ করবেন

৫ নং দল = নির্ধারিত ছকে ১ম শ্রেণির পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ ও সময় বিভাজন নির্দেশ করবেন

- নিচের ছকটি বোর্ডে এঁকে দেখান এবং এই ছক অনুযায়ী দলগতভাবে কাজ করতে বলুন। প্রতিটি দলকে দলীয় কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

পোস্টার :

শ্রেণি: বিষয়: সময়:

কাজ	শিক্ষকের সময়	শিক্ষার্থীর সময়

- এবার প্রত্যেক দলের কাজ পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।দলীয় কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে, অন্যদলের কিছু সংযোজন করতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং প্রয়োজনে আপনার মতামতও সংযোজন করুন।

কাজ- ৩ : বিভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা মেটানোর সুযোগ এবং স্বাধীন পাঠক ও লেখক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বর্তমান শ্রেণিকক্ষে কতটুকু আছে তা নিরুপণ করা। ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, সেশনের নির্ধারিত আলোচনার আগে সবাইকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। একটি প্রশ্ন করে, কয়েকজনের উত্তর শোনার পর পরবর্তী প্রশ্ন করুন–
    ১. আপনাদের মধ্যে কার কার সন্তান আছে, বা ছোট ভাইবোন আছে যাদের আপনারা পড়তে এবং লিখতে শিখিয়েছেন?
    ২. যে শিশু প্রথম পড়তে বা লিখতে শেখে, তাদের জন্য কতখানি সময় ব্যয় করতে হয়?

৩. এদের পড়া বা লেখা শেখানোর জন্য কতদিন পর পর রিডিং শোনেন?
৪. প্রতিদিন আপনাদের কতখানি সময় এর জন্য ব্যয় করতে হয়?
৫. প্রতিদিন রিডিং না পড়লে বা না লিখলে কি তারা সাবলীল পাঠক হবে?

- অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করুন। সাধারণতঃ এ প্রশ্নগুলোর উত্তরে অংশগ্রহণকারীগণ একমত হন যে, রিডিং-এ সাবলীল হওয়ার জন্য, শিশুদের প্রতিদিন রিডিং পড়া আবশ্যক এবং একই কথা লেখার বেলায়ও প্রযোজ্য।
- অংশগ্রহণকারীগণের উপস্থাপন শেষে ঝুলিয়ে রাখা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শ্রেণীকক্ষে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের রিডিং কীভাবে শেখানো হয় তা নিয়ে প্রশ্ন করুন, একইভাবে একটি প্রশ্ন করে, কয়েকজনের উত্তর শোনার পর পরবর্তী প্রশ্ন করুন...
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, আপনারা একমত হলেন যে রিডিংএ সাবলীল হওয়ার জন্য, প্রতিদিন রিডিং পড়া প্রয়োজন, তাহলে–

১. আপনি কী শ্রেণির প্রতিটি শিশুর রিডিং পড়া শোনেন?
২. আপনি প্রতিদিন কয়জন শিক্ষার্থীর পড়া শোনেন?
৩. প্রতিদিন কার কার পড়া শুনবেন, তা কী কোথাও রেকর্ড করে রাখেন?
৪. রেকর্ড না রাখলে কীসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য বাছাই করেন?
৫. যারা পড়তে পারে না, তাদের কী কখনো পড়তে বলেন?
৬. কতদিন পরপর শোনেন?
৭. প্রতিমাসে একটি শিশু কতবার আপনার কাছে রিডিং পড়ে?
৮. কোথাও কী রেকর্ড রাখা আছে?
৯. রিডিং সংক্রান্ত কাজগুলো যেমন- সরবপাঠ, নিরবপাঠ বা আদর্শপাঠ শ্রেণির কয়জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে? অর্থাৎ এই কাজগুলোর সময় ৫ম/ ৪র্থ/ ৩য়/২য় শ্রেণির যে শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে পড়তে পারে না বা যারা বর্ণ পর্যন্ত চিনে না তারা কী পড়ে?
১০. কবে আপনি শেষ বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের পড়া শুনেছেন?
১১. শিক্ষার্থীরা কী লেখে? তারা কী লিখে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে?
১২. যে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে আছে, তারা কী শ্রেণি পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কাজগুলো থেকে উপকৃত হবে?

- অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করুন। সাধারণতঃ এ প্রশ্নগুলোর উত্তরে অংশগ্রহণকারীগণ একমত হন যে, শিশুদের প্রতিদিন রিডিং পড়ানো হয় না, এবং যেভাবে পাঠ পরিচালনা করা হয় তাতে, বিভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা মেটানোর সুযোগ বর্তমান শ্রেণিকক্ষের এই পাঠ পরিকল্পনায় নেই। যেমন, তৃতীয় শ্রেণির যে পাঠ পরিকল্পনা তা শুধু তৃতীয় শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীর জন্য, যদিও একই শ্রেণিতে দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থী আছে। একই কথা দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, এতক্ষণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কী প্রশ্ন করা যাবে,
    ১. বর্তমান পাঠ পরিকল্পনা অনুয়ায়ী প্রতিটি শিশুর স্বাধীন পাঠক ও লেখক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে কি?
    ২. থাকলে কীভাবে আছে?
- আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসুন যে, বর্তমান পাঠ পরিকল্পনার সবলদিক হলো যে শিশুর পড়া বা লেখা শেখানোর জন্য অনেক কাজ আছে, কিন্তু কাজগুলি প্রতিটি শিশুর পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী করানো হয়না বলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরস্বাধীন পাঠক ও লেখক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, শিক্ষার্থীরা যদি প্রতিদিন রিডিং না পড়ে, শিক্ষার্থীরা কখনই রিডিং এ সাবলীল হবে না।
- এবার ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম ৩য় শ্রেণির পাঠ পরিকল্পনায় বিভিন্ন ছোট ছোট কাজগুলো বিশ্লেষণ করে, অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন যে যদিও পাঠের ৪০ মিনিট সময় শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে থাকার কারণে, শ্রেণির সব শিক্ষার্থীদের ৪০ মিনিট সময়ের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। অংশগ্রহণকারীদের বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনার সময় শিখন শেখানো কার্যকমে, শিক্ষক ও প্রতিটি শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাত্রা, কে কি কাজ কতটুকু সময় নিয়ে করেন তা চিহ্নিত করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা শিখাবো যে কিভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময়ের পূর্ণ ব্যবহার করা যায়। তাদের বলুন, এখানেসময় ব্যবস্থাপনা এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, যেন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী কখনও ছোটদলে, কখনও বড়দলে বা একাকী শিখন সহায়তা দিতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীরা কিছুটা সময় শিক্ষকের সাথে ব্যয় করে তার শিখন চাহিদা অনুযায়ী নতুন শিখন ধারণা পাবে এবং বাকী সময় বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনে ব্যস্ত থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময়ের পুরোটা ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

কাজ-৪: প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই প্রশিক্ষণে আমরা কার্যক্রমের আওতায় কীভাবে দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন করে, সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা হবে, তা আপনাদের সাথে শেয়ার করে, এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণি পরিচালনার প্রস্তাবিত কৌশলগুলো ও সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, কীভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের প্রাপ্ত ৪০ মিনিট সময়ের সদ্ব্যবহার হচ্ছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করুন। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, বর্তমান শ্রেণি পরিচালনার কাজগুলোর পাশাপাশি আর মাত্র ২/৩ টি কাজ কিছু কৌশলের মাধ্যমেএই সময় ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাখা হয়েছে যা বিভিন্ন শিখনস্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে সহায়ক। প্রস্তাবিত দৈনিক পাঠের এই সময় বিভাজন, কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা হবে তার উপর পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা এবং কাজ হবে। কারো প্রশ্ন না থাকলে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-৪

অধিবেশন-৪

অধিবেশনের শিরোনাম : মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক)ও প্রস্তাবিত শ্রেণি পরিচালনার উপর আলোচনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. মকক্লাস পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;
২. পর্যবেক্ষিত মক ক্লাস পর্যালোচনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি : আলোচনা, সিমুলেশন (মক), প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ: বাংলা পাঠ্যবই (২য় শ্রেণির), পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো উপকরণ, পাঠ পরিকল্পনা।

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : মকক্লাস পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করা **৪৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। সবার উদ্দেশ্যে বলুন, গত অধিবেশনে প্রস্তাবিত/ নতুন সময় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি পরিচালনার কৌশলসহ যে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, সে অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বিষয়ের ৪০ মিনিট সময়ের একটি পাঠ পরিচালনা করবেন। পাঠ পরিচালনার সময়, অংশগ্রহণকারীগণের শিক্ষার্থী হিসেবে অভিনয় করবেন। এই মকক্লাসটিতে ৩ স্তরের শিক্ষার্থী আছে, অংশগ্রহণকারীগণের ৩ স্তরে ভাগ করে দিন। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ৩ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার প্রস্তুতি হিসেবে উপকরণ গুছিয়ে নিন, এবং কি কি বিষয়ের উপর ৩ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণি পরিচালনা করবেন তার একটা সংক্ষিপ্ত আকারে পরিকল্পনা রাখুন। অংশগ্রহণকারীগণের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস করে নিন। সবাইকে শ্রেণিকক্ষে স্বাগত জানিয়ে বলুন এখন ৪০ মিনিটের ক্লাস পরিচালনা শুরু হচ্ছে।

মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক)

- এবার আপনি ২য় শ্রেণির বাংলা পাঠদান পরিচালনা করতে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি করুন। আপনি পাঠটি ভালোভাবে পড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করুন।

১. সমবেত ১০ মিনিট

১.১ কুশল / খবর বিনিময় ও নাম ডাকা

- সবার সাথে কুশল বিনিময় করুন। কয়েকজন শিক্ষার্থী (কমপক্ষে ২ জন) খবর জিজ্ঞাসা করুন এবং শিক্ষার্থীদের নাম ডাকুন।

১.২ গল্প বলা / কবিতা আবৃত্তি অথবা বর্ণ দিয়ে শব্দ / কার চিহ্ন দিয়ে শব্দ/ যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখানো / যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি/ পাঠ্যপুস্তক থেকে অনুচ্ছেদ পড়া।

- গল্প পড়া, যেমন,গল্প জলপরি ও কাঠুরে ৩ মিনিটে যতটুকু পড়া যায়।
- কবিতা আবৃত্তি করা ৩ মিনিটে যতটুকু পড়া যায়।
- বোর্ডে যে কোনো বর্ণ লিখুন (যে সব বর্ণ শিক্ষার্থীরা চেনে না) যেমন- বর্ণ 'ব'। ব দিয়ে শব্দ বলতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলা শব্দগুলো বোর্ডে লিখে সেখান থেকে 'ব' বর্ণ পরিচয় করান। 'ব' এর সাথে া- কার, ি- কার দিলে কি হয় তা বোর্ডে লিখে দেখান।
- বোর্ডে যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখান ও অনুশীলন করুন (যে সব যুক্তবর্ণ শিক্ষার্থীরা চেনে না তাদের জন্য)
- সিলেবাস অনুযায়ী উল্লিখিত কাজের যে কোনো একটি করুন। শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযায়ী কাজের নির্দেশনা প্রদান ও অ্যাকটিভিটি বুঝিয়ে দেয়া।

১.৩. বোর্ডের কাজ ও নির্দেশনা (৩ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

- শিখনের ৩ স্তরের শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দিন।
  - সৃজনশীল লেখা ছবি এঁকে লিখতে বলুন।
  - স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের অ্যাকটিভিটিস বুঝিয়ে দিন।
    ১. দল ১ পাঠ্যবইয়ের ২৫ নম্বর পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্নর উত্তর লিখবে।
    ২. দল ২ পাঠ্যবইয়ের ২৪ নম্বর পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্নর উত্তর লিখবে।
    ৩. দল ৩'ব' এর সাথে া - কার, ি কার দিয়ে ৫টি করে শব্দ লিখবে।

২. মিশ্র দলে / বন্ধুদলে শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ / ছোটদলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ : ৩০ মিনিট

২.১ ১ মিনিট রিডিং : (১৫ মিনিট)

- ১ মিনিট করে ১৫ মিনিটে ১০-১৫ জন শিক্ষার্থীর রিডিং শুনবেন / আংগুল ধরে পড়াবেন।

২.২ সৃজনশীল লেখা :

- শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল লেখার কাজ করবে।

২.৩ ছোট দলে কাজ : (শিক্ষকের সহায়তায়)

- দল ১ কে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট পাঠ থেকে শ্রুতলিপি করান;

- দল ২ কে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট পাঠ থেকে যুক্ত বর্ণের অনুশীলন করান;

২.৪. একক / দলীয় কাজ (শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া)

- শিক্ষার্থীরা স্তরভিত্তিক বোর্ডে নির্দেশনার কাজ করবে। অর্ধেক শিক্ষার্থী আগে স্তরভিত্তিক কাজ করবে আর অর্ধেক শিক্ষার্থী আগে সৃজনশীল লেখার কাজ করবে। শিক্ষক ১৫ মিনিট রিডিং শেষে নির্দেশনা পরিবর্তন করে দেবেন।
- যে সকল শিক্ষার্থীর কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাদের কর্ণারে রাখা বই নিয়ে পড়তে বলুন।

কাজ-২ : মকক্লাস পর্যালোচনা ৩০ মিনিট

- বাংলা পাঠটি শেষ হবার পর, অংশগ্রহণকারীগণ ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ নিজ জায়গায় বসতে বলুন। এবার প্রশ্ন করুন, ৪০ মিনিট সময়ে ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসাবে আপনাদের কেমন লাগল? কয়েকজনের মতামত শুনুন। এবার প্রশ্ন করুন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ৪০ মিনিটে কী কী কাজ কোন কৌশল নিয়ে করেছেন? প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি একটি করে শুনুন এবং আপনি বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন। এভাবে কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখার পর সেখান থেকে কোন কোন কাজগুলো অংশগ্রহণকারীগণের কাছে নতুন মনে হয়েছে সেগুলো শুনুন ও দাগ দিন। এবার প্রশ্ন করুন পাঠদানকালে শিক্ষকের শিখন কৌশলগুলো কী কী ছিল? যেমন-
    ১. সমবেত
    ২. দলীয় কাজ (স্তর অনুযায়ী)
    ৩. একক কাজ
- অংশগ্রহণকারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, বর্তমান পাঠ পরিকল্পনার কাজ গুলোর সাথে আরো ২/৩টি কাজ কিছু শিখন কৌশলসহ শ্রেণিকক্ষে প্রদান করা হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন নতুন যে কৌশলগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে, তার ফলে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত প্রতিটি শিক্ষার্থীই যে সক্রিয়ভাবে তার নিজের শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিল, তা কি তারা চিহ্নিত করতে পেরেছেন? সেগুলো কী?
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণ আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারেন যে, এভাবে শ্রেণি পরিচালনা করলে শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়ে গোন্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকবে। আপনি তাদের এ বলে নিশ্চিত করুন যে প্রথম কয়েকদিন এরকম হলেও ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা এতে অভ্যস্ত হয়ে পরে এবং নিজে শেখার দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নেয়।

দিন-৫

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম ঃ মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক), সময় ব্যবস্থাপণা ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. শিক্ষক যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা পূরণ করেন,তা ব্যাখা করতে পারবেন;

২. সময় বিভাজনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৩. সময় ও শিখন ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগের জন্য কী ধরনের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা

পদ্ধতি : সিমুলেশন, বড় দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণঃ বাংলা পাঠ্যবই (৩য় শ্রেণির), পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো উপকরণ, পাঠ পরিকল্পনা, তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-১, তথ্যপত্র-১,২,৩,৪), মাল্টিমিডিয়া

প্রক্রিয়া :

কাজ-১: ভূমিকা আলোচনা ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। সবার উদ্দেশ্যে বলুন, গতদিন ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে শিক্ষাথীদের শিখন চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে যেভাবে শ্রেণি পরিচালনা করতে হবে, সেই প্রস্তাবিত শ্রেণি পরিচালনা অনুযায়ী মকক্লাস পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলা ক্লাসের ৪০ মিনিটে বিভিন্ন কাজ ও কাজের উপস্থাপন কৌশল নিয়ে মকক্লাস পরিচালনা করেছেন। আজও বাংলা ৪০ মিনিটের আর একটি পাঠদান পরিচালনা করবেন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন গত অধিবেশনে আপনাদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কী কী কৌশলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা পূরণ করা হয়, তা আলোচনা করা হয়েছে। আজ মকক্লাস পরিচালনা শেষে, ঐ ক্লাসের কাজগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কত সময় ব্যয় করেছেন তা আলোচনা করা হবে। পূর্বের ন্যায় প্রস্তুতি হিসেবে পাঠসংশ্লিষ্ট সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপকরণ ও পরিকল্পনা গুছিয়ে নিন। অংশগ্রহণকারীগণের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষ গুছিয়ে নিন। সবাইকে শ্রেণিকক্ষে স্বাগত জানিয়ে বলুন এখন ৪০ মিনিটের ক্লাস পরিচালনা শুরু হচ্ছে।

কাজ-২ : মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক) ৪০ মিনিট

- আপনি ৩য় শ্রেণির বাংলা পাঠদান পরিচালনা করতে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি করুন। আপনি পাঠটি ভালোভাবে পড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করুন।

১. সমবেত

১.১ কুশল / খবর বিনিময় ও নাম ডাকা

- সবার সাথে কুশল বিনিময় করুন। কয়েকজন শিক্ষার্থী (কমপক্ষে ২ জন) খবর জিজ্ঞাসা করুন, এবং শিক্ষার্থীদের নাম ডাকুন।

১.২ গল্প বলা / কবিতা আবৃত্তি অথবা বর্ণ দিয়ে শব্দ / কার চিহ্ন দিয়ে শব্দ/ যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখানো / যুক্তবর্ণ দিয়ে

শব্দ তৈরি :

- তৃতীয় শ্রেণিতে যেহেতু ১ম শ্রেণির মানের শিক্ষার্থী আছে, ঐ শিক্ষার্থীদেও জন্য বর্ণ 'স' পরিচিত করাবেন। 'স' দিয়ে শব্দ বলতে বলুন। শব্দগুলো বোর্ডে লিখে সেখান থেকে 'স' বর্ণ পরিচয় করান। 'স' এর সাথে া-কার, ি-কার দিলে কী হয় তা দেখান।

১.৩. বোর্ডের কাজ ও নির্দেশনা (৩ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

- শিখনের ৩ স্তরের শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দিন।
- আমার আঁকা আমার লেখাতে 'প্রিয় ফলের' ছবি এঁকে লিখতে বলুন।
- স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের কাজ বুঝিয়ে দিন।
    - ১ নং দল তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট গল্প থেকে প্রশ্ন তৈরি করবে এবং উত্তর লিখবে।
    - ২ নং দল তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট কবিতার প্রশ্নের উত্তর লিখবে।
    - ৩ নং দল শব্দের ফ্লাস কার্ড দিয়ে খেলবে এবং শব্দগুলো খাতায় লিখবে।
- অর্ধেক শিক্ষার্থীকে আগে সৃজনশীল লেখা এবং বাকী অর্ধেক আগে স্তরভিত্তিক কাজ করতে বলুন এবং ১৫ মিনিট পরে কাজ পরিবর্তন করতে নির্দেশনা দিন।

২. মিশ্র দলে / বন্ধুদলে শিক্ষকের সহায়তায় / শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ : ৩০ মিনিট

২.১ ১ মিনিট রিডিং : (১৫ মিনিট)

- ১ মিনিট করে ১৫ মিনিটে ১০-১৫ জন শিক্ষার্থীর রিডিং শুনবেন / আঙ্গুল ধরে পড়বেন।

২.২ সৃজনশীল লেখা :

- শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল লেখার কাজ করবে।

২.৩ ছোট দলে কাজ : (শিক্ষকের সহায়তায়)

- দল ১ কে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট পাঠ একটি অংশ রিডিং পড়ান এবং যুক্ত বর্ণগুলো খুজে বের করতে বলুন;
- দল ২ কে রিডিং গেম করান;

১.৪. একক / দলীয় কাজ (শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া)

- যে সকল শিক্ষার্থীদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাদের কর্ণারে রাখা বই নিয়ে পড়তে বলুন।

<u>সমবেত কাজ</u>

- অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করুন।

কাজ-৩ : সিমুলেশন ক্লাস পর্যালোচনা ৪০ মিনিট

- ৪০ মিনিটের ক্লাস পরিচালনার পর অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ নিজ জায়গায় বসতে বলুন। বলুন পূর্বে মকক্লাসে আপনারা দেখেছেন শিক্ষক কী কী কাজ করেন এবং কী কৌশলে কাজ করেন। আজকের মকক্লাসে আপনারা আলোচনা করবেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করেছেন এবং কত সময় ধরে কাজ করেছেন। আপনি বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে নিচের ছকটি আঁকুন। প্রশ্ন করুন, বাংলা বিষয়ে পাঠদানের বিভিন্ন কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কতটুকু সময় ব্যয় করেছেন?

কাজ	শিক্ষকের সময়	শিক্ষার্থীর সময়

- কয়েকজনের উত্তর শুনে, ছকে কাজের ঘরে কাজগুলোর বর্ণনা লিখুন এবং প্রতিটি কাজের পাশাপাশি লিখুন এরজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যয় করা সময়ের পরিমান। লেখা শেষে আগের অধিবেশনে দেয়া প্রস্তাবিত সময় বিভাজনের সাথে মিল করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন দৈনিক পাঠের সময় বিভাজন করা হয়েছে, এভাবে–

১) প্রথম ১০ মিনিট শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সমবেতভাবে ব্যয় করবে। এখানে শিক্ষক দিন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পরবর্তী কাজের নির্দেশনা দেবেন।

২) ক. পরবর্তী ৩০ মিনিট শিক্ষক দুই ধরনের কাজ করবেন। প্রথম ১৫ মিনিট তিনি ১০/১৫ জন শিক্ষার্থীর একক রিডিং শুনবেন ১ মিনিট করে (আঙ্গুল দিয়ে ধরে) এবং রেকর্ড খাতায় লিখবেন।

খ. পরবর্তী ১৫ মিনিট শিক্ষক দুইটি দলকে (৬/৯) জনের ৭.৩০ মিনিট করে তাদের জন্য নির্ধারিত পাঠ দেবেন।

- অপরদিকে সমবেত ক্লাসের পর শিক্ষার্থীরা তাদের সময় ব্যয় করবে এভাবে

  ক) 'আমার আঁকা আমার লেখা' ১৫ মিনিট।

  খ) শিক্ষক সহায়তা ছাড়া স্তরভিত্তিক অনুশীলন কাজ ১৫ মিনিট (যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে ছোট দলে কাজ করবে তারা এই কাজের জন্য পাবে ৭.৩০ মিনিট)।

  গ) শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করে বাড়তি সময়ে বুক কর্ণার থেকে বই নিয়ে পড়েছে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-১, তথ্যপত্র-১,২,৩) পড়তে দিন। পড়া শেষ হলে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যথাযথ উত্তর দিন।

কাজ-৪ : শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকেজিজ্ঞেস করুন, প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করার জন্যপ্রয়োজনীয় যে কৌশলগুলো, বড় দলে কাজ, ছোট দলে কাজ ইত্যাদি। এসব কাজ বর্তমান শ্রেণিকক্ষের যে শ্রেণি বিন্যাস আছে, সেখানে প্রয়োগ করা সম্ভব? না হলে কী করতে হবে?
- অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর বোর্ডে / ফ্লিপচার্টে লিখুন। লেখার পর আপনি আরো যোগ করুন যে, আসন বিন্যাসের পাশাপাশি উপকরণ রাখার জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন এবং শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করারও প্রয়োজন। এরপর শ্রেণিকক্ষ বিন্যাসের উপর লেখা তথপত্র (দিন-৫, অধি-১, তথ্যপত্র-৪) পড়তে দিন। পড়া শেষ হলে কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

দিন-৫

অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম : পঠন দক্ষতা ও লিখন দক্ষতা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. সাবলীল পাঠকের কী কী গুণ (Characterstic) থাকা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. পঠন উন্নয়নের উপাদানসমূহ (Component) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. সাবলীল লেখকের কী কী গুণ (Characterstic) থাকা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৪. শিক্ষার্থীর লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিখনের কোন কোন উপাদানসমূহ (Component) উন্নয়ন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৫. প্রচলিত শ্রেণি কার্যক্রম এবং প্রস্তাবিত শ্রেণি কার্যক্রম পঠন দক্ষতা ও লিখন দক্ষতার উপাদানগুলো (Component) উন্নয়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, তার তুলনামূলক ছোট ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, VIPP কার্ড, তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-২, তথ্যপত্র-১,২,৩,৪,৫), মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : পঠন দক্ষতার উপাদানসমূহ **২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন গত অধিবেশনগুলোতে, বেইসলাইন মুল্যায়নের মাধ্যমে একই শ্রেণিতে যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী অবস্থান করতে পারে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কারণে শ্রেণি পরিচালনার সময়কে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে, যেন প্রতিটি শিক্ষার্থীই তার নিজস্ব পাঠগত অবস্থান থেকে নিজস্ব গতিতে শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন শ্রেণি পরিচালনায়, এই কৌশলগুলো যেমন-
    ১. শিক্ষকের সহায়তায় ছোট দলে কাজ,
    ২. বন্ধু দলে / মিশ্র দলে কাজ,
    ৩. সমবেত কাজ,
    ৪. একাকী / জোড়ায় দলে কাজ,

- এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম প্রবর্তন করার মূল কারণ কী? অংশগ্রহণকারীগণের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, শ্রেণিকক্ষে এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে এমনভাবে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করা হবে যেন, প্রতিটি শিক্ষার্থী তার পাঠগত অবস্থান থেকে

১. স্বনির্ভর পাঠক;

২. স্বনির্ভর লেখক হিসেবে গড়ে ওঠে। যা প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনায় করা সম্ভব ছিল না। কারণ আপনারাই বলেছেন যে প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনায় শুধুমাত্র একটি পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা মেটানোর জন্য শ্রেণি পরিচালনা করা হয়।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই যে আমরা বললাম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সাবলীল পাঠক ও লেখক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য, 'সাবলীল পাঠক' বা পঠনে সাবলীলতা বলতে আমরা কী বুঝি? অংশগ্রহকারীগণকে আরো বলুন এই প্রশ্নটির উত্তরের আগে আরেকটি প্রশ্ন করি "আমরা কেন পড়ি"? অর্থাৎ পড়ার মূল লক্ষ্য কী?
- অংশগ্রহণকারীগণের উত্তরগুলো বোর্ডে/ ফ্লিপচার্টে লিখুন। এরপর আগেই লিখে রাখা পোস্টার ঝুলিয়ে দিয়ে আলোচনা করুন

পড়ার মূল লক্ষ্য
১. কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ
২. আনন্দ পাওয়া

- এবার বলুন, আমরা এখন আগের প্রশ্নে ফিরে যাই- পঠনে সাবলীলতা বলতে কী বোঝায় বা একজন সাবলীল পাঠকের কী কী গুণ থাকা উচিত?
- অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর বলুন "সাবলীলতা" (fluency) পঠন দক্ষতার (Reading skill) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদান (Component)। বলুন, শিক্ষার্থীদের বা পাঠকের পঠন দক্ষতা, পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদান (Component) এর উপর নির্ভরশীল। 'পঠন দক্ষতার' এই পাচঁটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে ছোট একটি অনুশীলন করব।
- চারজন অংশগ্রহণকারীকে আপনার কাছে আসতে বলুন এবং তাদের হাতে একটি করে পাঠ্যাংশ পড়তে দিন।
    ১) প্রথম অংশগ্রহণকারী সাবলীলভাবে পাঠ্যাংশটি পড়বে,
    ২) দ্বিতীয় অংশগ্রহণকারী বানান করে পাঠ্যাংশটি পড়বে,
    ৩) তৃতীয় অংশগ্রহণকারী কারো আংশিক সাহায্যে পাঠ্যাংশটি পড়বে,
    ৪) চতুর্থ অংশগ্রহণকারী পাঠ্যাংশটি পড়তেই পাড়বে না।

  এবার অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণকে, বেইসলাইনের আলোকে, পাঠ্যাংশ পড়া অংশগ্রহণকারীগণ কোন ধরনের পাঠক তা চিহ্নিত করতে বলুন।

জানতে চান গত দুইদিনে বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বেইসলাইন সার্ভে করার সময়, বিভিন্ন শ্রেণিতে একটু আগে করা অনুশীলনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশগ্রহণকারীর মতো করে পড়েছে, এমন অনেক শিক্ষার্থী পেয়েছেন কি? শিক্ষার্থীরা কি ঐ "পাঠ্যাংশের" অর্থ বুঝতে বা অনুধাবন করতে পারবে বা পেরেছে?

অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর বলুন, প্রথমজন ছাড়া কেউ সাবলীল পাঠক নয় এবং চতুর্থজন পড়তেই পারে না। প্রশ্ন করুন, একজন শিক্ষার্থীর পঠনের সাবলীলতার প্রয়োজন কেন হয়? এবং সাবলীলভাবে পড়া বলতে কি বোঝেন? অংশগ্রহণকারীগণের কয়েকজনের উত্তর শোনার পর আপনি যোগ করুন যে, সাবলীলভাবে পাঠ বা দ্রুত পাঠ বলতে মূলতঃ বোঝায় পড়ার গতি বা হার এবং একই সাথে একজন সাবলীল পাঠক ঐ নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ বা পাঠটি অভিব্যক্তি সহকারে পড়বে। সাবলীলভাবে পড়ার ক্ষমতা না থাকলে ঐ পাঠ্যাংশ বা পাঠ এর অর্থ অনুধাবন (Comprehension) করা যায় না।

- অংশগ্রহণকারীগণকে আবার জিজ্ঞেস করুন, যে কোনো পাঠ সাবলীলভাবে পড়ে অর্থ বোঝার বা অনুধাবন (Comprehension) করার শর্তগুলো কী কী?
- অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর বলুন, সাবলীল পাঠক, যে কোনো পাঠ্যাংশের শব্দগুলো দ্রুত, অনায়াসে এবং দেখা মাত্রই (automatic) চিনতে পাবে। শব্দগুলো পড়তে তার বেশি কষ্ট হয় না। অর্থাৎ সাবলীল পাঠকের প্রয়োজন তার বয়সোপযোগী এবং পরিচিত জগতের শব্দগুলো একটি শব্দভান্ডার (Vocabulalry) ।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন শব্দভান্ডার বাড়ানোর উপায় কী? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে / ফ্লিপচার্টে লিখুন। অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর বলুন শব্দভান্ডার বাড়ানোর জন্য-
    ১. শিক্ষার্থীদের পরিচিত শব্দের সাথে পরিচয় করানো;
    ২. শিক্ষার্থীদের বর্ণ/ কার চিহ্ন এবং বানান কৌশল শেখানো যাতে তারা নূতন নূতন শব্দ পড়তে পারে;
    ৩. নূতন শব্দ দিয়ে পাঠ বার বার পড়ানো;
    ৪. শিক্ষার্থীদের ধ্বনি সচেতনতা তৈরি করা অর্থাৎ ধ্বনির লিখিত রূপের সাথে পরিচয় করানো;
    ৫. শিক্ষার্থীদের তাদের বয়স/ শিখন স্তর অনুযায়ী প্রচুর বই পড়তে দেয়া।
- এবার আগেই লিখে রাখা পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিন।

পঠন দক্ষতার উপাদান / উপদক্ষতা

১. অনুধাবন (Comprehension)
২. সাবলীলতা (Fluency) বা পড়ার গতি
৩. শব্দভান্ডার (Vocabulary)
৪. শব্দ (Word)
৫. বর্ণ/কার চিহ্ন বানান কৌশল
৬. ধ্বনি সচেতনতা

কাজ-২ : পঠনে প্রচলিত শ্রেণিকার্যক্রম ও প্রস্তাবিত শ্রেণিকার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা (Reading skill) বাড়ানোর জন্য আপনারা শ্রেণিকক্ষে কী কী কাজ করেন? তাদের উত্তরগুলো শোনার বলুন, আপনারা এখন চারটি দলে ভাগ হয়ে দলে আলোচনা করে নিচের ছকটিতে লিখবেন। সময় ২০ মিনিট। অংশগ্রহণকারীগণকে দলে ভাগ করে দিন এবং ছকটি ঝুলিয়ে দিন। প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে পঠন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যা যা করানো হয় -

পড়ার জন্য যে যে কাজ করা হয়

ক্ষেত্র	প্রচলিত পদ্ধতিতে	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে
অনুধাবন		
পঠন সাবলীলতা		
শব্দ		
বর্ণ / কার চিহ্ন / বানান কৌশল		

- দলীয় কাজ শেষে একটি দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য কোনো দলের আর কোনো বিষয় যোগ করার আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। এরপর আগের লিখে রাখা পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিন।

ক্ষেত্র	প্রচলিত পদ্ধতিতে	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে
অনুধাবন	• শ্রেণিকক্ষে পাঠ, → শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে যাচাই → লিখিত প্রশ্ন করা	• ছোট দলে / প্রতিটি শিশুকে তার শিখন সামর্থ অনুযায়ী পাঠের অংশ রিডিং পড়ানো → মৌখিক প্রশ্ন → লিখিত প্রশ্ন করে
পঠন সাবলীলতা	→ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককের সাথে সমস্বরে পড়া → এককভাবে পড়া শিক্ষকের নির্দেশে (৪/৫ জন) প্রতিদিন → আদর্শ পাঠ শিক্ষকের (শুধু যারা পড়তে পারে) → নিরব পাঠ (যারা পড়তে পারে)	→ শিক্ষকের সাথে ১ মিনিট পড়া (১০ জন) → ছোট দলে শিক্ষকের সাথে পড়া → একক / জোড়ায় পড়া → বড় দলে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ
শব্দ	→ বোর্ডে লেখা হয়	→ ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় বিভিন্ন এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে শব্দ পরিচিত

		করানো হয় → ছোট দলে বানান কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী নূতন শব্দ পরিচিত করানো হয় → বড় দলে অনুশীলন
বর্ণ / কার চিহ্ন / বানান কৌশল	→ শিক্ষক শুধু প্রথম শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডে কাজ করেন।	→ ছোট দলে প্রতি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী বর্ণ, কার, চিহ্ন ও বানান কৌশল শেখানো হয়।

কাজ-৩ : লিখন দক্ষতার উপাদানসমূহ ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, সাধারণত আমরা যে কোনো তথ্য সংগ্রহের জন্য বা আনন্দ লাভ করা যায়সে সম্পর্কিত বই/পাঠ/পাঠ্যাংশ পড়ি। অর্থাৎ যে কোনো বই/পাঠ/পাঠ্যাংশের অন্তর্নিহিত তথ্য/অর্থ অনুধাবন (Comprehen) করাই পড়ার মূল লক্ষ্য। একটু আগের আলোচনায়, কোনো পাঠ বা পাঠ্যাংশ অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজনীয় পঠনদক্ষতারউপাদানগুলোকী তা জেনেছি। এখন একইভাবে আমরা লিখন দক্ষতার উপাদানগুলো কী তা জানব। লিখন দক্ষতার উপাদানগুলোর (Compunent) বৈশিষ্ট্য অনুশীলনের মাধ্যমে অবগত হব। প্রশিক্ষণকক্ষের মাঝখানে একটি ঝুড়ি রাখুন, অংশগ্রহণকারীগনকে বলুন এখানে ২৫টি (সংখ্যা অনুযায়ী) সাদা কাগজ ভাজ করা আছে। প্রত্যেকটি কাগজে নাম্বার দেয়া আছে এবং কাগজে নির্দেশনা দেয়া আছে কী করতে হবে। পাঁচ রকম নির্দেশনা আছে আপনারা প্রত্যেকে একটি করে কাগজ উঠাবেন। (তথ্যপত্র দিন-৫, অধি-২, তথ্যপত্র-২)কাগজে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকে কাজ শেষ করবেন এবং কাজ শেষে VIP বোর্ডে কাগজটি আঁটকে দেবেন। সময় ১৫ মিনিট।

১নং কাগজে নির্দেশনা : এলোমেলো বর্ণ থাকবে, বর্ণগুলো দেখে দেখে লিখবে। (২ জন)।
২নং কাগজে নির্দেশনা : কিছু সহজ শব্দ এবং যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ থাকবে অংশগ্রহণকারীগন দেখে দেখে লিখবে। (৪ জন)।
৩নং কাগজে নির্দেশনা : কিছু শব্দ থাকবে যেগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করবে। (৪ জন)।
৪নং কাগজে নির্দেশনা : যে কোনো একটি পাঠ্যাংশ। পাঠ্যাংশের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করে উত্তর লিখবে (৪ জন)।

৫নং কাগজে নির্দেশনা : 'দশটি কাগজে' দশটি বিষয় দেয়া থাকবে। (১০ জন)।

১) ঈদ কেমন কাটালো তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে চিঠি লিখ।
২) তোমার জীবনের একটি স্মরনীয় ঘটনা নিয়ে লিখ।

৩) বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে তোমার মতামত বর্ণনা করো।

৪) 'মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে যা জান তা লিখ।

৫) একটি গল্প লিখ।

৬) কাগজের অর্ধেক অংশে ছবি আঁক এবং নিচে ছবি সম্পর্কে লিখ।

৭) যে কোনো একটি ভ্রমন কাহিনী লিখ।

৮) বাংলাদেশের যে কোনো একটি ফল সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখ।

৯) একটি কবিতা/ ছড়া লিখ।

১০) তোমার জানা একটি দেশ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখ।

অংশগ্রহণকারীগণকে ১০ মিনিট সময় দিন কাজগুলো করার জন্য। কাজ শেষে সকলের লেখাগুলো VIPP বোর্ডে লাগিয়ে দিন।

১ নং কাগজগুলো একদিকে

২ নং কাগজগুলো একদিকে

৩ নং কাগজগুলো একদিকে

৪ নং কাগজগুলো একদিকে

৫ নং কাগজগুলো একদিকে

- অংশগ্রহণকারীগণকে ২০ মিনিট সময় দিন। দলীয় কাগজ দেখার জন্য।
- দলীয় কাজ দেখা শেষে সবাইকে যার যার জায়গায় বসতে বলুন। সম্পন্ন কাজটির বিষয়ে তাদের অভিব্যক্তি বর্ণনা করতে বলুন। জিজ্ঞেস করুন, সবার কাজ দেখে কী মনে হচ্ছে? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন তারপর বলুন, লেখার এই কাজগুলো কী তারা শ্রেণিকক্ষে করান? শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত কোনটি করানো হয় না।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন লেখার মূল লক্ষ্য কী? এবং উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। এবার আপনি যোগ করুন, মূলত লেখার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাবলীল লেখক, "যে কোন বিষয়ের উপর মনের ভাব সঠিক নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ করতে পারবে (Communication) যেন অন্যেরা সেই লেখা পড়ে, লেখার মূলভাব বুঝতে পারে"।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন সাবলীল লেখকের লিখন দক্ষতার মূল উপাদান কী কী? তাদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, আগেই লিখে রাখা পোস্টার পেপার ঝুলিয়ে দিন।

১. লিখিত পাঠ / অংশের অর্থ বোধ্যতা (Communication)
২. শব্দ লিখতে পারা / বানান কৌশলের মাধ্যমে
৩. বর্ণ / কার চিহ্ন লিখতে পারা

- এবার একজন অংশগ্রহণকারীকে আপনার কাছে আসতে বলুন, তাকে একটি পাঠ / পাঠ্যংশ তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩) পড়তে দিন (তথ্যপত্র)। পাঠ্যাংশের উপর ভিত্তি করে তথ্যপত্রে দেয়া প্রশ্নগুলো করুন। তার উত্তর শোনার অংশগ্রহণকারীগণ জিজ্ঞেস করুন আমি এখন যে কাজটি করলাম, কেন করলাম? তাদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, আমি মূলত এই অংশগ্রহণের পাঠটি পড়ার পর পাঠের ভাব অনুধাবন (Comprehand) করতে পেরেছেন কি না তা এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মৌখিকভাবে যাচাই / পরীক্ষা (assess) করলাম। একইভাবে এই যাচাই / পরীক্ষা (assessment) আমি লিখিত ভাবেও করতে পারতাম, বা আপনারা করেছেন যারা ৪নং নির্দেশিত কাজ পেয়েছেন তারা।

কাজ-৪ : লিখনে প্রচলিত শ্রেণিকার্যক্রম ও প্রস্তাবিত শ্রেণিকার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা (Wrtiing skill) বাড়ানোর জন্য আপনারা শ্রেণিকক্ষে কী কী কাজ করেন? তাদের উত্তরগুলো শোনার বলুন, আপনারা এখন চারটি দলে ভাগ হয়ে দলে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করবেন। সময় ২০ মিনিট। অংশগ্রহণকারীগণকে দলে ভাগ করে দিন এবং ছকটি ঝুলিয়ে দিন। প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে পঠন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যা যা করানো হয় -

লেখার জন্য যে যে কাজ করানো হয়

ক্ষেত্র	প্রচলিত পদ্ধতিতে	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে
মনের ভাব প্রকাশ (Communication)		
লিখিত যাচাই (Comprehand)		
শব্দ/ বর্ণ কার চিহ্ন বানান কৌশল		

- দলীয় কাজ শেষে একটি দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য কোনো দলের আর কোনো বিষয় যোগ করার আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। এরপর আগের লিখে রাখা পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিন।

ক্ষেত্র	প্রচলিত পদ্ধতিতে	প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে
মনের ভাব প্রকাশ (Communication)	শুধুমাত্র তৃতীয় / চতুর্থ / পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিতভাবে (যারা লিখতে জানেনা তারা করতে পারে না)	প্রতিটি শিশু এই কাজে অংশগ্রহণ করে
লিখিত যাচাই (Comprehand)	দ্বিতীয় / তৃতীয় / চতুর্থ / পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে এবং পড়তে পারে তারা এই কাজে অংশগ্রহণ করে	ছোট দলে প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের শিখন সামর্থ অনুযায়ী এই কাজে অংশগ্রহণ করে।
শব্দ/ বর্ণ কার চিহ্ন বানান কৌশল	বোর্ডে যে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে, তারা শুধু বর্ণের কাজ করতে পারে	ছোট দলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই অধিবেশনে পঠন দক্ষতা ও লিখন দক্ষতা বলতে কী বুঝি এবং পঠন দক্ষতা ও লিখন দক্ষতার উপাদানগুলো কী তা নিয়ে আলোচনা করলাম। অংশগ্রহণকারীগণকে তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-২, তথ্যপত্র-২,৩,৪,) পড়তে দিন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, পরের অধিবেশনগুলোতে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পোস্টার :

১. পঠনে সাবলীলতা বাড়ানোর পদক্ষেপ
২. পাঠ বা পাঠ্যংশ অনুধাবনের (Comprehension) এর বিভিন্ন কৌশল
৩. শব্দ ভান্ডার বাড়ানোর
৪. বর্ণ / কার চিহ্ন বানান কৌশল
৫. স্বাধীনভাবে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করার বিভিন্ন কৌশল।

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না। প্রশ্ন না থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন- ৫

অধিবেশন-৩

অধিবেশনের শিরোনাম : পঠনে সাবলীলতা বাড়ানোর কৌশলসমূহ।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. শিক্ষার্থীদের পঠনে সাবলীল করার জন্য শ্রেণিকক্ষে গৃহীত পদক্ষেপ ও কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

২. শিক্ষকের আদর্শ পাঠ প্রদর্শন করতে পারবেন ;

৩. পঠনের সাবলীলতা বাড়ানোর জন্য নূতন কৌশল শিক্ষকের কাছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর "১ মিনিট রিডিং পড়া" হাতে কলমে অনুশীলন করতে পারবেন ;

৪. পঠন দক্ষতার লক্ষ্যে নেয়া কৌশল "১ মিনিট রিডিং" এ্যাকটিভিটির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা করতে পারবেন; যেমন-

- সঠিক বই বাছাই
- রিডিং রেকর্ড রাখা
- শ্রেণির ছাত্র / ছাত্রী সংখ্যা অনুযায়ী তাদের পড়ার Cycle ঠিক করা

সময় : ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, দলে আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, VIPP কার্ড, তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২,৩,৪,৫)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : পঠনে সাবলীল করার জন্য শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত পদক্ষেপসমূহ **৪৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, গত অধিবেশনে আমরা রিডিং/ পঠনের "সাবলীলতার" সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছি। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন সে আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করি

১. রিডিং পঠনে সাবলীলতা (fluency) বলতে কী বোঝায় এবং

২. রিডিং পঠনে সাবলীলতা (fluency) র প্রয়োজন কেন ?

অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর, তাদের মনোযোগ, গতদিনের বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ছকের দিকে আকর্ষণ করে বলুন-

- এই বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী, প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থী রিডিং/ পঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে-
    ১. কিছু শিক্ষার্থী তাকে দেয়া পাঠটি সাবলীলভাবে রিডিং পড়তে পারে;
    ২. কিছু শিক্ষার্থী তাকে দেয়া পাঠটি শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় রিডিং পড়তে পারে;
    ৩. কিছু শিক্ষার্থী তাকে দেয়া পাঠটি বানান করে রিডিং পড়তে পারে;
    ৪. কিছু শিক্ষার্থী একদম রিডিং পড়তে পারে না, এমনকি তারা কিছু বর্ণ, কার চিহ্ন চেনে না বা কোন শব্দ ও পড়তে পারে না;
- আমরা "প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনার" অধিবেশনে শ্রেণিকক্ষে কীভাবে রিডিং পড়ানো হয় তাও আলোচনা করেছি। সাধারণতঃ প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনার রিডিং করানো হয়, এভাবে
    ১. শিক্ষকের আদর্শ পাঠ;
    ২. শিক্ষক / শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ;
    ৩. শিক্ষার্থীদের একক সরব পাঠ;
    ৪. শিক্ষার্থীদের নিরব পাঠ;
- বলুন, ঐ অধিবেশনে আমরা এও আলোচনা করেছি যে, যেহেতু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির
    ১. কিছু শিক্ষার্থী ঐ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠটি রিডিং পড়তে পারে না, কারণ সে বর্ণ, শব্দ চেনে না;
    ২. কিছু শিক্ষার্থী ঐ পাঠটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে না। তারা বানান করে পড়ে;
    ৩. কিছু শিক্ষার্থীর শিক্ষকের আংশিক সাহায্য প্রয়োজন হয়। ফলে পাঠটি তারা অনুধাবন (Comprehand) করতে পারে না;
- এ সমস্ত কারণে শ্রেণিকক্ষে পরিচালিত রিডিং দক্ষতা বাড়ানোর যে কৌশলগুলো তা শুধুমাত্র সাবলীল পাঠককে আরো সাবলীল হতে সাহায্য করে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে এবং বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে। একারণে এ পদ্ধতিতে পাঠদানের সময়কে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন তার শিখন চাহিদা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীগণের দৃষ্টি প্রস্তাবিত সময়সূচির এবং গত অধিবেশনে করা ও প্রচলিত ও প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থানুযায়ী পোস্টারটির দিকে আকৃষ্ট করে জিজ্ঞেস করুন, পঠনে / রিডিং এ সাবলীলতা (Reading fluency) আনার জন্য এখানে কোন কোন কৌশল নেয়া হয়েছে?
- তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে / ফ্লিপচার্টে লিখুন। এবার আগেই লিখে রাখা ফ্লিপচার্ট / পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিন।

পোস্টার :

১. প্রথম সমবেত ক্লাসে শিক্ষকের আদর্শ / সরব পাঠ করবেন।

২. প্রতিদিন ১০/১৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে তার শিখন স্তর (Learning level) অনুযায়ী একটি বই থেকে ১ মিনিট পড়বে।

৩. ছোট দলে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন স্তর (Learning level) অনুযায়ী শিক্ষকের সহায়তায় নিচের কাজগুলো করবে।

ক) বর্ণ / কার চিহ্ন বানান কৌশল

খ) শব্দ ভান্ডার বাড়ানোর কৌশল (Sight Vocabulary), বানান কৌশলের সাথে নূতন নূতন শব্দ শেখা, যুক্ত বর্ণ শেখা ১ম শ্রেণির জন্য ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির যে সকল শিক্ষার্থী ১ম শ্রেণির সমমানের তাদের জন্য

গ) পাঠ্যবই ও অন্যান্য Supplimentary Reading materials (SRM); সরকার প্রদত্ত HTR এবংউপকরণ স্কুল কর্তপক্ষ কর্তৃক কেনা গল্পের বইয়ের বিভিন্ন গল্প কবিতা বা অন্যান্য ধরনের পাঠ নিয়ে আলোচনা

৪. শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের বন্ধু দলে, একাকী, জোড়ায় বা দলে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে

ক) বর্ণ, কার চিহ্ন / শব্দ এর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য শিক্ষকের নির্দেশিত লেখার বা খেলার কাজের মাধ্যমে

খ) পাঠ্যবই বা বিভিন্ন SRMএর উপর ভিত্তি করে অনুধাবন (Comprehension) মূলক কাজ

৫. একক রিডিং -

অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন এই পোস্টারে তুলে ধরা বক্তব্যগুলো নিয়ে তাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না। অংশগ্রহণকারীগনকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিন প্রচলিত পদ্ধতি ও পদ্ধতিতে পঠন (Reading) বা (Writing) শিখন শেখানো (Teaching learning) কার্যক্রমের মূল পার্থক্য হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতিতেকোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঠ প্রদর্শন করা হয়। যেমন- তৃতীয় শ্রেণির পাঠ তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে দেয়া হয়, যদিও ঐ শ্রেণিতে দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থী আছে।

একারণে এ পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্য (Learning ability) অনুযায়ী শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত সময় বিভাজন অনুসারে শ্রেণি পরিচালনা করা হবে।

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা এই অধিবেশনের "আদর্শ পাঠ (Model reading)" এবং ১ মিনিট রিডিং এর উপর কাজ করব। বাকী বিষয়গুলো যেমন- ছোট দলে

১. বর্ণের, কার চিহ্নের পরিচিত;
২. শব্দের পরিচিত;
৩. ছোটদলে পাঠ্যবইয়ের পাঠ পরিচালনাকরা।

পরের অধিবেশনগুলোতে ব্যাখ্যা করা হবে।

কাজ– ২ : শিক্ষকের আদর্শ পাঠ ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আপনারা প্রতিদিন শ্রেণি পরিচালনায় "আদর্শ পাঠ (Model reading)" দিয়ে থাকেন। জিজ্ঞেস করুন
    ১. আদর্শ পাঠ বলতে তারা কি বোঝেন এবং
    ২. আদর্শ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি?
- অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর বলুন, কোনো নির্দিষ্ট পাঠ
    ১. সঠিক ও প্রমিত উচ্চারণে তাল, লয় সহকারে---- পড়াই হলো আদর্শ পাঠ
    ২. শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আদর্শ পাঠ শুনে সঠিকভাবে পাঠ করতে উৎসাহিত হয়।
- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে বিভিন্ন বই বিতরণ করুন এবং প্রত্যেককে একটি করে পাঠ বাছাই করতে বলুন। এবার,
    ১. পাচঁজন অংশগ্রহণকারীকে তাদের বাছাইকৃত অংশ থেকে একটি প্যারা পড়তে বলুন। অন্যদের এই পাচঁজনের পাঠে,
    ২. আদর্শপাঠের কোন গুণাবলীগুলোর কীকী ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজন তা নোট করতে বলুন।
    ৩. পাচঁজনের পড়া শেষ হলে, আপনি তিনজন অংশগ্রহণকারীর মতামত শুনুন।
    ৪. একইভাবে আবার পাঁচজনকে পড়তে বলুন এবং পাঠ শেষে তিনজন অংশগ্রহণকারীর মতামত শুনুন। শুধুমাত্র উন্নয়নেরক্ষেত্রগুলো তারা চিহ্নিত করবেন।
- সবার পড়া শেষ হলে বলুন, আমরা শিক্ষকরা যখন কোনো পাঠ পড়াবেন এইভাবে সঠিক ও প্রমিত উচ্চারণে, সঠিক অভিব্যক্তি সহকারে, তাল লয় সহকারে পড়ব যেন শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে নিজেরা পড়ার সময় নিয়মগুলো পালন করে। আরো বলুন শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষকের কাছে ১ মিনিট করে পড়বে, তখনও যেন শিক্ষার্থীরা পড়ায়, উচ্চারণ, অভিব্যক্তি, দাঁড়ি, কমার সাহায্যে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

কাজ -৩ : এক মিনিট রিডিং ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে পড়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, কোনো বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ বা আনন্দ লাভ। কোনো বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ বা আনন্দ লাভ করতে হলে তা অনুধাবন (Comprehand) করতে হয় এবং পঠনে সাবলীলতা ঐ বিষয়কে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। একারণে পঠনের সাবলীললতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে একটি এ্যাকটিভিটি "১ মিনিট রিডিং" প্রবর্তন করা হয়েছে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কীভাবে "১ মিনিট রিডিং" পড়ানো হবে তা আলোচনা করার আগে ছোট একটি অনুশীলন করব।
- অংশগ্রহণকারীগণেরমধ্য হতে একজনকে দিন-৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-১ এর উপরের অংশ 'কঠিন লেখা'পড়তে বলুনএবং পড়ার জন্য ২ মিনিট সময় দিন। এরপরদিন-৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-১ এর নিচে অংশ'সহজ লেখা'কাগজ পড়ার জন্য বলুন। আবারও পড়ার জন্য ২ মিনিট সময় দিন। সবার অভিজ্ঞতা জিজ্ঞেস করুন। প্রথমে যে লেখাটি দেওয়া হয়েছিল তা পড়তে কেমন লেগেছে ? তাদের উত্তরগুলো আপনি বোর্ডে লিখুন।

পড়তে কঠিন লেগেছে কারণ লেখাতে-
১. কঠিন শব্দ ছিল
২. অজানা শব্দ ছিল
৩. বানান করে পড়তে হয়েছিল

এবার জানতে চান দ্বিতীয়বার দেওয়া কাগজটি পড়তে কেমন লেগেছিল? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন–

পড়তে সহজ হয়েছে, কারণ লেখাটিতে-
১. চেনা শব্দ ছিল
২. সহজ শব্দ ছিল

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা যারা এখানে আছি সবাই পড়তে পারি, বর্ণ চিনি, বানান কৌশল জানি, তারপরও প্রথম কাগজটি কঠিন অর্থ না বোঝার মূল কারণ হচ্ছে-কোনো কিছু পড়ে মূলভাব বোঝার জন্য প্রয়োজন সহজ ও চেনা শব্দ। অর্থাৎ কোনো কিছু পড়ে অর্থ বোঝার জন্য সহজ ও জানা শব্দের একটি ভান্ডার অর্থাৎ শব্দভান্ডার থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যখন প্রথমবারের মতো বিদ্যালয়ে আসে তখন তারা পূর্ণ বাক্যের সাহায্যে কথা বলে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তার মৌখিক রূপ দিতে পারে, অর্থাৎ এক বা একাধিক বাক্যের সাহায্যে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা দিতে পারে। সুতরাং বলা যায়, তাদের প্রত্যেকেই তাদের পরিচিত জগতের অনেক বস্তু বা ভাবের নাম জানা আছে। তাদের আছে একটি বিশাল শব্দভান্ডার। বিদ্যালয়ের কাজ হলো, তাদের সেই মৌখিক ভাষার লিখিত রূপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তাদের শব্দভান্ডার আরও বাড়ানো।

এ কারণেই শ্রেণিকক্ষে,

১. গল্প পড়া, বলা, শোনা,
২. বাক্য, শব্দ, বর্ণ, কার চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন কাজ,
৩. প্রশ্নোত্তর, শব্দার্থ ইত্যাদি কাজ একই সাথে শুরু করানো হয়।

- অংশগ্রহণকারীগণের দৃষ্টি দৈনিক পাঠের সময় বিভাজনের দিকে আকৃষ্ট করে দেখিয়ে দিন কীভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী পড়া, লেখা, শোনা, বলা ভাষার প্রতিটি দক্ষতার কাজই একসাথে শুরু করা হয়।
- তবে অংশগ্রহণকারীগণকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিন যে, প্রতিটি শিক্ষার্থীই তার নিজস্ব পাঠগত অবস্থান থেকেই পাঠে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং তাদের পঠন সামর্থ (Reading ability) অনুযায়ী বই বাছাই করা হলে, তারা আগ্রহের সাথে বইগুলো পড়ে এবং খুব দ্রুত সাবলিল পাঠক হয়ে ওঠে। তাদের শিখনের এই পর্যায়ে তাদের পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী সঠিক বই নির্ধারণ করা হয়- ইংরেজিতে একে বলা হয় 'Developmentally appropriety materials'.
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন যে প্রথম দিন অর্জন উপযোগী যোগ্যতা পাঠ্যবই ও সহায়ক উপকরণ বিশ্লেষণ করার সময় তারা পাঠ্যবই ছাড়াও সহায়ক উপকরণগুলোর শ্রেণি উপযোগিতা চিহ্নিত করেছিলেন, শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির জন্য। অর্থাৎ এইভাবে শ্রেণি শিক্ষার্থীদের শিখন সামর্থ অনুযায়ী বই বুক কর্ণারে রাখতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-২,৩) পড়তে দিন। পড়া শেষ হলে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না জিজ্ঞেস করুন।

কাজ–৪ : এক মিনিট রিডিং অনুশীলন ও রিডিং রেকর্ড খাতায় তা লিপিবদ্ধ করা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শ্রেণি পরিচালনায়, শিক্ষক প্রতিদিন ১৫ মিনিট ১০/১৫ জন শিক্ষার্থীর ১ মিনিট করে রিডিং পড়া শুনবেন এবং রিডিং রেকর্ড খাতায়, তারা কতটুকু পড়ল তা রেকর্ড রাখবেন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা বিদ্যালয়ে বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে তিন প্রকার শিক্ষার্থী পেয়েছি,
    ১. সাবলীলভাবে পড়ে
    ২. শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়ে
    ৩. শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়ে
- কীভাবে এই তিন স্তরের শিক্ষার্থীদের রিডিং পড়ানো হবে তা হাতে কলমে অনুশীলন করব। যেহেতু এই তিন স্তরের পঠন দক্ষতার মাত্রা ভিন্ন এ কারণে তাদের জন্য বই ও নির্ধারণ করতে হবে তাদের পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী।

- আমরা যেহেতু এখানে রিডিং পড়ানোর এবং রিডিং রেকর্ড রাখার পদ্ধতি অনুশীলন করব এ কারণে ৬ জনকে রিডিং পড়ানো হবে, কিন্তু আপনারা প্রতিদিন ১৫ জনকে রিডিং পড়াবেন।

- শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে ১ মিনিট রিডিং পড়ার নিয়ম ও অনুশীলন অংশগ্রহণকারীদের বলুন, যে তারা ৪টি দলে ভাগ হয়ে '১ মিনিট রিডিং পড়া' অনুশীলন করবে এবং রিডিং খাতায় রিডিং পড়া রেকর্ড করবে। প্রতি দলের জন্য এক মিনিট রিডিং পড়ানোর তথ্যপত্র (দিন-৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-৪,৫) সরবরাহ করুন। ১০ মিনিট

পড়তে সময় দিন, তথ্যপত্র এবং রিডিং ছক নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। আপনি রিডিং রেকর্ড ছক এবং পাঠ্যবইয়ের/রিডিং বইয়ের সাহায্যে ৬ জন শিক্ষার্থীকে/অংশগ্রহণকারীকে ১ মিনিট করে রিডিং পড়াবেন। এদের মধ্যে ২ জন সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের সহায়তায় পড়বে, ২ জন আংশিক সহায়তায় পড়বে এবং ২জন নিজে পড়বে। আপনি রিডিং রেকর্ড ছকে শিক্ষার্থীদের রিডিং সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন একইভাবে তারা ছোট দলে ১ মিনিট রিডিং অনুশীলন করবে এবং রিডিং রেকর্ড করবে। পর্যায়ক্রমে দলের সবাই '১ মিনিট রিডিং' অ্যাকটিভিটিটি অনুশীলন করবে।

- প্রথমে সহায়ক ৬ জন শিক্ষার্থীর রিডিং পড়া শুনবেন এবং রিডিং রেকর্ড খাতায় তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীগণ ৫/৬টি দলে ভাগ হয়ে একই অনুশীলন করবেন, লক্ষ্য রাখবেন ৬ জন শিক্ষার্থী / অংশগ্রহণকারীদের দলটির ২ জন যেন তৃতীয় শ্রেণির সমমানের, ২ জন দ্বিতীয় শ্রেণির সমমানের এবং ২ জন প্রথম শ্রেণির সমমানের হয়।
- প্রত্যেককে হাতে কলমে কাজটি করার অনুরোধ করুন তারা-
    ১. ১ মিনিট রিডিং পড়া শুনবে, এবং
    ২. রিডিং রেকর্ড খাতায় তা লিপিবদ্ধ করবে।
- ছোটদলের অনুশীলন শেষে অংশগ্রহণকারীদের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন, কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। প্রতিদিন ১০/১৫ জন শিক্ষার্থীর তাদের বলুন, শিক্ষক ১ মিনিট রিডিং শোনা কাজটির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর রিডিং পড়া শুনবেন। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা শ্রেণি ভেদে নির্দিষ্ট নয়, স্থান কাল ভেদে পরিবর্তন হয় একারণে শিক্ষককে তার শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট করতে হবে কোন দিন তিনি কোন শিক্ষার্থীদের রিডিং পড়া শুনবেন। এই তালিকাটি তিনি রিডিং রেকর্ড খাতায় তুলে রাখবেন। এছাড়াও প্রতিটি শিক্ষার্থী ১ মিনিটে যতখানি পড়বে তাও রেকর্ড খাতাটিতে তুলে রাখবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের প্রত্যেকের শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা কতজন, উত্তরগুলো হতে পারে এরকম-
    – ২০ থেকে ৩০ জন
    – ৩০ থেকে ৪০ জন
    – ৪০ থেকে ৫০ জন
    – ৫০ থেকে ৬০ জন
    – ৬০ জনের উপরে
- অংশগ্রহণকারীগণকে সঙ্গে নিয়ে হিসাব করুন কীভাবে, প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জনের রিডিং পড়া শুনতে হলে, রিডিং এর জন্য কয়টি দল হবে? যেমন-
    ১. দল ১ রোল ১-১২

২. দল ২ রোল ১৩-২৪ ইত্যাদি

প্রতি দলের শিক্ষার্থী কত দিন পর পর শিক্ষকের সাথে পড়ার সুযোগ পাবে?

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন প্রথমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইগুলোই রিডিং বই হিসাবে পড়বে, জিজ্ঞেস করুন এরা ১ মিনিটে কতখানি/ পৃষ্ঠা পড়তে পারে? উত্তর আসবে কেউ সাবলীলভাবে পড়ে, শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়ে এবং শিক্ষকের সম্পূর্ণ সহায়তায় পড়ে। প্রয়োজনে ৩য়, ২য়, ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থী এনে তা পরিমাপ করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে ৫/৬টি দলে ভাগ করে হিসেব করতে বলুন তাদের শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী ঐ শিক্ষার্থীদের তাদের পাঠ্যবইটি একবার শেষ করতে কতদিন লাগবে?
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবই শেষ করে ফেললে শিক্ষক তাদেরকে অন্যান্যSRMথেকে রিডিং পড়াবেন।

কাজ–৫: শিক্ষার্থীদের এক মিনিট রিডিং ও একক রিডিং এর জন্য বই বাছাই ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা কারিকুলাম ও বই বিশ্লেষণের সময় Supplimentary materials গুলো শ্রেণি অনুযায়ী সাজিয়ে ছিলাম। এখন আমরা ঐ বইগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের ১ মিনিট রিডিং এর জন্য বই বাছাই করব বিশেষত: যারা শিক্ষকের সহায়তায় পড়ে তাদের জন্য। প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইটিতে পড়ার জন্য কতটুকু অংশ আছে? এবং এর পরিবর্তে অন্য কোনো বই বাছাই করলে তারা সহজে পড়তে পারবে কিনা সেটা নির্ধারণ করবেন।
- কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং কারো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন, না থাকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-৬

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম : শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম-শব্দ, বর্ণ, ও বানান কৌশল।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. শিক্ষার্থীদের বাংলা বর্ণমালা শিখন শেখানোর কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
২. শিক্ষার্থীদের বাংলা কার চিহ্নের ও কার চিহ্ন সহকারে শব্দ শেখানোর / বানান কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
৩. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে শব্দ শেখানোর কৌশল (বানান চিহ্ন) ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, দলে আলোচনা

উপকরণঃ পাঠ্যবই, সহায়ক উপকরণ, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, VIPP কার্ড, তথ্যপত্র(দিন-৬, অধি-১, তথ্যপত্র-১,২)।

প্রক্রিয়া ঃ

কাজ-১ : ভূমিকা **৩০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, গত অধিবেশনগুলোতে আমরা পঠন দক্ষতা, সাবলীল পঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে, সাবলীল পাঠকের প্রয়োজন পরিচিত শব্দের একটি শব্দ ভান্ডার (Vocabulary) শিক্ষার্থীরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন সে মৌখিকভাবে তার পরিচিত জগতের একটি বিশাল শব্দভান্ডার নিয়ে আসে। সে তার মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে। কিন্তু সে ভাষার/ ধ্বনির/ শব্দের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত নয়। এ কারণে পঠন দক্ষতার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীকে ধ্বনির লিখিত রূপ/ বর্ণমালা / শব্দের লিখিত রূপ এবং বানান কৌশল এর সাথে পরিচিত করানো। যা আপনারা শ্রেণিকক্ষে করে থাকেন। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন কোন শ্রেণিতে তাঁরা এই পাঠগুলি দেন? অধিকাংশ শিক্ষক শুধু প্রথম শ্রেণিতে এই পাঠগুলো দেন।**

  অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন

  - **বর্ণমালার সংখ্যা কয়টি ?**
  - **কার চিহ্ন কয়টি ?**

- তাঁদের আরো জিজ্ঞেস করুন তাঁরা কীভাবে শ্রেণিতে বর্ণ, কার চিহ্ন, বানান কৌশল, শব্দ, যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দগুলো শেখান?
- অংশগ্রহণকারীদের একজনকে সামনে ডাকুন এবং কীভাবে তিনি বর্ণ/শব্দ/বানান কৌশল শিক্ষার্থীদের শেখান তা প্রদর্শন করতে বলুন। তাঁর পাঠ প্রদর্শন শেষে, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, আর কেউ অন্যভাবে এই পাঠগুলো দেন কিনা? অন্যকোনোভাবে দিলে তা সংযোজন করতে বলুন। বই, বোর্ড ছাড়া অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করেন কিনা জিজ্ঞেস করুন। অন্য উপকরণ ব্যবহার করলে তা কি শুধু নিজে ব্যবহার করেন নাকি সব শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করতে দেন? শব্দ কখন শেখান ?

- সাধারণত : এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে প্রশিক্ষণার্থীরা বলেন যে তাঁরা অধিকাংশ সময়ে বই এবং বোর্ড ব্যবহার করেন এবং কখনো কখনো সহায়ক উপকরণ যেমন, বর্ণমালা চার্ট, লোগো বর্ণমালা কার্ড ব্যবহার করেন, তবে তিনি নিজে তা শিক্ষার্থীদের দেখান। এবং অল্প কিছু শিক্ষার্থী ঐ উপকরণগুলো কিছুক্ষণের জন্য নাড়া চাড়া করার সুযোগ পায় এবং বর্ণ শেখানোর আগে শব্দ শেখানো হয় না। এবার অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন,
  - এভাবে পাঠদানের ফলে পেছনে বসা শিক্ষার্থীরা কি সঠিকভাবে শ্রেণিরকাজে সাড়া দিতে পারে ?
  - শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তীতে যে পাঠগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হলো তাদের কি সে পাঠগুলো শেখার সুযোগ থাকে? সুযোগ না থাকলে, তাদের কীভাবে শেখান ?
- অংশগ্রহণকারীগণকে উত্তর শোনার পর বলুন, এই প্রশিক্ষণ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা বর্ণ চেনে না / শব্দ চেনে না তাদের বানান কৌশল চেনানোর জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন বিশেষ কাজ করেন?
- সাধারণত: অংশগ্রহণকারীগণকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, বর্তমান শ্রেণি পরিচালনায় পিছিয়ে পড়া / দূর্বল শিক্ষার্থীদের সে সময় দেয়া সম্ভব হয় না, এই বেইসলাইন মূল্যায়ন করার আগে এত শিক্ষার্থী যে দূর্বল তাঁরা সেটা ভাবেননি।
- অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন, সুতরাং বলা যায় যেহেতু এই শিক্ষার্থীরা বর্ণ/কার চিহ্ন / বানান কৌশল বা শব্দ চেনে না, এ কারণে তিনি যখন সেই শ্রেণির নির্ধারিত পাঠটি দেন, তখন শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, একারণেই শ্রেণি পরিচালনার সময় বিভাজন এমনভাবে করা হয়েছে যেন প্রতিটি দলকে তাদের শিখন সামর্থ অনুযায়ী পাঠদান করা যায়। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, পরবর্তীতে পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কিত অধিবেশনে প্রতি দলের জন্য কীভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হয় তা আলোচনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণের দৃষ্টি প্রস্তাবিত পাঠ পরিকল্পনার দিকে আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করুন শিক্ষক / শিক্ষার্থী কোথায় কোথায় বর্ণ শেখাচ্ছেন / শেখে?

অংশগ্রহণকারীগণের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন-

- প্রথম সমবেত ক্লাসে শিক্ষক বোর্ডে শব্দ থেকে বর্ণ শেখান ;
- ছোট দলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় শেখে ;
- বন্ধু দলে / মিশ্রদলে শিক্ষার্থী একাকী জোড়ায় বা দলে বর্ণ, শব্দ, বানান কৌশল সম্পর্কিত অনেক অনুশীলন করে ;

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এ কাজগুলো বা শিক্ষার্থীদের বর্ণ, শব্দ বা বানান কৌশল শিখন শেখানো সম্পর্কিত কাজ কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করবো।

কাজ-২ : প্রথম সমবেত ক্লাসে বর্ণ পরিচয় ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রতিটি শ্রেণিতে প্রথম সমবেত ক্লাসের (১০ মিনিট) ১/২ মিনিট এই বর্ণ পরিচয় এ্যাকটিভিটিটিকরা হয়। এখানে, শিক্ষার্থীরা
    - ধ্বনির লিখিত বর্ণের, শব্দের সাথে পরিচিত হয়।

  একজন সহায়ক বোর্ডে কিভাবে বর্ণ শেখানো হয় তা দেখাবেন।

কে কে ব দিয়ে একটি শব্দ বলতে পারবে? তাদের বলা শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন

বল ব

বাড়ি (এরপর বোর্ডে ব

বিড়াল ‘ব’ বর্ণ ছাড়া ব

বালু সব মুছে দিন) ব

বিচি ব

এই যে দেখছো এটা হলো “ব” অর্থাৎ ব ধ্বনির লিখিত রূপের সাথে পরিচয় করানো।

- এরপর দুই / তিনজন অংশগ্রহণকারীকে ডেকে একইভাবে অন্য বর্ণ যেমন- “ম” এবং “ই” পরিচয় করাতে বলুন। কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমরা ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কিভাবে বর্ণ, বানান কৌশল ও শব্দ শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবো, পরবর্তীতে একই কাজ আপনারাছোট দলে অনুশীলন করবেন। এই কাজটি করার আগে, আমরা ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই এবং প্রথম শ্রেণির সমমানের যে বইগুলো আছে তা বিশ্লেষণ করবো এবং শিক্ষার্থীদের কি কি শেখাতে হবে তা চিহ্নিত করবো। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, সাধারণতঃ বর্ণ, কার, চিহ্ন এবং বানান কৌশল সম্পর্কিত কাজ ১ম শ্রেণিতে দেখা যাবে।

কাজ-৩: ছোট দলে বাংলা বর্ণমালা, কার চিহ্ন সহযোগে শব্দ ও বানান শিখন-শেখানো কৌশল ১ ঘন্টা

- এবার অংশগ্রহণকারীগণের ৪/৬টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে ১ম-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক, হেসে খেলে পড়ি প্রথম পর্যায় ১ম ও ২য় ভাগ, হেসে খেলে পড়ি ২য় পর্যায়, হেসে খেলে পড়ি ৩য় পর্যায় বিতরণ করুন এবং নিচের ছকের আলোকে দলগত কাজ করতে বলুন। দলগত কাজের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

ছক নং-৩

শ্রেণি	পাঠ্য পুস্তক		হেসেখেলে পড়ি		হেসেখেলে পড়ি	
	বর্ণমালা- পৃষ্ঠা নং	কারচিহ্ন - পৃষ্ঠা নং	১ম পর্যায় ১ম ভাগ		১ম পর্যায় ২য় ভাগ	
			বর্ণমালা - পৃঃ	কার - পৃঃ	বর্ণমালা- পৃঃ	কার - পৃঃ
১ম						
২য়						
৩য়						

- একটি দলের কাজ উপস্থাপন করুন এবং অন্যান্য দলকে মিল করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ১ম শ্রেণিতেই শিক্ষার্থীদের বর্ণ ও কার চিহ্ন চেনা, পড়া ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। কাজেই ১ম শ্রেণিতে ও অন্যান্য শ্রেণিতে অবস্থিত ১ম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের ছোট দলে এনে বর্ণ , কার ও বানান শেখাব।
- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন ছোট দলে বর্ণ, কার ও বানান শেখানোর জন্য শিক্ষক কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন? অংশগ্রহণকারীগণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে হোয়াইট বোর্ডে লিখুন এবং পূর্বে প্রস্তুতকৃত উপকরণের তালিকা প্রদর্শন করুন।

তালিকা:

১. বর্ণ,শব্দ ও বাক্য কার্ড	৮. বর্ণের বেইস কার্ড
২. ছবিযুক্ত বর্ণ, শব্দ ও বাক্য কার্ড	৯. কার চিহ্ন কার্ড
৩. ফ্লাশ কার্ড (বর্ণের , শব্দের ও বাক্যের)	১০. কার চিহ্নযুক্ত শব্দ কার্ড, শব্দাংশ কার্ড
৪. ফ্লাশ কার্ড (ছবি সম্বলিত)	১১. ডট সম্বলিত লেখার জন্য অনুশীলনী কাজ
৫. ছবিযুক্ত বর্ণ সম্বলিত লুডু	
৬. বর্ণ,কারচিহ্ন সম্বলিত লুডু	
৭. বর্ণ ও ছবিযুক্ত শব্দের বন্টন	

- আপনি একে একে উপকরণগুলোর (পূর্বে প্রস্তুতকৃত) সাথে অংশগ্রহণকারীগণকে পরিচয় করান এবং জিজ্ঞেস করুনএ ধরণের উপকরণ তারা আগে বর্ণ, কারচিহ্ন ও বানান শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহার করেছেন কীনা?

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনি ছোটদলে বর্ণ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণকে পর্যবেক্ষক হিসেবে শেখানো কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং নিচের ছক অনুযায়ী আপনি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১. বর্ণমালা শিখন- শেখানো কার্যক্রম- (১-৩, ৫-৮ নং ক্রমিকের উপকরণ)

২. কারচিহ্ন শিখন- শেখানো কার্যক্রম- (১,৯,১০ নং ক্রমিকের উপকরণ

৩. বানান শিখন - শেখানো কার্যক্রম- (১১ নং ক্রমিকের উপকরণ)

৪. শব্দ শিখন- শেখানো কার্যক্রম- (৩নং ক্রমিকের উপকরণ)

ক) বর্ণমালা শিখন- শেখানো কার্যক্রমঃ

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা আগের অধিবেশনে কি কি উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বর্ণমালা শেখাতে পারি তা আলোচনা করেছি। আর এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে ছোটদলে বর্ণ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করব এবং পরবর্তীতে আপনারা তা অনুশীলন করবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন, আমরা ১ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই ও সমমানের পাঠ্যবই হেসে খেলে পড়ি বিশ্লেষণ করেছি। বিশ্লেষণের ফলাফল আপনারা ছকে তুলেছেন। বইগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা যে ফলাফল পেয়েছি তা হলো-

পোস্টার : ছক নং- ৩(ক)

বর্ণ শেখানোর জন্য পাঠ্যপুস্তক ও হেসে খেলে পড়ি পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভূক্ত শব্দ, বাক্য অনুশীলনমূলক কাজ

পঠন ও লিখন সামগ্রী	বর্ণ	শব্দ	বাক্য	অনুশীলনমূলক কাজ
পাঠ্যপুস্তক	৫০ টি বর্ণ আছে	প্রতিটি বর্ণ দিয়ে ৩টি করে শব্দ আছে	প্রতিটি বর্ণ দিয়ে ২ টি বাক্য আছে	ডট্ (....) চিহ্নিত বর্ণ লেখার জন্য অনুশীলনমূলক কাজ আছে
হেসে খেলে পড়ি প্রথম ভঅগ (১ম ও ২য় পর্যায়)	৫০ টি বর্ণ আছে	প্রতিটি বর্ণ দিয়ে ৪/৫ টি শব্দ আছে	প্রতিটি বর্ণ দিয়ে ১ টি রঙ্গীন পরিচিত ছবিযুক্ত বাক্য আছে	বর্ণ লেখার জন্য অনুশীলনমূলক কাজ আছে

বাংলা বই বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়

- প্রতিটি বর্ণ দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে ১/২ টি করে বাক্য আছে

- ঐ বর্ণ দ্বারা ৩টি করে শব্দ আছে।
- বাক্য থেকে শব্দ এবং শব্দ থেকে বর্ণ দেখানো হয়েছে এবং
- বর্ণ লেখার জন্য অনুশীলনমূলক কাজ দেয়া আছে।

- আবার "হেসে খেলে বই" ১ম ভাগ ১ম ও ২য় পর্যায়ে প্রতিটি বর্ণ দিয়ে ছবিযুক্ত পরিচিত ১টি বাক্য আছে এবং ৪/৫ টি ছবিযুক্ত শব্দ আছে। তাছাড়াও বর্ণ লেখার জন্য অনুশীলনমূলক কাজ দেয়া আছে।

কাজেই শিক্ষার্থীদের বর্ণ শেখানোর পাশাপাশি একই সাথে বর্ণ লেখার অনুশীলনও করানো হবে।

- আমরা বর্ণ শেখানোর জন্য পাঠ্যপুস্তক ও হেসে খেলে পড়ির ছবিযুক্ত শব্দ ও পরিচিত কিছু শব্দের ছবি দিয়ে ১-১১ নং ক্রমিকের উপকরণগুলো তৈরি করেছি। এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে বর্ণ শেখানোর জন্য ৭টি অ্যাক্টিভিটি নমুনা তথ্যপত্র আছে। আমরা এখন এই ৭টি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ১ ও ৫ নং অ্যাক্টিভিটি ছোটদলে করাব। এক্ষেত্রে ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করবেন। বাকীরা পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করবেন। পর্যবেক্ষণ শেষে আপনারা পরবর্তীতে ছোটদলে বাকী অ্যাক্টিভিটিগুলো তথ্যপত্রের আলোকে অনুশীলন করবেন।

অ্যাক্টিভিটি-১: (বর্ণ দিয়ে ছবিযুক্ত শব্দ বলা ও ধ্বনি উচ্চারণ ও বর্ণ চেনা)

' ব ' বর্ণ দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের ২৬ নং পৃষ্ঠার বই, বল, বক, এর ছবি যুক্ত শব্দ কার্ড, হেসে খেলে পড়ির (৪ থেকে ৬ পৃষ্ঠা) বাবা, বক, বই, বল, বাড়ি দিয়ে ছবি যুক্ত একাধিক শব্দকার্ড টেবিলের উপর উল্টিয়ে রাখুন।


বাড়ি


বই

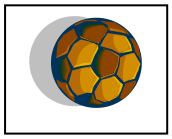
বল


বক

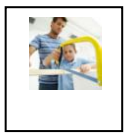
বাবা

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে কার্ড নিতে বলুন
- একজন একজন করে প্রত্যেককে কার্ডে কিসের ছবি আছে তা বলতে বলুন
- প্রত্যেকে তার কার্ডে ছবি দেখে যখন কিসের ছবি তা বলবে, তখন অন্য বন্ধুদের জিজ্ঞেস করুন, ও কি বলেছে? ঠিক বলেছে কি না? ঠিক বললে তোমরা ওর সাথে ছবিতে কি আছে তা বল। না পারলে তোমরা সাহায্যে কর।
- প্রত্যেকের বলা শেষ হলে, আপনি কার্ডগুলো আপনার কাছে নিয়ে নিন।
- শিক্ষার্থীদের বলুন এবার আমি একটি করে কার্ড তোমাদের পর্যায়ক্রমে দেখাব, যাকে জিজ্ঞেস করব তাকে বলতে হবে কার্ডে কিসের ছবি আছে।
- এক এক করে প্রত্যেককে একটি করে কার্ডের ছবি দেখান এবং কার্ডের ছবির শব্দ বলতে বলুন।

- শিক্ষার্থীরা কার্ডের ছবির শব্দ বলার পর আপনি কার্ডে শব্দগুলো খাতায় লিখুন।

নমুনা	নমুনা
বক	বক
বউ	বউ
বল	বল
বাড়ি	বাড়ি
বই	বই

- সবগুলো শব্দ লেখার পর শিক্ষার্থীদের একই রকম দেখা যায় এমন বর্ণ চিহ্নিত করতে বলুন।
- উপরের নমুনা অনুযায়ী একই রকম দেখা য়ায় এমন বর্ণ বাদ দিয়ে বাকি শব্দাংশগুলো কেটে ফেলুন।
- এবার বলুন এটা 'ব' এবং 'ব' এর উচ্চারণ করান।
- 'ব' কিভাবে লিখতে হয় তা দেখান।

অ্যাক্টিভিটি-৫: বর্ণ ও শব্দের লুডু খেলা

- ৭/৮ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ছোট দলে কাজ করুন।
- 'ব' বর্ণ দিয়ে ছবি যুক্ত শব্দ ও শব্দ দিয়ে নমুনা লুডু (তথ্যপত্র) শিক্ষার্থীদের সামনে রাখুন।
- ৪ জন শিক্ষার্থীকে ৪ রং এর ১টি করে গুটি দিন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ ঘরে নিজের গুটি রাখতে বলুন।
- এবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে ছক্কা চালতে বলুন।
- শিক্ষার্থী প্রত্যেক দানে ছক্কা চালার পর ছক্কায় যত সংখ্যা উঠবে শিক্ষার্থীকে ততগুলো ঘরের শব্দ ও বর্ণ বলে গুটি রাখতে বলুন।
- এভাবে যে শিক্ষার্থী সবগুলো ঘর পেরিয়ে আগে ঘরে উঠবে সে বিজয়ী হবে।
- শিক্ষার্থী শব্দ সঠিকভাবে বলতে পেরেছে কি না তা অন্যান্য শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন। যদি শব্দ ঠিকভাবে বলতে না পারে তাহলে অন্যান্য শিক্ষার্থীকে বলতে বলুন।
- শিক্ষার্থীকে তার গুটি আগের জায়গায় রাখতে বলুন।
- পুনরায় আবার যখন তার দান আসবে তখন আবার ছক্কা ফেলতে বলুন।
- আর ছক্কায় যত সংখ্যা উঠবে ততটি ঘরের শব্দ বলে এগিয়ে যেতে বলুন।
- আপনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে খেলাটি করুন।
- এমনভাবে শিক্ষার্থীদের খেলাটি শেখান যাতে করে শিক্ষার্থীরা বড়দলে বসে আপনার সহায়তা ছাড়াই খেলাটি খেলতে পারে ।

- ছোটদলে কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে বড় দলে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এবং বলুন আমরা এতক্ষণ বর্ণ শেখানোর জন্য ছোটদলে ২ টি অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করেছি। এর আলোকে আমরা পরবর্তীতে ৭ টি অ্যাক্টিভিটি (তথ্যপত্রের অ্যাক্টিভিটি ১-৭) অনুশীলন করব। এখন আমরা কার চিহ্ন ও বানান শিখন-শেখানো কৌশল নিয়ে কাজ করব।

খ) কার চিহ্ন ও বানান শিখন শেখানো কৌশলঃ

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এতক্ষণ আমরা বর্ণ শেখন-শেখানো অ্যাক্টিভিটিগুলো অনুশীলন করেছি। এবার আমরা কার চিহ্ন চেনানোর জন্য একই ভাবে ছোট দলে ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারীগণকে নিয়ে কার চিহ্ন ও বানান শিখন-শেখানো কাজ করব। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণকে পর্যবেক্ষক হিসেবে শেখন- শেখানো কৌশল পর্যবেক্ষক করবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা যখন বর্ণ শেখানোর অ্যাক্টিভিটিগুলো করেছি, তখন দেখেছি বর্ণ থেকে ছবিযুক্ত শব্দ বলা শিশুদের কাছে সহজ। আর শব্দ থেকেই আমরা বর্ণ চিনেছি এবং বর্ণের উচ্চারণ অনুশীলন করেছি। কাজেই আমরা বলতে পারি, বর্ণের চেয়ে শব্দ শেখানো সহজ। আপনি খাতায় যেকোন একটি বাক্য লিখুন। যেমনঃ আমরা ভাত খেতে পছন্দ করি। এই বাক্যে পাঁচটি শব্দ আছে। কিছু কিছু শব্দে কার চিহ্ন আছে। কার চিহ্ন হচ্ছে স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ।
- আর শিক্ষার্থীদের পড়তে ও লিখতে পারার জন্য কার চিহ্ন শেখানো জরুরী। আমাদের ১০ টি কার চিহ্ন আছে। বইগুলোতে কার চিহ্ন সম্বলিত শব্দগুলো কীভাবে আছে তা এখন দেখব।
- অংশগ্রহণকারীগণকে৪/৬ টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে পাঠ্য পুস্তক ও উপকরণসমূহ বিতরণ করুন। নিচের ছক অনুযায়ী প্রতিটি দলকে দলগত কাজ করতে বলুন এবং দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- প্রশ্ন করুন বর্ণের মত কারচিহ্ন শেখানোর ব্যাপ্তি কোন শ্রেণি পর্যন্ত? মতামত শুনুন এবং বলুন বর্ণের মত কার চিহ্ন শেখানোর ব্যাপ্তিও ১ম শ্রেণি পর্যন্ত।

ছক নং- ৩(খ)

পাঠ্য পুস্তক			হেসেখেলে পড়ি (১ম ও ২য় ভাগ)		
কার চিহ্ন	পৃঃ নম্বর	কার চিহ্ন সম্বলিত শব্দের সংখ্যা	কার চিহ্ন	পৃষ্ঠা নম্বর	শব্দের সংখ্যা
অ					
আ (া)					
ই (ি)					
ঈ (ী)					
উ (ু)					
ঊ (ূ)					
ঋ (ৃ)					
এ (ে)					
ঐ (ৈ)					
ও (ো)					
ঔ (ৌ)					

- দলগত কাজ শেষে ১ টি দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যান্য দলকে মিল করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে এভাবে সারসংক্ষেপ টানুন যে, এই ১০ টি কার চিহ্ন ও বানান শেখানোর জন্য আমরা পাঠ্যপুস্তক ও হেসে খেলে বই পড়ি বইয়ের ১, ৯ ও ১০ নং ক্রমিকের উপকরণগুলি তৈরি করেছি আর তথ্য পত্রে ২ টি অ্যাক্টিভিটি দেওয়া আছে। এ ২টি অ্যাক্টিভিটি আমরা এখন ছোট দলে করব। পরবর্তীতে অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে ছোট দলে অনুশীলন করব।
- এখন আপনি ছোটদলে ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারীগণকে নিয়ে কার চিহ্ন ও বানান শেখানোর ধারণা দেবেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণকে পর্যবেক্ষক হিসেবে শিখন-শেখানো কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

ক) ‘া’ কার চিহ্ন চেনা ও পরিচিত বর্ণের সাথে ‘া’ কার চিহ্ন সহযোগে শব্দ তৈরি

- ছোট দলে শিক্ষার্থীদের খাতায় একটি স্বরচিহ্ন লিখুন। যেমন- ‘া’ কার। উচ্চারণ শেখান আ = া অর্থাৎ আ এবং ‘া’ কার দুটো উচ্চারণই আ। আ শব্দের প্রথমে বসে এবং ‘া’-কার শব্দের মাঝে বসে। এরপর যে সব বর্ণ আগেই শেখানো হয়েছে তাদের সাথে ‘া’ কার যুক্ত করে বানান শেখান। অথবা ব/ম এর সাথে ‘া’যুক্ত করে কিছু শব্দ বলতে বলুন এবং খাতায় লিখুন ।যেমন-

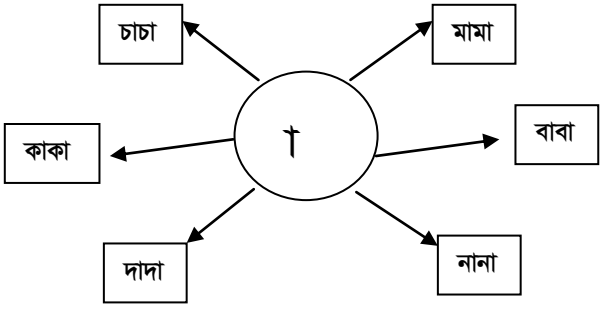

- এবার প্রত্যেকটি শব্দের অংশ আলাদা করে ফ্লাশ কার্ডে লিখুন ও উচ্চারণ করুন। যেমন-
- 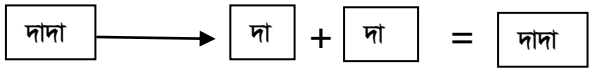

শব্দ কার্ড

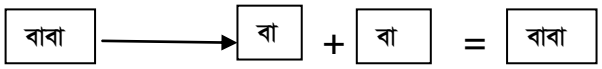

- প্রথমে শব্দ কার্ডটি দেখান বা শব্দ খাতায় লিখুন। তারপর শব্দাংশগুলোর কার্ড দেখিয়ে অথবা খাতায় লিখে উচ্চারণ করুন ও শেষে শব্দটি বারবার উচ্চারণ করুন।

খ) ‘ি’ কার চিহ্ন চেনা ও কার চিহ্ন দিয়ে পরিচিত শব্দ বলা ও লেখা

- ছোট দলে বেইস বোর্ড/ খাতায় ১টি ‘ি’-কার চিহ্ন লিখুন এবং মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ১টি করে শব্দ বলতে বলুন এবং লিখুন । শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে বই দেখে বলবে।

নমুনা

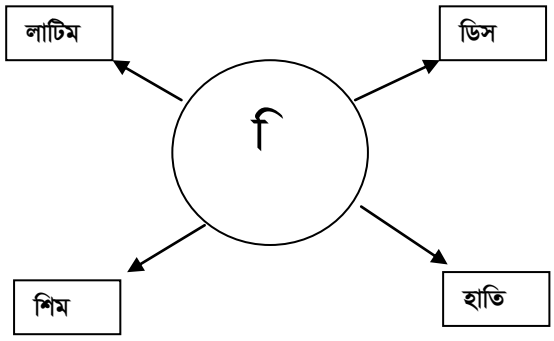

- আপনি শিক্ষার্থীদের বলা শব্দটি বানান করে বলবেন আর লিখবেন। বার বার অনুশীলন করাবেন।
- বর্ণ ও কার চিহ্ন সম্বলিত কার্ড এলোমেলোভাবে টেবিলের উপর রাখুন এবং শিক্ষার্থীদের বর্ণ ও কার ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করুন। শব্দ বানান করে খাতায় লেখার অনুশীলন করান।
- শব্দকার্ড, বর্ণ কার্ড ও চিহ্ন কার্ড শিক্ষার্থীদের সামনে রাখুন। এবং শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ ও চিহ্ন পাশাপাশি সাজাতে বলুন। শব্দের নিচে বর্ণ ও চিহ্নগুলো সাজানোর পর এক এক করে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বর্ণ ও চিহ্ন পড়তে বলুন । নির্দিষ্ট সময়ে যে শিক্ষার্থী বেশি শব্দের নিচে বর্ণ ও চিহ্ন বসাতে পারবে সে জয়ী হবে। শিশুদেরকে দিয়ে বার বার অনুশীলন করুন। যাতে করে শিক্ষার্থীরা বড়দলে বসে জোড়ায় ও একাকি অনুশীলন করতে পারে।
- শ্রুতলিপি লিখতে দিন এবং বানান করে লিখতে সহায়তা করুন।
- লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বর্ণের সঠিক আকৃতি সম্বলিত ডট দ্বারা অনুশীলনী কার্ডে অনুশীলন করান এবং হেসে খেলে পড়ি প্রথম পর্যায় ১ম ভাগ বইয়ের নীচের অনুশীলনী অংশ অনুশীলন করান।

নমুনা কার্ড

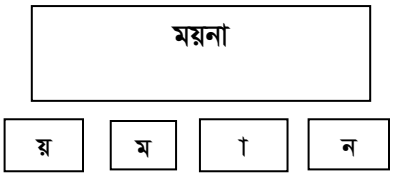

- ছোটদলে কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে বড় দলে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এবং বলুন আমরা এতক্ষণ বর্ণ শেখানোর জন্য ছোটদলে ২ টি এবং কার ও বানান শিখন- শেখানো জন্য ২ টি অ্যাক্টিভিটি দিয়ে কাজ করেছি।
- এখন আপনারা ছোট দলে বসে তথ্যপত্র (দিন-৬, অধি-১,তথ্যপত্র ১-৯)এর আলোকে উপকরণ তৈরি, বর্ণ ও শব্দ শেখানোর জন্য ৭ টি, বানান ও কার চিহ্নের জন্য ২ টি অ্যাক্টিভিটি অনুশীলন করবেন ।

কাজ-৪: বর্ণ কার চিহ্ন, শব্দ ও বানান শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনুশীলন (অংশগ্রহণকারী) ১ ঘণ্টা

- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে ৬ টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে ১ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হেসেখেলে পড়ি ১ম পর্যায় ও ২য় পর্যায় বই, তথ্যপত্র ও উপকরণ বিতরণ করুন। উপকরণ তৈরির জন্য প্রতিটি দলকে ৩০ মিনিট সময় দিন এবং অনুশীলনের জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন।
- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে দলে বসে বর্ণ, শব্দ, কার চিহ্ন ও বানান শিখন-কার্যক্রম পরিচালনা করতে বলুন। লক্ষ্য রাখুন প্রতি দলে যেন আপনার সাথে অংশগ্রহণকারীগণকে একজন থাকে সহায়তা দেয়ার জন্য। তাঁরা প্রতি দলে আপনার মতই বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে শিখন- শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ছোট দলের কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে মতামত শোনার পর আপনি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আবার অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে দৃষ্টি ছক নং- ৩ ও ৩(ক) এর দিকে আকর্ষণ করে বলুন যে, শিক্ষার্থীদের যদি যোগ্যতা অর্জন করতে চাই তাহলে পাঠ্যপুস্তক, হেসেখেলে বই, সহায়ক বিভিন্ন উপকরণের আলোকে আরো উপকরণ তৈরি করতে হবে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীদের দিয়েও উপকরণ তৈরি করতে হবে। বড় দলে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বর্ণমালা / শব্দাংশের চার্ট / বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করুন।

কাজ-৫: বড় দলে একাকী/জোড়ায়/দলে বর্ণ, শব্দ, কার চিহ্ন ও বানান শিখন-শেখানো কৌশল ৩০ মিনিট

- দলগত কাজ শেষে সকল অংশগ্রহণকারীগণকে বড়দলে ফিরিয়ে নিয়ে আনুন এবং অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন, আমারা কিভাবে বড়দলে শিশুদের বর্ণ, শব্দ, কার চিহ্ন ও বানান শেখানের কাজে অংশগ্রহণ করাতে পারি। অংশগ্রহণকারীগণের মতামত শুনুন এবং বলুন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য বোর্ডের নির্দেশনায় বর্ণ, শব্দ ও কার চিহ্নের উপর অনুশীলনমূলক কাজ দেবেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুরূপ অনুশীলনমূলক কার্ড / উপকরণ তৈরি করাবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, প্রতিদিন ছোট দলে কাজ করার জন্য প্রতিটি দল ৭.৩০মিনিট সময় পায়। এক্ষেত্রে ছোটদলে ৭.৩০ মিনিট সময়ে অ্যাক্টিভিটিগুলো কিভাবে করাবে। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য হতে ২/৩ জনের মতামত শুনুন এবং বলুন যে, আমাদেরকে অবশ্যই দৈনিক পরিকল্পনায় পর্যায়ক্রমে অ্যাক্টিভিটি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সে অনুযায়ী উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করতে এবং বোর্ডের নির্দেশনায় অ্যাক্টিভিটি তৈরি করতে দিবেন। যাতে করে নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুরা বড়দলে বসে একাকী, জোড়ায় ও দলে অ্যাক্টিভিটিগুলো করে শেখার সুযোগ পায়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, পাঠ্যবই, হেসে খেলে পড়ি বই ব্যবহার করে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে ছোটদলে এই কৌশলগুলো ব্যবহার করে বর্ণ ও কার চিহ্নের ধারণা দিবেন। শিশুদের ছোটদলে এমনভাবে অনুশীলন করাবেন যাতে করে শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা বড়দলে অনুশীলন করতে পারে। আবার বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে লেখারও অনুশীলন করতে পারে।

দিন- ৬

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম : ছোট দলে পাঠ্য বইয়ের বিষয় (Topic) শিখন শেখানো কার্যক্রম।

শিখন ফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

১. **দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা সাবলীল পাঠক তাদের নিজ নিজ শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের বিষয়গুলো (Topic) ছোট দলে কিভাবে শেখাবেন তা ব্যাখা করতে পারবেন।**

২. **দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আংশিক সহায়তা বা বানান করে পড়ে, তাদের নিজ নিজ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলো (Topic) ছোটদলে কীভাবে শেখাবেন তা ব্যাখা করতে পারবেন।**

৩. **দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের পাঠগুলোতে দেয়া অনুশীলনের আলোকে অনুশীলন তৈরী করতে পারবেন।**

সময় : ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলে কাজ

উপকরণ : পাঠ্যবই, SRM, BEHTRUWC এর বই, তথ্যপত্র(দিন-৬, অধি-২, তথ্যপত্র-১,২)

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১: ছোট দলে ২য়-৫ম শ্রেণির সাবলীল শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলো শিখন শেখানো কাজ **৪৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহনকারীগণকে বলুন আমরা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে যে দলটি সাবলীলভাবে পড়তে পারে তাদেরকে পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলোর শিখন শেখানো কার্যক্রম ছোট দলে কীভাবে করানো হবে তা আলোচনা করবো।**
- **আমরা আগের অধিবেশনে আলোচনা করেছি, যারা সাবলীল পাঠক তারা তাদের শিখন স্তরের উপযোগী যে কোন পাঠ সহজে অনুধাবন (Comprehend) করতে পারে।**
- **অংশগ্রহনকারীগণকে বলুন আমরা কারিকুলাম ও পাঠ্য বই বিশ্লেষণ করেছি এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখেছি। আপনি কারিকুলাম ও পাঠ্য বই বিশ্লেষণ অধিবেশনে করা ছকটির দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। এই অধিবেশনে এই (Topic) বিষয়গুলো কীভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হবে তা আলোচনা করা হবে।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন তারা কীভাবে শ্রেণি পাঠদানে এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করেন? তাদের উত্তর গুলো বোর্ডে বা ক্লিপবোর্ডে লিখুন।**

- সাধারণতঃ শিক্ষকেরা বলেন-
    ১. পাঠটি পড়া; শিক্ষকের আদর্শপাঠ, শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ, শিক্ষার্থীদের নিরব পাঠ।
    ২. ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে যাচাই করা তারা তা বুঝতে পেরেছে কিনা।
    ৩. পাঠ সংশ্লিষ্ট অনুশীলন করতে দেয়া।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরাও একই প্রক্রিয়ায় শিখন শেখোনো কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবো। তবে ছোট দলে। যে শিক্ষার্থীরা সাবলীল পাঠক তাদের জন্য একটি দল হবে, এবং যারা শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় পড়ে বা বানান করে পড়ে তাদের আরেকটি দল হবে, এ পর্যায়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দিন যে শ্রেণি শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী এই দলগুলোর মধ্যে উপদল থাকতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন প্রথমে যে দলটিতে সাবলীল পাঠক আছে তাদের কীভাবে পাঠ দান করা হবে তা আলোচনা করা হবে; এবং পরবর্তীতে অন্য দলটি অর্থাৎ যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় পড়ে বা বানান করে পড়ে তাদের জন্য কীভাবে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করা হবে তা আলোচনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন প্রথমে যে দলটিতে সাবলীল পাঠক আছে তাদের শিখন শেখানো কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবো। তাদের বলুন, আমরা আগেই আলোচনা করেছি সাবলীল দল স্বাধীনভাবে তাদের স্তর অনুযায়ী বইগুলো বা পাঠগুলো নিজে নিজে পড়তে পারে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের ছোটদলে আসার আগেই যে কাজগুলো করতে বলবেন-

পোস্টার :

- নির্বাচিত পাঠটি তারা একাকী পাঁচবার করে পড়বে।
- দলের সদস্যরা একসাথে বসে পাঠটি রিডিং পড়বে।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাঠটিতে যে শব্দটি কঠিন বা অপরিচিত মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে খাতায় লিখবে।
- প্রত্যেকে তাদের চিহ্নিত করা ও লেখা কঠিন ও অপরিচিত শব্দটি দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে শেয়ার করবে এবং যে যে শব্দগুলোর অর্থ বা উচ্চারণ জানে তারা তা অন্যদের জানাবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শিক্ষার্থীরা এই কাজগুলো করার পর তাদের নিয়ে ছোট দলে বসবেন, অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন যে ছোট দলের সময় সীমা ৭.৩০ মিনিট সুতরাং এই সময়টিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং একদিনে ঐ পাঠটির কতখানি আলোচনা করা যাবে তা আগেই নির্ধারণ করে নিবেন।
- সাবলীল দলের সদস্যদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের যে কাজগুলো দেয়া হয়েছিল তা তারা করতে পেরেছে কি না? জিজ্ঞেস করুন পড়তে তাদের কেমন লাগছে, যে যে শব্দগুলো তাদের অপরিচিত লেগেছে বা কঠিন মনে হয়েছে, অর্থ জানে না, সে শব্দগুলো তারা লিখে এনেছে কিনা? জিজ্ঞেস করুন শব্দগুলোর অর্থ/উচ্চারণ নিয়ে বন্ধুদের সাথে কথা বলেছে কি না, এবং এর ফলে কোন সাহায্য হয়েছে কি না?

- শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর, শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করে যাচাই করবেন, শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে কি না? সহজ পাঠগুলো যেমন গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে। এ কারণে পাঠটি এক দিনেই যাচাই করা সম্ভব। কিন্তু কঠিন পাঠগুলো, যেমন প্রবন্ধ/মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বা অন্য অনুধাবন (Comprehend) করতে শিক্ষার্থীদের আরো একটা দু'টা ক্লাস লাগতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের এবার পাঠ সংশ্লিষ্ট অনুশীলনগুলো দেখিয়ে শিক্ষক পরের দিনগুলোতে করতে বলবেন।
- ঐ কাজগুলো শেষ হলে তাদেরকে একই রকম অনুশীলন তৈরি করতে বলবেন এবং সমাধান করতে বলবেন।
- ঐ কাজ শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা সরকার প্রদত্ত যে SMR, বিদ্যালয়ের জন্য কেনা ছোট গল্পের বইগুলো থেকে যে কোন একটি নিয়ে, একই প্রক্রিয়ায় রিডিং পড়বে, এবং অনুশীলন তৈরি করে সমাধান করবে।

কাজ-২ : ছোট দলে ২য়-৫ম শ্রেণির শিক্ষকের আংশিক সহায়তার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলো
শিখন-শেখানো কাজ ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এবার আমরা যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় পড়ে বা বানান করে পড়ে তাদের শিখন শেখানো কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, সাবলীল শিক্ষার্থী শিখন শেখানো কার্যক্রম থেকে এদের কার্যক্রমের কোথায় পার্থক্য হবে?
- উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, এই দলের সদস্যদেরও পাঠ সংশ্লিষ্ট একই কাজ করতে বলা হবে। কিন্তু যেহেতু তারা রিডিং পঠনে সাবলীল নয়, একারণে তারা ছোট দলে শিক্ষকের সামনে পড়বে এবং তাদের চিহ্নিত করা কঠিন বা অপরিচিত শব্দ সংখ্যা বেশি হবে যে শব্দগুলোর অর্থ তারা জানে না বা উচ্চারণ করতে পারে না। এ কারণে এ দলের সদস্যদের সাথে অনেক বেশি আলোচনা করতে হবে।
    - তাদের রিডিং পড়াতে হবে এবং উচ্চারণ সঠিকভাবে যেন করে সেদিকে নজর দিতে হবে।
    - অজানা শব্দের অর্থগুলো জানিয়ে দিতে হবে।
- এবং একই ভাবে তারা পাঠ সংশ্লিষ্ট অনুশীলনগুলোও করবে। এবং সময় থাকলে অন্য বইয়ের অনুশীলন করবে।

কাজ-৩ : ছোট দলে ২য়-৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ অনুীশলন ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আপনি দুইটি পাঠ অনুশীলন করে দেখাবেন, সাবলীল দলের জন্য ও আংশিক সহায়তার দলের জন্য। প্রত্যেক দলে ৭/৮ জন অংশগ্রহনকারী থাকবে অন্যরা কাজটি Obseve করবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এ কাজটি শিক্ষার্থী দিয়ে করালে ভাল হয়, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে তা করা সম্ভব হবে না। এই অনুশীলনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটির সাথে আপনাদের পরিচয় করানো হবে।
- প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সহায়ক ছোট দলে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। (দুই দলের জন্য)
- বড় দলে ফিরিয়ে আনুন কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।

কাজ- ৪: ছোট দলে অনুশীলন (অংশগ্রহণকারী) ৪৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণকে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ছোট দলে পাঠবই/ SRM / অন্যান্য বইয়ের পাঠ সংশ্লিষ্ট কাজ, উপরের নিয়মে অনুশীলন করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ করুন, প্রত্যেক দলে আপনার ছোট দলের একজন অংশগ্রহণকারী থাকবে। দলের প্রত্যেককে একে একে অনুশীলন করতে বলুন।

কাজ-৫ : ২য়-৫ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের আলোকে অনুশীলন তৈরি **৪৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন আপনারাও একইভাবে অনুশীলন করবেন তবে তার আগে পাঠ সংশ্লিষ্ট অনুশীলন তৈরী করা শিখবো।
- অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যেককে একটি করে পাঠ দিন। পাঠ্য বই/SMR/ বিদ্যালয়ের জন্য কেনা বই/ BEHTRUWC এর বই।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনের প্রশ্নের ধরণগুলো কেমন?
    ১. শব্দার্থ লেখা
    ২. মিল করা
    ৩. যুক্ত বর্ণ ভেঙ্গে দেখানো
    ৪. বাক্য রচনা
    ৫. পাঠের উপর প্রশ্নোত্তর
    ৬. পাঠের বাইরে কিন্তু পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন (সৃজনশীল প্রশ্ন)
- ঠিক একই ধারায় প্রত্যেকে তাঁদের দেখা পাঠের উপর একই ভাবে প্রশ্ন তৈরী করবেন, অনুশীলনীতে যা দেয়া আছে তার বাইরে।
- প্রত্যেকের কাজ শেষ হলে তাঁদের পাঁচটি দলে ভাগ করে দিন। একে অন্যের কাজগুলো শেয়ার করুন এবং মতামতদিন।
- এবার ২/৩ জনকে ডাকুন তাদের কাজ উপস্থাপন করার জন্য। কারো কোন মতামত সংযোজন থাকলে তা করুন। এবার অংশগ্রহণকারীগণকে আগের পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেককে সাবলীল দলের বা আংশিক দলের সদস্যদের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম অনুশীলন করতে বলুন।
- কাজ শেষ হলে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কাজটি কেমন লেগেছে জিজ্ঞেস করুন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন- ৭

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম : ছোট দলে প্রথম শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা।

শিখন ফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

১. প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা ১ম শ্রেণির শিখন স্তরের সমমানের, তাদের শিক্ষক ছোট দলে কীভাবে শিখন সহায়তা দেয়া হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. তারা মিশ্র দলে বন্ধু দলে কীভাবে শিখন শেখানো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, দলে আলোচনা

উপকরণ : পাঠ্যবই, সহায়ক উপকরণ, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, VIPP কার্ড, তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-১, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: ভূমিকা আলোচনা ১০ মিনিট

- অংশগ্রহনকারীগণকে বলুন, এতক্ষণ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ শ্রেণির বা সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশ সাবলীলভাবে বা শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় পড়তে পারে, তাদেরকে কীভাবে ছোট দলে শিক্ষক শিখন সহায়তা দেবে এবং শিক্ষার্থীরা বড় দলে/ মিশ্র দলে নিজে নিজে অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন শেখানো কাজে অংশগ্রহণ করবে তা আলোচনা করা হয়েছে।
- এই অধিবেশনে, প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণির সমমানের, অর্থাৎ যারা শিক্ষক সহায়তা ছাড়া পড়তে পারে না বা শব্দ, বর্ণ, কার চিহ্ন বা বানান কৌশল জানে না, তাদের কীভাবে ছোট দলে শিখন সহায়তা দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন, প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইটিতে বর্ণ, শব্দ, কারচিহ্ন এবং বানান কৌশল ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে যেমন
  - মুখে মুখে বলি
  - ছড়া / কবিতা আবৃত্তি
  - ছবি দেখে গল্প বলা
  - গল্প বলা ইত্যাদি

- অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন, যে শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণির তাদের প্রত্যেকের কাছে প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইটি আছে। কিন্তু ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির যে শিক্ষার্থীরা ১ম শ্রেণির সমমানের তাদের কাছে ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই নেই, তাদের কাছে আছে যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির পাঠ্যবই। যে বইগুলোর "রিডিং" দক্ষতা তাদের নেই। সুতরাং ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তাদের পাঠ্যবই এবং অন্যান্য যে সমস্তসহায়ক (Supplimentary)উপকরণ আছে তা দিয়ে এবং প্রয়োজনে অন্য উপকরণ তৈরি করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী যাদের শিখন স্তর ১ম শ্রেণির সমমানের, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একই ধরনের উপকরণের প্রয়োজন। সুতরাং এই শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রথমত তারা নির্ণয় করবেন।

পোস্টার:

১. প্রথম শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
২. দ্বিতীয় শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
৩. তৃতীয় শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
৪. চতুর্থ শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন
৫. পঞ্চম শ্রেণিতে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়জন

- এই শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কি কি উপকরণ লাগবে/ কয়সেট করে লাগবে।

পোস্টার :

১. শব্দের কার্ড
২. বর্ণের কার্ড
৩. কার চিহ্ন
৪. শব্দ/ বর্ণ / লুডু
৫. অন্যান্য উপকরণ
৬. বই

- এমনভাবে রুটিনে বাংলা বিষয়টিকে সেট করা যেন একই উপকরণ বিভিন্ন শ্রেণিতে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে।
- অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন এই প্রক্রিয়ার জন্য ৭.৩০ মিনিট সময় আছে।আপনি ৭.৩০ মিনিট এই কাজটি করে দেখাবেন। আপনি তিনটি ক্লাস পরিচালনা করবেন এবং পরবর্তীতে তারা ছোট দলে কাজটি অনুশীলন করবে।

কাজ-২ : ছোট দলে অনুশীলন (সহায়ক) ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট

- ছোট দলে ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে বসুন, নিচের তিনটি কাজ করুন।
    ১. পাঠ্যবইয়ের কবিতা মুখস্থ বলা

২. বর্ণ চেনানো

৩. শব্দের / ছবির সাথে মেলানো

- অন্য ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারীর আরেকটি দল নিন। এই দলে ৭.৩০ মিনিটে নিচের তিনটি কাজ করুন।
    ১. একটি গল্পের অংশবিশেষ পড়া এবং দুই একটি প্রশ্ন করা
    ২. শব্দের লুডু খেলা
    ৩. শব্দগুলো খাতায় লিখতে বলা
- এবার ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারী আরেকটি দল নিন। নিচের তিনটি কাজ করুন।
    ১. দুটি বর্ণের সাথে পরিচিতি করান
    ২. শব্দ / ছবি, ছবি-শব্দ শুধু শব্দ পরিচিত করান
    ৩. কার চিহ্ন দিয়ে একটি এ্যাকটিভিটি করান।
- সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন, আমরা বিভিন্ন এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যে বর্ণ, শব্দ বা কারিকুলামে বিভিন্ন Competency অর্জন করানো যায় তা অনুশীলন করলাম।
- অংশগ্রহণকারীগণকেএবার ৫টি দলে ভাগ করে অনুশীলন করতে বলুন। কাজ শেষ হলে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারো কোন প্রশ্ন আছে কি না জিজ্ঞেস করুন।
- বলুন, শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি দল প্রতি পাক্ষিকে কতদিন শিক্ষকের সহায়তায় শিখনে অংশগ্রহণ করবে তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য, প্রতিটি শিক্ষার্থী বাকী দিনগুলোতে কি কি কাজ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া অনুশীলন করতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকেজিজ্ঞেস করুন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কি কি কাজ অনুশীলন করতে পারে? তাদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন।
    - সমবেত কাজের বর্ণ ও কারচিহ্ন দিয়ে শব্দগুলো দেখে দেখে নিজ নিজ খাতায় লিখবে।
    - বর্ণ ও কার চিহ্ন দিয়ে পাঠ্যবই এ্যাকটিভিটি সীট ও ওয়ার্ক সীট হতে ছবিযুক্ত শব্দ বলবে ও শব্দ পড়বে।
    - ছবিযুক্ত শব্দ হতে শব্দের লিখিত রূপ চিনে পড়বে
    - বর্ণ, ছবিযুক্ত শব্দ ও শব্দের ফ্লাশ কার্ড মিল করবে।
    - দলের সদস্যরা পরিচিত বর্ণ / কারচিহ্ন দিয়ে সমমানের বই, পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ও গল্প হতে শব্দ খুঁজে বের করে পড়বে।
    - এলেমেলো বর্ণ, শব্দ ও কার চিহ্ন মিলিয়ে শব্দ ও বাক্য তৈরি করবে।
    - বর্ণ, কার চিহ্ন দিয়ে বইয়ের বাইরে শব্দ বলবে ও লিখবে।
    - দলের সদস্যরা মিলে সমমানের বই, পুরানো পাঠ্যপুস্তক হতে তৈরী গল্প ও কবিতার বই পড়বে এবং নতুন ও অপরিচিত শব্দ চিহ্নিত করবে।
- শিক্ষার্থীরা বর্ণ দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের শব্দ ও পরিচিত শব্দ, শব্দ কার্ডে লিখবে। এ দলের সদস্যরা তাদের শব্দ কার্ডগুলো কাগজে পেষ্ট করে লুডু তৈরি করে খেলবে। বন্ধুর সহায়তা নিয়ে খেলতে খেলতে শব্দ শিখবে।

- কবিতার শব্দগুলো রিডিং গেইম এর মাধ্যমে শিখবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া বাকী শব্দের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হতে পারে। যেমন- ছবিযুক্ত শব্দের কার্ড ও শব্দ কার্ড থাকা। শিক্ষার্থী ছবি দেখেই শব্দটি বলতে পারবে। ছবিযুক্ত শব্দ কার্ডে কি লেখা আছে, তা ছবি দেখেই পড়তে পারবে। এভাবে ছবিযুক্ত শব্দ ও শব্দ কার্ডের সাথে প্রথম মিল করতে দিবেন। পরবর্তীতে শুধু ছবির কার্ড ও এলোমেলো শব্দ কার্ডের মিল করতে দেবেন। যাতে করে শিক্ষার্থীরা একা একা শব্দের লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হয় এবং শব্দ পড়তে পারে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিন যে শিক্ষক ছোট দলে বসেই বড় দলে বসে শিক্ষার্থীরা কি কি অনুশীলনমূলক কাজ কীভাবে করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। তাছাড়া এ্যাকটিভিটি সীট, ওয়ার্ক কার্ড ও লুডুর নির্দেশনা পড়তে শেখাবেন। যাতে করে শিক্ষার্থীরা কার্ডের নির্দেশনা পড়ে বুঝতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই এ্যাকটিভিটিগুলো আপনি ৬ষ্ঠ দিনের ১ম অধিবেশনে করেছেন।
- কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না জিজ্ঞেস করুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন ৭

অধিবেশন ২

অধিবেশন শিরোনাম : লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশলসমূহ।

শিখন ফল :

এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীগণ

১. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ভাবে লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ভাবে লেখা ''আমার আঁকা আমার লেখা" কার্যক্রমটির ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের দিয়ে Structured লেখা কীভাবে লেখাতে হবে তা ব্যাখা করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, দলে আলোচনা

উপকরণ : পাঠ্যবই, সহায়ক উপকরণ, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, VIPP কার্ড, তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র ১-১১)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : ভূমিকা ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকেবলুন, আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, একজন সাবলীল লেখক, (যে কোন বিষয়ের উপর অর্থবোধকভাবে লিখে প্রকাশ (Communication) করতে পারে, যা অন্যেরা পড়ে বুঝতে পারে।
  ১. এভাবে স্বাধীন ভাবে নিজের মতো করে শিক্ষার্থীদের কি আপনারা লিখতে দেন? বা
  ২. পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনীতে কি এ ধরনের লেখার জন্য কোন কাজ আছে?
- অংশগ্রহণকারীগণ সাধারণতঃ বলেন যে, প্রত্যেক অনুশীলনীতে ১/২টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে, সে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠ্য বইয়ে দেয়া নেই, কিন্তু শিক্ষার্থীদের ঐ প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে বের করতে হয়। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন
  ১. যে শিক্ষার্থীর বর্ন/শব্দ কার চিহ্ন চেনে না বা সাবলীল ভাবে রিডিং পড়তে পারে না, তারা কি ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে পারবে?
  ২. এবং প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এরকম কোন সুযোগ নেই।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, একারনে নতুন সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫ মিনিট সময় আছে এবং প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থী ঐ সময়ে স্বাধীনভাবে কিছু না কিছু লিখবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে করা কাজটির কথা স্মরণ করতে বলুন। জিজ্ঞেস করুন তারা সেদিন কী ধরনের লেখা লিখেছিলো তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন।

- বলুন, শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করানোর জন্য আর কি কি কৌশল গ্রহণ করা যায়, সে আলোচনায় যাবার আগে, আমরা ছোট্ট একটি অনুশীলন করব?
- অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে যে কোন বিষয়ে একটি করে ছবি আঁকতে বলুন। সময় দিন ১৫ মিনিট। ছবি আঁকা শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তার ডান পাশের অংশগ্রহণকারীকে নিজের আঁকা ছবিটি দিতে বলুন। এবার প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে এঁকে একে তাদের হাতে পাওয়া ছবিটি সমন্ধে বলুন, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী বলা শেষে, যে ছবিটি এঁকেছে তাকে জিজ্ঞেস করুন সে ছবিটিতে যা বলতে চেয়েছিল তা আগের অংশগ্রহণকারী ব্যাখ্যা করতে পেরেছে কি না?
- সাধারণতঃ দেখা যায়, ছবি দেখে পুরো ভাব না হলেও, কিছু না কিছু ভাব বোঝা যায়। অর্থাৎ মনের ভাব ছবির সাহায্যেও প্রকাশকরা যায়। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ১ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবং ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর যে শিক্ষার্থীরা লিখতে বা পড়তে পারে না তারা ছবি আঁকবে। আমরা জানি লিখন দক্ষতার মূল হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করা সুতরাং শিক্ষার্থী বা প্রাথমিক পর্যায়ে, শুধু ছবি একেই মনের ভাব প্রকাশ করবে এবং এরপর পর্যায়ক্রমে শ্রেণীকার্যক্রমের অন্যান্য এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে তারা ছবি এঁকে সে ছবির বর্ণনা লেখা শুরু করতে পারবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রস্তাবিত দৈনিক সময় ব্যবস্থাপনার দিকে আকর্ষণ করে বলুন, সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা ১৫ মিনিট সময় / সৃজনশীল লেখা আমার আঁকা আমার লেখা কাজে ব্যয় করবে।
- বলুন,বিভিন্ন এ্যাকটিভিটি/ কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করানো যায়,যেমন-
    ১. ছবি আঁকা 'আমার আঁকা আমার লেখা' ছবি একে ছবির নিচে বর্ণনা লেখা
    ২. গল্প লেখা
    ৩. যে কোন একটি বাক্যের উপর অনুচ্ছেদ লেখা
    ৪. তথ্য ভিত্তিক লেখা
    ৫. যে কোন লেখার সারাংশ (Summery) লেখা
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রতিদিন সৃজনশীল লেখার সুযোগ করে দেওয়ার বড় কারণ, শিক্ষার্থীদের যে কোন লেখার উপর নিজের ভাষায় লিখতে পারার দক্ষতা অর্জন করানো, শ্রেণিকক্ষে এই কাজগুলো কীভাবে করতে হবে তা আমরা হাতে কলমে অনুশীলন করবো।

কাজ-২: আমার আঁকা আমার লেখা অনুশীলন **৪৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রথমে আমরা 'আমার আঁকা আমার লেখা' অনুশীলন করবো।
    - অংশগ্রহণকারীগণকে ধারাবাহিকভাবে ১, ২, ৩ থেকে গণনা করে (যতজন আছে তত পর্যন্ত) প্রত্যেকের নিজ নিজ সংখ্যা মনে রাখতে বলুন।
    - অংশগ্রহণকারীগণ প্রত্যেককে সাদা কাগজ বিতরণ করুন।

১ নং সংখ্যাধারীরা :

- সাদা কাগজের ১/২ অংশের উপর নিজের ইচ্ছাতো যে কোন একটি ছবি আঁকতে বলুন এবং অবশিষ্ট ১/২অংশের উপর ছবি সম্পর্কিত মনের ভাব লিখতে বলুন।

২নং সংখ্যাধারীরা :

- সাদা কাগজের ১/২ অংশে যে কোন বিষয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকবে ।

৩ নং সংখ্যাধারীরা :

- সাদা কাগজের ১/২ অংশের উপর নির্ধারিত যে কোন বিষয় (যেমন- গ্রামের দৃশ্য নববর্ষ / বৈশাখী মেলা / কাল বৈশাখী ঝড় / মুক্তিযুদ্ধ / যানজট / সমাপনী পরীক্ষা) এর উপর ছবি এঁকে তার সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলুন। সবার কাজ শেষ হলে, প্রত্যেকের লেখায় নিজ নাম দিতে বলুন। প্রতিটি দলে তাদের লেখাগুলো জমা দিতে বলুন।
    - অংশগ্রহণকারীগণকে তিনটি দলে ভাগ করুন, প্রতি দলে ১, ২ ও ৩ নং দল থেকে একজন করে অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। দলে বসে তারা যে কাজগুলো করবে।
        - লেখাগুলো বিশ্লেষণ করবে
        - লেখাগুলো দিয়ে বই তৈরি করবে
        - বইয়ের প্রচ্ছদ ও নামকরণ করবে
    - অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই বইগুলো কী কাজে লাগানো যায়? অংশগ্রহণকারীগণকে উত্তর শোনার পর বলুন, এই বইগুলো শিক্ষার্থীদের পড়তে দিলে তারা নিজের লেখা বই পড়তে অনেক উৎসাহিত বোধ করবে।
    - অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, স্বাধীনভাবে লেখার দক্ষতা বাড়ানোর এটি একটি কৌশল যা আমরা শ্রেণি পরিচালনায় ব্যবহার করবো। তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-১) পড়তে দিন।

কাজ-৩: বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে গল্প লেখা ৪৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করার একটি কৌশল হলো গল্প লেখা। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গল্প লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। অংশগ্রহণকারীদের বলুন একটি অনুশীলনীর মাধ্যমে গল্প লেখার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো

- অংশগ্রহণকারীগণকে চারটি দলে ভাগ করুন। প্রতেক দলের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো বুঝিয়ে দিন
    - ১নং দলের সদস্যরা প্রত্যেকে একটি করে গল্প লিখবে ও ছবি আঁকবে
    - ২নং দলের সদস্যরা একসাথে আলোচনা করে দলীয় একটি গল্প লিখবে।
    - ৩নং দলের সদস্যরা প্রত্যেকে একটি করে গল্প লিখবে যে গল্পতে মিতা, বিড়াল, মাছ, পুকুর, মা, হাট, নানি, বট গাছ, এই শব্দগুলোর কমপক্ষে ৪টি থাকবে।

- ৪নং দলে সবাই আলোচনা করে দলীয় ভাবে একটি গল্প লিখবে সেই গল্পতে নিচের শব্দগুলোর কমপক্ষে ৪টি থাকবে। স্কুল, লেখা, হিরা, মনি, পিছনে যাওয়া, আনন্দ, দুঃখ, দৌড় ইত্যাদি।

- কাজটি করার জন্য অংশগ্রহণকারীগণকে ২০ মিনিট সময় দিন কাজটি শেষ হলে দলভিত্তিতে একক গল্প ও দলীয় গল্পগুলো ঝুলিয়ে দিন। দেখার জন্য ২০ মিনিট সময় দিন। দেখা শেষ হলে সবাইকে যার যার জায়গায় বসতে বলুন।
    - অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, কাজটি করতে তাঁদের কেমন লেগেছে? তাঁদের জিজ্ঞেস করুন এই কাজটি শিক্ষার্থীদের করতে দিলে তারা আনন্দ এবং উৎসাহ পাবে কিনা?
    - অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনারা সবাই গল্প লিখেছেন, গল্পের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকে?
    - অংশগ্রহণকারীগণকে উত্তর গুলো বোর্ডে/ক্লিপ চার্টে লিপিবদ্ধ করুন।
    - বলুন, গল্পে যে, বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হয় তা হলো-
        ১. গল্পে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে
        ২. গল্প একটি/একাধিক ঘটনাকে ঘিরে গড়ে ওঠে
        ৩. গল্পে সময় থাকে, অর্থাৎ বর্তমান অতীত বা ভবিষ্যৎ
        ৪. গল্প কোন একটি সমস্যাকে/আনন্দ ঘিরে গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতেসেই সমস্যাটির সমাধান হয়।
        ৫. গল্পে কোন একটি স্থান থাকে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন তাদের লেখা গল্পগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কিনা? না থাকলে কী কী পদক্ষেপের মাধ্যমে গল্পগুলো পরিপূর্ণতা পাবে।
- বলুন, সাধারণত শিশুরা তাদের পরিচিত জগতের ঘটনা নিয়ে বা পঠিত বইয়ের গল্পের আদলে অনেক গল্প লেখে, ছবি আঁকে। এখন আমরা নিজেরা গল্প লিখেছে, ছবি এঁকছে এবং গল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছে। ফলে আমরা শিক্ষার্থীদের লেখা গল্পগুলোর ধরন বুঝতে পারবো এবং প্রয়োজনে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণির শিশুদের দিক নির্দেশনা দিতে পারবো। অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন যেহেতু আমরা শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে তাদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি, এ কারণে তাদের প্রয়োজন না হলে দিক নির্দেশনা দেব না।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এখন আমরা আরেকটি অনুশীলন করবো। যে অনুশীলনগুলো পরবর্তীতে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা ও লেখার ধরন সম্বন্ধে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব। সুতরাং, হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের লেখার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হব। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ কক্ষে থাকা সহায়ক পঠন সামগ্রী হতে একটি করে গল্প বা যে কোন ধরনের তথ্যমূলক লেখা / জীবন বাছাই করতে বলুন।
    ১. দ্বিতীয়–পঞ্চম পাঠ্যবই এর যে কোন পাঠ
    ২. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়ক পাঠ উপকরণ
    ৩. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পাঠ্যবইয়ের পাঠ
    ৪. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরোর গল্পের বই

৫. যে কোন গল্পের বই

৬. তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণির সমাজ বা বিজ্ঞান বই এর যে কোন পাঠ

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আপনারা আপনাদের পছন্দকৃত লেখাটি পড়বেন, লেখাটি পড়ার পর লেখাটির উপর একটি প্রতিবেদন লিখতে হবে।

১. যে অংশগ্রহণকারীগণ গল্প বাছাই করেছেন তারা তথ্যপত্র অনুযায়ী প্রতিবেদনটি লিখবেন। বাছাই করে দিন কে কোন ছক অনুযায়ী লিখবে। তথ্যপত্র

২. যে অংশগ্রহণকারীগণ তথ্যভিত্তিক লেখা বাছাই করেছেন তারা তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৮) ছক অনুযায়ী প্রতিবেদনটি লিখবেন।

৩. যে অংশগ্রহণকারীগণ জীবনীমূলক লেখা বাছাই করেছে, তারা তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-১১)ছক অনুযায়ী প্রতিবেদনটি লিখবেন।

কাজ-৪: যে কোন একটি শব্দের/বাক্যের উপর অনুচ্ছেদ লেখা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এবার আমরা বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে অনুচ্ছেদ লেখার দক্ষতা কিভাবে বাড়ানো যায় তার অনুশীলন করবো। বলুন, আমরা সবাই বিদ্যালয় পর্যায়ে অনুচ্ছেদ লিখেছি। এই প্রশিক্ষণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাধীনভাবে অনুচ্ছেদ লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করার যে প্রস্তাবনা/ কৌশল দেয়া হয়েছে, তা হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ লেখার ঐ কৌশলগুলোর সাথে পরিচিত হব।
- এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করতে বলুন, অনুচ্ছেদ তারা কিভাবে লিখবেন? অনুচ্ছেদ লেখার নিয়ম কি তারা জানেন কি না? তাদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন- অনুচ্ছে লেখার একটি নিয়ম আছে। যে অনুচ্ছেদ লেখা হয়, সে অনুচ্ছেদের একটি মূলভাব থাকে। যে শব্দ বা বাক্যটি দেয়া হয়েছে, সেই ভাবের উপর ভিত্তি করে মূল ভাবটি লিখতে হয়। মূল ভাবটিকে আরো কয়েকটি বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়। এভাবে একটি অনুচ্ছেদে ৩ থেকে ১২টি বাক্য থাকতে পারে।
- বলুন, সাধারণতঃ একটি শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের উপর অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হয়। আরো বলুন, এই অনুশীলনীতে আমরা একইভাবে শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের উপর ভিত্তি করে অনুচ্ছেদ লিখবো এবং অনুমান লেখার নিয়মটি অনুসরণ করার চেষ্টা করবো।
- অংশগ্রহণকারীগণকে চারটি দলে ভাগ করুন
  - ১নং দলের প্রত্যেক সদস্যা তাদের নিজের পছন্দমতো যে কোন একটি শব্দের উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখবে
  - ২নং দলের প্রত্যেক সদস্যা তাদের নিজের পছন্দমতো যে কোন একটি বাক্যের উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখবে
  - ৩ নং দলের প্রত্যেক সদস্যা তাদের নিজের পছন্দমতো নিচের যে কোন একটি শব্দের উপর অনুচ্ছেদ লিখবে

- ৪ নং দল নিচের যে কোন একটি বাক্যের উপর অনুচ্ছেদ লিখবে যেমন- বই, গাছ, মা, দেশ , ইত্যাদি।
  - আমি যদি পাখি হতাম তাহলে .....
  - আম খেতে মজা কারণ .....

- প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ করুন।
- লেখার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। লেখা শেষ হলে সবার লেখা পুশপিন বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন। পড়ার জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।
- সবাইকে জায়গায় ফিরে আসতে বলুন জিজ্ঞেস করুন। কাজটি করতে তাদের কেমন লেগেছে। জিজ্ঞেস করুন সবাই কী একই রকম লেখা লিখেছেন? এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকের লেখা ভিন্ন হয়, কারন প্রত্যেকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ বাক্য/শব্দ, তার জন্য যে অর্থ বহন করে,তা নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, শিক্ষার্থীদের এই কাজটি করতে কেমন লাগবে? এই কাজের মাধ্যমে তাদের লিখন ও চিন্তা করার দক্ষতা বাড়বে কি না

কাজ-৫: যে কোন লেখার সারাংশ (**Summery**) ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এবার আমরা বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে সারাংশ লেখার দক্ষতা কিভাবে বাড়ানো যায় তার অনুশীলন করবো। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন সারাংশ বলতে তাঁরা কি বোঝে? তাঁদের উত্তর গুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন। বলুন, সাধারণত সারাংশ বলতে আমরা বুঝি কোন একটি লেখার মূলভাব। যে কোন লেখার মূলভাবকে ব্যাখ্যা করার জন্য আরো অনেক বাক্যের সাহায্য নেয়া হয়। সারাংশ লেখার সময় সাধারণত: মূলভাবকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
- সারাংশ মূল লেখার ১/৩ এর বেশি হবে না।
- এবার বোর্ডে একটি অনুচ্ছেদ ঝুলিয়ে দিন। প্রত্যেককে উপরের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি সারাংশ লিখতে বলুন। এরপর ৪/৫ জনের সারাংশ শুনুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রত্যেককে পাঠ্যবইয়ের যে কোন শ্রেণির সমমানের সহায়ক বইয়ের একটি করে গল্প বাছাই করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রত্যেকের সম্পর্কে ৫ লাইনে এমনভাবে লিখবেন যেন গল্পটির ভাব বজায় থাকে। বলুন, গল্পের সারাংশ লেখার পর গল্পটি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করতে হবে। আপনি আগেই করে রাখা নমুনাগুলো প্রকাশ করুন।
  ১. কার্ডে ছবি একে গল্প লেখা
  ২. ৫ পৃষ্টার একটি বই লেখা
  ৩. একটি লম্বা কাগজে ছবি আঁকা ও গল্পটি লেখা
  ৪. গল্পটির চরিত্রগুলো শক্ত কাগজে আঁকা
  ৫. পাঁচটি বাক্যপাঁচটি লম্বা কার্ডে লেখা
- সারাংশটি কীভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে এভাবে ৫/৬টি দলে ভাগ করুন, যেন প্রত্যেক দলে যেন ৫ জন করে সদস্য থাকে। প্রতি দলের প্রত্যেক সদস্য তাদের বাছাইকৃত গল্পটির সারাংশ লিখবে। প্রত্যেক দলে তাদের গল্পের সারাংশ উপরের উল্লেখিত নমুনা অনুযায়ী প্রকাশ করার জন্য পাঁচ ধরনের উপকরণ সরবরাহ করুন। দলের সদস্যরা প্রত্যেকে একটি নিয়মে গল্পের সারাংশটি প্রকাশ করবে।
- কাজ শেষ হলে প্রত্যেকের কাজটি পুশপিনের সাহায্যে বোর্ডে আটকে দিন।

  ১ নং নমুনার সাহায্যে প্রকাশ করা কাজগুলো একপাশে

  ২নং নমুনা আরেকপাশে,

  এভাবে ৫টি নমুনা বোর্ডের বিভিন্ন পাশে ঝুলিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীদের বোর্ডে কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য কিছুটা সময় দিন এবং কাজ শেষে সবাইকে দলে বসতে এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন এই অনুশীলনীটিতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে কি না? এবং এই কাজটির ফলে তাদের লিখন এবং চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে কি না? তাদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, আমরা গল্প অনুচ্ছে লেখার কাজ করেছি এরপর আমরা তথ্য ভিত্তিক লেখার উপর কাজ করবো।

কাজ-৬: তথ্য ভিত্তিক লেখা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এখন আমরা তথ্য ভিত্তিক লেখার কৌশল আলোচনা করবো। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, সাধারণত তথ্যভিত্তিক লেখা, গল্প লেখা বা অনুচ্ছে লেখার তূলনায় কিছুটা কঠিন। আমরা শিক্ষার্থীদের তথ্যভিত্তিক লেখার নিয়মের সাথে পরিচিত করাবো এবং তাদের তথ্য ভিত্তিক লেখার কাজে উৎসাহিত করবো। প্রথম পর্যায়ে তাদের লেখা হয়তো মান অনুযায়ী হবে না, কিন্তু প্রচুর অনুশীলন তাদের মান বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন তথ্য ভিত্তিক লেখা কীভাবে লেখা হয়? তাঁদের উত্তর গুলো শোনার পরে বলুন সাধারণতঃ যে বিষয়ের উপর তথ্যভিত্তিক লেখা লিখতে হয়, সে বিষয়ের উপর নানান উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে তারপর একটি লেখা লিখতে হয়। এই লেখার কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকবে। লেখাটি কয়েকটি অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে হবে। ভূমিকা, মূললেখা এবং উপসংহার থাকবে।

  ১. একটি অনুচ্ছেদের একটি মূলভাবের (Main Idea) উপরে লেখাটি লিখবে।
  ২. ঐ মূলভাবটি কি বোঝাচ্ছে তার জন্য আরো ২/৩টি বাক্য লিখতে হবে।
  ৩. এভাবে প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের একটি মূলভাব থাকবে।
  ৪. ভূমিকাতে কি সমন্ধে বলতে চাই তা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে হবে।
  ৫. পরের ৩/৪টি অনুচ্ছেদে ভূমিকা বিষয় ব্যাখ্যা করতে হবে।
  ৬. শেষে উপসংহার লিখবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ করুন, প্রতি দুইটি দলকে নিচের একটি বিষয়ের উপর লিখতে বলুন।

  ১. আমাদের দেশ --- দল- ১ ও দল- ২
  ২. মুক্তিযুদ্ধ ---- দল-৩ ও দল-৪
  ৩. পানি ------ দল-৫ ও দল-৬

  - প্রতি দলকে বিষয়গুলোর উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন উৎস, যেমন ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বইগুলো, বাংলা, সমাজ বা বিজ্ঞানে সে সম্পর্কিত কোন তথ্য আছে কীনা তা খুজতে বলুন।

- তথ্য সংগ্রহ করার ছক (তথ্যপত্র) সরবরাহ করুন । ছকে সংগ্রহীত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো লিখতে বলুন।

- সংগৃহীত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে তারা কি লিখবে তা নির্ধারণ করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন, উপস্থাপনের বিষয়বস্তু হলো-
    - বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহীত তথ্যগুলো হতে তারা কীভাবে মূল তথ্য (Key points) বাছাই করেছে ?
    - লেখার মূল ভাব কি হবে কীভাবে নির্ধারণ করেছে ?
    - লেখাটির অনুচ্ছেদগুলেঅ কীভাবে লিখেছে ?
- দলের কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। জিজ্ঞেস করুন এই অধিবেশনের বিভিন্ন কাজগুলো করতে তাঁদের কেমন লেগেছে? অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর জিজ্ঞেস করুন এই কাজগুলো করতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে কি না? এবং তাদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে কি না?
- বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর লিখন দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করবো তা নিয়ে আলোচনা করলাম। এই কাজগুলো করানোর জন্য শিক্ষকদের একটি সারা বছরের পরিকল্পনা করতে হবে।
- বলুন আমরা পরবর্তী অধিবেশনে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

দিন- ৭

অধিবেশন- ৩

অধিবেশন শিরোনাম: প্রথম শ্রেণি–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল লেখার উন্নয়ন পরিকল্পনা।

শিখন ফল:

এই অধিবেশন থেকে অংশগহণকারীগণ

১. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল লেখার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, দলে আলোচনা

উপকরণ : পাঠ্যবই, সহায়ক উপকরণ, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, VIPP কার্ড, তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : ভূমিকা **১৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, গত অধিবেশনে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশলের কথা আলোচনা করেছি, এবং আমরা তা হাতে কলমেও অনুশীলন করেছি। আমরা সবাই একমত হয়েছি যে, এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে লিখন দক্ষতায় উন্নয়ন ঘটবে এবং শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে কাজ করেই এই দক্ষতাগুলো অর্জন করবে।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ১৫ মিনিট সময় সৃজনশীল লেখায় ব্যয় করে, সুতরাং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করানোর জন্য আমরা গত অধিবেশনে শেখা কৌশলগুলো কীভাবে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করবো তা এই অধিবেশনে পরিকল্পনা করবো।**
- **প্রশ্ন করুন গত অধিবেশনে সৃজনশীল লেখার জন্য কী কী কৌশল গ্রহণ করেছিল? তাঁদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, আমরা যে কৌশলগুলো গ্রহণ করেছিলাম সেগুলো হলো-**

পোস্টার :

১.	**‘আমার আঁকা, আমার লেখা’ (ইচ্ছেমত বা সুত্র দিয়ে)**
২.	**গল্প লেখা একক শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী**
৩.	**গল্প লেখা দলীয়; দলের শিক্ষার্থীদের আলোচনা অনুযায়ী**
৪.	**গল্প লেখা একক; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিয়ে**

৫. গল্প লেখা দলীয়; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিয়ে
৬. অনুচ্ছেদ লেখা ; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
৭. অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো বাক্য দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
৮. অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লেখিত যেকোন শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
৯. অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লেখিত উল্লেখিত যেকোনো বাক্য দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)
১০. যে কোন লেখা / গল্প পর্যালোচনা ছকের সাহায্যে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৪,৫)
১১. যে কোন গল্প / পাঠের সারাংশ; শিক্ষার্থীর পাঠের স্তর অনুযায়ী বাছাইকৃত তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৮,৯)
১২. তথ্যমূলক লেখা তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৫, ১১)

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বেইসলাইন মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী, প্রতি শ্রেণির তিন ধরনের শিক্ষার্থীদের লিখন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কীভাবে উপরের উল্লেখিত কৌশলগুলো শ্রেণিতে প্রয়োগ করা হবে তার পরিকল্পনা করতে হবে। যে তিন দলের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে

    ১. প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য শ্রেণিতে (২য় থেকে ৫ম) প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থাৎ

        ক) যে শিক্ষার্থীরা বর্ণ চেনে না বা শব্দ চেনে না ও লিখতে পারে না
        খ) যে শিক্ষার্থীরা কিছু বর্ণ বা শব্দ চেনে বা লিখতে পারে
        গ) যে শিক্ষার্থীরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিছু বাক্য লিখতে পারে তাদের জন্য

    ২. দ্বিতীয়–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা শিক্ষকের আংশিক সহায়তায়, তাদের শ্রেণির সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশ পড়তে পারে তাদের জন্য

    ৩. তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যারা সাবলীলভাবে তাদের শ্রেণির সমমানের যে কোন পাঠ বা পাঠ্যাংশ পড়তে পারে, এবং যে কোন বিষয়ে নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তাদের জন্য

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, পোস্টার-১ এ লেখা বিষয়গুলোর কোনগুলো কোন কোন দলের জন্য প্রযোজ্য? অংশগ্রহণকারীগণের উত্তরগুলো বোর্ডে বা ফ্লীপচার্টে লেখার পর বলুন- প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী বা অন্যান্য শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমমানের শিক্ষার্থীদের লিখনদক্ষতার স্তর অনুযায়ী, অর্থাৎ যারা লিখতে পারে না, তাদের ১নং, ৩নং ও ৫ নং কাজগুলো দেয়া যেতে পারে। কারণ ১নংকাজে লেখার কাজ নেই । অর্থাৎ এই

শিক্ষার্থীরা যেহেতু বর্ণের সাহায্যে লিখতে পারে না তারা ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করবে। তবে যেহেতু তারা কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এ কারণে দলীয়ভাবে গল্প তৈরী করা, অর্থাৎ ৩নং এবং ৫নং কাজ দেয়া যাবে, এবং ঐ দলে কমপক্ষে এমন একজন সদস্য রাখবেন যে লিখতে পারে। সুতরাং, গল্পটির চরিত্র, ঘটনা, স্থান, কাল, সমস্যা, সমস্যার উত্তরণ এই বিষয়গুলো আলোচনার পর যে লিখতে পারে তারা গল্পগুলো লেখার আলোচনয় অংশগ্রহন করতে পারবে। প্রয়োজনে দলের অন্য সদস্যরা গল্পটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য ছোট বই, কার্ড---- ইত্যাদিতে ছবি আঁকতে পারে। অর্থাৎ ১১ নং কাজটি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে গল্প লিখেও সেভাবে উপস্থাপন করা যাবে।

- দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যারা সাবলীল লেখক বা লেখায় কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন তারা ১নং থেকে ১২নং সবগুলো কাজই করতে পারবে। লেখার ২ -১২ নং কাজগুলো পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়তা করে, কারণ কাজগুলোর জন্য শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট লেখাগুলো পড়তে হয়।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন ২-১২নং এর কাজগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানোর জন্য পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন। যেমন-
    - শব্দের
    - বাক্যের
    - বাক্যাংশের

  সাহায্যে গল্প বা অনুচ্ছেদ লিখতে হলে ঐ
    - শব্দগুলো
    - বাক্যগুলো
    - বাক্যাংশগুলো

  আগেই নির্দিষ্ট করতে হবে। এবং
    - শব্দগুলো
    - বাক্যগুলো
    - বাক্যাংশগুলো

  কার্ডে লিখে রাখলে শিক্ষার্থীরা ঐ কার্ডের শব্দ / বাক্য / বাক্যাংশ ব্যবহার করে অনুশীলন করতে পারে।

গল্প বা অন্য কোন লেখার উপর প্রতিবেদন/ পর্যালোচনা দিন-৭, অধিবেশন- ২ এ দেয়া তথ্যপত্র ৪ ও ৫ কার্ডে লিখে নিলে শিক্ষার্থীরা ঐ নিয়ম অনুসরণ করে যে কোন লেখার প্রতিবেদন লিখতে পারবে। কিন্তু এর জন্য শ্রেণি অনুযায়ী কোন বইয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন লিখতে হবে তার একটি তালিকা করা প্রয়োজন।
একইভাবে সারাংশ বা তথ্যভিত্তিক লেখার জন্যও শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীর শিখনস্তর অনুযায়ী পাঠ/ পাঠ্যাংশগুলো এর তালিকা করতে হবে।

কাজ-২ : দ্বিতীয়–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখার জন্য বিষয় নির্বাচন ১ ঘণ্টা

অংশগ্রহণকারীদের বলুন, শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকতে ও লিখতে খুব পছন্দ করে, এ কারণে দ্বিতীয়–পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১ম ও ২য় কাজটি সপ্তাহে তিনদিন এবং অন্য বাকী কাজগুলো অন্য তিনদিনে করানোর পরিকল্পনা করা যায়। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এখন আমরা ৬টি দলে ভাগ হয়ে, ২, থেকে ১২ নং কাজগুলোর জন্য একটি পরিকল্পনা করবো। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা নির্বাচন করার একটি ছক তৈরি করবো।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনারা ৬টি দলে ভাগ হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির সাবলীল লেখক এবং আংশিক সাবলীল লেখক যে সব শিক্ষার্থী আছে তাদের জন্য ২ নং, থেকে১২ নং কাজের জন্য বিভিন্ন

    ১. বাংলা পাঠ্যবই

    ২. অন্যান্য সমমানের বই

    ৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

    ৪. বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যবইগুলো বিশ্লেষণ করে,

  সৃজনশীল লেখার বিষয় (topic) নির্বাচন করবেন, যে topic গুলোর উপরে শিক্ষার্থীরা লিখবে।

- কাজ শুরু করার আগে যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, বছরে কয়টি কর্ম দিবস আছে? কতদিন সৃজনশীল লেখার কাজটি করা যাবে? এর মধ্যে অর্ধেক সময় ১নং থেকে ৫ নং কাজের জন্য ব্যয় করলে, আর কয়টি কর্ম দিবস থাকে, প্রতি পাক্ষিকে কী কী বিষয়ে শিক্ষার্থীরা লিখবে?

৬ নং, থেকে ১২ নং কাজের জন্য কতদিন সময় থাকবে?
▪ দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ------ দিন
▪ তৃতীয় শ্রেণির জন্য ------ দিন
▪ চতুর্থ শ্রেণির জন্য ------ দিন
▪ পঞ্চম শ্রেণির জন্য ------ দিন

- আপনারা নির্ধারণ করবেন কোন ধরনের কাজ কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে, যেমন ১২নং কাজটি হয়তো দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে না।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ করে দিন। দলে নিচের ছক এবং প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করুন।

সৃজনশীল লেখার বিষয় নির্বাচনের তালিকা

	বিষয়ক্ষেত্র	বিষয়ের তালিকা/তারিখ
১.	আমার আঁকা/ আমার লেখা	
২	গল্প লেখা একক শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী	
৩	গল্প লেখা দলীয়; দলের শিক্ষার্থীদের আলোচনা অনুযায়ী	
৪	গল্প লেখা একক; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিবেন	সুত্র ১. ২. ৩
৫	গল্প লেখা দলীয়; শিক্ষক শব্দ বাছাই করে দিবেন	সুত্র ১. ২. ৩
৬	অনুচ্ছেদ লেখা ; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোন শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	
৭	অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী যেকোন বাক্য দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	
৮	অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লেখিত যেকোন শব্দ দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	শব্দ ১. ২. ৩.
৯	অনুচ্ছেদ লেখা; শিক্ষক উল্লেখিত উল্লেখিত যেকোন বাক্য দিয়ে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৬,৭)	বাক্য ১. আমি ডাক্তার হব ২. ৩.
১০	যে কোন লেখা / গল্প পর্যালোচনা ছকের সাহায্যে তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৪,৫)	বই/পাঠ্যাংশের নাম ১. শারমিনের আঁকা ২. ৩. ৪.

১১	যে কোন গল্প / পাঠের সারাংশ; শিক্ষার্থীর পাঠের স্তর অনুযায়ী বাছাইকৃত তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৮,৯)	বই/পাঠ্যাংশের নাম ১. ২. ৩. ৪. ৫.
১২	তথ্যমূলক লেখা তথ্যপত্র (দিন-৭, অধি-২, তথ্যপত্র-৫, ১১)	১. ২. ৩. ৪. ৫.

- দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করে, তাদের কাজ ব্যাখ্যা করতে বলুন। সবার উপস্থাপন শেষে অন্য দলের মতামত থাকলে তা যোগ করতে বলুন।উপস্থাপন শেষে কারো কোন প্রশ্ন না থাকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুশীলন শেষ করুন।

দিন- ৮

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম: শ্রেণির ভিন্ন স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং প্রস্তাবিত পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

২. বেইসলাইন মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী ১৫ দিনের জন্য একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন;

৩. একই শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে শিশুদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পাঠের নির্দেশনা উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, ছোট দল, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : বাংলা পাঠ্যবই (১ম-৫ম শ্রেণির), পোস্টার পেপার, সাইন পেন, তথ্যপত্র (দিন-৮, অধি-১, তথ্যপত্র-১,২)

প্রক্রিয়া :

কাজ- ১ : পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ২৫ মিনিট

- **অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। তাঁদের বলুন এ পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করার জন্য, আমরা শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখনের কোন স্তরে আছে তা মূল্যায়ন করেছি। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা শিখন নিশ্চিত করার জন্য ৪০ মিনিট সময়কে যথাযথ ব্যবহার করতে, কি কি কৌশল ব্যবহার করা যায় তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই অধিবেশনের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ঐ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য পাক্ষিক পরিকল্পনা। এবার অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? পরিকল্পনা করা প্রয়োজন কেন? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন।**

যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন, এবং সে জন্যে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা যায়।

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা এর আগে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের বাংলার দৈনিক ৪০ মিনিট সময়কে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের**

শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করবো, ১৫ দিনের একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় নির্দেশনা থাকবে, কীভাবে পড়ানো হবে, পড়ানোর জন্য কি কি লাগবে, এবং শিক্ষার্থী কি শিখবে ও কি কাজ করবে ইত্যাদি। বলুন, যেহেতু শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী আছে, সেহেতু এদের প্রত্যেকের শিখনকে নিশ্চিত করার জন্যই এই পরিকল্পনাটি থাকা প্রয়োজন।

কাজ- ২ : পাক্ষিক পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন আপনাদের প্রত্যেকেরই পাঠ পরিকল্পনা করার অভিজ্ঞতা আছে। প্রশ্ন করুন, একটি পাঠ পরিকল্পনা করার সময় কোন কোন বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হয়? কয়েকজনের উত্তর শুনুন। অংশগ্রহনকারীগণের উত্তর শোনার পর আপনি যোগ করুন পাঠপরিকল্পনা করার সময় এছাড়াও আমাদের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তা হলো-
  ১. মোট কার্যদিবস
  ২. স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের দল সংখ্যা ও দলের সদস্যসংখ্যা
  ৩. স্তর অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন
  ৪. স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের দল সংখ্যা ও দলের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী তাদের পাঠগত অবস্থানের বিষয়ের জন্য উপকরণ নির্বাচন

- প্রস্তাবিত পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা ছকটি বোর্ডে টানিয়ে দিন ও ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, আপনারা বিদ্যালয় ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির যে ফলাফল পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে৫টি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে একটি করে নমুনা পাক্ষিক পরিকল্পনা দিন। বলুন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীদের ৩/৪টি শিখনস্তরের তালিকা আছে। তাদের শিখনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কি কি পরিকল্পনা করতে হবে তা চিন্তা করতে বলুন। অর্থাৎ পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় অবশ্যই ৩/৪ ধরনের শিখনস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আগামী ১৫ দিনের তারা কি শিখবে তার পরিকল্পনা থাকবে।

কাজ- ৩ : পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

- ৫টি দলের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ১টি দলকে ১ম শ্রেণির, ১টি দলকে ২য় শ্রেণির, ১টি দলকে ৩য় শ্রেণির, ১টি দলকে ৪র্থ শ্রেণির এবং বাকি ১টি দলকে ৫ম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের উপর কাজ ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে পাঠ্যপুস্তক থেকে পাঠ নির্বাচন করতে বলুন এবং প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কি ধরণের শিখনফল অর্জন করাতে হবে তা চিহ্নিত করতে বলুন। দলে আলোচনা করে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজ নিজ পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

- পাক্ষিক পরিকল্পনা শেষে দল থেকে ১টি পাক্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে বলুন এবং নির্বাচিত পাক্ষিক পরিকল্পনা টেবিলের উপর রাখতে বলুন অথবা মার্কেস প্লেস করতে বলুন। প্রতিটি দলের সদস্যকে দলগতভাবে দাঁড়াতে বলুন এবং প্রতিটি দলকেই ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ দেখতে বলুন এবং প্রতিটি দলের কাজের উপর নোট রাখতে বলুন অথবা দলগত কাজের উপর মন্তব্য করতে বলুন।

কাজ- ৪ : পাক্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন ১ ঘণ্টা

- দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং প্রতিটি দলকে তাঁদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রতিটি দলকেই তাঁদের প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীগণের বলুন শিক্ষক এই ১৫ দিনের জন্য একটি পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ১টি দৈনিক পরিকল্পনা করবেন এবং প্রতিদিনের কাজের নোট রাখবেন।
- এরপর ১২/১৩ দিনের শেষের ৩/২ দিন ঐ পরিকল্পনার উপর শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের যে ফলাফল হবে তার উপর ভিত্তি করে আবার পরবর্তী পাক্ষিক পরিকল্পনা করাতে হবে। কারো প্রশ্ন না থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-৮

অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম : পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ১৫ কর্মদিবসের দৈনিক পরিকল্পনা।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. দৈনিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ;

২. দৈনিক পরিকল্পনা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, দলীয় কাজ, দলীয় উপস্থাপন, আলোচনা।

উপকরণ : VIPP কার্ড, সহায়ক উপকরণ, বক্স পেপার, গ্লু বা আইকা, পিন, রঙিন কাগজ, কাঁচি,তথ্যপত্র (দিন-৮, অধি-২, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া :

কাজ-১: ভূমিকা **৩০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন গত অধিবেশনে প্রতি শ্রেণিতে ভিন্ন দলগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য কীভাবে পাক্ষিক পরিকল্পনা করতে হবে তা প্রত্যেকে অনুশীলন করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দিন যে এই পাক্ষিক পরিকল্পনার ১২/১৩ দিন শিক্ষক শ্রেণি পরিচালনা করবেন এবং শেষ ২/৩ দিন শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই পাক্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পাক্ষিক পরিকল্পনার ১২/১৩ দিনের শিক্ষকের কাজ এবং ১৫ দিনের শিক্ষার্থীদের কাজ বিষয়গুলো প্রস্তাবিত দৈনিক সময় বিভাজন অনুযায়ী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা কাজ করবে।
- অংশগ্রহণকারীগণের দৃষ্টি দৈনিক সময় বিভাজনের দিকে আকর্ষণ করুন এবং বলুন বাংলায় ৪০ মিনিট সময়কে এমনভাবে বিভাজন করা হয়েছে যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ৪০ মিনিট সময় সঠিকভাবে ব্যবহার হয়।

এবার অংশগ্রহণকরীগণের উদ্দেশ্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন

- প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীরা কোথায় কি কি কাজ, কতটুকু সময় ধরে করেন?
- শিক্ষক কোথায় কি কি কাজ করেন এবং প্রত্যেকটি কাজের জন্য কতখানি সময় ব্যায় করেন?

- অংশগ্রহণকারীগণেরউত্তর শোনার পর বলুন, বাংলা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময়ের প্রথম ১০ মিনিট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে ব্যয় করে। পরবর্তী ৩০ মিনিট শিক্ষক ২টি কাজ করবেন।

১) প্রথম ১৫ মিনিট শিক্ষক প্রতিদিন ১০/১৫ জন শিক্ষার্থীর রিডিং পড়া শুনবেন।

২) শেষ ১৫ মিনিট শিক্ষক প্রতিদিন দুইটি দলকে তাদের শিখনস্তর অনুযায়ী ছোটদলে শিখন সহায়তা দেন।

একইভাবে ঐ ৩০ মিনিটে শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলো করে সেগুলো হলো

১. প্রতিদিন প্রতিটি শিক্ষার্থী ১৫ মিনিট সৃজনশীল লেখায় ব্যয় করে
২. শিক্ষকের সাথে প্রতিদিন ১৫/১৬ জন শিক্ষার্থী ৭.৩০ মিনিট ছোট দলে শিক্ষকের শিখন সহায়তা পায়
৩. প্রতিদিন এই ১৫/১৬ জন ৭.৩০ মিনিট এবং অন্য শিক্ষার্থীরা ১৫ মিনিট তাদেরকে দেয়া শিখন শেখানো কাজ শেষ করে এবং
৪. একক রিডিং

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যদি ৬টি দলে ভাগ করা হয় এভাবে

দল- ১

দল-২

দল- ৩

দল-৪

দল- ৫

দল- ৬

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে দলগুলোর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় পাবে এভাবে

দিন	দল
শনি	দল-১, দল-২
রবি	দল-৩, দল-৪
সোম	দল-৫, দল-৬
মঙ্গল	দল-১, দল-২
বুধ	দল-৩, দল-৪
বৃহস্পতি	দল-৫, দল-৬

- প্রতিটি দল প্রতি তিনদিন পর পর এভাবে শিক্ষকের সহায়তা পাবে। সুতরাং যে দুইদিন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তা পারে না সে দুই দিন তারা কি কি কাজ করবে তার একটি পরিকল্পনা শিক্ষককে আগেই করে রাখতে হবে।

অংশগ্রহণকারীদের বলুন একইভাবে যদি দল সংখ্যা

৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ হয় তবে

কতদিন পর পর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের শিখন সহায়তা পাবে ? অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে এই কাজটি করতে বলুন। একেকজন একেকটি কাজ করবে।

কাজ-২: ছোট দলের কাজ (শিক্ষকের সহায়তায় স্তরভিত্তিক কাজ) ও বড়দলের কাজের (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া একাকী, জোড়ায় বা দলগতভাবে কাজ) মধ্যে সম্পর্ক ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এতক্ষণ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল দৈনিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাজের বিবরণ এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা। সুতরাং পাক্ষিক পরিকল্পনায় প্রতি শিখন স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সে কাজগুলো প্রতিদিন কীভাবে করা হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলে শিক্ষক সহজেই প্রতিদিন শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন। এ কারণে পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ১৫ কর্মদিবসের একটি দৈনিক পরিকল্পনা শিক্ষকদের এ কাজটিকে অনেক সহজ করে দেবে।
- বলুন, আপনারা হাতে কলমে একটি দৈনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।
  - বড় দলে বসে স্তর ভিত্তিক কাজ (সব শিক্ষার্থীর জন্য)
  - ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ (দুইটি দলের শিক্ষার্থীর জন্য প্রতি দল ৭.৩০ মিনিট)
- অংশগ্রহণকরীগণকে বলুন, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে দল/ উপদল গঠন করতে হবে এবং এই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সপ্তাহে তারা কয়বার শিক্ষকের সহায়তায় ছোট দলে কাজ করে তা নির্ভর করবে।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি দলই ১৫ কর্মদিবসের ১৫ দিনই বড়দলে বসে অনুশীলনমূলক কাজ করে। কারণ মূল্যায়নের সময়েও শিক্ষার্থীরা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী অনুশীলনমূলক কাজ করে।

  অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শিখন স্তরভিত্তিক দলগুলোর কোন দুইটি দল কোন তারিখে শিক্ষক সহায়তা পাবে এবং অন্য দিনগুলোতে শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করবে তার জন্য একটি পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। সাধারনত: শিক্ষার্থীরা ছোট দলে যে ধারণা পায় তা বড় দলে/ মিশ্র দলে অনুশীলন করে। সুতরাং শিক্ষক বড় দলে কি কি অনুশীলনমূলক কাজ দেয়া যায় তারও একটি পরিকল্পনা করবেন।

কাজ-৩: পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ১৫ কর্মদিবসের দৈনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ১ঘন্টা ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকরীগণকেবলুন এতক্ষণ আমরা দৈনিক শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করলাম। যেহেতু আমরা পাক্ষিক পরিকল্পনা করি, সুতরাং এই ১৫ দিনের প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক দলগুলো আপনাদের কাছে কয়বার আসবে এবং অন্যদলগুলো তারা কী কী কাজ করবে তার জন্য, আপনাদেরই করা পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ১৫ কর্ম দিবসের একটি দৈনিক পরিকল্পনা করবেন।
- দৈনিক পরিকল্পনার ছকের পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিয়ে বলুন, এই দৈনিক পরিকল্পনা করার জন্য আপনাদের প্রয়োজন হবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এবার আপনারা নিচের ছক অনুযায়ী নিজ নিজ দলের চূড়ান্ড় পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে দৈনিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করবেন।
    - ঐ শ্রেণিতে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা
    - স্তর ভিত্তিক দলের সংখ্যা
    - উপদলের সংখ্যা
    - প্রতিটি দল কতবার কোন কোন তারিখে ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় শিখনে অংশগ্রহণ করবে

এবার নিচের ছক অনুযায়ী দৈনিক পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

পোস্টার :

দৈনিক পরিকল্পনার আলোকে ১৫ কর্মদিবসের পাক্ষিক পরিকল্পনা

তারিখঃ.....হইতে .....পর্যন্ত

তারিখ	দল	বড় দলে বসে অনুশীলনমূলক কাজ	উপকরণ	দল	ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ	উপকরণ	মন্তব্য
	সাবলীল			সাবলীল			
	সম্পূর্ণ						
	আংশিক			সম্পূর্ণ			

- দলগত কাজের জন্য প্রতিটি দলকে ১ ঘন্টা সময় দিন। দলগত কাজ শেষে প্রতিটি দলের কাজ প্রতিটি দলকে ঘুরে ঘুরে দেখে নোট করতে বলুন। দলগত কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। প্রতিটি দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের মতামত ও অনুভুতি জানাতে বলুন। প্রতিটি দলকে দৈনিক পরিকল্পনার নমুনা কপি সরবরাহ করুন এবং ১০ মিনিট সময় দিন এবং কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-৯

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম : বাংলা বিষয়ের জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রদর্শন।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. সহায়ক উপকণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী সহায়ক উপকরণ তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
৩. উপকরণ পর্যালোচনা করতে পারবেন;
৪. উপকরণ তৈরি করতে পারবেন ও উপকরণগুলোর ব্যবহার বিধি (guideline) তৈরি করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি :প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, দলীয় কাজ, দলীয় উপস্থাপন, আলোচনা।

উপকরণ : VIPP কার্ড, সহায়ক উপকরণ, বক্স পেপার, গ্লু বা আইকা, পিন, রঙিন কাগজ, কাঁচি, BEHTRUNC প্রকল্পের সব উপকরণ, সহায়ক উপকরণ,তথ্যপত্র (দিন-২, অধি-২, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : উপকরণ ও উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য **৩০ মিনিট**

- সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। উপকরণ ও সহায়ক উপকরণ কি এ সম্পর্কে কারো কোন ধারণা আছে কি না জিজ্ঞাসা করুন। প্রত্যেককে একটি করে VIPP কার্ড দিন। এ কার্ডের উপর একটি করে উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য লিখতে বলুন। বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- পোস্টার পেপার-এর মাধ্যমে উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য দেখান এবং বড়দলে আলোচনা করুন
    ১. পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ করে তুলে ধরা;
    ২. পাঠকে আকর্ষণীয় করা;
    ৩. শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা;
    ৪. সকলের দৃষ্টি একটি বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ করা;
    ৫. শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করান;
    ৬. শিখন দীর্ঘস্থায়ী করা।

কাজ-২: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী সহায়ক উপকরণ তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা প্রথম দিনের অধিবেশনে কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম এবং একই অধিবেশনে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগি যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে পাঠ্যবইগুলো যে তৈরি করা হয়েছে সেটা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' এই কার্যক্রমের আওতায় শ্রেণি পরিচালনার বিভিন্ন কৌশলগুলোর সাথেও আমরা পরিচিত হয়েছি এবং এই কৌশলগুলো অর্থাৎ ছোট দলে, বড় দলে কাজ, একাকী, জোড়ায় ও দলের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হলে, আরো অনেক সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন তা আপনারা পাক্ষিক পরিকল্পনা দৈনিক পরিকল্পনা অধিবেশনগুলো করতে গিয়েই বুঝেছেন। সুতরাং এই অধিবেশনে আমরা ১ম-৫ম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে মিল রেখে বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ তৈরি করার কৌশল শিখব। যে উপকরণগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে স্তরভিত্তিক শিখন নিশ্চিত করতে পারবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন সহায়ক উপকরণ তৈরি করার প্রস্তুতি হিসেবে তাদের কি কি বিষয়ে প্রতি খেয়াল করতে হবে? তাঁদের উত্তরগুলো বোর্ডে/ফ্লিপচার্টে লিখুন। তাদের দেয়া উত্তরের সাথে আপনি যোগ করুন।
  - কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়বস্তুর জন্য উপকরণ তৈরি করতে হবে তা নির্ধারণ করা- শ্রেণিভিত্তিক
    ১. প্রথম শ্রেণির জন্য কি – বর্ণ, শব্দ, কার চিহ্ন, বাক্য
    ২. দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য কি – যুক্তবর্ণ, শব্দার্থ, প্রশ্নোত্তর
    ৩. তৃতীয়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণির জন্য কি – শব্দার্থ, প্রশ্নোত্তর
  - সহায়ক উপকরণের ধরন কি হবে তা ঠিক করা
    ১. এ্যাকটিভিটি গেইম (বোর্ড গেইম, ফ্লাশ কার্ড ইত্যাদি)
    ২. ওয়ার্ক কার্ড (Work Card)
    ৩. ওয়ার্ক শীট (Work sheet)
    ৪. বই (আমার আঁকা, আমার লেখা)
    ৫. গল্পের বই
  - উপকরণগুলোর ব্যবহার বিধি তৈরি করা
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন বিভিন্ন সহায়ক উপকরণে কিছু নমুনা তাদের দেখানো হবে এবং এরপর তারা ছোট দলে শ্রেণি উপযোগী সহায়ক উপকরণের বিষয় ও ধরণ নির্ধারণ করবে এবং সে অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করবে।

কাজ-৩ : উপকরণ পর্যালোচনা করা ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪ দলে ভাগ করুন এরপর আগেই প্রস্তুত করে রাখা সহায়ক উপকরণগুলো এবং তাদের ব্যবহার বিধি বা BEHTRUNC প্রকল্পে সব উপকরণ এবং সহায়ক উপকরণের সেট দিন।প্রত্যেককে পাঠ্যবই, ছোটগল্পের বই, গল্পের বইয়ের শব্দ, শব্দকার্ড, বাক্যকার্ড, ছবিকার্ড ইত্যাদি। উপকরণগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন। কোন কোন উপকরণ কোন কোন শ্রেণির কোন দক্ষতা বিকাশের জন্য ব্যবহার করতে হবে তা পৃথক ভাবে লিখতে বলুন।

কাজ-৪ : উপকরণ তৈরি ১ ঘণ্টা

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই ও অন্যান্য উপকরণ ও কারিকুলামের কপি প্রত্যেক দলকে দিন। প্রত্যেক দলকে শেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা বড় দলে, একাকী, জোড়ায় ও দলে বসে পাঠ্যবই পড়তে ও লিখতে পারার জন্য কি কি ধরনের উপকরণ তৈরি করতে হবে তার তালিকা তৈরি করতে বলুন। দলগুলো যে কোন ৫টি করে উপকরণ তৈরি করবে এবং ১ম , ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির উপকরণগুলোর ব্যবহারবিধি লিখবে অর্থাৎ কীভাবে উপকরণগুলো ব্যবহার করা হবে। প্রত্যেক দলে উপকরণ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় আর্ট পেপার বক্স পেপার, গ্লু বা আইকা, কাঁচি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিতরণ করুন। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করুন। নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে কাজ শেষ করতে অনুরোধ করুন।

কাজ-৬ : উপকরণ প্রদর্শন ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে ৪/৬ টি টেবিল একত্রিত করতে বলুন। প্রতিটি দলকে তাঁদের তৈরিকৃত উপকরণ টেবিলে প্রদর্শন করে, টেবিলের চারিদিকে দাঁড়াতে বলুন, এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপকরণের ধারণা স্পষ্ট করুন। এরপর বলুন নিজেদের তৈরি উপকরণ ছাড়াও আশে পাশে সহজলভ্য দ্রবাদি দিয়েও অনেক উপকরণ তৈরি করা যায়। উপকরণ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে তা ব্যাখ্যা করুন।
- অংশগ্রহণকারী সবাইকে বড় দলে ফিরে আসতে বলুন। এবার বলুন পাঠ্যবই, ছোটগল্পের বই, গল্পের বই, পড়ার ও লেখার দক্ষতার বিকাশ ঘটায়। ছোটগল্পের বই, পাঠ্যবই পড়ার মাধ্যমে শব্দ, বাক্য চিনবে ও পড়তে পারবে এবং সহায়ক উপকরণ যেমন- শব্দ শেখার খেলা, ছবির সাথে শব্দ মেলানো, শব্দ খোঁজার খেলা, বর্ণ মিলানো ও শব্দ বলার খেলা ও মনে রাখার খেলা, এ খেলাগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শব্দ চিনবে এবং বই পড়তে পারবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

শিখন-শেখানো সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবেতা হলো-

সংগ্রহ

১. বিষয়বস্তুর সাথে উপকরণের মিল থাকতে হবে,
২. উপকরণ আকর্ষণীয় হতে হবে,
৩. শিক্ষার্থীর জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে,
৪. শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণি উপযোগী হতে হবে,
৫. সহজলভ্য ও কম মূল্যের জিনিস দিয়ে উপকরণ তৈরি করতে হবে।

ব্যবহার

১. বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে উপকরণ ব্যবহার করা উচিত,
২. উপকরণটি পাঠের কোন অংশে ব্যবহার হবে তা আগেই পরিকল্পনা করতে হবে,
৩. যতটা সম্ভব বাস্তব উপকরণ ব্যবহার হবে,
৪. উপকরণটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা সবাই দেখতে পায়।

সংরক্ষণ

১. উপকরণগুলো নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে,
২. উপকরণগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন সেগুলো নষ্ট না হয়,
৩. ব্যবহারের পর উপকরণগুলো সঠিকস্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে,
৪. উপকরণ কাপড়ের ব্যাগে সংগ্রহ করা ভাল।

দিন-৯

অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম : পাক্ষিক মূল্যায়ন ও পাক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. মূল্যায়ন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান মূল্যায়নের (Continuous assessment) প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

২. পাক্ষিক পরিকল্পনায় নির্দেশিত ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি দলের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়ন টুলস তৈরী ও ব্যবহার করতে পারবেন;

৩. অনুশীলন (Simulation) ক্লাসের মাধ্যমে হাতে কলমে মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারবেন;

৪. মূল্যায়নে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ

উপকরণ : পাক্ষিক পরিকল্পনা, মূল্যায়ন টুলস্, তথ্যপত্র (দিন-৯.অধিবেশন-২.তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : মূল্যায়ন কি এবং মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করা **১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই অধিবেশনে আমরা মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করবো। অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন সম্পর্কে কারো কোন ধারণা আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের উত্তর শোনার পর বলুন

পোস্টার :

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শিখন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াই 'মূল্যায়ন'। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ধারিত শিখন কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করেছে বা করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

- প্রশ্ন করুন, কি উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে? অথবা কেন মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন। প্রয়োজনে বুলেট আকারে বোর্ডে লিখুন। পরে পোস্টার পেপারে লেখা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা পড়ে শোনান এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

পোস্টার :

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা
১. শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি জানার জন্য
২. শিক্ষার্থীদের সবল ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করার জন্য
৩. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার জন্য
৪. শিক্ষার্থীর সবল ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করার পর পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য
৫. স্বাধীনভাবে দলে, জুটিতে ও এককভাবে কী কী কাজ করতে দেওয়া হবে তা চিহ্নিত করার জন্য
৬. বাড়তি সময়ে কী কী কাজ করতে দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করার জন্য।

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, আমরা সাধারণতঃ ১ম সাময়িকী, ২য় সাময়িকী ও বাৎসরিক পরীক্ষার মাধ্যমেশিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করি। এই পদ্ধতিতে এর বাইরেও আমরা শিক্ষার্থীদের চলমান মূল্যায়ন (Continuous assesgment) করবো। প্রচলিত পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখনফল অর্জন করতে পারলো তা শুধু রেকর্ড করা হয়, প্রস্তাবিত পাক্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে তার শিখন সামর্থ অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে ১২টি ক্লাসের পর শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়। তার শিখনের মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য এবং এই মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের শিখনে অগ্রগতি (Learning achivement) অনুযায়ী তাদের আবারো শ্রেণিকরণ (grouping) করা হয়। এই শ্রেণিকরণের ফলে অনেক শিক্ষার্থীই পুরাতন দল থেকেনতুন দলে চলে যেতে পারে। যেমন যে শিক্ষার্থী শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় পড়তো, সে হয়তো 'সাবলীলভাবে পড়ে যে দল' সে দলে উন্নীত হয়ে যাবে
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন প্রতিটি পাক্ষিক মূল্যায়ন গত পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে করতে হবে।

কাজ-২ : পাক্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যায়ন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, ফর্মমেট ও টুলস তৈরি ১ ঘণ্টা

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এতক্ষণ আমরা মূল্যায়ন বলতে কি বুঝায়, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থান জানার জন্য শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, ফরমেট ও এর জন্য প্রয়োজনীয় টুলস তৈরি ও তা কীভাবেব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করব। অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন, বাংলা বিষয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাঁদের মতামত শুনুন। শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর অনুযায়ী তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত হবে। যেমন-

১ম শ্রেণি বা ১ম শ্রেণি সমমানের শিক্ষার্থীদের শব্দ, বর্ণ, বানান কৌশল ও ১ মিনিটে রিডিং এর সাবলীলতা এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশে অনুধাবন করতে পারে কিনা তা বিভিন্ন অনুশীলন যেমন- শব্দার্থ, বাক্য রচনা, মিলকরণ, পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন উত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। এছাড়াও তাদের রিডিং এর সাবলীলতার মাত্রা যাচাই করা হয়।

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, বেইস লাইন মূল্যায়নের পর আপনারা প্রত্যেকেই শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে একটি করে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন, এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি ১৫ দিনের ক্লাস পরিচালনা করেছেন, এখন এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই আপনি একটি মূল্যায়ন পরিকল্পনা করবেন, তাদের শিখন অগ্রগতি জানার জন্য। যেহেতু আপনার পাক্ষিক পরিকল্পনায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের শিক্ষার্থী রয়েছে, সেহেতু এদের মূল্যায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টুলস ব্যবহার করতে হবে। তাই মূল্যায়নের প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমেই মূল্যায়ন ফরমটে প্রয়োনীয় টুলস তৈরি ও সংগ্রহ করে নিতে হবে। অংশগ্রহণকারীগণের পূর্বের অধিবেশনের দলগতভাবে চূড়ান্ত পাক্ষিক পরিকল্পনার কথা স্মরণ করতে বলুন এবং পূর্বের দলে পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে পাক্ষিক মূল্যায়ন ফরমেটও টুলস তৈরি করতে বলুন। দলে তথ্যপত্রের নমুনা মূল্যায়ন ফরমেট টুলস সরবরাহ করুন। ফরমেটও টুলস তৈরি করার জন্য ২০ মিনিট সময় দিন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। ২/১ টি দলের মূল্যায়ন ফরমেটও টুলস প্রদর্শন করতে বলুন।

কাজ-৩ : মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রদর্শন ও ছোট দলে অনুশীলন ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় তা করে দেখাবেন। পূর্বে লিখে রাখা 'মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার' পোস্টারটি অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে টানিয়ে দিন ও পড়ে শোনান।

পোস্টার :

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

১. প্রত্যেক পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২টি ক্লাসের পরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে।
২. শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে মূল্যায়ন ১/২/৩ দিন চলবে।
৩. যে সব শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকবে ক্লাস চলাকালীন যে দিন সে আসবে সেই দিন তার মূল্যায়ন করে নিতে হবে।
৪. নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময় ধরেই বাংলা মূল্যায়ন করতে হবে।
৫. মূল্যায়নের সময় একজন বা জুটিতে বা দলে অথবা শিক্ষকের সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ডেকে নিয়ে তার মূল্যায়ন করবেন।
৬. সময় বিভাজন অনুযায়ী প্রথমেই শিক্ষক প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত কাজের নির্দেশনা দিয়ে দেবেন। ঐ দিন কোন নতুন পড়া দেবেন না।
৭. রিডিং পড়ানোর জন্য আলাদা করে মূল্যায়ন হবে না, তবে তিনি প্রতিদিন রিডিং এর সময় খেয়াল করবেন শিক্ষার্থীর রিডিং এর সাবলীলতার পরিবর্তন হচ্ছে কিনা? সে অনুযায়ী তিনি রেকর্ড রাখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দল পরিবর্তন করবেন। সময়ে শিক্ষার্থীদের রিডিং পড়া মূল্যায়ন করতে পারেন এবং মূল্যায়ন রেকর্ড রাখবেন।

৮. ছোট দলের নির্ধারিত সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এককভাবে বা জুটিতে বা দলে ডেকে স্তর অনুযায়ী বর্ণ, শব্দ, বাক্য, শব্দার্থ, বাক্য রচনা, প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

- পড়া শেষ হলে অংশগ্রহণকারীগণের কোন প্রশ্ন থাকলে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন। পোস্টার পেপারে লেখা মূল্যায়ন ছকটি বোর্ডে টানিয়ে দিন এবং সবাইকে খাতায় ছকটি এঁকে নিতে বলুন। এরপর একটি দলের মূল্যায়ন করে তথ্য সংগ্রহ করে,, কীভাবে তা সংরক্ষিত করতে হবে তা দেখিয়ে দিন।

- দলে মূল্যায়নের নমুনা ছকটি সরবরাহ করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে দলে বসে তারা যে পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছিল, তার আলোকে মূল্যায়ন টুলস তৈরি করেছেন। মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি বা জোগাড় করতে বলুন এবং দলে অনুশীলন করতে বলুন।

- দলের কাজ শেষ হলে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজে কারো কোন কিছু যোগ করার আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন, পাক্ষিক মূল্যায়ন নিয়ে কারো কোন কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা বলন। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১০

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম : মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী)

অধিবেশনের উদ্দেশ্য :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. ক্লাস পরিচালনার সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারবেন;

২. শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক কাজে সক্রিয় রেখে সময় ও শিখন ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : সিমুলেশন, বড় দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ছোট দল

উপকরণ : শ্রেণিভিত্তিক বাংলা পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো উপকরণ, পাঠ পরিকল্পনা

প্রক্রিয়া :

কাজ- ১ : মকক্লাস পরিচালনা প্রস্তুতি **১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। বলুন এর আগের অধিবেশনে আপনারা প্রত্যেকে একটি করে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এই পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ আপনারা বেইসলাইন মূল্যায়ন করে দেখেছেন যে এই একই শ্রেণিতে ভিন্ন শিখন চাহিদার শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের শিখন নিশ্চিত করতে হলে তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। এই ধারণাটি আপনারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এছাড়া সহায়ক আপনাদের সুবিধার জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনা করে দেখিয়েছেন। সেখান থেকেও আপনারা সময়ের ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষ ও শিখন ব্যবস্থাপন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন।

- এই ধারণা নিয়ে এবং গতকাল শেষে অধিবেশনে আপনারা পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে পাক্ষিক পরিকল্পনার ক্লাস পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখন আবারও দলে বসে ক্লাস পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করুন। অর্থাৎ লটারীর মাধ্যমে ৩ দল থেকে মক ক্লাস উপস্থাপন করবেন।

কাজ- ২ : মকক্লাস উপস্থাপন ৬০ মিনিট

- মক ক্লাস প্রস্তুতি শেষে সবাইকে বড় দলে বসতে বলুন। অবশ্য বড় দলে বসলেও তারা যেন নিজ নিজ দলে বসে। তাদেরকে বলুন প্রত্যেক দল ৪০ মিনিটের বাংলা ক্লাস পরিচালনার জন্য ২০ মিনিট করে সময় পাবেন। এই মক ক্লাস পরিচালনার সময় শিক্ষক ক্লাস পরিচালনার প্রতিটি ধাপ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময় ও কাজের সঠিক ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখবেন। এসেশনে আপনি ৩টি দলের উপস্থাপন দেখবেন ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। একটি দল থেকে একজনকে ক্লাস পরিচালনা করতে বলুন। এভাবে একে একে ৩টি দল থেকে ৩ জনের ক্লাস পরিচালনা করতে বলুন। ক্লাস পরিচালনার সময় প্রত্যেক দলের জন্য ২ জন করে পর্যবেক্ষক ঠিক করুন। তিনি সম্পূর্ণ ক্লাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

কাজ- ৩ : ফিডব্যাক প্রদান ও পর্যালোচনা ১৫ মিনিট

- প্রতি দলের ক্লাস উপস্থাপন শেষ হলে তাদেরকে জায়গায় বসতে বলুন এরপর পর্যবেক্ষককে ঐ শিক্ষকদের ক্লাস পরিচালনার উপর উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট বলতে বলুন। যেমন-
    ১. প্রথমে সবল দিক নিয়ে আলোচনা
    ২. উন্নয়নযোগ্য দিক নিয়ে আলোচনা

এছাড়াও অন্য অংশগ্রহণকারীগণের কাছ থেকেও মন্তব্য শুনবেন। তবে কেউ যেন ফিডব্যাকের পুনরাবৃত্তি না করে সেই দিকে খেয়াল রাখবেন।

দিন- ১০

অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম : মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী)।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. ক্লাস পরিচালনার সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারবেন;

২. শিক্ষার্থীদের স্তর ভিত্তিক কাজে সক্রিয় রেখে সময় ও শিখন ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : সিমুলেশন, বড় দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ছোট দল

উপকরণ : শ্রেণিভিত্তিক বাংলা পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো উপকরণ, পাঠ পরিকল্পনা

প্রক্রিয়া :

কাজ- ১ : মকক্লাস পরিচালনার প্রস্তুতি ৩০মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। বলুন এর আগের অধিবেশনে আপনারা প্রত্যেকে একটি করে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এই পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ আপনারা বেইসলাইন মূল্যায়ন করে দেখেছেন যে এই একই শ্রেণিতে ভিন্ন শিখন চাহিদার শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের শিখন নিশ্চিত করতে হলে তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। এই ধারণাটি আপনারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এছাড়া সহায়ক আপনাদের সুবিধার জন্য এমনকি যা শিখন ব্যবস্থা অনুযায়ী পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনা করে দেখিয়েছেন। সেখান থেকেও আপনারা সময়ের ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষ ও শিখন ব্যবস্থাপন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন।
- এই ধারণা নিয়ে এবং আপনাদের হাতে পাক্ষিক পরিকল্পনা আছে যার মাধ্যমে আপনার ক্লাস পরিচালনার প্রস্তুতি নিবেন। অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৬টি দলে (পাক্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের) বসতে বলুন।দলেবসে ক্লাস পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করুন। অর্থাৎ ৬ দল থেকে মক ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।
- তাদেরকে বলুন প্রত্যেক দল ৪০ মিনিটের বাংলা ক্লাস পরিচালনার জন্য ২০ মিনিট করে সময় পাবেন।এই মক ক্লাস পরিচালনার সময় শিক্ষক ক্লাস পরিচালনার প্রতিটি ধাপ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময় ও কাজের সঠিক ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখবেন। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দলের উপস্থাপনা দেখা হবে ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। দল থেকে একজন ক্লাস পরিচালনা করবেন এবং ২ জন পর্যবেক্ষক নির্বাচন করবেন। তাঁরা সম্পূর্ণ ক্লাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

দিন-১০

অধিবেশন-৩

অধিবেশনের শিরোনাম : স্তরভিত্তিক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. একই শ্রেণিতে বিভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিশুদের জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ

উপকরণ :পাঠ্যবই, SRM,তথ্যপত্র(দিন- ১০, অধি-৩ তথপত্র-১)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১: একই শ্রেণিতে বিভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিশুদের জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

- **অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন আমরা পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোতে পাক্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কী, পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি এবং এর আলোকে পাক্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এবার আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন :**
  - **প্রতিবছরে সাধারণত : শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কতটি কার্যদিবস পাওয়া যায় ? (এক্ষেত্রে আপনি ছুটির তালিকা দেখে সরকারী ছুটি, শুক্রবার, সাময়িক পরীক্ষার, সংরক্ষিত ছুটি ব্যতিত মোট কতটি কার্যদিবস পাওয়া যায় তা গণনা করতে উদ্বুদ্ধ করুন)**
  - **কার্যদিবস অনুযায়ী বছরে কতটি পাক্ষিক পরিকল্পনা করা যেতে পারে ?**
  - **তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং পাঠগত অবস্থান সাবলীল অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণির লেবেলেই আছে, তার নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য তৃতীয় শ্রেণির বই এর বিষয়বস্তুগুলোকে কতটি পাক্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করবেন ?**
  - **তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী কিন্তু পাঠগত অবস্থান শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণির লেবেলে আছে এক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ঐ শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য ২য় শ্রেণির বই এর**

বিষয়বস্তুগুলোকে কতটি পাক্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং তৃতীয় শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৩য় শ্রেণির বই এর বিষয়বস্তুগুলোকে কতটি পাক্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করবেন?

- তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী কিন্তু পাঠগত অবস্থান শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণির লেবেলে আছে এক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ঐ শিক্ষার্থীকে প্রথম শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য বই এর বিষয়বস্তুগুলোকে কতটি পাক্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করবেন। দ্বিতীয় শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য বই এর বিষয়বস্তুগুলোকে কতটি পাক্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং তৃতীয় শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য বই এর বিষয়বস্তুগুলোকে কতটি পাক্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করবেন ?
- উপরের প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রত্যেককে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য স্তর ভিত্তিক পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ভাবতে উৎসাহিত করুন এবং জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন। জোড়ায় আলোচনা শেষে ২/৩টি জোড়াকে একত্রিত করে ৪ থেকে ৬টি দল গঠন করুন। স্তরভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার নমূমা ছকের (তথ্যপত্র-দিন-১০,অধি-৩,তথ্যপত্র-১) আলোকে দলগত কাজ করতে বলুন।

দিন-১০

অধিবেশন-৩

তথ্যপত্র-১

স্তরভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার ছক (নমুনা)

শিক্ষর্থীর পাঠগত অবস্থান	পাক্ষিক নং- ১ম তারিখ :------ হতে ------- পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাক্ষিক নং- ২য় তারিখ :------ হতে ------- পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাক্ষিক নং- ৩য় তারিখ :------ হতে ------- পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাক্ষিক নং- ৪র্থ তারিখ :------ হতে ------- পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ	পাক্ষিক নং- ৫ম তারিখ :------ হতে ------- পাঠ্যপুস্তক / SRMএর নাম ও শ্রেণি	পাঠ
সাবলীল (১ম/২য়/৩য় শ্রেণির বই পড়তে পারে)										
শিক্ষক্ষের আংশিক সাহায্যে (কিছু শব্দ পড়তে পারে না)										
শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে (বানান করে পড়তে পারে, কিছু শব্দ পড়তে পারে, কিছু বর্ণ ও কার চিহ্ন চিনে / চিনেনা)										

- প্রতিটি দলে ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক ও SRM সরবরাহ করুন। দলগত কাজ করার জন্য প্রতিটি দলকে ৪৫ মিনিট সময় দিন।
- দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- দলগত কাজ উপস্থাপন শেষে কিভাবে সকল শিশুকেই তার অবস্থান থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় তার ধারণা পরিষ্কার করুন।

দিন-১০

অধিবেশন-৪

অধিবেশনের শিরোনাম : বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের পর্যালোচনা।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাখা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা

উপকরণ : বোর্ড মার্কার, ফ্লিপচার্ট

প্রক্রিয়া ঃ

কাজ-১ : বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা **১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, কেন্দ্রভিত্তিক বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের উপর কী কী বিষয়গুলো তাদের ভালো লেগেছে, কোন দিক উন্নয়নের প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেন?
- তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন- ১১

অধিবেশন- ১

অধিবেশন শিরোনাম: প্রশিক্ষণে গণিত বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও বিষয়বস্তু।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. গণিত বিষয়ে কি প্রত্যাশা করেন তা বলতে পারবেন;

২. গণিত বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলে কাজ

উপকরণ: VIPP কার্ড, পোস্টার পেপার, তথ্যপত্র (দিন-১১, অধি-১, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: ভূমিকা **১৫ মিনিট**

অংশগ্রহণকারীগণের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করে বলুন, এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাংলা বিষয়ে আমরা দেখেছি শিক্ষার্থীরা রিডিং পড়া শিখছে না। সে কারণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রিডিং পড়তে পারার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে তাও জেনেছেন। গণিতের ক্ষেত্রেও কী শিক্ষার্থীরা শিখছে না? কী শিখছে না?

অংশগ্রহণকারীদের নিচের প্রশ্নগুলো করুন -

- **গণিত বিষয়েও কি প্রতি শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে?**
- **শিক্ষার্থীদের কি গণিত ভীত রয়েছে?**
- **গণিতের কোন বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা শিখছে না?**
- **কিভাবে বা কি পদক্ষেপের মাধ্যমে শেখানো যায়?**

উপরের প্রশ্নগুলোর আলোকে অংশগ্রহণকারীগণের দেয়া উত্তরগুলো একটি পোস্টার বা বোর্ডে লিখে রাখুন। সবার মতামত শোনার পর অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রতিটি শ্রেণিতেই বাংলা বিষয়ের মত গণিত বিষয়ে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিখন চাহিদার শিক্ষার্থী আছে এবং এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে একই শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগতঅবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা যায় সেই কৌশলগুলো শিখব।

কাজ-২: গণিত বিষয়ে প্রত্যাশা **১৫ মিনিট**

অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে VIPPকার্ড বিতরণ করুন। এই প্রশিক্ষণে গণিত বিষয়ে তাঁরা কি কি জানতে চান তা একটি বাক্যে লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন এবং VIPPবোর্ডে বা ব্রাউন পেপারে শ্রেণিবদ্ধভাবে লাগিয়ে দিন।

কাজ-৩: গণিত বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য **১৫ মিনিট**

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এতক্ষণ আপনারা এই প্রশিক্ষণে গণিত বিষয়ে কি প্রত্যাশা করেন তা জানালেন। এবার আমরা 'গণিত' বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানবো। অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে পূর্বে লিখে রাখা 'গণিত' বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখা (দিন-১১, অধি-১, তথ্যপত্র-১) পোস্টার টানিয়ে দিন এবং পড়ে শোনান এবং তাঁদের প্রত্যাশার সাথে সমন্বয় করে বুঝিয়ে দিন।

পোস্টার

লক্ষ্য

এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায়, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষক -

- **সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা অর্জনে ও তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের কৌশল শেখাতে পারবেন।**

দিন – ১১

অধিবেশন – ২

অধিবেশন শিরোনাম : প্রাথমিক পর্যায়ে গণিতের প্রান্তিকযোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও গণিত পাঠ্যবই পরিচিতি (১ম- ৫ম)।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. গণিত বিষয়ের প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন (১ম–৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) ;

২. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত পাঠ্য বইগুলোর সাথে পরিচিত হবেন, গণিত বিষয়ের ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে কীভাবে পাঠ্য বইগুলো রচনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন (১ম–৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)।

সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : দলীয় কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : ১ম–৫ম শ্রেণির গণিত পাঠ্যবই, তথ্যপত্র (দিন-১১, অধি-২, তথ্যপত্র-১,২),পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার।

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১: গণিত বিষয়ের বিষয়বস্তু ও শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষাক্রম নিয়ে আলোচনা ৩০ মিনিট

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন বাংলা প্রশিক্ষণের মতোই, গণিত প্রশিক্ষণেও গণিত বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষাক্রম নিয়ে আলোচনা করা হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন বাংলার বিষয়গুলো বাংলার চারটি দক্ষতা, শোনা, বলা, পড়া ও লেখাকে ঘিরে ছিল। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন গণিতের বিষয়গুলো কী, তারা তা জানে কী না? তাদের উত্তর শোনার পর বলুন, গণিতের বিষয়গুলো কী তা একটি কেসস্টাডির মাধ্যমে স্পষ্ট করা হবে।**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে "সুমাইয়ার একটি সকাল" (তথ্যপত্র-১১.২.১) পড়তে দিন। পড়ার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। পড়া শেষ হলে অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন "সুমাইয়ার একটি সকাল"এ গণিতের কী কী বিষয় উল্লেখ করা আছে। অংশগ্রহণকারীগণের বক্তব্যগুলো একটি পোস্টার পেপারে বা বোর্ডে লিখুন। বক্তব্যগুলো এরকম হতে পারে-**

পোস্টার- ৫

- ২৬ দিনের
- বার তম
- ২ কিলোমিটার
- ৩০ মিনিট
- ৮.৩০ মিনিট
- ২০ মিনিট
- ৫ টাকা বেশি
- ৫০ টাকা
- ২৫ টাকা

কাজ-২: গণিতের বিষয়বস্তু ৪৫ মিনিট

- এবার পোস্টার পেপারে বা বোর্ডে লেখাগুলোকে গণিতের বিষয় অনুসারে আলাদা ভাগ করুন। দৈনন্দিন জীবনে গণিতের ওপর প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। উপরের আলোচনার বিষয়গুলো মোটা দাগে লিখুন। বলুন, সংখ্যা, সংখ্যা পদ্ধতি, মৌলিক চার নিয়ম, পরিমাপ, সময়...
- এগুলো গণিতের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত।

পোস্টার -৬

● সংখ্যা	●পরিমাপ	●সময়
– ২৬ দিন	– ২ কিলোমিটার	– ৮ টা
– বার তম	– টাকা	– ৮:৩০ মিঃ
– ২০ হাজার টাকা		– ২০ মিঃ
– ১.২৫%		
● সংখ্যা পদ্ধতি	● মৌলিক চার নিয়ম	● জ্যামিতিক আকার আকৃতি
– ৫ টাকা বেশি	– টাকার হিসাব (৫০ টাকা থেকে ২৫ টাকা দিতে হবে)	– আয়তাকার

- "সুমাইয়ার একটি সকাল" নিয়ে আলোচনার পর গণিতের বিষয়বস্তুগুলো কী সেদিকে অংশগ্রহণকারীগণকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, এবং তাদের কাছে গণিতের বিষয়গুলো বিস্তৃত আকারে বিশ্লেষণ করুন।

পোস্টার: ৭

গণিতের বিষয়বস্তু (**Area of Mathematics**)

সংখ্যা (Number) (গণনা, লেখা পড়া) ১ থেকে কোটি পর্যন্ত	সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)	মৌলিক চার নিয়ম (Basic four rules)	পরিমাপ (Measurement)	সমস্যামূলক সমস্যার সমাধান (Problem Solving)	জ্যামিতিক আকার আকৃতি	ডাটা ও লেখচিত্র
• পূর্ণ সংখ্যা • ভগ্নাংশ • শতকরা • দশমিক পদ্ধতি	• কম-বেশি • বড় – ছোট • জোড় – বিজোড় • আগে, পরে ও মাঝে • ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট	• যোগ • বিয়োগ • গুণ • ভাগ	• দৈর্ঘ্য • আয়তন • টাকা পয়সা • সময় • ক্ষেত্র	এক/দুই/তিন স্তর বিশিষ্ট সমস্যা	• জ্যামিতিক আকৃতি	• তকবৃহ্ টুকিাগুি

- অংশগ্রহনকারীগণকে গণিতের বিষয়বস্তু (Area of Mathematics) সম্বলিত পোষ্টারটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, গণিতের প্রাণহচ্ছে সংখ্যা। অংশগ্রহণকারীগণের কাছে সংখ্যার সংজ্ঞা বা সংখ্যা বলতে কী বুঝায় তা জিজ্ঞেস করুন এবং বোর্ডে তাদের মতামতগুলো লিখুন।
- এরপর পোস্টার ৫ এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, আমরা যদি বাম দিকের সংখ্যাগুলো মুছে ফেলি তবে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন একক পাই, যার কোনো মানে নেই, আবার ডান দিকের লেখাগুলো মুছে ফেলি তাহলে শুধুমাত্র কতকগুলো সংখ্যা পাই। যেগুলো কীসের পরিমান নির্দেশ করছে তা স্পষ্ট নয়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে সংখ্যার সংজ্ঞা দিন এভাবে,

> বস্তুর পরিমান বিষয়ক দলগত ধারণাকে প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করাকে সংখ্যা বলে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা ‘সংখ্যা’ কাকে বলে এবং এই সংখ্যাকে ঘিরে গণিতের বিষয়বস্তুগুলো কী তা আলোচনা করলাম, এরপর আমরা শ্রেণি অনুযায়ী এই বিষয়গুলো কতখানি শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে তা অর্থাৎ গণিত বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও গণিত পাঠ্যবই নিয়ে আলোচনা করবো।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনারা অনেকেই এর আগে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং সকল বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের একটি অংশ ছিল যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের উপর আলোচনা বা বিশ্লেষণ। এখানে সেই কাজটি আবার করবো এবং যারা গণিত প্রশিক্ষণ পাননি তাদের জন্য এটি একটি নূতন কাজ।

- প্রশ্ন করুন "প্রান্তিক যোগ্যতা", "শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা" বলতে কী বোঝায়? অংশগ্রহণকারীগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে / ফ্লিপচার্টে একজন অংশগ্রহণকারীগণকে লিখতে বলুন। এবার পোস্টার পেপারে লেখা সংজ্ঞাগুলো একবার পড়ে শোনান।

পোস্টার : ৮

প্রান্তিক যোগ্যতা : পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোকে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা।
সাধারণত যে কোন যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথম শ্রেণি থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তবে কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু ও শেষ হওয়ার পর্যায় ভিন্নতরও হতে পারে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বা শুরু থেকে শেষ হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হলো প্রান্তিক যোগ্যতা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে প্রান্তিক যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হবে তাকে বলা হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা।
যোগ্যতা : পঠন–পাঠনের মধ্য দিয়ে কোন জ্ঞান দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করার পর শিশু বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময়ে তা কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার একটি যোগ্যতা বলা যায়।

বিষয় ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : প্রাথমিক স্তর শেষে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করার পর এই তালিকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যোগ্যতাগুলো পৃথকভাবে বাছাই করে বিষয় ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অত:পর বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো প্রচলিত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলি চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করার পর পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে কোন শ্রেণিতে এর কতটুকু অর্জিত হবে, তা চিহ্নিত করে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যোগ্যতা ভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়।

- আলোচনার মাধ্যমে যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা পরিস্কার করুন এবং বলুন পাঠ্যবই হচ্ছে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার মাধ্যম বা উপকরণ। অংশগ্রহণকারীদের বলুন তারা দলে বসে যোগ্যতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের গণিত বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) কীভাবে সন্নিবেশিত আছে, শ্রেণিভিত্তিক কী কী যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে, তা অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে কীভাবে পাঠ্যবইয়ের পাঠগুলো সাজানো হয়েছে তা আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখবেন।

কাজ-৩ : শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও গণিত পাঠ্যবই বিশ্লেষণ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের চার/পাঁচটি দলে ভাগ করুন এবং গণিত বিষয়ের "শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা" লেখা তথ্যপত্র (দিন-১১, অধি-২, তথ্যপত্র-২) ও গণিত পাঠ্য বইগুলো বিতরণ করুন। পড়ার জন্য ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। এরপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এতক্ষণ আমরা "শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা" নিয়ে আলোচনা করেছি। বলুন বাংলা প্রশিক্ষণেও আপনারা এই কাজটি করেছেন, এছাড়াও আপনারা সবাই জানেন আমাদের শিক্ষাক্রমটি যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম। এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর জন্য গণিত পাঠ্যবই হলো একটি মাধ্যম। আপনারা অনেকেই আছেন যারা গণিত বইতে কি কি আছে এবং কীভাবে তা সাজানো আছে তা জানেন। অর্থাৎ গণিতের মূল বিষয়গুলো যেমন- সংখ্যা, সংখ্যা পদ্ধতি, মৌলিক চার নিয়ম, সমস্যামূলক সমস্যা, পরিমাপ ও জ্যামিতি নিয়েই পাঠ্যবইগুলো শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এই অধিবেশনে আমরা দলে বসে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও প্রথম থেকে ৫মওে শ্রেণি পর্যন্ত গণিত পাঠ্যবইগুলো বিশ্লেষণ করবো।
  পোস্টার : ৯

বিষয়বস্তু	১ম শ্রেণি	পৃষ্ঠা সংখ্যা	২য় শ্রেণি	পৃষ্ঠা সংখ্যা	৩য় শ্রেণি	পৃষ্ঠা সংখ্যা	৪র্থ শ্রেণি	পৃষ্ঠা সংখ্যা	৫ম শ্রেণি	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সংখ্যা										
সংখ্যা পদ্ধতি										
মৌলিক চার নিয়ম										
সমস্যামূলক সমস্যা										
পরিমাপ										
জ্যামিতি										

- এবার পূর্বে পোস্টারে লিখে রাখা পোস্টার-৯ এর ছকটি টানিয়ে দিন। গণিতের বিষয়গুলো শ্রেণি অনুযায়ী কীভাবে, কত পৃষ্ঠার মধ্যে সাজানো আছে তা চিহ্নিত করে ছকে লিখতে বলুন। প্রত্যেক দলকে একই কাজ করতে দিন। অর্থাৎ সংখ্যা ১ম শ্রেণিতে কত সংখ্যা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এবং কত পৃষ্ঠার মধ্যে সংখ্যারধারণা দেওয়া আছে তা ছক অনুযায়ী লিখতে বলুন।

কাজ-৪: দলীয় কাজ উপস্থাপন ও আলোচনা ৪৫ মিনিট

- দলীয় কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। যে কোন একটি দল থেকে একজনকে ডাকুন তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে। তিনি তার দলের কাজ যখন উপস্থাপন করবেন তখন তার কাজের সাথে অন্যান্য দলের অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের কাজের মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজন করবেন। কারো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন – ১১

অধিবেশন – ৩

অধিবেশন শিরোনাম : প্রতিটি শিশুর গণিতে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বেইসলাইন মূল্যায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
২. বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস ও বেইসলাইন মূল্যায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. টুলস ব্যবহার করে শিশুদের পাঠগত অবস্থান মূল্যায়ন করতে পারবেন ও মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ব্রেইন স্টর্মিং

উপকরণ : পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-১, ২, ৩, ৩ক, ৩খ), গণিত পাঠ্যবই।

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : বেইসলাইন মূল্যায়নের ধারণা ৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা গত অধিবেশনগুলোতে জানতে পেরেছি যে গণিত প্রশিক্ষণের একটি লক্ষ্য হচ্ছে গণিত বিষয়ে ১ম-৫ম শ্রেণির প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করা। এই কারণে শিক্ষার্থীদের কী শিখতে হবে তা জানার জন্য আমরা গণিত বিষয়ের প্রান্তিকযোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো নিয়েও পর্যালোচনা করেছি এবং এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর জন্য পাঠ্যবইগুলোতে কী ধরনের কাজ দেওয়া আছে তা বিশ্লেষণ করেছি। আপনারাও বলেছেন যে, গণিতে শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান এক নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা সব শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পাঠপরিকল্পনার ভিত্তিতে শ্রেণি পরিচালনা করছেন। যেহেতু এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করা, এ কারণে গণিত বিষয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার পদ্ধতিগত কৌশলগুলো জানার আগে বাংলা বিষয়ের মতোই প্রতিটি শিশুর গণিত পাঠগত অবস্থান জানার জন্য বেইসলাইন মূল্যায়ন করা হবে।

  অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর বা শিখন চাহিদা জানার পর, এই শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে আগামী ১৫ কার্যদিবসের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করবো। যা আমরা বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রেও করেছিলাম। বেইসলাইন মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রথম পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করা হয়। এই কারণে এই প্রথম মূল্যায়নটিকে বেইসলাইন মূল্যায়ন বলা হয়। ইংরেজিতে বেইস শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভিত্তি'।

কাজ-২: বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও বেইসলাইন মূল্যায়ন কৌশল পরিচিতি ৫০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এর আগে বাংলা বিষয়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে, প্রথমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে পাশের বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে হাতে কলমে বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করেছেন। গণিত বিষয়ের জন্য আমরা একই কাজ করবো, অর্থাৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে পাশের বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে সেখানে হাতে কলমে বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করবো। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ শেষে, এই কাজটিই আমাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে করতে হবে। সুতরাং, এই বেইসলাইন মূল্যায়ন কাজটি ভালোভাবে করার জন্য আপনাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, কী দিয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন করা হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং মূল্যায়ন করার পর তা কোথায় রেকর্ড রাখা হবে। যে ধারণাটি আপনারা বাংলা প্রশিক্ষণেও পেয়েছিলেন।

অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন,

১. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের গণিতের পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে গণিত বিষয়ের উপর ২টি বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি করা হয়েছে এবং

২. টুলসের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন ফল সংরক্ষণের জন্য দুইটি মূল্যায়ন ফরমেট ছক তৈরি করা হয়েছে।

এই বেইসলাইন মূল্যায়নের প্যাকেজটিতে আছে

১. মূল্যায়ন টুলস (২য়, ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য দুইটি প্রশ্নপত্র- প্রশ্নপত্র ১ ও ২)

২. শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড রাখার জন্য ফরমেট ছক;

৩. বিদ্যালয় অনুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ ও রেকর্ড রাখার জন্য ফরমেট ছক।

এবার,

- অংশগ্রহণকারীগণের মাঝে তথ্যপত্র বেইসলাইন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-১, ২, ৩, ৩ক, ৩খ) বিতরণ করুন। ফরমেটটি (তথ্যপত্র-৩) নিয়ে জোড়ায়/ জুটিতে আলোচনা করতে বলুন। ফরমেটটি পূরণ করার কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করুন, আলোচনার বিষয়গুলো বোর্ডে/ ফ্লিপচার্টে বুলেট পয়েন্টে একজনকে লিখতে দিন। অংশগ্রহণকারীগণের প্রশ্ন থাকলে তা শুনুন ও যথাযথ উত্তর দিন।

কাজ-৩ ঃ ছোটদলে বেইসলাইন মূল্যায়ন অনুশীলন ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যে প্রথমে আপনি ছোটদলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে কীভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করতে হবে তা দেখাবেন এবং এরপর অংশগ্রহণকারীগণ পাঁচটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে একই অনুশীলন করবেন এবং সব দলের প্রত্যেকে বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজটি অর্থাৎ মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও ব্যবহারবিধির তথ্যপত্র দিন। আপনি ২/৩ জন ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থী নিয়ে তাদের গণিত বিষয়ের মূল্যায়ন শুরু করুন। মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে রাখুন। (সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত কোনো বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী আনবেন অথবা অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে যে কেউ শিক্ষার্থীর ভূমিকাভিনয় করবেন)

১ম শিক্ষার্থী মূল্যায়ন,

- ব্যবহারবিধি অনুসরণ করে, শিক্ষার্থীকে প্রথমে প্রশ্নপত্র-১ দিয়ে তার মূল্যায়ন করুন, সে সঠিকভাবে যে কয়টি সমস্যার সমাধান করতে পারে তা মূল্যায়ন ফরমেটের বিষয়গুলোর (১-১০০) ঘরে টিক চিহ্ন দেবেন।

২য় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন,

- একইভাবে ব্যবহারবিধি অনুসরণ করে, ২য় শিক্ষার্থীকেও প্রথমে প্রশ্নপত্র- ১ (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-২ এর প্রশ্নপত্র-১) দিয়ে মূল্যায়ন করুন, যদি সে প্রশ্নপত্রটি ১ এর অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করতে না পারে, তাহলে তাকে প্রশ্নপত্র-২ মূল্যায়ন করতে হবে। সে এবার সঠিকভাবে যে কয়টি সমস্যার সমাধান করতে পারে, মূল্যায়ন ফরমেটের ছক তথ্যপত্র-(দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩) গণিতের বিষয়ের ক্ষেত্র অনুযায়ী (১-৫০) এর ঘরে টিক দেবেন।
- একইভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র-২ দিয়ে মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রতিটি বিষয় ফরমেটের (১-৫০) ঘরে টিক দিবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণের মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও মূল্যায়ন ব্যবহারবিধি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, ফরমেট কীভাবে পূরণ করতে হবে তা দেখিয়ে দিন।
- অংশগ্রহণকারীগণের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে যেন আপনার সাথে অনুশীলন করা কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষণার্থী থাকে। তারা দলে বসে মূল্যায়ন করার কৌশল অনুশীলন করবেন। প্রত্যক দলে আপনি ঘুরে ঘুরে সহায়তা করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন, এবং বেইস লাইন মূল্যায়ন সম্পর্কিত কারো কোন ধারণা অস্পষ্ট থাকলে তা স্পষ্ট করুন। অংশগ্রহণকারীগণ আগামীদিন কে কোন স্কুলে বা কোন শ্রেণির কোন শাখার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন তা জানিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আগামীকাল মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শ্রেণি অনুযায়ী পূরণকৃত ফরমেটের তথ্য বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ করতে হবে তথ্যপত্র (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩ক ও ৩খ)। বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছকগুলো কীভাবে পূরণ করতে হবে তা অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে দিন। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন–১২

অধিবেশন– ১

(বিদ্যালয়ভিত্তিক কাজ)

অধিবেশনের শিরোনাম : বিদ্যালয় ভিত্তিক গণিত বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন পরিচালনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশণ শেষে অংশগ্রহনকারীগণ-

১. বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন ;
২. বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজ ব্যবহার করে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সময় : ৪০ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা, হাতে কলমে বেইস লাইন মূল্যায়ন

উপকরণ : মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট, গণিত বই, কাঠি, বিচি (বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে)

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১: শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি ৫মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে আগের দিনই কে কোন স্কুলে যাবেন জেনে, সরাসরি সে স্কুলে চলে যাবেন। স্কুলে প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় নির্ধারণ করবেন কে কোন শ্রেণির কোন শাখার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। এরপর নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ঢুকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন তারা কোথায় থাকে, বাড়ীতে কে কে আছেন? বাবা, মা কি করেন ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বলুন, আপনারা কী কাজ করতে তাদের কাছে এসেছেন, তাদেরকে পরীক্ষা নিতে এসেছেন একথা বলবেন না, তাতে তারা ভয় পেতে পারে। শিক্ষার্থীদেরকে সহজ করে নিন।

কাজ-২: হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন ৩৫মিনিট

- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সংখা অনুযায়ী ৩৫ মিনিটে ঐ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য, যে কয়জন অংশগ্রহণকারীগণকে ঐ শ্রেণিতে মূল্যায়ন কার্য চালাতে হবে, তারা ঐ শ্রেণিতে প্রবেশ করুন।
- শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে একটি সুবিধামত জায়গা নির্দিষ্ট করে নিবেন। শ্রেণি শিক্ষককে তার মতো পাঠদান পরিচালনা করতে বলুন। আপনি সুবিধা মত ১ জন/২ জন/ ৪ জনের দল নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন শুরু করুন। যে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন প্রথমে তার নাম, রোল নম্বর মূল্যায়ন ফরমেটে লিখবেন। এরপর তার গণিত মূল্যায়ন করবেন এবং পরবর্তী ধাপ অনুসরণ করবেন। ঐ দিনের মূল্যায়ন শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরে আসবেন।

দিন– ১২

অধিবেশন– ২

অধিবেশন শিরোনাম : শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের বেইসলাইন মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ ও শিক্ষার্থীদের শিখনস্তর অনুযায়ী বিভাজন

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বেইসলাইন মূল্যায়নের সাহায্যে হাতে কলমে, প্রতি শ্রেণিতে অবস্থিত কয়েকজন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাথমিক পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবেন ;

২. একই শ্রেণিতে যে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী থাকতে পারে তা বুঝতে পারবেন ;

৩. শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর গণিত পাঠগত অবস্থানের ভিত্তিতে ঐ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্লেনারী আলোচনা

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন, তথ্যপত্র (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র- ৩খ এবং দিন-১২, অধি-২, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১: বিদ্যালয়ের বেইসলাইন মূল্যায়নের উপর প্রতিফলনমূলক আলোচনা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। তাদের উদ্দেশ্যে বলুন আপনারা সবাই মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেছেন। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠগত অবস্থানের খুব একটা তারতম্য নেই, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু কিছু শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন টুলস প্রশ্নপত্র-২ এর সমস্যাগুলো ঠিকমতো সমাধান করতে পারেনি। একইভাবে তৃতীয় শ্রেণির কিছু কিছু শিক্ষার্থী মূল্যায়ন টুলস প্রশ্নপত্র-১ ও কিছু কিছু শিক্ষার্থী প্রশ্নপত্র-২ এর সমস্যাগুলো ঠিকমতো সমাধান করতে পারেনি। এই শিক্ষার্থীদের তথ্যগুলো আপনারা নির্ধারিত ফরমেটে ছকে (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র-৩) সংগ্রহ করেছেন। আপনারা ছোটদলে এই ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করবেন এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী তাদের শ্রেণিকরণ করবেন, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন। অংশগ্রহণকারীগণকে একই বিদ্যালয়ে যারা মূল্যায়ন করেছেন তাদের একটি দলে বসতে বলুন।

- এরপর অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন বেইসলাইন মূল্যায়ন প্রশ্ন পত্রে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের ভুল করেছিল? শিক্ষার্থীরা গণিতের বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে ধরনের ভুল করেছে তা নির্দেশ করতে বলুন।

অর্থাৎ

১. সংখ্যা পড়া, লেখা
২. সংখ্যা পদ্ধতি
৩. যোগ (হাতে না রেখে, হাতে রেখে)
৪. বিয়োগ (হাতে না রেখে, হাতে রেখে)
৫. সমস্যামূলক সমস্যা

- প্রশ্নপত্রের এই ক্ষেত্রগুলোতে যে প্রশ্নগুলো ছিল তা সমাধান করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যে ধরনের ভুল চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো বলতে বলুন। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখতে বলুন, তাদের উত্তর শোনার পর আপনি যোগ করুন।

সাধারণত: শিক্ষার্থীরা–

১. সংখ্যা পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে ভুল করে,
২. হাতে রাখা যোগ ও বিয়োগ এর সমস্যা সমাধানে ভুল করে এবং
৩. রিডিং সাবলীল না হওয়ার কারণে সমস্যামূলক সমস্যা বুঝতে পারে না, ফলে সমস্যামূলক সমস্যা সমাধানে ভুল করে।

- শিক্ষার্থীদের ভুল সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা শোনার পর, তাদের জিজ্ঞেস করুন, এ ধরনের ভুল হবার কারণ কী? কয়েকজনের মতামত শোনার পর আপনি যোগ করুন–
- গণিতের এই ক্ষেত্রগুলো অর্থাৎ সংখ্যা, পড়া, লেখা, সংখ্যা পদ্ধতি, মৌলিক চার নিয়ম এর সমস্যাগুলো সমাধানে ভুল হবার মূল কারণ হচ্ছে-

শিক্ষার্থীদের স্থানীয় মানের ধারণা স্বচ্ছ না হওয়া।

কাজ-২: ছোটদলে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বিদ্যালয় অনুযায়ী ৪/৫টি দলে বসতে বলুন। দলে বসে তারা ঐ বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়নে পাওয়া ফলাফলগুলো শিখনস্তর অনুযায়ী ভাগ করবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রশ্নপত্র-১ এর গণিতের ক্ষেত্রগুলোর (Area of Mathematics) সংখ্যার ব্যাপ্তি (১-১০০) পর্যন্ত, অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী ঐ প্রশ্নপত্রের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করতে পারবে, গণিতের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ঐ শিক্ষার্থীরা ঐ ক্ষেত্রগুলোতে ২য় শ্রেণির যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রশ্নপত্র-২ এর গণিতের ক্ষেত্রগুলোর (Area of Mathematics) সংখ্যার ব্যাপ্তি (১-৫০) পর্যন্ত, অর্থাৎ যারা এই প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিকভাবে সমাধান করেছে তারা ১ম শ্রেণির যোগ্যতা অর্জন করেছে, এবং যারা প্রশ্নপত্র ২ এর অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারেনি, তাদের প্রথম থেকে গণিতের বিষয়গুলো শেখাতে হবে। অর্থাৎ তারা প্রথম শ্রেণির সমমানের। তাদের প্রথম শ্রেণির যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র- ১ ও ২ কীভাবে সমাধান করেছে সেই তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকরণ করবেন।

- যে ফরমেট বা ছকে (দিন-১১, অধি-৩, তথ্যপত্র- ৩ক ও ৩খ) শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণকৃত ফলাফল তুলতে হবে, তা অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে দিন এবং পোস্টার পেপারে এঁকে তা ঝুলিয়ে দিন।
- প্রতিটি দলকে ফলাফল বিশ্লেষণ করে পাঠগত অবস্থানে উপর ভিত্তি করে দল গঠন করতে বলুন।
- দলীয় কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীদের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় অন্যদলের কোন প্রশ্ন আছে কিনা বা কোন সংযোজন আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনাদের উপস্থাপন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলার মতোই গণিতের প্রতি শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীরা আছে। যেমন-
  ১. তৃতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থী আছে ;
  ২. দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা আছে।

- সুতরাং, গণিত শিখন শেখানো পদ্ধতিতে এমন গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে যেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে তাদের শিখন স্তর থেকে শিখন কাজে অংশগ্রহণ করানো যায়।
- অংশগ্রহণকারীদের বাংলা বিষয়ে প্রশিক্ষণে আমরা "রিডিং" পড়া এবং শেখার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। ঠিক একইভাবে গণিত প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে। "স্থানীয় মানের" উপর। শিক্ষার্থীদের "স্থানীয় মানের" ধারণা স্পষ্ট হলে শিক্ষার্থীরা গণিতের সব ক্ষেত্রের সমস্যা আত্মবিশ্বাসের সাথে সমাধান করতে পারবে।

দিন-১২

অধিবেশন-৩

অধিবেশনের শিরোনাম : গণিত মকক্লাস পরিচালনা (সহায়ক)।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

- **গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক কাজে সক্রিয় রাখার জন্য, বিভিন্ন এ্যাকটিভিটিস ও শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।**

সময় : ১ ঘন্টা

পদ্ধতি : আলোচনা, সিমুলেশন (মক), প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো উপকরণ, পাঠ পরিকল্পনা, (দিন-১২, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : ভূমিকা আলোচনা **০৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বাংলা প্রশিক্ষণে প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনার সময় এমনভাবে বিভাজন করা হয়েছে, যেন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী পাঠে অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ, প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার পাঠ অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করানো যাচ্ছিল না। অংশগ্রহণকারীদের বলুন গণিতের বেইস লাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, বাংলা বিষয়ের মতো গণিত বিষয়েও শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে আছে। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী পাঠ দেয়ার জন্য গণিতের সময় বিভাজন কী হওয়া উচিত। অংশগ্রহণকারীগণকে উত্তর শোনার পর বলুন, গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনার সময়কেও এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রত্যেকের সময়ের পূর্ণ ও সঠিক ব্যবহার হয়। এ পর্যায়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দিন যে, গণিত ক্লাসে শিক্ষকের ৩৫/৪০ মিনিট সময়ের মতো প্রতিটি শিক্ষার্থীরও ৩৫/৪০ মিনিট সময় থাকে, এবং সময় বিভাজনের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সময়ের পূর্ণ ব্যবহার।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই নূতন সময় বিভাজন অনুযায়ী, আপনি একট মক ক্লাস পরিচালনা করবেন। তিনজনকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করুন। পর্যবেক্ষক ৩ জনকে বলুন শ্রেণি পরিচালনার কাজগুলো তারা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করবে।**
- **দুইটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে**
  ১. শ্রেণি পরিচালনার কৌশলগুলো কী ছিল

২. শ্রেণি পরিচালনার সময় বিভাজন কী ছিল

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আপনারা যারা শিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করবেন আপনারাও প্রয়োজনে আপনাদের নোটস নিতে পারেন, তবে মক ক্লাসের পরিচালনায় সমস্যা না করে। অংশগ্রহণকারীদের বলুন আপনি তৃতীয় শ্রেণির একটি ক্লাশ পরিচালনা করবেন, যেখানে ৩ স্তরের শিক্ষার্থী আছে। স্তরভেদে শিক্ষার্থীদের জন্য আগেই উপকরণ গুছিয়ে নিন। অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস করে নিন। গণিতের ক্লাস পরিচালনা শুরু করুন।

কাজ-২ : সিমুলেশন পরিচালনা (সহায়ক) ৩৫ মিনিট

- এবার আপনি ৩য় শ্রেণির গণিত পাঠদান পরিচালনা করতে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি করুন। আপনি পাঠটি ভালভাবে পড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করুন।

ক. প্রথম সমবেত (৭ মিনিট) : মৌখিক ও বোর্ডের কাজ এবং কাজের নির্দেশনা

- সবার সাথে কুশল বিনিময় করুন এবং পরিবেশ তৈরি করুন।
- চার্ট থেকে বা মুখে মুখে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করান/ যোগের নামতা/ বিয়োগের নামতা/ মানসংক/ ছোট ছোট যোগ। যেমন-
  ১. ১ নং দলের জন্য- ১০ থেকে ৯৯ এর মধ্যে যেকোন দুইটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি বড় এবং কোনটি ছোট নির্ণয় করতে দিন।
  ২. ২নং দলের জন্য- ৫ এর যোগের নামতা করান।
  ৩. ৩নং দলের জন্য- ৫০ থেকে ৭০ পর্যন্ত গণনা করান।
- শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া, ৩ স্তরের শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দিন।
  ১. ১ নং দলের জন্য- অনুশীলন কার্ডের কাজ, ১০০–১৯৯ পর্যন্ত যেকোন দুইটি সংখ্যার ছোট বড় নির্ণয় করার জন্য লিখে দিন।
  ২. ২নং দলের জন্য- দুই অঙ্কের সংখ্যার সাথে দুই অঙ্কের সংখ্যার কয়েকটি ছোট ছোট যোগ বোর্ডে লিখে দিন, এবং এই ধরনের অনুশীলন কার্ডের কাজ করতে দিন।
  ৩. ৩নং দলের জন্য- ১-৯ এর মধ্যে যোগ বোর্ডে লিখে দিন এবং এই ধরনের অনুশীলন কার্ডের কাজ করতে দিন।

খ. ছোট দলের কাজ-২১ মিনিট (শিক্ষকের সহায়তায় কাজ):

- পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি আজ যে কোন তিনটি দলকে আপনার সাথে কাজ করার জন্য ডাকবেন। একই শিখন স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে দল থাকবে।
  ১. দল– ১ কে বাস্তব উপকরণের সাহায্যে ২০০-২৯৯ এর মধ্যে দুইটি সংখ্যার বড়-ছোট ধারণা দিন।
  ২. দল– ২ কে বাস্তব উপকরণের মাধম্যে দুই অঙ্কের সংখ্যা থেকে দুই অঙ্কের সংখ্যার (হাতে না রেখে) বিয়োগের ধারণা দিন।
  ৩. দল– ৩ কে ১-৯ এর মধ্যে বাস্তব উপকরণের মাধ্যমে বিয়োগের ধারণা দিন।

গ. শিক্ষকের নির্দেশিত কাজ- এককভাবে, মিশ্রদলে (শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া কাজ)

- শিশুরা শিক্ষকের নিদের্শনা অনুযায়ী এককভাবে, মিশ্রদলে কাজ করবে। এই সময়ে যারা এককভাবে কাজ করছে তাদেরকে একটি কাজ শেষে অন্য কাজ করার নির্দেশ দিন। যদি কারো কাজ শেষ হয়ে যায় তাকে কর্ণারে রাখা বই নিয়ে পড়তে বলুন।

মূল্যায়ন ও গণিতের বিভিন্ন খেলা এবং ইচ্ছেমত বই পড়া –৭ মিনিট

- দলীয় কাজ শেষ হলে বিভিন্ন স্তরের ৭-৮ জনের শিক্ষার্থীর আজকের কাজের মূল্যায়ন করুন। ক্লাস সমাপ্তি করুন।

কাজ-৩ : সিমুলেশন ক্লাস পর্যালোচনা ২০ মিনিট

- আপনার নেওয়া ৩৫ মিনিটের ক্লাস শেষ হবার পর অংশগ্রহণকারীগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে জায়গায় বসতে বলুন। প্রথমে পর্যবেক্ষক ৩ জনকে সহায়কের "শ্রেণি পরিচালনা" পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলো বলতে বলুন। তথ্য বিনিময়ের সময় স্মরণ করিয়ে দিন তাদের তথ্যগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে-
  ১. শ্রেণি পরিচালনার কৌশল
  ২. শ্রেণি পরিচালনার সময় বিভাজন
- বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে পয়েন্ট আকারে লিখুন। তাদের তথ্যগুলোর সাথে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভিন্ন কোন বক্তব্য থাকলে তাও যোগ করুন। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন কোন কোন কাজগুলো তাদের কাছে নতুন সেগুলোতে দাগ দিন। এবার প্রশ্ন করুন পাঠদান কালে শিক্ষকের শিখন কৌশলগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যেমন-
  ১. সমবেতকাজ(শিক্ষক সহায়তায়)
  ২. দলীয় কাজ (স্তর অনুযায়ী)
  ৩. একক কাজ/ জুটিতে(শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছে)

প্রতি কাজের জন্য সময়ের বিভাজন তারা বুঝতে পেরেছেন কীনা যাচাই করুন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বাংলার মতো গণিত বিষয়েও বিষয়ভিত্তিক ধারণাগুলো, প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনার সাথে নূতন কিছু শিখন কৌশল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। গণিতের সময় বিভাজন পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিন এবং অংশগ্রহণকারীগণকে গণিতের সময় ব্যবস্থাপনা (দিন-১২, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২) বিতরণ করুন। কারো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১২

অধিবেশন-৪

অধিবেশনের শিরোনাম : সংখ্যা ও সংখ্যা শিখন শেখানো সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. সংখ্যা প্রতীক যে বস্তুর পরিমান বিষয়ক দলগত/গুচ্ছগত ধারণা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;

২. শ্রেণিকক্ষে সংখ্যা ১-৯৯৯ পর্যন্ত শিখন শেখানো; বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও প্রতীকের সাহায্যে করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;

৩. অংক ও সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;

৪. ১- ৯ এর চেয়ে বড় সংখ্যা লেখার স্থানীয় মানের ধারণা বুঝতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্ন-উত্তর, ছোটদল, বড়দল

উপকরণ : তথ্যপত্র (দিন-১২, অধি-৪, তথ্যপত্র-১ক,১খ)

প্রক্রিয়া :

কাজ–১ : সংখ্যা প্রতীক যে বস্তুর পরিমান বিষয়ক দলগত/গুচ্ছগত ধারণা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ১ ঘণ্টা ১৫মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এ অধিবেশন ও আগামীকাল প্রথম অধিবেশনে শ্রেণিকক্ষে "সংখ্যা" শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন- অধিবেশনে একটি কেস স্টাডির মাধ্যমে সংখ্যার সংজ্ঞা বা সংখ্যার ধারণা স্পষ্ট করেছি। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন তাদের সংজ্ঞাটি মনে আছে কিনা। তাদের উত্তর শোনার পর প্রশিক্ষণকক্ষে ঝোলানো সংখ্যার সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

পোস্টার :

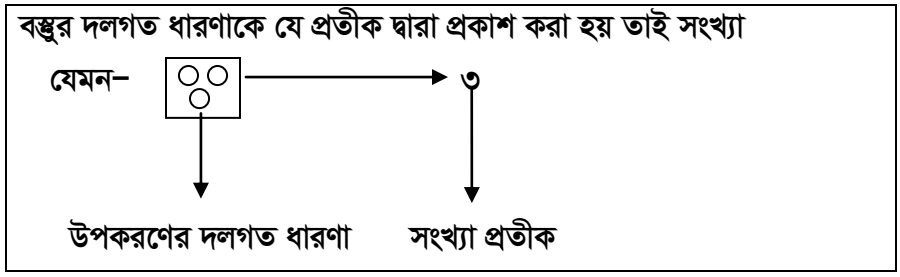

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন শ্রেণিকক্ষে কীভাবে সংখ্যার শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করা হবে, তা অনুশীলন করার আগে, সংখ্যা সম্পর্কিত কয়েকটি ধারণা স্পষ্ট হওয়া বা যদি ধারণাগুলো সাথে আপনারা ইতোমধ্যেই পরিচিত থাকেন তবে সে ধারণাগুলোর আবার আলোচনা করা হবে। যে ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হলো–

পোস্টার : ৯

১. গণনা, সংখ্যা পড়া, সংখ্যা লেখা এবং
২. বাস্তব, অর্ধবাস্তব পর্যায়ে ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে সংখ্যার ধারণা
৩. অংক ও সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য
৪. যে কোন সংখ্যার অংকগুলোর স্থানীয় মানের ধারণা

১. উপকরণ গণনা, সংখ্যা পড়া ও লেখার ধারণা

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন সংখ্যা পরিচিতির জন্য যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায় ব্যবহার করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন উপকরণ গণনা, সংখ্যা পড়া ও লেখার ধারণা বলতে তারা কী বোঝে? তাদের উত্তর শোনার পর আপনি যোগ করুন।
  ১. বাস্তব উপকরণ বা অর্ধবাস্তব উপকরণের ছবি গণনা করা হয়
  ২. সংখ্যা প্রতীক পড়া বা লেখা হয়

যেমন–

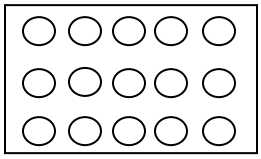

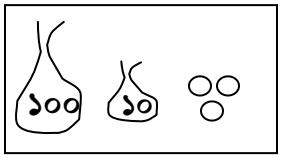

- এখানকার দলগত পরিমান নির্দেশ করার জন্য গণনা করে কী সংখ্যা নির্দেশ করছে তা বলতে হবে। যেমন- প্রথম দল/ গুচ্ছে আছে ১৫টি উপকরণ, দ্বিতীয় গুচ্ছে আছে ১১৩টি উপকরণ।

কিন্তু ৩২ ⟶ এই সংখ্যা প্রতীকটি পড়া হয় বা লেখা হয়।

২. কাজঃ বাস্তব, অর্ধবাস্তব পর্যায়ে ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে সংখ্যার ধারণা

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনারা প্রায় সবাই সি এন এড ট্রেনিং পেয়েছেন, আপনাদের মধ্যে অনেকে গণিতের বিষয়ভিত্তিক ট্রেনিং পেয়েছেন। এই ট্রেনিংগুলোর মাধ্যমে আপনি জানেন যে, গণিতের বিষয়গুলোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে করার পরামর্শ পেয়েছে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, কেন বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে গণিতের বিষয়গুলো শেখানো প্রয়োজন তা বোঝার জন্য ছোট একটি এ্যাকটিভিটি পরিচালনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে তিনটি দলে ভাগ করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, আছে অনেক ভাষা, প্রতিটি ভাষার "সংখ্যার" প্রতীকগুলো ভিন্ন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বাংলায় এবং ইংরেজিতে সংখ্যা প্রতীকগুলো (১-৯) পর্যন্ত লিখতে বলুন। আপনিও বোর্ডে লিখুন। আর কারো অন্য কোন ভাষায় সংখ্যা প্রতীক জানা থাকলে তাও বলতে / লিখতে বলুন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, মনে করুন আমরা সবাই মিলে একটি নূতন দেশে গেছি। দেশটির নাম ---------। অংশগ্রহণকারীদের একটি কাল্পনিক নাম দিতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন ঐ দেশটির ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যার প্রতীকগুলো আমার কাছে আছে আমি প্রত্যেক দলকে তিনটি করে ঐ দেশের সংখ্যার প্রতীকগুলো (দিন-১২, অধি-৪, তথ্যপত্র- ১ক) দেব। আপনাদের কাজ হবে, ঐ প্রতীকগুলো বস্তু / উপকরণের "কোন দলগত" ধারণাকে প্রকাশ করছে তা অনুমান করা।
- প্রত্যেক দলকে ৩টি করে কার্ড দিয়ে ৫ মিনিট সময় দিন। এবার প্রত্যেক দলকে জিজ্ঞেস করুন সংখ্যা প্রতীক দিয়ে কোন দলগত ধারণা প্রকাশ করছে। তাদের উত্তরগুলো শুনুন।

- এবার, অংশগ্রহণকারীগণকে আবার ঐ সংখ্যাপ্রতীকগুলো লেখা আরেক সেট কার্ড (দিন-১২, অধি-৪, তথ্যপত্র-১খ) দিন, তবে এই কার্ডগুলোতে প্রতীকগুলোর পাশাপাশি দল নির্দেশ করার জন্য বস্তু / উপকরণের ছবি থাকবে।
- অংশগ্রহণকারীরা এবার সহজেই প্রতীকগুলো কোন সংখ্যা প্রকাশ করছে তা নির্দেশ করতে পারবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন প্রথম সেট কার্ড পেয়ে তাদের কেমন অনুভূতি হয়েছিলো? প্রথমবার কেন তারা সংখ্যার মান অনুমান করতে পারেনি, দ্বিতীয় সেট কার্ড পেয়ে কেমন লেগেছিলো? দ্বিতীয়বার কেন তারা সংখ্যার মান অনুমান করতে পেরেছিলো? তাদের মতামত শোনার পর অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন প্রথম সেট কার্ডের প্রতীকগুলো বিমূর্ত হওয়ার কারণে তারা প্রতীকগুলো কী প্রকাশ করছে তা বলতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তীতে প্রতীকের পাশাপাশি উপকরণ / বস্তুর দলটি দেখার সাথে সাথে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে প্রতীকগুলো কী প্রকাশ করছে, এবং বাস্তব উপকরণ দিলে তাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হতো।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন শিক্ষার্থীরা যখন গণিতের প্রতীকের সাথে পরিচিত হয় তাদের মানসিক অবস্থা আপনাদের মতোই হয়, কারণ শিক্ষার্থীরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন অনেকেই সংখ্যার নাম জানে কিন্তু তার লিখিত রূপের সাথে তাদের পরিচয় না থাকার কারণে ১, ২, ----- ৯ এই প্রতীকগুলো তাদের কাছে ঐ বিদেশী ভাষার মতোই। তাদের গণিতের সংখ্যার ধারনা দেয়ার জন্য এ কারণেই বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায় অনুসরণ করে করতে হয়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ের শিখন শেখানো কাজের জন্য

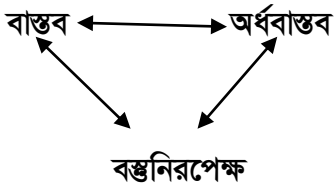

- এই ধাপগুলো প্রয়োগ করে করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, গণিতের বিষয় গুলোর ধারণা দেয়ার জন্য বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ের সময় প্রচুর কথা বলে ধারণা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এ কারণে উন্নত দেশে এই তিন পর্যায়ের সাথে মৌখিক পর্যায়কে যুক্ত করা হয়।

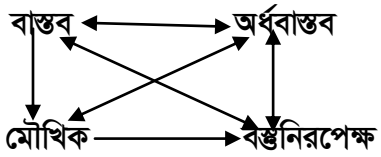

৩. অংক ও সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন অংক ও সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য তারা তা জানে কীনা?
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন,সংখ্যা প্রতীকগুলো ০, ১, ------- ৯ অংক এবং এই প্রতীকগুলোর সাহায্যে যখন বস্তুর দলগত ধারণা নির্দেশ করা হয় তখন তা সংখ্যা যেমন-

  ৪১ ⟶ সংখ্যার প্রতীক ১ ও ৪ অংক

  ৫ ⟶ সংখ্যা আবার অংকও

৪. স্থানীয় মানের ধারণা :

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন ফলাফল বিশ্লেষণ করে, গণিত বিষয়ের যে ক্ষেত্রগুলো (areas), (সংখ্যা পড়া, লেখা, মৌলিক চার নিয়ম, সংখ্যা পদ্ধতি, সমস্যামূলক সমাধান) মূল্যায়ন করেছি, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ও ফলাফলে কিছু কিছু ভুল চিহ্নিত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের গণিতের বিষয় (Areas of mathematics) অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যে ভুলগুলো করে তার কয়েকটি ভুল আবার স্মরণ করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এই ভুলগুলো করার মূল কারণ কী সে সম্বন্ধে সবাই একমত হয়েছিলাম। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের কী মনে আছে ঐ ভুলগুলো করার মূল কারণ কী? তাদের সবার উত্তরগুলো শোনার পর আপনি যোগ করুন

ভূলগুলো হবার মূল কারণ শিক্ষার্থীদের স্থানীয় মানের ধারণা স্পষ্ট না হওয়া।

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন স্থানীয় মানের ধারণা বলতে তারা কী বোঝে? তাদের কয়েক জনের উত্তর শোনার পর বলুন, আপনাদের উত্তর শোনার পর বোঝা যাচ্ছে আপনাদের অনেকেরই স্থানীয় মানের ধারণা আছে- তবে সবার ধারণা একই সমতলে (level)এ আনার জন্য আমরা একটি ছোট একটিভিটি করবো–

আপনি বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে নিচের ছবিগুলো আঁকুন–

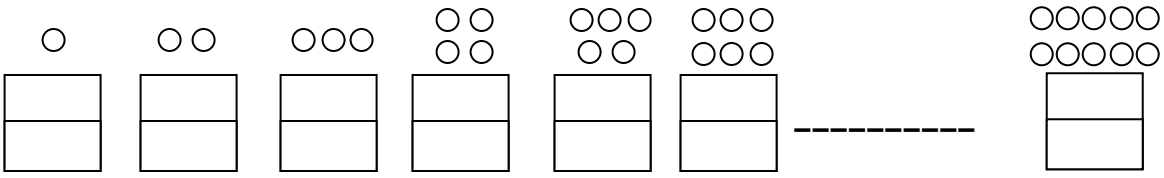

- অংশগ্রহণকারীগণের উপরের বস্তুর গুচ্ছগুলো দেখিয়ে বলুন, আমরা সবাই এই গুচ্ছগুলোর যে সংখ্যা নির্দেশ করছে তার নাম জানি এবং কী প্রতীক দিয়ে সেই সংখ্যা প্রকাশ করছে তাও জানি।
- অংশগ্রহণকারীগণকে দলগুলোর নিচের বাক্সে উপরের অংশে দল/ গুচ্ছ নির্দেশক প্রতীকটি লিখতে বলুন এবং নীচের অংশে সংখ্যার নামটি লিখতে বলুন।

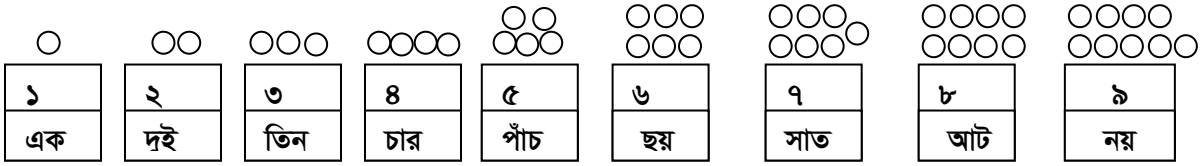

- অংশগ্রহণকারীগণকে দেখান কীভাবে বস্তুর পরিমান এক এক করে বেড়ে নয়টি বস্তুতে এল। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এরপর 'দলে' আবারো এক এক করে বস্তুর পরিমান বাড়াবো।
- অংশগ্রহণকারীগণকে একটি কাল্পনিক অবস্থার কথা চিন্তা করতে বলুন, বলুন মনে করি বস্তুর পরিমান একটি একটি করে বাড়ার ফলে আমরা বস্তুগুলোর দলগত যে অবস্থান পাই তার নাম জানি কিন্তু, সেই দলগত অবস্থান প্রকাশ করার জন্য যে প্রতীক প্রয়োজন তা জানিনা।

অর্থাৎ 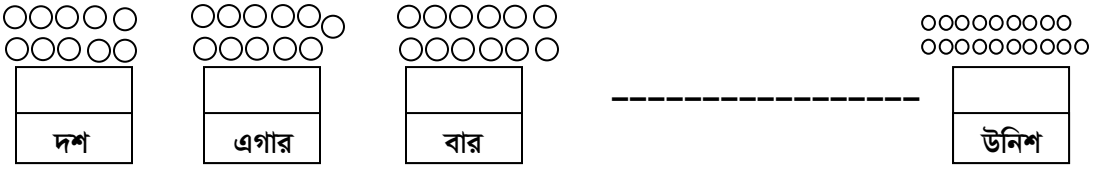

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন অর্থাৎ বস্তুগুলোর পরবর্তী দলগত অবস্থানের প্রতীক জানিনা আমরা বস্তুর এই দলগত অবস্থানের একটি করে প্রতীক দেব।

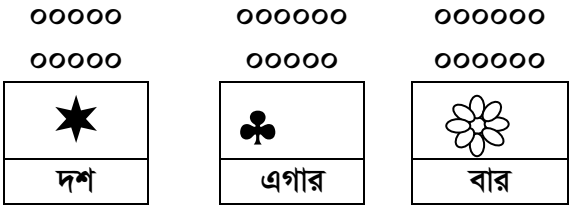

- অংশগ্রহণকারীগণের বস্তুর পরিমান এক এক করে বেড়ে গেলে উপকরণ যে দল/গুচ্ছ হবে তার পরিমান নির্দেশ করার জন্য যদি প্রত্যেকটির একটি করে প্রতীক দিতে হয় তাহলে কতগুলো প্রতীকের প্রয়োজন হবে? অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন শেষ সংখ্যাটি কত?
- অংশগ্রহণকারীগণকে উত্তর শোনার পর বলুন যেহেতু সংখ্যার পরিমান অসীম- এ কারণে এই অসীম সংখ্যক বস্তুর গুচ্ছ পরিমান নির্দেশ করার জন্য অসীম সংখ্যা প্রতীকের প্রয়োজন হবে। অসীম সংখ্যক প্রতীক মনে রাখা সম্ভব নয়।
- যেমন- পয়তাল্লিশ কীভাবে লেখা হবে? কিংবা সাতান্ন এবং চারশত বার এর যোগফল কোন প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হবে?

- এ কারণে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই দশটি সংখ্যা প্রতীক বার বার ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সকল সংখ্যার দলগত ধারণাকে প্রকাশ করা হয়। এই দলগত ধারণা, বস্তুর যত বড় দল/ গুচ্ছ নির্দেশ করুক না কেন শুধুমাত্র ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই দশটি প্রতীক দিয়ে উপকরণের দল/ গুচ্ছের পরিমান নির্দেশ করার জন্য আমরা ব্যবহার করবো। এই পদ্ধতিকে দশমিক পদ্ধতি বলা হয়।

যেমন- 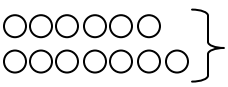 এই দলগত ধারণাকে আমরা

মৌখিকভাবে "তের" বলি, এবং প্রতীক দিয়ে একে প্রকাশ করি এভাবে-

"১৩"⟶ অর্থাৎ ১ ও ৩ এই দুইটি প্রতীক / অংক ব্যবহার করে তের এই দলগত ধারণাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং এই প্রতীক / অংক দুইটি দিয়ে আরো বিভিন্ন দলগত ধারণাকে প্রকাশ করা যায়।

যেমন-

ক. ১ ---- এক

খ. ৩ ---- তিন

গ. ১৩ ---- তের

ঘ. ৩১ ---- একত্রিশ

ঙ. ১১৩ ---- একশ তের

চ. ৩৩১ ---- তিনশত একত্রিশ

ছ. ১৩৩১ ---- এক হাজার তিনশত একত্রিশ

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ১ ও ৩ এই প্রতীকগুলোর মান প্রতিটি সংখ্যায় যে অবস্থানে আছে তার উপর নির্ভরশীল। যেমন- ১ এই অংকটি যে পরিমান নির্দেশ করছে ডান দিক থেকে
  - ক) ------- ১
  - খ) ------- (এই সংখ্যায় ১ প্রতীকটি নেই)
  - গ) ------- ১০
  - ঘ) ------- ১
  - ঙ) ------- ১০ ও ১০০
  - চ) ------- ১
  - ছ) ------- ১ এবং ১০০০
- একইভাবে ৩ এই অংকটি যে পরিমান নির্দেশ করছে ডান দিক থেকে
  - ক) ------- (এই সংখ্যায় ৩ প্রতীকটি নেই)
  - খ) ------- ৩
  - গ) ------- ৩
  - ঘ) ------- ৩০

ঙ) ------- ৩

চ) ------- ৩০ ও ৩০০

ছ) ------- ৩০ ও ৩০০

- অংকগুলোর স্থানের উপর ভিত্তি করে অংকগুলোর মান ১০ গুণ বাড়ে বা কমে। নির্দিষ্ট সংখ্যার অংকগুলোর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে অংকগুলো যে মান সেটা ঐ অংকটির স্থানীয় মান বলে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এতক্ষণ আমরা গণিত বিষয়ের নিচের চারটি ধারণা

  ১. গণনা, সংখ্যা পড়া, সংখ্যা লেখা এবং

  ২. বাস্তব, অর্ধবাস্তব পর্যায়ে ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে সংখ্যার ধারণা

  ৩. অংক ও সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য

  ৪. যে কোন সংখ্যার অংকগুলোর স্থানীয় মানের ধারণা

  নিয়ে আলোচনা করলাম, কারণ পরবর্তীতে গণিত বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল আলোচনার সময় এই ধারণাগুলো বারবার ব্যবহার করা হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, এই চারটি ধারণা সম্বন্ধে তাদের আর কারো কোন প্রশ্ন আছে কীনা? প্রশ্ন থাকলে, উত্তর দিন, না থাকলে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৩

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম : শ্রেণিকক্ষে সংখ্যা শিখন শেখানো পদ্ধতি (সংখ্যা ১-৯৯৯ পর্যন্ত)।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. **বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও প্রতীকের সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে সংখ্যা ১-৯৯৯ পর্যন্ত শিখন শেখানোর কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**

সময় : ৩ ঘণ্টা

পদ্ধতি : প্রশ্ন-উত্তর, ছোটদল, বড়দল

উপকরণ : ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা কার্ড ৫ সেট, ১-৯ পর্যন্ত ছবি কার্ড ৫ সেট, পাথর/বিচি, ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাকার্ড, তথ্যপত্র ১০, পাঠ্যবই,আঁটি, কাঠি, ১০০ , ১০ ও ১ এর সংখ্যা কার্ড শতক, দশক, একক লেখা বেস কার্ড, সংখ্যা কার্ড, ২০০ , ১০০ , ১ এর কার্ড

প্রক্রিয়া :

কাজ–১ : সংখ্যা শিখন শেখানো পদ্ধতি **৩০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা গত অধিবেশনগুলোতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের গণিতের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করেছি, এবং পরবর্তীতে গণিত বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ্যবই বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণিভিত্তিক গণিতের বিষয়গুলো (Ares of Mathematics) যা শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে তা চিহ্নিত করেছি।**
- **অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, গণিত পাঠ্যবইটিতে ১ম শ্রেণি থেকে ৩য় পর্যন্ত সংখ্যার ব্যাপ্তী কতটুকু? অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক কতখানি শেখাতে হবে? কয়েকজনের কাছ থেকে মতামত শোনার পর শ্রেণি অনুযায়ী কত পর্যন্ত সংখ্যা শেখাতে হবে তা পূর্বে লিখে রাখা পোস্টারটি টানিয়ে দিন এবং শ্রেণি অনুযায়ী সংখ্যা পরিচিতির ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করুন।**

পোস্টার–১০

শ্রেণি	শ্রেণি অনুযায়ী সংখ্যার ব্যাপ্তী
১ম শ্রেণি	১. সংখ্যা ১-৯ পর্যন্ত ২. শুন্যের (০) ধারণা ৩. সংখ্যা ১০-১৯ পর্যন্ত ৪. সংখ্যা ২০-৫০ পর্যন্ত
২য় শ্রেণি	১. সংখ্যা ৫১-১০০ পর্যন্ত
৩য় শ্রেণি	১. সংখ্যা ১০১, ১০০০ ২. সংখ্যা ১০০১-১০,০০০ পর্যন্ত

- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা গতকালের অধিবেশনে আলোচনা করেছি যে, গণিত একটি বিমূর্ত বিষয় এ কারণে গণিতের বিষয় বস্তুগুলোর ধারণা বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে দেয়া হবে,
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে গণিতের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য যা ব্যবহার করা হবে তা হলো-

পোস্টার: ১১

- বাস্তব → কাঠি, বিচি ও অন্যান্য বাস্তব উপকরণ
- অর্ধবাস্তব→ ছবি, ফ্লাশ কার্ড পাঠ্যবইয়ের ছবি
- বস্তুনিরপেক্ষ → প্রতীক

- এরপর আপনি উপকরণের তালিকাটি ঝুলিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই উপকরণগুলোর অনেকগুলোই আপনাদের পূর্বে পরিচিত, কিন্তু কিছু কিছু নতুন উপকরণ যা আপনারা প্রথমবারের মতো ব্যবহার করবেন।
- তাদেরকে বলুন, যে ধরনের উপকরণ সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে-

পোস্টার : ১২

উপকরণের তালিকা

১. বিচি. পাথর, ছবির ফ্লাশকার্ড

২. শত ও দশের আঁটি এবং খোলা কাঠি 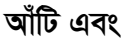

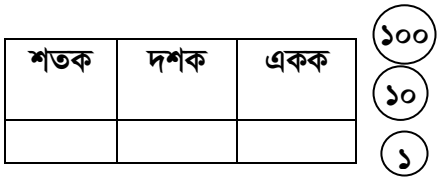

৩. শতক, দশক ও একক লেখা বেস কার্ড ও সংখ্যা কার্ড

৪. সংখ্যা কার্ড, ১০০------৯০০

১০ ------- ৯০

১ ------- ৯

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০
১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০

৫. শত, দশ ও এক এর সংখ্যা চার্ট

৬. সংখ্যা কার্ড ৩ শতক | ৭দশক | ৫ একক ইত্যাদি

- আপনি একে একে উপকরণগুলোর সাথে অংশগ্রহণকারীগণের পরিচয় করান।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, কিছুক্ষণ পর আপনারা সবাই ছোট দলে এই উপকরণগুলোর সাহায্যে "সংখ্যা" শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, তখন উপকরণগুলোর ব্যবহার বিধি আপনাদের কাছে আরো স্পষ্ট হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে আপনি আবার স্মরণ করিয়ে দিন যে,
  ১. সংখ্যা হচ্ছে বস্তুর দলগত ধারণার প্রতীকি প্রকাশ;
  ২. নয়ের চেয়ে বড় সংখ্যা বা নয়ের চেয়ে বেশি পরিমান বস্তুর দলগত ধারণা প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করার জন্য, আমরা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই দশটি প্রতীক, যা অংক নামে পরিচিত, একটি বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী বারবার ব্যবহার করি।

পোস্টার: ১৩

- বস্তুর দলগত ধারণা বোঝানো;
- বস্তুর দলগত ধারণাকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা যায় তা বোঝানো;
- নয়ের চেয়ে বেশি বস্তুর দলগত ধারণা কীভাবে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই দশটি প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা বোঝানো। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের স্থানীয় মানের ধারণা স্পষ্ট করা।

- অংশগ্রহণকারীগণকে দৃষ্টি পোস্টার-১০ এর দিকে আকর্ষণ করে বলুন, গতদিন আমরা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করে দেখেছি গণিত বিষয়ে সংখ্যার ব্যাপ্তী তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ১০,০০০।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যদিও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সংখ্যার পরিধি ১০,০০০ পর্যন্ত। কিন্তু এই প্রশিক্ষণে সময়ের স্বল্পতার কারণে সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিধি রাখা হয়েছে ৯৯৯ পর্যন্ত, এবং নিচের ছক অনুযায়ী, সেই ধারণাগুলো বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে দেয়া হবে-

ক. সংখ্যা	১– ৯ পর্যন্ত
খ. শূণ্যের ধারণা	
গ. সংখ্যা	১০– ৩০ পর্যন্ত
ঘ. সংখ্যা	১০১– ২০০ পর্যন্ত

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন দুই অংকের সংখ্যার ধারণা ৩০ পর্যন্ত দেয়া হবে, কারণ ১০-৩০ পর্যন্ত সংখ্যা শিখন শেখানোর যে নিয়ম সে নিয়ম অনুসরণ করেই ৩১-৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, তিন অংকের সংখ্যার ধারণা ১০০–২০০ পর্যন্ত দেয়া হবে। কারণ ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ধারণা, অনুসরণ করে অংশগ্রহণকারীরা ২০১ থেকে ৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালনার করতে পারবেন। একইভাবে ১–৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা শিখন-শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে ১০০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারবেন।

কাজ– ২ : উপকরণ তৈরি ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যেহেতু আমরা এই উপকরণগুলো দিয়ে ছোট দলে বসে সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবো, সে কারনে আমরা প্রতিটি দলের জন্য এক সেট করে উপকরণ তৈরি করবো। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই একই উপকরণ দিয়ে আমরা গণিতের বিষয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর (Area of Mathematics) ধারণা শিখন শেখানো কার্যক্রমেও ব্যবহার করবো। অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করে দিন এবং বলুন তারা ছোট দলে নিচের উপকরণগুলো তৈরি করবেন।

পোস্টার: ১৪

উপকরণের তালিকা

১. শতক, দশক ও একক লেখা বেস কার্ড ও সংখ্যা কার্ড

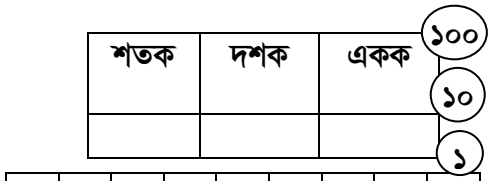

২. সংখ্যা কার্ড, ১০০------৯০০

১০ ------- ৯০

১ ------- ৯

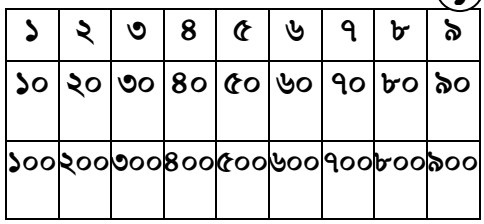

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০
১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০

৩. শত, দশ ও এক এর সংখ্যা চার্ট

৪. সংখ্যা কার্ড ৩ শতক | ৭দশক | ৫ একক ইত্যাদি

কাজ– ৩ : সংখ্যা শিখন শেখানো পদ্ধতি (১-১০,০০০) ১ ঘণ্টা

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনি ছোট দলে সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণকে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠদান কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে বলুন নিচের ছক অনুযায়ী আপনি সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ক. সংখ্যা	১– ৯ পর্যন্ত
খ. শূণ্যের ধারণা	
গ. সংখ্যা	১০– ৩০ পর্যন্ত
ঘ. সংখ্যা	১০১– ২০০ পর্যন্ত

ক) শিখন শেখানো পদ্ধতি ১-৯ পর্যন্ত :

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আপনারা দুইজন সহায়ক বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে কীভাবে ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করতে হবে তা ৭/৮ জনের দুইটি দলে বসে দেখাবেন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিক্ষার্থীদের বাস্তব উপকরণের সাহায্যে বস্তু / উপকরণের দলগত ধারণা এ দল নির্দেশক সংখ্যার নাম ও সংখ্যার প্রতীক চেনানো। অর্থাৎ

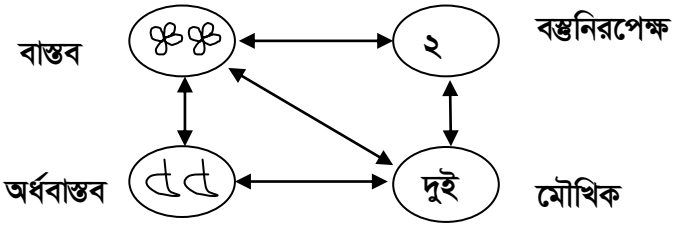

- বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ের এই পারস্পরিক সম্পর্কটি স্থাপন করা এবং "দুই" এই নামটির সাথে পরিচয় করানো। অংশগ্রহণকারীগণকে ৭/৮ জনের একটি ছোট দল নিয়ে কাজ শুরু করুন।
- প্রথমে পাঁচটি বিচি/পাথর নিন, পাচ জায়গায় রাখুন।

  ○ ○ ○ ○ ○
- এরপর অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এক, দ্বিতীয়টি থেকে ডানদিকে প্রতিটিতে আরো একটি করে দিন

  ○ ○○ ○○ ○○ ○○
- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রথমটি নির্দেশ করে বলুন এক এবং ডানদিকের পরবর্তী স্তুপগুলো দেখিয়ে বলুন দুই
- একইভাবে, বাঁ দিক থেকে তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চমটিতে আরো একটি করে বিচি রাখুন।

বলুন, এক, দুই, তিন - -

এইভাবে পাঁচটি স্তুপে বিচির সংখ্যা হবে

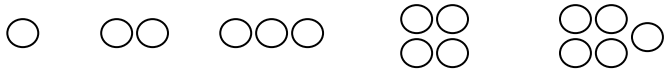

প্রতিটি স্তুপ নির্দেশ করে বলুন, এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচ....

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন দেখ প্রতি স্তুপে বিচি আগের স্তুপের চেয়ে একটি করে বেশি আছে।
- বিভিন্ন উপকরণ, যেমন কলম, বই ইত্যাদি দিয়ে, বারবার একই অনুশীলন করান।
- এরপর অর্ধবাস্তবে এই অনুশীলন করান। যেমন-

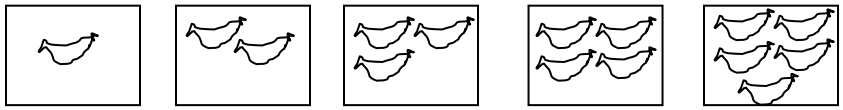

- অংশগ্রহণকারীদের ছবির বস্তু / প্রানী গণনা করতে বলুন। ছবিগুলো স্তুপ করা পাথরের নিচে মিল করে রাখতে বলুন।

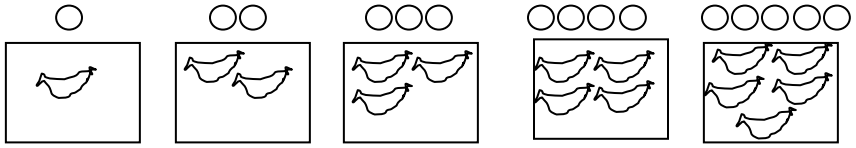

- পরবর্তীতে পাঁচজন অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছবি পাঁচটি দিন এবং প্রতিটি ছবির উপর একটি করে বিচি বা পাথর রাখতে বলুন এবং গণনা করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই যে প্রত্যেক দলে বিচি / পাথর / কাঠির যে দলগুলো/গুচ্ছ আছে এগুলোকে প্রকাশ করা যায় এভাবে লেখা যায় এভাবে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ।
- এবার আপনি প্রত্যেকটি স্তুপের নিচে সংখ্যা প্রতীক গুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫ রাখুন।

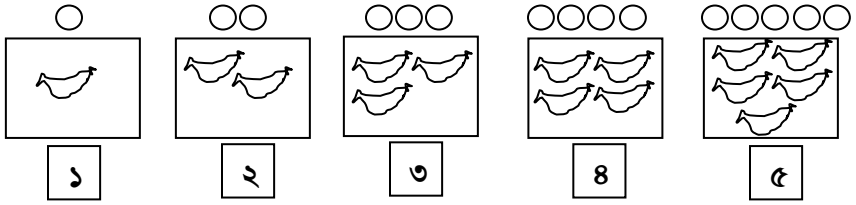

- এবার প্রত্যেকটি সংখ্যা কার্ডের সাথে বস্তুর দলগত ধারণার মিল করার চেষ্টা করুন। যেমন- এই যে দেখ এখানে দুটো কাঠি আছে, এই ছবিতে দুটো বল আছে, "দুই" কে লেখা হয় এভাবে ২। এমনি করে যতক্ষণ না শিক্ষার্থীরা বস্তুর দলগত ধারণার সাথে, সংখ্যার লিখিত রুপের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনা করতে না পারে, ততক্ষণ তাদেরকে এইভাবে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে। এজন্যে প্রয়োজনে আরো অনেক উপকরণের, খেলার সাহায্য নিতে পারেন। কয়েকটি খেলা প্রদর্শন করুন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বস্তুর দলগত ধারণার সাথে  ঐ দলগত ধারণা নির্দেশকারী সংখ্যা প্রতীকটি মিল করতে পারে।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, ঠিক একইভাবে ৬-৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীকগুলোর সাথে ঐ সংখ্যাগুলোর দলগত ধারণার মিল করানোর জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের কয়টি পৃষ্ঠা এর জন্য দেয়া আছে তা চিহ্নিত করতে বলুন, পৃষ্ঠা ৪ থেকে পৃষ্ঠা ২৫।

খ) শূণ্যের ধারণা

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এরপর আপনারা দুইজন সহায়ক ছোট দলে শূণ্যের ধারণা দেবেন। একই অনুশীলন বিভিন্ন সংখ্যক বিচি/পাথর/কাঠি বা অন্য বস্তু দিয়েও করতে পারেন। যেমন- ৭টি কাঠি, ৪টি বই ইত্যাদি।
- শূন্যের ধারণা দিতে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ পাথর বা বিচি সঙ্গে রাখুন।
- আপনি পরপর বাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায় দেখাবেন। একটি পাত্রে ৩টি বিচি বা পাথর রাখুন। জিজ্ঞেস করুন কয়টি আছে?
  ১. পাত্রের ৩টি বিচি বা পাথর থেকে ১টি সরিয়ে ফেলুন। জিজ্ঞেস করুন কয়টি আছে?
  ২. এভাবে পাত্রের সবগুলো বিচি বা পাথর সরিয়ে ফেলুন। যখন একটিও থাকবে না তখন জিজ্ঞেস করুন এখন কয়টি আছে? শিক্ষার্থীরা বলবে একটিও না।
  ৩. এবার আপনি তাদের বলুন এই না থাকা অবস্থাকে বলে শুন্য। শুন্যকে বোঝাতে শূন্য প্রতীক ০ লেখা কার্ড রাখুন। শিক্ষার্থীদের শূন্য '০' লেখা দেখিয়ে দিন।
- ১ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ২১ ও ২২ পৃষ্ঠার '০' ধারণা ছবির সাহায্যে কীভাবে দেয়া আছে তাও দেখান।

গ) ১০–১৯ পর্যন্ত সংখ্যার শিখন শেখানো কার্যক্রম

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আপনারা এখন ১০-৩০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর ধারণা বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের দেয়ার জন্য কীভাবে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করবেন তা ৭/৮ জনের দুইটি দলে দেখাবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিন, শিক্ষার্থীদের যতক্ষণ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা নির্দেশক দলগত ধারণা স্পষ্ট হবেনা এবং ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হবে না। শূন্যের ধারণা স্পষ্ট হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ১০ এবং ১০ এর চেয়ে বড় সংখ্যার ধারণা দেয়া যাবে না, কারণ ভিত্তি শক্ত না হলে তারা ১০ এর চেয়ে বড় সংখ্যার দলগত ধারণা আয়ত্ব করতে পারবে না, এবং দশমিক পদ্ধতিকে দশ এর চেয়ে বড় সংখ্যার লিখিত রূপের যে নিয়ম তাও আয়ত্ব করতে পারবে না।
- এবার দুইজন সহায়ক ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারীদের দুইটি দল নিয়ে গোল হয়ে বসুন। বলুন এখন শিক্ষার্থী আপনাদের ১০ এবং ১০ এর চেয়ে বড় ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর শিখন শেখানো পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনকে ৭টি কাঠি/ বিচি/ পাথর নিতে বলুন। গণনা করে বলতে বলুন কয়টি বিচি আছে, তারা বলবে ৭টি কাঠি/ বিচি, ৭ লেখা সংখ্যা কার্ডটি পাশে রাখুন।

  ○○○○○○○ ৭

- প্রত্যেককে আবার ১টি করে কাঠি/ বিচি/ পাথর নিতে বলুন। জিজ্ঞেস করুন কয়টি কাঠি/ বিচি? সবাই বলবে ৮টি। ৭ লেখা সংখ্যা কার্ডটি সরিয়ে ৮ লেখা সংখ্যা কার্ডটি রাখতে বলুন।

  ○○○○○○○○ ৮

- একইভাবে আবার আরও একটি বিচি নিতে বলুন এবং গণনা করে দেখতে বলুন কয়টি হলো? সবাই বলবে ৯টি। ৮ লেখা সংখ্যা কার্ডটি সরিয়ে ৯ লেখা সংখ্যা কার্ডটি রাখতে বলুন।

  ○○○○○○○○○ ৯

- এবার আবার একটি কাঠি নিতে বলুন। গণনা করতে বলুন। জিজ্ঞেস করুন কয়টি হলো? কোন শিক্ষার্থী বলতে পারলে আপনি তা সমর্থন করবেন, কিন্তু কেউ না পারলে বলুন-

এই উপকরণ গুচ্ছ/ দলের মান – দশ।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, তোমরা সবাই ১ থেকে ৯ পর্যন্ত লিখতে পার, তোমরা কী জান এই এই দশ কীভাবে লিখতে হয়? আমি তোমাদের এখন দশ কিভাবে লিখতে হয় তা দেখাবো। এরপর যে কোন একজনের কাঠি/ বিচি/ পাথর গুলোর নিচে ১০ লেখা সংখ্যাকার্ডটি রাখুন।

  ○○○○○○○○○○ ১০

- সবাইকে খেয়াল করতে বলুন, কীভাবে এটাকে লেখা হয়েছে। উল্লেখ করুন যে '১' ও '০' এই অংক দুইটি পাশাপাশি রেখে 'দশ' লেখা হয়েছে।

- আবার একটি করে কাঠি/ বিচি/ পাথর নিতে বলুন। আগের মতোই গণনা করতে বলুন– কোন শিক্ষার্থী সংখ্যার নাম জানলে, তাকে সমর্থন করুন, কোন শিক্ষার্থী বলতে না পারলে সংখ্যার নামটি বলে দিন। এগার এবং ১১ লেখা সংখ্যা কার্ডটি দেখান এবং ১০ লেখা পাশের স্তুপের নিচে রাখুন। একই পদ্ধতিতে উনিশ পর্যন্ত সংখ্যার বস্তুর দলগত বাস্তব ও অর্ধবাস্তব ধারণা এবং বস্তুনিরপেক্ষ সংখ্যা প্রতীকের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন।

  ○○○○○○১১ ----------১৯ ○○○○○○○○○
  ○○○○○ ○○○○○○○ ○○

- অংশগ্রহণকারীদের প্রথম শ্রেণির গণিত পাঠ্যবইয়ের ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৫৪ পর্যন্ত পৃষ্ঠা দেখতে বলুন, যেখানে ১০–১৯ পর্যন্ত সংখ্যার দলগত ধারণা অর্ধবাস্তবে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ঐ সম্পর্কিত অনুশীলন ও দেয়া হয়েছে।

- অংশগ্রহণকারীদের ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ টি করে কাঠি/ পাথর/ বিচির স্তুপগুলোর নির্দেশ করে বলুন, দেখো প্রত্যেক স্তুপে কতগুলো করে কাঠি/ পাথর/ বিচি আছে, আমাদের বারবার গণনা করতে হচ্ছে। এভাবে আরো বস্তুর পরিমান বেড়ে গেলে আমাদের বারবার গণনা করতে অনেক সময় নষ্ট হবে এবং গণনার সময় ভুল করারও অনেক সম্ভাবনা থাকে। একারণে আমরা সহজ একটি পদ্ধতিতে এগুলো গণনা করতে পারি। তোমাদের আমি দেখাবো কেমন করে গণনা করতে হয়।
- দশটি কাঠির স্তুপের কাঠিগুলোকে একটি আঁটিতে বেঁধে ফেলুন। বলুন দেখো এই দশটি কাঠিকে একটি আঁটিতে বেঁধে ফেললাম। এভাবে এগার, বার, তের --------- এবং উনিশটি কাঠির স্তুপগুলো থেকে দশটি কাঠির আঁটি বাধুন।
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রতিক্ষেত্রে কয়টি আঁটি এবং কয়টি কাঠি হলো? অংশগ্রহণকারীরা বলবে বা আপনি বলুন,

দশ --- ১টি দশের আঁটি

এগার --- ১টি দশের আঁটি ও ১টি খোলা কাঠি

বার --- ১টি দশের আঁটি ও ২টি খোলা কাঠি

- এভাবে উনিশ পর্যন্ত উপকরণগুলো দশের আঁটি ও খোলা কাঠি হিসেবে প্রকাশ করুন।

এবার এগার ও বার ... ... সংখা কার্ডগুলো পাশে রেখে বলুন

১০ --- দশ --- ১ দশ

১১ --- এগার --- ১ দশ ১

;

;

;

১৯ --- উনিশ --- ১ দশ ৯

- অংশগ্রহণকারীদের প্রথম শ্রেণির গণিত পাঠ্যবইয়ের ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা খুলতে বলুন এবং কীভাবে ১০ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রথমে এক এক করে গণনা করে এবং পরবর্তীতে দশ দশ করে গণনা করা হয়েছে, সেদিকে সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

এবার অর্ধবাস্তবে আঁটি ও কাঠির ছবি আঁকতে বলুন।

১০ --- ⋕ ----- ১ দশ

১১ --- ⋕ ----- ১ দশ ১

১২ --- ⋕|| ----- ১ দশ ২

;

১৯ --- ⋕||卌 ----- ১ দশ ৯

- অন্য উপকরণগুলোর সাহায্যেও ১০ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দিন, যেমন- বেস বোর্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে,

১১→

দশক	একক
⑩	①

১৬→

দশক	একক
⑩	① ① ① ① ① ①

- অংশগ্রহণকারীগণকে সংখ্যাগুলো বেস বোর্ডে দেখাতে বলুন এবং পরবর্তীতে খাতায় এঁকে দেখাতে বলুন।

এবার

১০ সংখ্যা কার্ডটি নিন ও ৬ সংখ্যা কার্ডটি নিন। এবার ১০ সংখ্যা কার্ডটির ০ এর উপর ৬ সংখ্যা কার্ডটি রাখুন। বলুন,

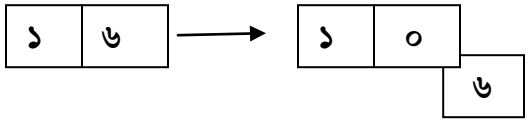

ঘ) ২০–৯৯ পর্যন্ত উপকরণ গণনা, সংখ্যা পড়া ও লেখা

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ১৯টি খোলা কাঠির সাথে ১টি কাঠি নিলে কয়টি হলো? বলবে ২০টি। ২০ লেখা সংখ্যা কার্ডটি পাশে রাখুন। এবার একটি একটি করে কাঠি বাড়িয়ে ২৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে দিন। অর্থাৎ একটি একটি করে বাস্তব উপকরণ বাড়িয়ে বস্তুর দলগত ধারণার সাথে সংখ্যার লিখিত রূপের পরিচয় করান।
- এরপর ঠিক আগের মতোই কাঠিগুলোকে ১০টি করে আঁটি বাধুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এবার কয়টি করে আঁটি হলো? এবার সংখ্যা কার্ডগুলো পাশে রেখে বলুন।

২০ ⟶ ২টি দশের আঁটি অর্থাৎ ২ দশ

২১ ⟶ ২টি দশের আঁটি ১টি খোলা কাঠি –– ২ দশ ১

;

;

২৯ ⟶ ২টি দশের আঁটি ৯টি খোলা কাঠি –– ২ দশ ৯

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ঠিক আগের মতোই ২০-৯৯ সংখ্যা শিখন শেখানোর আগে শিক্ষার্থীদের ১০-১৯ পর্যন্ত সংখ্যার দলগত ধারণা ও সংখ্যা প্রতীকের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে হবে।

অর্ধবাস্তবে ছবি আঁকতে বলুন-

২০ ⟶ ⋕⋕ ⟶ ২ দশ

২১ ⟶ ⋕⋕| ⟶ ২ দশ ১

২২ ⟶ ⋕⋕|| ⟶ ২ দশ ২

- এবং সংখ্যার

দশক	একক
⓵⓪ ⓵⓪	○○○ ○○○ ○○○

একইভাবে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে ২০–২৯ পর্যন্ত ধারণাগুলো স্পষ্ট করুন।

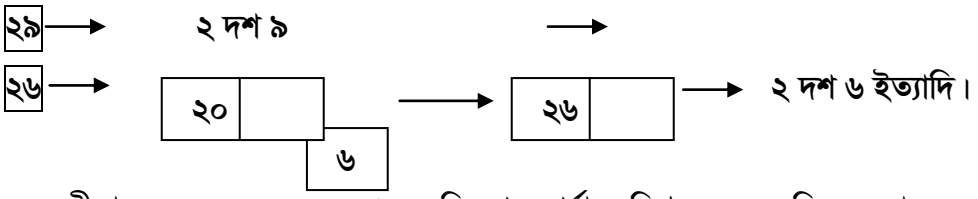

- এবং কীভাবে ২০, ২১ ------ ২৯ বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে লিখতে হয় সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। বলুন বা দিকের ২ হচ্ছে ২ দশ, ডান দিকের প্রতীকগুলো হচ্ছে এক।

- উনত্রিশটি কাঠি খোলা কাঠির সাথে বা ২টি দশের আঁটি এবং ৯টি খোলা কাঠির সাথে আরো একটি খোলা কাঠি যোগ করে ত্রিশটি কাঠিকে দশটি কাঠির আঁটি তৈরি করতে হবে। তিনটি দশের আঁটি হবে। বলুন যেভাবে ১০–২৯ পর্যন্ত সংখ্যার দলগত ও প্রতীকি ধারণা দেয়া হয়েছে সে নিয়ম অনুসরণ করে ৩০ থেকে ৯৯ পর্যন্ত বস্তুর দলগত ধারণা, একটি একটি করে ও দশটির আঁটির সাহায্যে দিতে হবে।

- এবং একইভাবে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে এই ধারণাগুলো দেয়া যাবে।

যেমন– ৬৪ ⟶ ৬ দশ ৪ ⟶ ৷৷৷৷

- একই সংখ্যা অন্য উপকরণগুলোর সাহায্যে লেখা যায় এভাবে

বেসকার্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

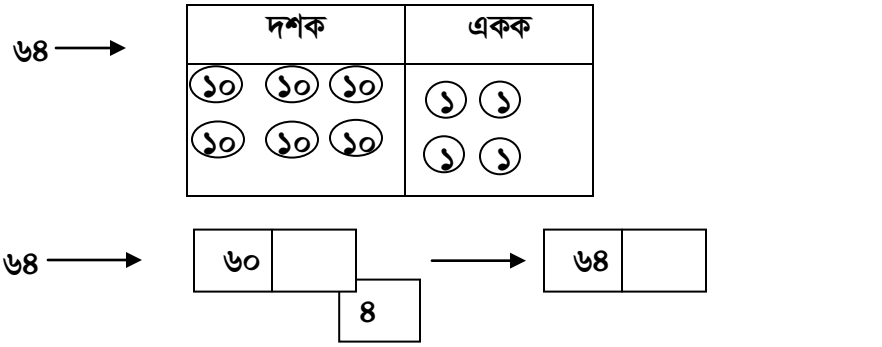

৬৪ ⟶

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০
১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০

ঙ) সংখ্যা শিখন শেখানো পদ্ধতি ১০০–২০০

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ধরা যাক শিক্ষার্থীদের ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা হয়ে গেছে এরপর ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দিতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যেই ১০০–২০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দিতে হবে যেমন- আঁটি, কাঠি, বেস বোর্ড ইত্যাদি। একইভাবে আরও একটি কাঠি দিয়ে ১০০টি কাঠিকে আবার ১০টি করে আঁটি বেঁধে ১০টির আঁটি করতে হবে এবং ১০টি ১০ এর আঁটি মিলে হবে একটি শতের আঁটি।

যেমন– আঁটি কাঠির সাহয্যে

১৪৩ ⟶ $\$\$\$\$|||$

১৬৭ ⟶

শ	দ	এ
①	○○○ ○○○	○○○ ○○○ ○

১৫৮ ⟶

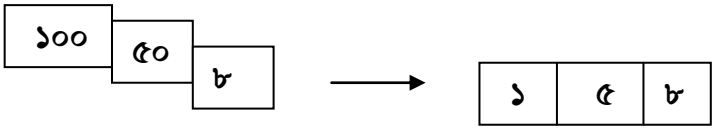

১৪৯ ⟶

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০
১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, সাধারণত শিক্ষার্থীরা ১০১ থেকে ১০৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে খুব ভূল করে কারণ দশকের স্থানে কোন অংক নেই বলে। বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে এই ধরনের সংখ্যাগুলো সঠিকভাবে লেখার নিয়ম দেখিয়ে দিন।

যেমন–

১০৪ ⟶

শতক	দশক	একক
① ০ ০		① ① ① ①

১০৬ ⟶

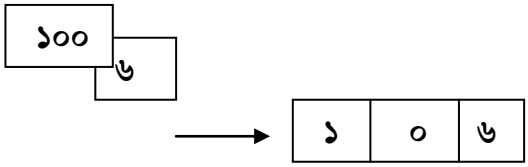

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন একইভাবে ২০১ – ৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দিতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ২০০ এর চেয়ে বড় কয়েকটি সংখ্যাকে, উপরের তিনটি উপকরণের সাহায্যে প্রকাশ করতে। যেমন-

৪৫৬ ⟶

শতক	দশক	একক
১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১

৩৪৯ ⟶

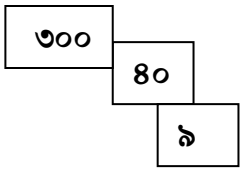

৫০১ ⟶

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০
১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০

কাজ–৪ : সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রম (১–৯৯৯) পর্যন্ত (অংশগ্রহণকারী) ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করে দিয়ে দলে বসে সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে বলুন। লক্ষ্য রাখুন প্রতি দলে যেন আপনার সাথে অংশগ্রহণকারী একজন থাকে সহায়তা দেয়ার জন্য। তারা প্রতি দলে বসে আপনার মতোই বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করবে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে শিখন- শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন।
- ছোট দলের কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। অংশগ্রহণকারীগণের মতামত শোনার পর, আপনি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আবার অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন।

১. উপকরণ দল/ গুচ্ছের প্রতীকি প্রকাশ সংখ্যা
২. সংখ্যার শিখন শেখানো কার্যক্রম বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে করতে হবে
৩. শূন্যের ধারণা
৪. ৯ এর চেয়ে বড় সংখ্যাগুলো ১ --------- ৯ এই প্রতীকগুলো দিয়ে করতে হবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে দৃষ্টি প্রথমদিন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করে গণিতের বিষয় অনুযায়ী যে ছক করা হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন পাঠ্যবইয়ে সংখ্যার ধারণা এবং অনুশীলনের জন্য যে কয়েকটি পৃষ্ঠা দেয়া আছে তা যথেষ্ট নয়। এ কারণে তাদের জন্য একই ধরনের আরো উপকরণ তৈরি করতে হবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে দৃষ্টি প্রথম শ্রেণির গণিত বইয়ের দিকে আকর্ষণ করে বলুন, শিক্ষার্থীদের প্রথমে ১–৯ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা, পড়া, লেখা, সংখ্যা পদ্ধতি, যোগ বিয়োগের ধারণা ও অনুশীলনী দেয়ার পর, ১০–৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দেয়া হবে এবং একইভাবে ১০-১৯ ধারণা দেয়ার পর ২০–৫০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দেয়া হবে। অংশগ্রহণকারীগণের তথ্যপত্র (দিন-১৩, অধি-১, তথ্যপত্র-১) সরবরাহ করুন।

দিন-১৩

অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম : সংখ্যা পদ্ধতি শিখন শেখানো কার্যক্রম (১–৯৯৯)।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগন-

১. **বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও প্রতীকের সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে সংখ্যা পদ্ধতি বিভিন্ন ধাপে (১-৯, ১০-২০, ২১-৯৯, ১০০-৯০০ পর্যন্ত) শিখন শেখানোর কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**

সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : আলোচনা

উপকরণ : ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা কার্ড ৫ সেট, ১-৯ পর্যন্ত ছবি কার্ড ৫ সেট, পাথর/বিচি, ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাকার্ড, তথ্যপত্র, পাঠ্যবই,আঁটি, কাঠি, ১০০ , ১০ ও ১ এর সংখ্যা কার্ড শতক, দশক, একক লেখা বেস কার্ড, সংখ্যা কার্ড, ১০০ , ১০ , ১ এর কার্ড

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : ভূমিকা আলোচনা **১৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, গত অধিবেশনে আমরা সংখ্যা শিখন শেখানো পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধিবেশনে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি। সংখ্যার অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? অংশগ্রহণকারীগণের উত্তর শোনার পর বলুন, 'সংখ্যা পদ্ধতি' হচ্ছে সংখ্যার কিছু বৈশিষ্ট্য যা সংখ্যার ধারণা অর্থাৎ বস্তুর দলগত ধারণার প্রতীকি প্রকাশকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। সংখ্যা পদ্ধতি বিষয়ক পোস্টার ঝুলিয়ে দিন।**

পোস্টারঃ ১৫

- **সংখ্যা পদ্ধতি (১–৯)**
  - **কম – বেশি**
  - **বড় – ছোট**
  - **ছোট থেকে বড়**
  - **বড় থেকে ছোট**
  - **পরে, আগে ও মাঝের সংখ্যা**
  - **জোড়-বিজোড়**

- **এই ধারণাগুলো শ্রেণিকক্ষে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে দেয়া হবে।**

পোস্টার: ১৬

- বাস্তব → কাঠি, বিচি ও অন্যান্য বাস্তব উপকরণ
- অর্ধবাস্তব→ ছবি, পাঠ্যবইয়ের ছবি
- বস্তুনিরপেক্ষ → প্রতীক

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যে ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে সংখ্যার ধারণা দেওয়ার কৌশল শিখেছেন, ঐ উপকরণগুলোই সংখ্যা পদ্ধতি শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনারা দুজন সহায়ক এখন ৭/৮ জনের দুইটি দল নিয়ে কীভাবে সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা দিতে হয় তা হাতে কলমে করে দেখাবেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদেরকে পর্যবেক্ষক হিসাবে পাঠদান কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের দৃষ্টি পোস্টার- এর প্রথম বুলেট দুইটির দিকে আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করুন, গণিত বিষয়ের এই ধারণাগুলো
  ১. কম– বেশি
  ২. ছোট– বড় বলতে কী বোঝায়?

অংশগ্রহণকারীগণের কয়েকজনের উত্তর শোনার পর বলুন,

১. দুইটি দলের/সেটের বস্তুর উপকরণের দলগত তুলনায় কম-বেশি ব্যবহার করা হয়

২. ঐ দলগুলোর পরিমান নির্দেশকারি সংখ্যার তুলনা করতে ছোট- বড় ব্যবহার করা হয়, যেমন–

(ক) (খ)

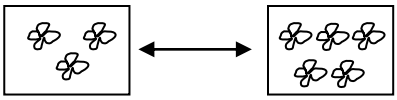

কম বেশি

১. অর্থাৎ প্রথম দলে দ্বিতীয় দলের তুলনায় কম ফুল আছে

২. দ্বিতীয় দলে প্রথম দল থেকে বেশি ফুল আছে

কিন্তু (ক) (খ)

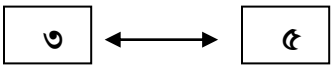

১. ৩ সংখ্যাটি ৫ সংখ্যাটির চেয়ে ছোট

২. ৫ সংখ্যাটি ৩ সংখ্যার চেয়ে বড়

- যেহেতু গণিতের সংখ্যা প্রতীককে একটি বিমূর্ত বিষয় এ কারণে সংখ্যা পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত সংখ্যার সবগুলো বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা শিখন শেখানো কার্যক্রমের মতোই।

১. বাস্তব,

২. অর্ধবাস্তব,

৩. বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে অনুশীলন করা হবে।

- এবং এ ধারণাগুলো ছোট দলে শিক্ষার্থীদের শিখন সামর্থ অনুযায়ী দেয়া হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যদিও তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সংখ্যার ব্যাপ্তি ১০,০০০ কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে অধিবেশনে সংখ্যা পদ্ধতির ব্যাপ্তি ৯৯৯ পর্যন্ত। অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি পোস্টার-১ এর দিকে আকর্ষণ করে বলুন

  ১০ – ৯৯ }
  ১০০ – ৯৯৯ } সংখ্যাগুলোর মধ্য থেকে যে কোন দুইটির সংখ্যা তুলনা করে ছোট–বড় নির্ণয় করতে হবে।

- এবং একইভাবে বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে তুলনার আগে বাস্তব ও অর্ধবাস্তবে তা অনুশীলন করবেন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, ২ অংক বিশিষ্ট ও ৩ অংক বিশিষ্ট যে কোন দুইটি সংখ্যার তুলনা করে বড় সংখ্যা দুইটির মধ্যে কোনটি বড় কোনটি ছোট তা নির্ণয় করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি পোস্টার ১৭ এর দিকে আকর্ষণ করে সম্ভাবনাগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পোস্টার: ১৭

১. সংখ্যা দুটি যদি ১০–৯৯ এর মধ্যে হয় তবে সম্ভাবনা হলো

ক) দুটি সংখ্যারই দশক ও এককের অংক দুইটি অসমান যেমন- ৪৫, ৫২; ৬৭, ২৩;

খ) দুটি সংখ্যারই দশকের অংক দুইটি সমান যেমন- ৬৩, ৬৫; ৪৪, ৪২

২. সংখ্যা দুইটি যদি ১০০ – ৯৯৯ এর মধ্যে হয় তবে সংখ্যা দুইটির বৈশিষ্ট্যেও হতে পারে

ক) সংখ্যা দুইটির শতক, দশক, এককের ঘরের অংক অসমান যেমন- ৪৫৩, ৬৭২; ৫৩৪, ২৫৬

খ) সংখ্যা দুইটির শতকের ঘরের অংক সমান কিন্তু দশক ও এককের ঘরের অংক অসমান যেমন– ৩২৭, ৩৬৩; ৬৫৪, ৬২৫

গ) সংখ্যা দুইটির শতকের, দশকের ঘরের অংক সমান কিন্তু এককের ঘরের অংক অসমান যেমন– ৪৭২, ৪৭৯; ৭৭৯, ৭৭২

- একইভাবে সংখ্যা দুইটির মান যদি ১০০০–৯৯৯৯ এর মধ্যে হয় একইভাবে সংখ্যা দুইটির বৈশিষ্ট্য কী কী হতে পারে সেটা নির্ণয় করতে বলুন।
- সংখ্যা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারণা সংখ্যার মতোই বিভিন্ন ধাপে দেয়া হবে যেমন-
  ১. ১–৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর
  ২. ১০–৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর
  ৩. ১০০–৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর

কাজ-২ : কম-বেশি, বড়- ছোট এর ধারণা ব্যাখ্যা (১-৯৯৯ পর্যন্ত) ১-৯ এর মধ্যে ১ঘন্টা

- অংশগ্রহণকারীগণকে নিয়ে ছোট দলে বসুন এবং দুইজনকে কিছু উপকরণ, কাঠি/ বিচি নিয়ে উপকরণগুলো গণনা করতে বলুন।



- জিজ্ঞেস করুন প্রত্যেকের কাছে কয়টি পাথর বা বিচি আছে? উভয়কে উপকরণগুলো পাশাপাশি এক এক করে মিল করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন কোন স্তুপে/ দলে বেশি বিচি আছে? তারা বলবে পাঁচটি এবং সাতটি বিচি আছে।

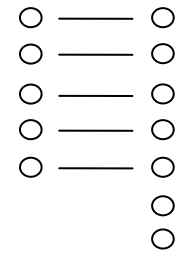

৫ ৭

- অংশগ্রহণকারীরা দুই দলের উপকরণগুলো এক এক করে মিল করবে। মিল করার পর যে স্তুপে বেশি আছে তা অর্থাৎ ৭টি বিচির স্তুপ নির্দেশ করবে। আপনি দুই দল/ স্তুপের নিচে সংখ্যা কার্ড দুইটি রাখুন এবং বলুন যেহেতু ৫টি কাঠি/ বিচি/ পাথর ৭টি কাঠি/ বিচি/ পাথর থেকে কম সেহেতু

৫ ছোট ৭ বড়

- এইভাবে অন্যদুইজনকে কিছু কাঠি দিয়ে পাশাপাশি রেখে এক এক করে মিল করতে বলুন। উভয়ের কাঠির পরিমান যেন ১-৯ এর মধ্যে হয়।

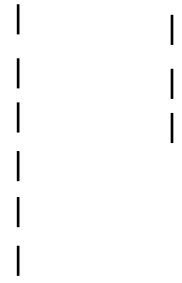

- ঐ দুইজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন প্রত্যেকটি দলে কাঠির সংখ্যা কত, এবং কাঠির সংখ্যা কোন দলটিতে বেশি আছে? তারা বলবে দল দুটিতে যথাক্রমে ৬টি কাঠি এবং ৩টি কাঠি আছে এবং ৬টি কাঠির দলটি নির্দেশ করে বলবে এখানে বেশি কাঠি আছে।
- ঐ শিক্ষার্থীদের এবার ৬টি এবং ৩টি উপকরণ আছে এমন দুইটি অর্ধবাস্তব উপকরণ / ফ্লাশ কার্ড ঐ কাঠিগুলোর উপর রাখতে বলুন।

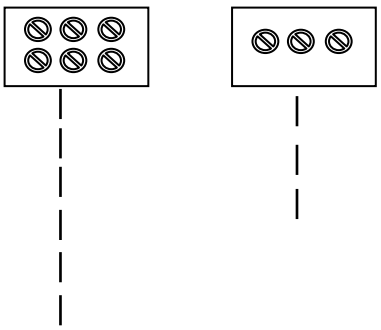

- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৬ এবং ৩ লেখা সংখ্যা কার্ডটি নিয়ে নির্দিষ্ট দলগুলোর নিচে রাখতে বলুন। তারা সংখ্যাকার্ডটি রাখবে

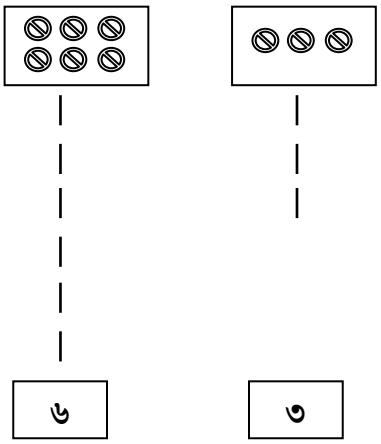

এবার ঐ ছোট দলের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলুন।
এখানে ৬টি কাঠি আছে ওখানে ৩টি কাঠি আছে সুতরাং এখানে কাঠির সংখ্যা বেশি ঐ স্তুপে কাঠির সংখ্যা কম।

ফ্লাশ কার্ডের উপকরণগুলোর ছবি দেখিয়ে বলুন, এখানে ৬টি বল ওখানে ৩টি বল
সুতরাং ৬টি বল যেখানে সেই দলটিতে বেশি আছে।
যেহেতু ৬টি কাঠি বা ৬টি বল ৩টি কাঠি বা ৩টি বলের চেয়ে বেশি,
সেহেতু আমরা বলতে পারি,

৬ সংখ্যাটি ৩ সংখ্যা থেকে বড়

এবং একইভাবে বলা যায়

যেহেতু ৩টি কাঠি বা ৩টি বল ৬টি কাঠি বা ৩টি বলের চেয়ে কম
সেহেতু আমরা বলতে পারি

৩ সংখ্যাটি ৬ সংখ্যা থেকে ছোট।

এভাবে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে

- ১-৯ টি উপকরণের দলগত ধারণা
- ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যার প্রতিকী ধারণার সাহায্যে
  - বেশি, কম
  - সংখ্যার ছোট-বড় / বড়-ছোট এর ধারণাগুলো স্পষ্ট করুন।

অর্থাৎ তারা যেন

- দুই সেট উপকরণ তুলনা করে কম-বেশি / বেশি-কমের ধারণা বলতে পারে

- দুইটি সংখ্যা তূলনা করে ছোট-বড় / বড়-ছোট বলতে পারে

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যে কোন দুইটির তূলনা এবং ছোট-বড় নির্ণয় করতে পারা শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরী, কারণ প্রাথমিক এই ধারণা পরবর্তীতে নয়ের চেয়ে বড় সংখ্যাগুলোর তুলনায় সাহায্য করে যেমন-

৩২ ও ২৪ কোনটি বড় কোনটি ছোট

৩২ ⟶ ৩ দশ ২

২৪ ⟶ ২ দশ ৪

যেহেতু ৩ বড় ২ ছোট সুতরাং ৩ দশ বড় ২ দশ ছোট

সুতরাং ৩ দশ ২ ৩২ বড়

২ দশ ৪ ২৪ ছোট

ইত্যাদি।

কম-বেশি, ছোট-বড় এর ধারণা দুই অংকের দুইটি সংখ্যার তূলনা (১০–৯৯ পর্যন্ত)

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আপনারা ছোট দুইটি দলে পোস্টারে দেয়া নিয়মানুযায়ী সংখ্যাগুলোর তূলনা কীভাবে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে করতে হবে তা এই অনুশীলনগুলো করবেন এবং পরবর্তীতে তারা ছোট দলে তা অনুশীলন করবে।

১ (ক) দুটি সংখ্যারই দশক ও এককের অংক দুইটি অসমান যেমন- ৪৫, ৫২

- অংশগ্রহণকারীগণের একজনকে বলুন

➢ আঁটি কাঠির সাহায্যে সংখ্যা দুইটি প্রকাশ করতে

➢ অন্যজন

দশক	একক

বেস বোর্ড ও সংখ্যা কার্ড ① ⑩ দিয়ে প্রকাশ করবে

➢ আরেকজন ৪০ ৫ ৫০ ২ এই উপকরণ দিয়ে প্রকাশ করে

এই সংখ্যা কার্ড দিয়ে প্রকাশ করবে

অন্যদের খাতায় অর্ধবাস্তবে ছবি আঁকতে বলুন

$ $ $ $ | | | | ⟶ ৪৫

$ $ $ $ $ | | ⟶ ৫২

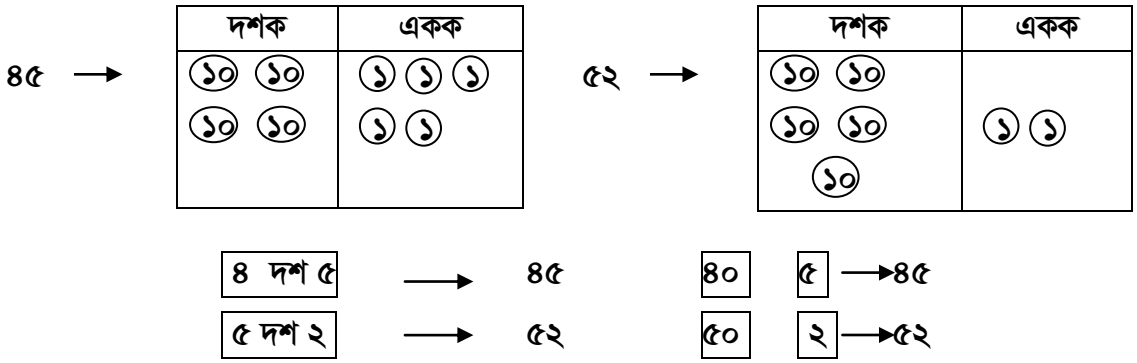

৪ দশ ৫	⟶	৪৫	৪০	৫	⟶৪৫
৫ দশ ২	⟶	৫২	৫০	২	⟶৫২

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন দুই অংক বিশিষ্ট সংখ্যার ছোট বড় নির্ণয় করার জন্য প্রথমে দশকের ঘরের তূলনা করতে হয়। যদি সংখ্যা দুইটির দশকের অংক সমান না হয় তাহলে যে সংখ্যাটি দশকের অংক বড় সেটিই বড়। আপনি বাস্তব উপকরণগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন কোন দলটিতে বেশি দশ আছে? আমরা জানি যে দলটিতে বেশি দশ আছে সেই দলের নির্দেশকারি সংখ্যাটি বড়। সুতরাং এখানে

  ৪৫ ছোট ৫২ বড়; বা ৫২ বড় ৪৫ ছোট

১ (খ) দুটি সংখ্যারই দশকের অংক দুইটি সমান যেমন- ৬৩, ৬৫; ৪৪, ৪২

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যদি দুইটি সংখ্যার দশকের অংক সমান হয় তাহলে এককের অংক তুলনা করতে হয়। অংশগ্রহণকারীদের একই নিয়ম অনুসরণ করে ৪৭ ও ৪৬ সংখ্যা দুটো তুলনা করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের একই নিয়ম অনুসরণ করে অন্য আরো কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন।
- বাস্তব পর্যায়ে ৪৭ ও ৪৬ কে আঁটি কাঠি ও বেস বোর্ডের ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে প্রকাশ করতে বলুন এবং খাতায় ছবি আকঁতে বলুন।

৪৭ ⟶ $\$\$\$\$|||||||$

৪৬⟶ $\$\$\$\$||||||$

সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

৪০	৬	⟶	৪৬
৪০	৭	⟶	৪৭

৪ দশ	৬	⟶	৪৬
৪ দশ	৭	⟶	৪৭

দশক	একক
১০ ১০	১ ১ ১ ১
১০ ১০	১ ১ ১

⟹ ৪৭

৪৬

দশক	একক
১০ ১০	১ ১ ১ ১
১০ ১০	১ ১

⟹

- ছোট দলের অংশগ্রহণকারীদের দশকের ও এককের উপকরণগুলো এক এক করে মিল করতে বলুন। মিল করার পর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলুন, যেহেতু দশের আঁটি কার্ডের পরিমান সমান। সুতরাং এককের কাঠি বা কার্ড তুলনা করে বলতে পারি ৭টি কাঠি বেশি। সুতরাং বলা যায় ৪৭ বড় ৪৬ ছোট বা ৪৬ ছোট ৪৭ বড়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিন তূলনার সময় দুই দল উপকরণের তূলনা করে কম- বেশির ধারণা থেকে বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে সংখ্যার বড় ছোটর ধারনাতে পৌছানো হয়েছে। সেই যুক্তিটি বার বার শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।

২. তিন অংকের দুইটি সংখ্যার তূলনা কম-বেশি, ছোট-বড় (১০০–৯৯৯)

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ১০০ এর চেয়ে বড় সংখ্যার তুলনা করবে। ছোট দলের অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই একই নিয়মে ১০০–৯৯৯ পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার তুলনা করতে। ছোট দলের অংশগ্রহণকারীদের ৩১৪, ৫২৪ সংখ্যা দুইটিকে বাস্তব ও অর্ধবাস্তবে খাতায় একে দেখাতে বলুন।

ক) আঁটি কাঠির সাহায্যে

৩১৪ ⟶ $ $ $ $ ||||

৫২৪ ⟶ $ $ $ $ $ $ $ ||||

খ) বেস বোর্ডের সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

৩১৪ ⟶

শতক	দশক	একক
১০০ ১০০ ১০০	১০	১ ১ ১ ১

৫২৪ ⟶

শতক	দশক	একক
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০	১ ১ ১ ১

সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

৩১৪ ⟶	৩ শত	১ দশ	৪
৫২৪ ⟶	৫ শত	২ দশ	৪

সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

৩১৪ ⟶	৩০০	১০	৪
৫২৪ ⟶	৫০০	২০	৪

- ছোট দলের অংশগ্রহণকারীদের যেহেতু সংখ্যা দুইটির যেটির শতকের পরিমান বেশি, বলা যায় যে, যে দলে শতকের পরিমান বেশি সেই সংখ্যাটি বড়

  ∴ ৫২৪ বড় ৩১৪ ছোট

- ছোট দলের অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন একই নিয়মেই তিন অংক বিশিষ্ট দুইটি সংখ্যা যাদের শতকের অংক সমান এবং তিন অংক বিশিষ্ট ২টি সংখ্যা যাদের শতক ও দশকের অংক দুইটিই সমান; কোনটি বড় কোনটি ছোট তা নির্ণয় করা যাবে।

কাজ-৩ : উপকরণ কম-বেশি, সংখ্যা ছোট-বড় ধারণা (অংশগ্রহনকারী) ৬০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করে দিন। খেয়াল রাখবেন প্রতিটি দলে যেন আপনাদের সাথে যে দলটি ছিল তাদের দুজন যেন থাকে। তাদের ছোট দলে সংখ্যার ছোট বড় উপকরণের কম-বেশি, সংখ্যার ছোট-বড় ধারণা অনুশীলন করতে বলুন।

১–৯	⟶	৪, ৬
১০–৯৯	⟶	৪৭, ৮৩ ; ৫৭, ৫৬
১০০–৯৯৯	⟶	৭৭৩, ৪৫৬ ; ২৩৪, ২৪৬ ; ৪৫৩, ৪৫৭
১০০০–৯৯৯৯		

- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনগুলো দেখতে বলুন।

- অংশগ্রহণকারীগণের অনুশীলন শেষে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।

কাজ– ৪: সংখ্যার অনুক্রম শিখন শেখানো কার্যক্রম (সহায়ক) ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং বলুন এখন আমরা সংখ্যার অনুক্রম শিখন শেখানো কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবো। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন সংখ্যার অনুক্রম বলতে তারা কী বোঝে? তাদের উত্তরগুলো শোনার পর বলুন, সংখ্যার অনুক্রম বলতে বোঝায় তিন বা ততোধিক সংখ্যা
  ১. ছোট থেকে বড় ক্রমে
  ২. বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজানো

যেমন– ক) ৭, ৩, ৪ এই সংখ্যা তিনটিকে বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজাও
খ) ৩৭, ১৮, ১৩২, ৭৯ সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজাও

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য দুইটি দুইটি করে সংখ্যার তুলনা করে ক্রমটি ঠিক করে নিবে। যেমন–

ক) ৭, ৩, ৪

৭ এবং ৩ এর মধ্যে ৭ বড় ৩ ছোট
৩ এবং ৪ এর মধ্যে ৪ বড় ৩ ছোট
৭ এবং ৪ এর মধ্যে ৭ বড় ৪ ছোট

∴ বড় থেকে ছোট অনুক্রম হচ্ছে ৭, ৪, ৩

খ) একইভাবে, ৩৭, ১৮, ১৩২, ৭৯ এখানে ১৩২ সবচেয়ে বড় কারণ এখানে শতক আছে

_____ _____ _____ ১৩২

বাকী ৩টি সংখ্যায় আছে

৩ দশ ৭
১ দশ ৮
৭ দশ ৯ ৭ দশ সবচেয়ে বড়

সুতরাং

_____ _____ ৭৯ ১৩২

৩ দশ ও ১ দশ ৩ দশ বড়

ছোট থেকে বড় ১৮ ৩২ ৭৯ ১৩২

- বোর্ডে আরো কয়েকটি সমস্যা দিন এবং সবাইকে খাতায় সমাধান করতে বলুন। দু/একজনকে বোর্ডে এনে সমাধান করতে বলুন। তবে সবাইকে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।

১. বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজাও

ক) ২৭, ৫৭, ১৮, ৩২

খ) ৪৭, ২৩৪, ১৬৩, ৮৭

২. ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজাও

ক) ৪৫৭, ৬৩৯, ১৩৪, ৮৯

খ) ৪৭, ২৮, ৭৭, ৩৪

কাজ-৫ : অনুক্রম শিখন শেখানো কার্যক্রম (অংশগ্রহনকারী) ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি ছোট দলে অনুক্রম শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে বলুন। দলীয় কাজ শেষ হলে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন যে দুইটি সংখ্যার ছোট, বড় নির্ণয় বা দুইয়ের অধিক সংখ্যাকে বড় থেকে ছোট বা ছোট থেকে বড় অনুক্রমে সাজানোর ধারণাগুলো শিক্ষার্থীদের অনেক বাস্তব বা অর্ধবাস্তব উপকরণের সাহায্যে দিতে হবে। এই অধিবেশনে ধারণাগুলো খুব দ্রুত দেয়া হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে এই কার্যক্রম চালাতে হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যদিও সংখ্যা পদ্ধতি আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন- জোড়, বিজোড়, ক্রমবাচক সংখ্যা, সময়ের স্বল্পতার কারণে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারণা এই প্রশিক্ষণে দেয়া হবে না। তারা পাঠ্যবইয়ের সাহায্যে ঐ ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কারো কোন প্রশ্ন আছে কীনা জিজ্ঞেস করুন। ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৪

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম : যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও প্রতীকের সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে যোগের ধারণা দেওয়ার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন ;

২. এক/ দুই/ তিন/ সংখ্যার সাথে আরেকটি এক/ দুই/ তিন/ সংখ্যার যোগের শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখা করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, ছোট দলে কাজ, বড় দলীয় আলোচনা।

উপকরণ : বিচি, পাথর, যোগ-বিয়োগ, আর, মিলে ও সমান চিহ্ন কার্ড, আঁটি, কাঠি, ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা কার্ড ৫ সেট, ১-৯ পর্যন্ত ছবি কার্ড ৫ সেট, পাথর/বিচি, তথ্যপত্র, পাঠ্যবই,১০০ , ১০ ও ১ এর সংখ্যা কার্ড শতক, দশক, একক লেখা বেস কার্ড,

প্রক্রিয়া :

কাজ-১: ভূমিকা আলোচনা **১৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই অধিবেশনে দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ কীভাবে করতে হবে তার আলোচনা ও অনুশীলন করা হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন 'সংখ্যা প্রতীক' একটি বিমূর্ত ধারণা এ কারণে সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করে যোগ করার আগে দুই বা ততোধিক উপকরণের দল/ গুচ্ছ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের যোগের ধারণা স্পষ্ট করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যোগের ধারণা বলতে তারা কী বোঝে? তাদের উত্তর শোনার পর বলুন-**

যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক দল/ গুচ্ছ উপকরণ একত্র করা হয়, এবং একত্রিত উপকরণের পরিমান গণনা করা হয়, সেই প্রক্রিয়াই যোগের ধারণা।

যেমন-

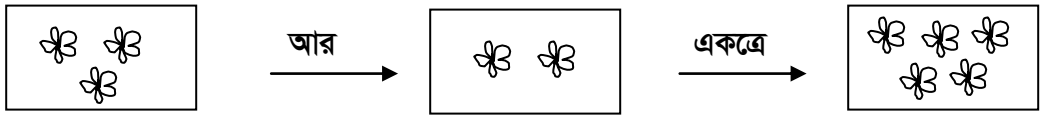

এখানে প্রথম গুচ্ছে ৩টি উপকরণ

দ্বিতীয় গুচ্ছে ২টি উপকরণ

এবং দুই গুচ্ছ উপকরণ মিলে উপকরণের পরিমান ৫টি

এই দুই গুচ্ছ উপকরণকে একসাথে করার প্রক্রিয়াকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা যায় এবং দুই গুচ্ছ উপকরণকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করার এই প্রক্রিয়াই যোগের ধারণা বা যোগ।

উপরের উদাহরণটি প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা যায় এভাবে

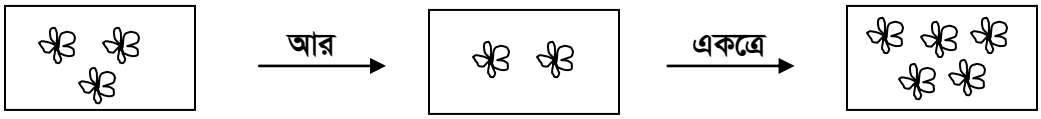

৩ + ২ = ৫

আমরা আগেই উপকরণের দলগত প্রকাশ সংখ্যা প্রতীক দিয়ে করেছি,

এখানে

"আর" এবং "একত্রে"

এই দুইটি প্রক্রিয়ার প্রতীক হলো

আর ⟶ +

একত্রে ⟶ =

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের দিয়ে যোগের ধারণার অনুশীলন "আর" এবং "একত্রে" দিয়ে করতে হবে। যখন যোগের ধারণা প্রকাশে সংখ্যা প্রতীক (০, ১, ------৯) ব্যবহার করা হবে, তখন আর এবং একত্রের জন্য প্রতীক (+, =) ব্যবহার করা হবে।

অংশগ্রহণকারীদের বলুন, সংখ্যার ব্যাপ্তি ও শ্রেণি অনুযায়ী যোগের ধারণা দেয়া হবে।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এরপর আপনারা দুইজন সহায়ক দুইটি ছোট দলে যোগের ধারণা ও যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন সময়ের স্বল্পতার কারনে, শুধুমাত্র
  ১. ১–৯ পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার যোগ (বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে)
  ২. ১০–৯৯ পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার যোগ (বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে)
  ৩. ১০০–৯৯৯ পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার যোগ (বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে)
- শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

কাজ-২: যোগ শিখন শেখানো কার্যক্রম ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

ক) ১–৯ পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার যোগ

- আপনি ৭/৮ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে গোল হয়ে বসুন। সাথে বিভিন্ন উপকরণ নিন,
- কাঠি/বিচি ও সংখ্যা কার্ড, + চিহ্ন ও = চিহ্ন কার্ড, আর ও একত্রে লেখা কার্ড

আপনি,

২টি কাঠি নিয়ে একজায়গায় রাখুন

৬টি কাঠি নিয়ে তার পাশে রাখুন।

- এবার আপনি বলুন, এই ২টি কাঠি আর ৬টি কাঠি একত্রে/ একসাথে করলাম, একজনকে কাঠিগুলো গণনা করতে বলুন। প্রশ্ন করুন কয়টি কাঠি হলো? বলবে ৮টি কাঠি।
- আপনি বলুন, এই ২টি কাঠি আর ৬টি কাঠি একত্রে ৮টি কাঠি হলো।
- এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে ভিন্ন পরিমান দুই গুচ্ছ/ দল/ কাঠি/ বিচি/ পাথর নিয়ে অনুশীলনটি করুন উপকরণগুলো একত্র করলে উপকরণের পরিমান যেন ৯ এর বেশি না হয় এবং প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন এভাবে

---- টি কাঠি/ বিচি/ পাথর আর ---- টি কাঠি/ বিচি/ পাথর একত্রে --- টি কাঠি/ বিচি/ পাথর

কয়েকবার অনুশীলনটি করার পর আপনি একপাশে ৪টি কাঠি রাখুন

তার পাশে ৩টি কাঠি রাখুন

- বলুন আমরা ৪টি কাঠি ও ৩টি কাঠি সংখ্যার প্রতীক দিয়ে কীভাবে লিখতে হয় সেটা শিখেছি, কে বলতে পারবে এই গুচ্ছ কাঠিগুলোর জন্য কোন কোন সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করবো।
- অংশগ্রহণকারীগণ ৪ ও ৩ সংখ্যা কার্ড দুইটি দেখাবে। সংখ্যা কার্ড দুইটি গুচ্ছ কাঠির গুচ্ছগুলির নিচে রাখুন এবং খাতায় ছবি আঁকুন।

|||| আর ||| একত্রে |||||||

৪ ৩ ৭

- তাদের বলুন, আমরা এই ৪টি আর ৩টি কাঠি একত্র করতে পারি। একত্র করলে আমরা ৭টি কাঠি পাই। তাদের বলুন, এই প্রক্রিয়া / কাজটি আমরা প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করতে পারি

আর ⟶ +

একত্রে ⟶ =

|||| আর ||| একত্রে |||||||

৪ + ৩ = ৭

- এভাবে দুইটি উপকরণ গুচ্ছে আর এবং একত্রে এর স্থলে + এবং = চিহ্ন দিয়ে কীভাবে দুইটি সংখ্যা প্রতীক যোগ করতে হয় তা অনুশীলন করান।
- অনুশীলনগুলো অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে করান। প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ২৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪ পর্যন্ত দেখতে বলুন।
  ১. বাস্তব পর্যায়ের উদাহরণ অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে প্রকাশ করতে বলুন।
  ২. অর্ধবাস্তব পর্যায়ের উদাহরণ বাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে প্রকাশ করতে বলুন।
  ৩. বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ের উদাহরণ বাস্তব ও অর্ধবাস্তবে প্রকাশ করতে বলুন।

যেমন-

৩ + ৫ = ৮

○○ আর ○○○ একত্রে ○○○○

○ ○○ ○○○○

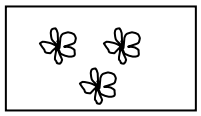 আর 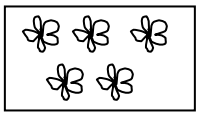 একত্রে 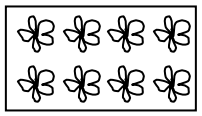

- অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনকে একই নিয়ম অনুসরণ করে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে কয়েকটি এ ধরনের যোগের সমস্যা সমাধান করতে বলুন। যোগফল যেন- ৯ এর বেশি না হয়।

খ) দুই অংকের সংখ্যার সাথে দুই অংকের সংখ্যার যোগ হাতে না রাখা ও হাতে রাখা (১০–৯৯)

হাতে না রাখা যোগ

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে এই সমস্যাগুলো করতে পারি, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা সব উপকরণ, সব সমস্যায় ব্যবহার করতে পারবো না, কিন্তু আপনারা শ্রেণিকক্ষে একই সমস্যায় যত বেশি উপকরণ ব্যবহার করবেন, ততই শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের খাতায় দুইটি সমস্যা লিখতে বলুন।

৫৪	৩৪
+ ২৩	+ ৫১

১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি আঁটি কাঠির সাহায্যে সমাধান করতে

২. দলের বাকি অর্ধেক কে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০) ও (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করতে

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি

সুতরাং প্রথম সমস্যায়,

৫৪ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি

২৩ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

অংশগ্রহণকারী বলবে,

৫৪ → ৫টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি

২৩ → ২টি দশের আঁটি ও ৩টি খোলা কাঠি

বলুন যেহেতু '+' হচ্ছে একত্র করা, আঁটি ও কাঠি একত্রে কয়টি হবে।

অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করে বলবেন,

৭টি দশের আঁটি ও ৭টি খোলা কাঠি

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন কত হল

তারা বলবে, ৭ দশ – ৭০
৭ এক – ৭ } ৭৭

∴ ৫৪
+ ২৩
৭৭

ঠিক একইভাবে

৩৪
+ ৫১

- এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০) ও (১) এর কার্ড স্থাপন করতে হবে অংশগ্রহণকারীদেও জিজ্ঞেস করুন প্রতিটি সংখ্যায় কয়টি করে লাগবে

  ৩৪ → ৩টি (১০) এর কার্ড ৪টি (১) এর কার্ড

  ৫১ → ৫টি (১০) এর কার্ড ১টি (১) এর কার্ড

বেস বোর্ডে বসাতে বলুন।

- বলুন যেহেতু যোগ করতে হবে, আমরা কার্ডগুলো একত্র করবো। গণনা করে বলতে বলুন কয়টি হলো ?
- তারা গণনা করে বলবে

  ৮টি (১০) এর কার্ড ও ৫টি (১) এর কার্ড

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন সংখ্যাটি কত হবে তারা বলবে

  ৮ দশ ৫ → ৮৫

সুতরাং ৩৪
+ ৫১
৮৫

- অংশগ্রহণকারীদের সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে এঁকে দেখাতে বলুন

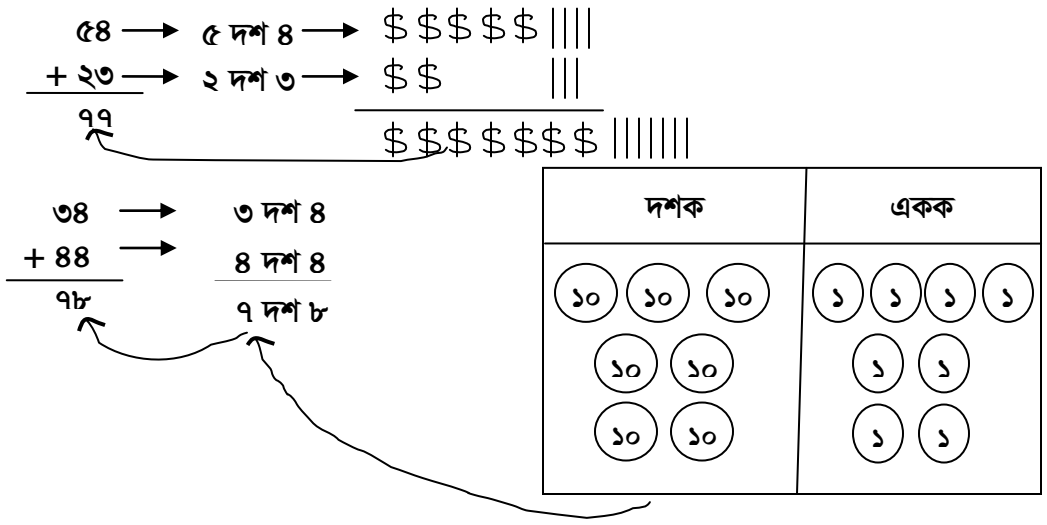

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, যদিও সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য শুধুমাত্র এক ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, প্রতিটি সমস্যায়ই দু'ধরনে উপকরণ ব্যবহার করা যাবে।

- অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনকে একই নিয়ম অনুসরণ করে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে কয়েকটি এ ধরনের যোগের সমস্যা সমাধান করতে বলুন।

হাতে রাখা যোগ :

- অংশগ্রহনকারীদের বলুন এবার আপনি দুই অংকের সংখ্যার সাথে দুই অংকের হাতে রাখা যোগের শিখন শেখা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দুইটি সমস্যা লিখুন

২৬	৩৫
+ ৪৭	+ ৫৭

১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি করতে আঁটি কাঠির সাহায্যে সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিতে।

২. দলের বাকি অর্ধেক অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০) ও (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করবে।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি

সুতরাং প্রথম সমস্যায়-

২৬ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

৪৭ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

- অংশগ্রহণকারীরা বলবে,

২৬ → ২টি দশের আঁটি ও ৬টি খোলা কাঠি।

৪৭ → ৪টি দশের আঁটি ও ৭টি খোলা কাঠি।

- বলুন যেহেতু '+' হচ্ছে একত্র করা, আঁটি ও কাঠি একত্র করে কয়টি হলো তা গণনা করতে হবে।

- অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করে বলবেন,
  ৬টি দশের আঁটি ও ১৩টি খোলা কাঠি

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন,

- এই ১৩টি কাঠি নিয়ে তারা কী করবেন? তারা বলবে যেহেতু এখানে কাঠির সংখ্যা ১০ এর বেশি, ১০টি কাঠি নিয়ে একটি আঁটি বাধতে হবে। তাহলে মোট ৭টি দশের আঁটি হবে এবং ৩টি খোলা কাঠি হবে৭ দশ ৩ = ৭৩

সুতরাং

২৬
+ ৪৭
৭৩

ঠিক একইভাবে

৩৫
+ ৫৭

- এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০) ও (১) এর কার্ড স্থাপন করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রতিটি সংখ্যায় কয়টি করে লাগবে

৩৫ → ৩টি (১০) এর কার্ড ৫টি (১) এর কার্ড

৫৭ → ৫টি (১০) এর কার্ড ৭টি (১) এর কার্ড

বেস বোর্ডে বসাতে বলুন।

- বলুন যেহেতু সংখ্যা যোগ করতে হবে, আমরা কার্ডগুলো একত্র করবো। গণনা করে বলতে বলুন কয়টি হলো ? তারা গণনা করে বলবে-

  ৮টি (১০) এর কার্ড ও ১২টি (১) এর কার্ড

- অংশগ্রহণকারীদের ১২টি (১) এর কার্ডের ১০টি বদলে ১টি (১০) এর কার্ড নিতে বলুন। এবার জিজ্ঞেস করুন মোট কতটি হলো তারা বলবে ৯টি (১০) এর কার্ড ও ২টি (১) এর কার্ড

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন সংখ্যাটি কত?

তারা বলবে ৯ দশ ২ → ৯২

সুতরাং
$$\begin{array}{r} ৩৫ \\ +\ ৫৭ \\ \hline ৯২ \end{array}$$

- অংশগ্রহণকারীদের সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে একে দেখাতে বলুন

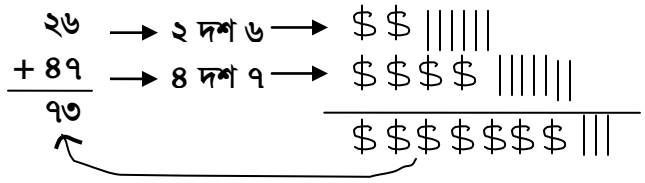

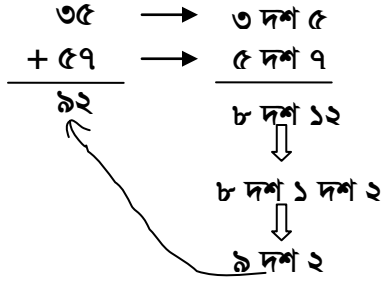

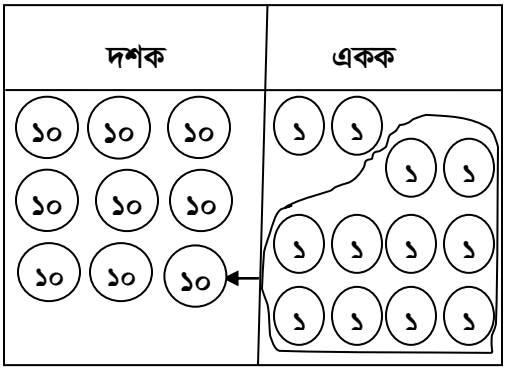

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে এই সমস্যাগুলো করতে পারি, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা সব উপকরণ সব সমস্যায় ব্যবহার করতে পারবো না, কিন্তু আপনারা শ্রেণিকক্ষে একই সমস্যায় যত বেশি উপকরণ ব্যবহার করবেন ততই শিক্ষার্থীদের হাতে রাখা যোগের ধারণা স্পষ্ট হবে।

গ) তিন অংকের সংখ্যার সাথে তিন অংকের সংখ্যার যোগ হাতে না রাখা ও রাখা (১০০-৯৯৯)

হাতে না রাখা

- অংশগ্রহণকারীদের খাতায় দুইটি সমস্যা লিখতে বলুন। তিন অংকের সংখ্যার সাথে তিন অংকের সংখ্যার যোগের সমস্যা

২৫৪	৫৩৪
+ ১২৩	+ ২৪৪

১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি করতে। আঁটি কাঠির সাহায্যে সমাধান করতে

২. দলের বাকি অর্ধেক কে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০) ও (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করতে

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি
- সুতরাং প্রথম সমস্যায়
  ২৫৪ → কয়টি শতের, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে
  ১২৩ → কয়টি শতের, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে
- অংশগ্রহণকারীরা বলবে,
  ২৫৪ → ২টি শতের আঁটি ৫টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি
  ১২৩ → ১টি শতের আঁটি ২টি দশের আঁটি ও ৩টি খোলা কাঠি
- বলুন যেহেতু '+' হচ্ছে একত্র করা, তাহলে আঁটি ও কাঠি একত্রে কয়টি হবে
- অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করে বলবেন,
  ৩টি শতের, ৭টি দশের আঁটি ও ৭টি খোলা কাঠি
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন কত হল?
  তারা বলবে, ৩ শত – ৩০০, ৭ দশ – ৭০, ৭ এক – ৭ } ৩৭৭

∴
```
  ২৫৪
+ ১২৩
-----
  ৩৭৭
```

ঠিক একইভাবে

```
  ৫৩৪
+ ২৪৩
-----
```

- এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০০), (১০) এর (১) কার্ড স্থাপন করতে হবে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রতিটি সংখ্যায় কয়টি করে লাগবে?

অংশগ্রহণকারীদের

৫৩৪ → ৫টি (১০০) এর কার্ড, ৩টি (১০) এর কার্ড ও ৪টি (১) এর কার্ড

২৪৩ → ২টি (১০০) এর কার্ড, ৪টি (১০) এর কার্ড ও ৩টি (১) এর কার্ড

বেস বোর্ডে বসাতে বলুন।

- বলুন যেহেতু সংখ্যা যোগ করতে হবে, আমরা কার্ডগুলো একত্র করবো। গণনা করে বলতে বলুন কয়টি হলো ? তারা গণনা করে বলবে-

৭টি (১০০) এর কার্ড, ৭টি (১০) এর কার্ড ও ৭টি (১) এর কার্ড

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, সংখ্যাটি কত হবে। তারা বলবে

৭ শত ৭ দশ ৭ এক → ৭৭৭

সুতরাং-

৫৩৪
+ ২৪৩
৭৭৭

অংশগ্রহণকারীদের সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে একে দেখাতে বলুন

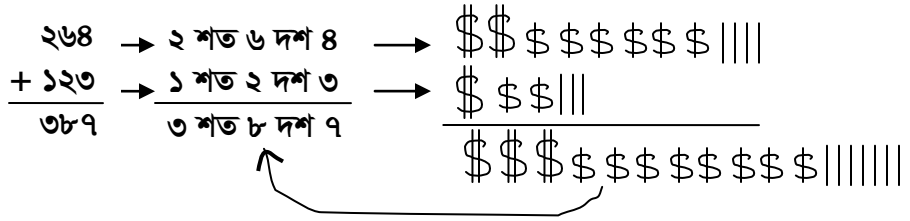

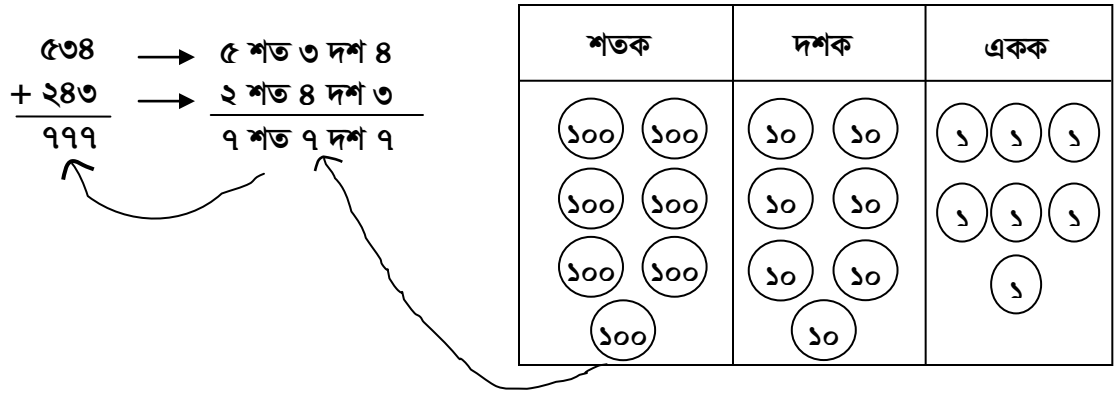

খ) তিন অংকের সাথে তিন অংকের সংখ্যার হাতে রাখা যোগ

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আপনি তিন অংকের সংখ্যার সাথে তিন অংকের সংখ্যার হাতে রাখা যোগের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনকে একই নিয়ম অনুসরণ করে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে কয়েকটি এ ধরনের যোগের সমস্যা সমাধান করতে বলুন। যোগফল যেন- ৯৯৯ এর বেশি না হয়।
- অংশগ্রহণকারীদের খাতায় দুইটি সমস্যা লিখতে বলুন।

২৩৪	৫৪৩
+ ৩৫৭	+ ২৭১

১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি করতে। আঁটি কাঠির সাহায্যে সমাধান করতে
২. দলের বাকি অর্ধেক কে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০) ও (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করতে

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণের গুচ্ছ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি।

সুতরাং প্রথম সমস্যায়

২৩৪ → কয়টি শতের, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে
৩৫৭ → কয়টি শতের, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

অংশগ্রহণকারীরা বলবে,

২৩৪ → ২টি শতের আঁটি ৩টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি
৩৫৭ → ৩টি শতের আঁটি ৫টি দশের আঁটি ও ৭টি খোলা কাঠি

- বলুন যেহেতু '+' হচ্ছে একত্র করা, তাহলে আঁটি ও কাঠি একত্রে কয়টি হবে?
- অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করে বলবেন,
  ৫টি শতের, ৮টি দশের আঁটি ও ১১টি খোলা কাঠি
- এই ১১টি কাঠিকে কী করা যাবে? অংশগ্রহণকারী বলবে ১০টি কাঠিকে ১টি ১০ এর আঁটি করা যাবে সুতরাং মোট ৫টি শতের আঁটি ৯টি দশের আঁটি ও ১টি খোলা কাঠি হবে।

সুতরাং সংখ্যাটি ৫৯১

∴
২৩৪
+ ৩৫৭
৫৯১

ঠিক একইভাবে,

৫৪৩
+ ২৭১

- এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০০) , (১০) ও (১) এর কার্ড স্থাপন করতে হবে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রতিটি সংখ্যায় কয়টি করে কার্ড লাগবে? তারা বলবে

  ৫৪৩ → ৫টি (১০০) এর কার্ড, ৪টি (১০) এর কার্ড ও ৩টি (১) এর কার্ড

  ২৭১ → ২টি (১০০) এর কার্ড, ৭টি (১০) এর কার্ড ও ১টি (১) এর কার্ড
  বেস বোর্ডে বসাতে বলুন।

- বলুন যেহেতু সংখ্যা যোগ করতে হবে, আমরা কার্ডগুলো একত্র করবো। গণনা করে বলতে বলুন কয়টি হলো ? তারা গণনা করে বলবে-

  ৭টি (১০০) এর কার্ড, ১১টি (১০) এর কার্ড ও ৪টি (১) এর কার্ড

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, ১১টি এর কার্ডের, ১০টি বদলে ১টি এর কার্ড নেয়া যাবে। সুতরাং কার্ডের সংখ্যা
  ৮ শত ১ দশ ৪ এক = ৮১৪

সুতরাং-
$$\begin{array}{r} ৫৪৩ \\ +\ ২৭১ \\ \hline ৮১৪ \end{array}$$

- অংশগ্রহণকারীদের সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে এঁকে দেখাতে বলুন।

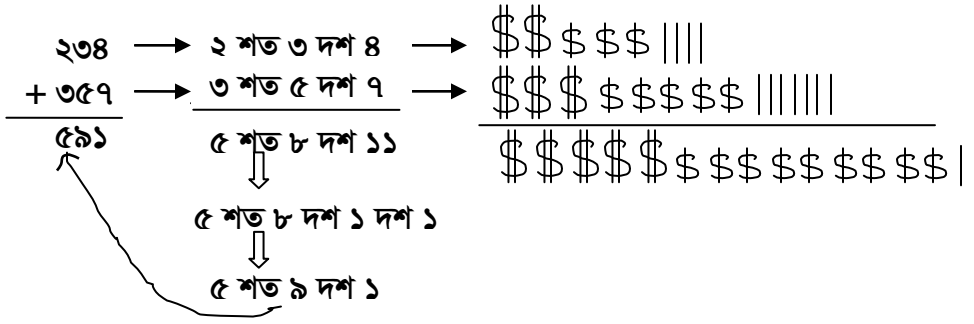

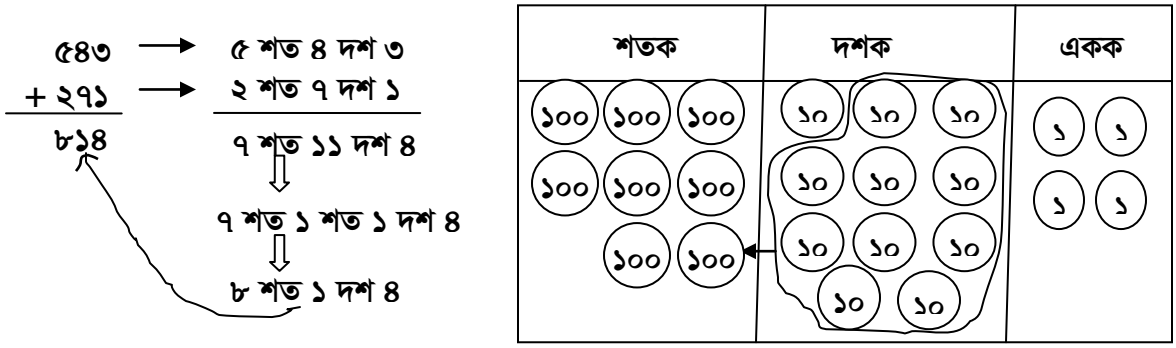

- অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনকে একই নিয়ম অনুসরণ করে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে কয়েকটি এ ধরনের যোগের সমস্যা সমাধান করতে বলুন। যোগফল যেন- ৯৯৯ এর বেশি না হয়।
- ছোট দলের কাজ শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারও কোন প্রশ্ন আছে কীনা জিজ্ঞেস করুন।

কাজ–৩ : যোগের ধারণা অনুশীলন (অংশগ্রহণকারীরা) ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করে দিন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন তারা ছোট দলে, সহায়কের সাথে যে ধারণাগুলো পেয়েছে তা অনুশীলন করবে। দলীয় কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীদের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। আগের মতোই অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দিন যে সময়ের স্বল্পতার কারণে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত যোগের সব ধারণা দেয়া যায়নি এবং এই ধারণাগুলো শিক্ষার্থীদের ধীরে ধীরে দিতে হবে। কারো কোন প্রশ্ন আছে কীনা জিজ্ঞেস করুন কোন প্রশ্ন না থাকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৪

অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম : বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগন-

১.বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও প্রতীকের সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে বিয়োগের ধারণা দেওয়ার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন ;

২.এক/ দুই/ তিন/ অংকের সংখ্যা থেকে এক/ দুই/ তিন/ অংকের সংখ্যার বিয়োগ করার কৌশল ব্যাখা করতে পারবেন।

সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা

উপকরণ : বিচি, পাথর, বিয়োগ, ও সমান চিহ্ন কার্ড, আঁটি, কাঠি, ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা কার্ড ৫ সেট, ১-৯ পর্যন্ত ছবি কার্ড ৫ সেট, পাথর/বিচি, তথ্যপত্র, ১০০ , ১০ ও ১ এর সংখ্যা কার্ড শতক, দশক, একক লেখা বেস কার্ড, গণিত পাঠ্যবই।

প্রক্রিয়া :

কাজ-১: ভূমিকা আলোচনা **১৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই অধিবেশনে এক থেকে অন্য আরেকটি সংখ্যা কীভাবে বিয়োগ করতে হবে তার আলোচনা ও অনুশীলন করা হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন 'সংখ্যা প্রতীক' একটি বিমূর্ত ধারণা এ কারণে সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করার আগে দুইবা ততোধিক উপকরণের দল/ গুচ্ছ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিয়োগের ধারণা স্পষ্ট করতে হবে।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন বিয়োগের ধারণা বলতে তারা কী বোঝে? তাদের উত্তর শোনার পর বলুন-**

যে প্রক্রিয়ায় একটি দল/ গুচ্ছ থেকে আরেক দল/ গুচ্ছ উপকরণ বাদ করা হয় এবং বাদ দেয়ার পর উপকরণগুলোর পরিমান গণনা করা হয়, সেই প্রক্রিয়াই বিয়োগের ধারণা।

যেমন-

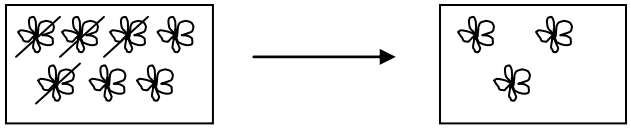

- **এখানে প্রথম গুচ্ছে ৭টি উপকরণ এবং প্রথম গুচ্ছ উপকরণ থেকে ৪টি উপকরণের আরেকটি গুচ্ছ বাদ দিলে থাকে ৩টি উপকরণের একটি গুচ্ছ।**

এই এক গুচ্ছ উপকরণ থেকে অন্য আরেকগুচ্ছ উপকরণ বাদ দেয়ার এই প্রক্রিয়াকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা যায় এবং এক গুচ্ছ উপকরণ থেকে আরেক গুচ্ছ উপকরণ বাদ দেয়ার এই প্রক্রিয়া প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করাই বিয়োগের ধারণা বা বিয়োগ।

উপরের উদাহরণটি প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা যায় এভাবে,

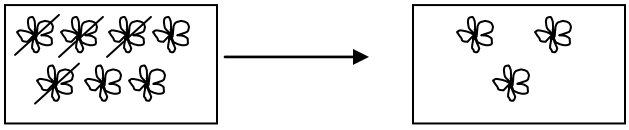

৭ – ৪ ৩

আমরা আগেই উপকরণের দলগত প্রকাশ সংখ্যা প্রতীক দিয়ে করেছি এখানে,

"থেকে" এবং "হলো"

এই দুইটি প্রক্রিয়ার প্রতীক হলো

থেকে $\rightarrow$ –

হলো $\rightarrow$ =

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণের দিয়ে বিয়োগের ধারণার অনুশীলন "থেকে" এবং "হলো" দিয়ে করতে হবে। বিয়োগের ধারণা প্রকাশে যখন সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করা হবে।
  বিয়োগের ধারণার প্রতীক (–, =) ব্যবহার করা হবে।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এরপর আপনারা দুজন সহায়ক দুইটি ছোট দলে বিয়োগের ধারণা ও বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। বলুন সময়ের স্বল্পতার কারনে, শুধুমাত্র
  ১. ১–৯ পর্যন্ত একটি সংখ্যা থেকে অন্য আরেকটি সংখ্যা বিয়োগ। সংখ্যার (বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে)
  ২. ১০–৯৯ পর্যন্ত একটি সংখ্যা থেকে অন্য আরেকটি সংখ্যা বিয়োগ। সংখ্যার (বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে)
  ৩. ১০০–৯৯৯ পর্যন্ত একটি সংখ্যা থেকে অন্য আরেকটি সংখ্যা বিয়োগ। সংখ্যার (বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে)

  শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

কাজ-২: বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

ক) ১–৯ পর্যন্ত একটি সংখ্যা থেকে অন্য আরেকটি সংখ্যা বিয়োগ

- অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে গোল হয়ে বসুন। সাথে বিভিন্ন উপকরণ নিন, কাঠি/বিচি ও সংখ্যা কার্ড, – চিহ্ন ও = চিহ্ন কার্ড, থেকে ও হলো লেখা কার্ড

আপনি একপাশে, ৬টি কাঠি নিয়ে রাখুন

এবার আপনি,

৬টি কাঠি থেকে ৪টি কাঠি সরিয়ে নিন। একজনকে কাঠিগুলো গণনা করতে বলুন। প্রশ্ন করুন কয়টি কাঠি হলো? বলবে ২টি কাঠি।

আপনি বলুন,

৬টি কাঠি থেকে ৪টি কাঠি বাদ দিলে হলো ২টি কাঠি।

- এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিমান এক গুচ্ছ/ দল কাঠি/ বিচি/ পাথর থেকে আরেক গুচ্ছ কাঠি/বিচি বাদ দেয়ার অনুশীলনটি করুন। বিয়োগফল যেন ৯ এর বেশি না হয় এবং প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন এভাবে

--- টি কাঠি/ বিচি/ পাথর থেকে --- টি কাঠি/ বিচি/ পাথর বাদ দিলে --- টি কাঠি/ বিচি/ পাথর থাকে

- কয়েকবার অনুশীলনটি করার পর আপনি একপাশে ৮টি কাঠি রাখুন এবং বলুন এখান থেকে ৫টি কাঠি বাদ দিব।
- বলুন আমরা ৮টি কাঠি ও ৫টি কাঠি সংখ্যার প্রতীক দিয়ে কীভাবে লিখতে হয় সেটা শিখেছি, কে বলতে পারবে, এই গুচ্ছ কাঠিগুলোর জন্য কোন কোন সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করবো।
- অংশগ্রহণকারীগণ ৮ ও ৫ সংখ্যা কার্ড দুইটি দেখাবে। সংখ্যা কার্ড দুইটি গুচ্ছ কাঠির গুচ্ছগুলির নিচে রাখুন এবং খাতায় ছবি আঁকুন।

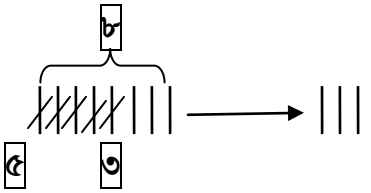

- তাদের বলুন, আমরা এই ৮টি থেকে ৫টি কাঠি বাদ দিতে পারি। বাদ দিলে আমরা ৩টি কাঠি পাই। তাদের বলুন, এই প্রক্রিয়া / কাজটি আমরা প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করতে পারি

থেকে ⟶ –

হলো ⟶ =

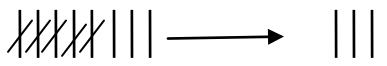

৮ – ৫ = ৩

- একাঢ ডপকরণ গুচ্ছ থেকে আরেকাঢ উপকরণ গুচ্ছ বাদ দিয়ে,

- বাদ এবং হলো '–' এবং '=' চিহ্ন দিয়ে কীভাবে দুইটি সংখ্যা প্রতীক বিয়োগ প্রক্রিয়া লিখতে তা অনুশীলন করান। অনুশীলনগুলো অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে করান। প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩৯ পর্যন্ত দেখতে বলুন।
  ১ বাস্তব পর্যায়ের উদাহরণ অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে প্রকাশ করতে বলুন।
  ২. অর্ধবাস্তব পর্যায়ের উদাহরণ বাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে প্রকাশ করতে বলুন।
  ৩. বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ের উদাহরণ বাস্তব ও অর্ধবাস্তবে প্রকাশ করতে বলুন।

বিভিন্ন সমস্যা প্রকাশ করতে বলুন।

যেমন- ৯ − ৪ = ৫

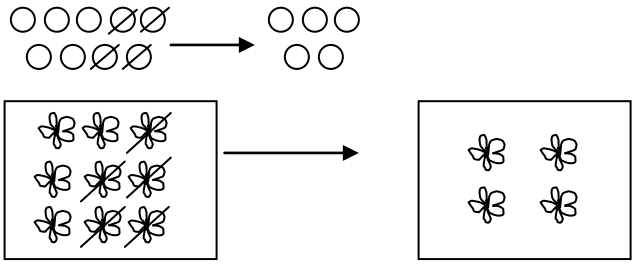

- অংশগ্রহণকারীগণকে কয়েকজনকে একই নিয়ম অনুসরণ করে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে কয়েকটি এ ধরনের যোগের সমস্যা সমাধান করতে বলুন। যোগফল যেন- ৯ এর বেশি না হয়।

খ) ১০–৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার বিয়োগ হাতে না রাখা ও হাতে রাখা

হাতে না রাখা বিয়োগ

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে এই সমস্যাগুলো করতে পারি, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা সব উপকরণ, সব সমস্যায় ব্যবহার করতে পারবো না, কিন্তু আপনারা শ্রেণিকক্ষে একই সমস্যায় যত বেশি উপকরণ ব্যবহার করবেন, ততই শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের খাতায় দুইটি সমস্যা লিখতে বলুন।

৬৪	৫৭
− ৩৩	− ৪৪

  ১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি করতে। আঁটি কাঠির সাহায্যে সমাধান করতে
  ২. দলের বাকি অর্ধেক কে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০) ও (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করতে
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি
- সুতরাং প্রশ্ন করুন প্রথম সমস্যায়

  ৬৪ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি

  ৩৩ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

- অংশগ্রহণকারীরা বলবে

  ৬৪ $\rightarrow$ ৬টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি

  ৩৩ $\rightarrow$ ৩টি দশের আঁটি ও ৩টি খোলা কাঠি

- বলুন যেহেতু '–' হচ্ছে উপকরণ বাদ দেয়া, প্রথম গুচ্ছ আঁটি থেকে দ্বিতীয় গুচ্ছ আঁটি কাঠি বাদ দিতে হবে।

- বাদ দেয়ার পর অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করে বলবেন,
  ৩টি দশের আঁটি ও ১টি খোলা কাঠি

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন কত হল?

তারা বলবে, ৩ দশ – ৩০
১ এক – ১ } ৩১

$\therefore$
$$\begin{array}{r} ৬৪ \\ -\ ৩৩ \\ \hline ৩১ \end{array}$$

ঠিক একইভাবে
$$\begin{array}{r} ৫৭ \\ -\ ৪৪ \\ \hline \end{array}$$

- এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০) ও (১) এর কার্ড স্থাপন করতে হবে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রথম সংখ্যাটির জন্য কয়টি করে লাগবে?

  ৫৭ $\rightarrow$ ৫টি (১০) এর কার্ড ৭টি (১) এর কার্ড

  ৪৪ $\rightarrow$ ৪টি (১০) এর কার্ড ৪টি (১) এর কার্ড

- বলুন যেহেতু বিয়োগ করতে হবে, প্রথম গুচ্ছ কার্ডগুলো থেকে দ্বিতীয় গুচ্ছ কার্ড দিবো। বাদ দেয়ার পর অংশগ্রহণকারীদের গণনা করে বলতে বলুন কয়টি হলো ?

তারা গণনা করে বলবে,

১টি (১০) এর কার্ড ও ৩টি (১) এর কার্ড

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন সংখ্যাটি কত হবে? তারা বলবে

  ১ দশ ৩ $\rightarrow$ ১৩

$\therefore$
$$\begin{array}{r} ৫৭ \\ -\ ৪৪ \\ \hline ১৩ \end{array}$$

- অংশগ্রহণকারীগণকে সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে একে দেখাতে বলুন

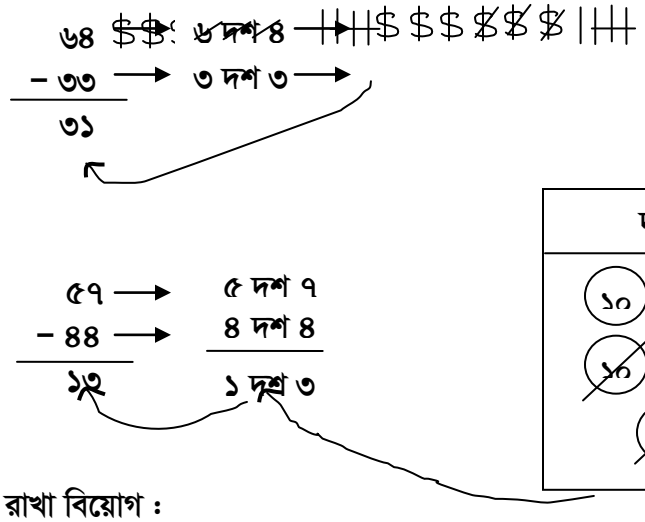

হাতে রাখা বিয়োগ :

- অংশগ্রহনকারীগণকেবলুন আপনি এখন দুই অংকের সংখ্যা থেকে দুই অংকের সংখ্যা (হাতে রাখা) বিয়োগ করবেন এবং আগের মতোই আপনি এর জন্য বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে শিখন শেখানো কার্যক্রমটি পরিচালনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের খাতায় দুইটি সমস্যা লিখতে বলুন।

  ৬৩ ৭৩
  – ৪৭ – ৫৮

  ১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি করতে আঁটি কাঠির সাহায্যে
  ২. দলের বাকি অর্ধেক কে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০) ও (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি
- সুতরাং প্রথম সমস্যায়-

  ৬৩ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

  ৪৭ → কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

- অংশগ্রহণকারীরা বলবে

  ৬৩ → ৬টি দশের আঁটি ও ৩টি খোলা কাঠি।

  ৪৭ → ৪টি দশের আঁটি ও ৭টি খোলা কাঠি।

- বলুন যেহেতু '–' হচ্ছে উপকরণ গুচ্ছ বাদ দেয়া ৬টি দশের ও ৩টি খোলা কাঠি থেকে ৪টি দশের ও ৭টি খোলা কাঠি বাদ দিতে হবে। বাদ দেয়ার পর অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করে বলবেন।

- অংশগ্রহণকারীগণ বলবে, ৩টি খোলা কাঠি থেকে ৭টি খোলা কাঠি বাদ দেয়া যায় না। তখন অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন ১টি দশের আঁটি খুলতে, জিজ্ঞেস করুন কয়টি খোলা কাঠি হলো, কয়টি দশের কাঠি হলো।

- অংশগ্রহণকারীরা বলবে,

  ৫টি দশের ও ১৩টি খোলা কাঠি এবং এর থেকে

  ৪টি দশের ও ৭টি খোলা কাঠি বাদ দিলে

থাকবে,

  ১টি দশের ও ৬টি খোলা কাঠি

অর্থাৎ ১৬

$$\begin{array}{r} ৬৩ \\ -\ ৪৭ \\ \hline ১৬ \end{array}$$

ঠিক একইভাবে

$$\begin{array}{r} ৭৩ \\ -\ ৫৮ \\ \hline \end{array}$$

- এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০) ও (১) এর কার্ড স্থাপন করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রথম সংখ্যার জন্য কয়টি লাগবে

  ৭৩ – ৭টি (১০) এর কার্ড ৩টি (১) এর কার্ড বেস বোর্ডে বসাতে বলুন এবং এই কার্ডগুলো থেকে

  ৫৮ – ৫টি (১০) এর কার্ড ৩টি (১) এর কার্ড সরাতে হবে কারণ আমরা সংখ্যা বিয়োগ করবো।

- বলুন যেহেতু বিয়োগ করতে হবে, প্রথম গুচ্ছ কার্ডগুলো থেকে দ্বিতীয় গুচ্ছ কার্ড দিবো। বাদ দেয়ার পর অংশগ্রহণকারীদের গণনা করে বলতে বলুন কয়টি রইলো ?

- অংশগ্রহণকারীরা বলবে ৩টি (১) এর কার্ড থেকে ৮টি (১) কার্ড বাদ দেয়া যায় না, সুতরাং ১টি (১০) এর কার্ডের বদলে ১০টি (১) এর কার্ড নিতে বলুন।

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন তাহলে

  ৭৩ ৬টি → (১০) এর কার্ড ১৩টি (১) এর কার্ড বেস বোর্ডে বসাতে বলুন এবং এই কার্ডগুলো থেকে

  ৫৮ ৫টি → (১০) এর কার্ড ৮টি (১) এর কার্ড বাদ দিতে হবে

থাকবে

  ১টি (১০) এর কার্ড ৫টি (১) এর কার্ড

অর্থাৎ সংখ্যাটি ১৫

সুতরাং-

$$\begin{array}{r} ৭৩ \\ -\ ৫৮ \\ \hline ১৫ \end{array}$$

অংশগ্রহণকারীদের সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে একে দেখাতে বলুন

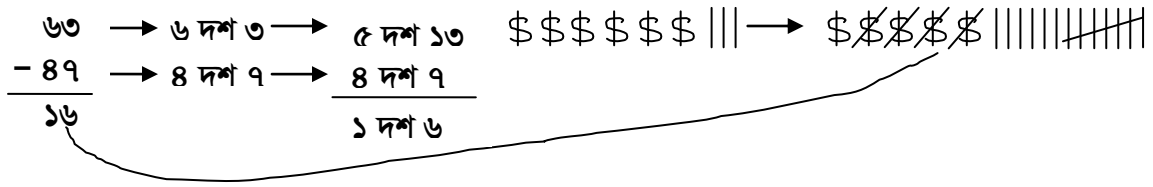

হাতে না রাখা বিয়োগ (তিন সংখ্যার থেকে তিন অংকের সংখ্যা)

- অংশগ্রহনকারীদের বলুন আপনি এখন তিন অংকের সংখ্যা থেকে তিন অংকের সংখ্যা বিয়োগ করবেন এবং আগের মতোই আপনি এর জন্য বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে শিখন শেখানো কার্যক্রমটি পরিচালনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের খাতায় দুইটি সমস্যা লিখতে বলুন।

৩৫৪	৬৭৬
– ২৩২	– ৪৫৪

১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি করতে আঁটি কাঠির সাহায্যে

২. দলের বাকি অর্ধেক কে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০) ও (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করবে।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি

সুতরাং প্রথম সমস্যায়-

৩৫৪ → কয়টি শতের আঁটি, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

২৩২ → কয়টি শতের আঁটি, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

- অংশগ্রহণকারীরা বলবে,

৩৫৪ → ৩টি শতের আঁটি, ৫টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি।
২৩২ → ২টি শতের আঁটি, ৩টি দশের আঁটি ও ২টি খোলা কাঠি।

- বলুন যেহেতু '–' হচ্ছে উপকরণ গুচ্ছ বাদ দেয়া ৩টি শতের, ৫টি দশের ও ৪টি খোলা কাঠি থেকে ২টি শতের, ৩টি দশের ও ২টি খোলা কাঠি বাদ দিতে হবে। বাদ দেয়ার পর অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করতে বলুন।

- অংশগ্রহণকারীরা গণনা করে বলবে,

১টি শতের আঁটি, ২টি দশের আঁটি ও ২টি খোলা কাঠি

অর্থাৎ ১২২

$$\begin{array}{r} ৩৫৪ \\ -\ ২৩২ \\ \hline ১২২ \end{array}$$

ঠিক একইভাবে

$$\begin{array}{r} ৬৭৬ \\ -\ ৪৫২ \\ \hline \end{array}$$

- এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০০), (১০)ও (১) এর কার্ড স্থাপন করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রথম সংখ্যার জন্য কয়টি কার্ড লাগবে?

৬৭৬ → ৬টি (১০০) এর কার্ড ৭টি (১০) এর কার্ড ৬টি (১) এর কার্ড বেস বোর্ডে বসাতে বলুন এবং এই কার্ডগুলো থেকে

৪৫২ →৪টি (১০০) এর কার্ড ৫টি (১০) এর কার্ড ২টি (১) এর কার্ড বাদ দিতে হবে

থাকবে

২টি (১০০) এর কার্ড ২টি (১০) এর কার্ড ৪টি (১) এর কার্ড

অর্থাৎ সংখ্যাটি ২২৪

সুতরাং-

$$\begin{array}{r} ৬৭৬ \\ -\ ৪৫২ \\ \hline ২২৪ \end{array}$$

- অংশগ্রহণকারীদের সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে একে দেখাতে বলুন

$$\begin{array}{r} ৩৫৪ \\ -\ ২৩২ \\ \hline ১২২ \end{array} \longrightarrow \$\$\$\$\$\$\$\$\$ ||||$$

- অংশগ্রহণকারীদের সমস্যা দুইটিকে অর্ধবাস্তবে এঁকে দেখাতে বলুন

$$\begin{array}{r} ৬৭৬ \\ -\ ৪৫২ \\ \hline ২২৪ \end{array}$$

শতক	দশক	একক
(১০০) (১০০)	(১০) (১০) ~~(১০)~~	(১) (১)
~~(১০০)~~ ~~(১০০)~~	~~(১০)~~ ~~(১০)~~ ~~(১০)~~	(১) (১)
~~(১০০)~~ ~~(১০০)~~	~~(১০)~~	~~(১)~~ ~~(১)~~

হাতে রাখা বিয়োগ :

- অংশগ্রহনকারীগণকে বলুন আপনি এখন তিন অংকের সংখ্যা থেকে তিন অংকের সংখ্যা হাতে রাখা বিয়োগ করবেন এবং আগের মতোই আপনি এর জন্য বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে শিখন শেখানো কার্যক্রমটি পরিচালনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের খাতায় দুইটি সমস্যা লিখতে বলুন।

৬৫৪	৭২৬
– ২৩৬	– ৩৫৩

১. দলের অর্ধেককে বলুন প্রথম সমস্যাটি করতে আঁটি কাঠির সাহায্যে

২. দলের বাকি অর্ধেক কে বলুন দ্বিতীয় সমস্যাটিকে বেস বোর্ড ও (১০০), (১০) (১) সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা গুচ্ছ উপকরণকে সংখ্যায় এবং সংখ্যাকে উপকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি

সুতরাং প্রথম সমস্যায়-

৬৫৪ ---- কয়টি শতের আঁটি, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

২৩৬ ---- কয়টি শতের আঁটি, কয়টি দশের আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি লাগবে

- অংশগ্রহণকারীরা বলবে,

৬৫৪ --- ৬টি শতের আঁটি, ৫টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি

২৩৬ --- ২টি শতের আঁটি, ৩টি দশের আঁটি ও ৬টি খোলা কাঠি

- বলুন যেহেতু '–' হচ্ছে উপকরণ গুচ্ছ বাদ দেয়া ৬টি শতের, ৫টি দশের ও ৪টি খোলা কাঠি থেকে ২টি শতের, ৩টি দশের ও ৬টি খোলা কাঠি বাদ দিতে হবে। বাদ দেয়ার পর অংশগ্রহণকারীরা আঁটি ও কাঠি গণনা করবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণ বলবে, ৪টি খোলা কাঠি থেকে ৬টি খোলা কাঠি বাদ দেয়া যায় না। তখন অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন ১টি দশের আঁটি খুলতে জিজ্ঞেস করুন কয়টি খোলা কাঠি, দশের ও শতের কাঠি হলো।
- অংশগ্রহণকারীরা বলবে

৬টি শতের ৪টি দশের ও ১৪টি খোলা কাঠি এবং এর থেকে
২টি শতের ৩টি দশের ও ৬টি খোলা কাঠি

বাদ দিলে থাকবে

৪টি শতের ৩টি দশের ও ৮টি খোলা কাঠি

অর্থাৎ ৪১৮

৬৫৪
– ২৩৬
৪১৮

ঠিক একইভাবে

৭২৬
– ৩৫৩

এই সমস্যাটির জন্য বেস বোর্ডে (১০০), (১০) ও (১) এর কার্ড স্থাপন করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রথম সংখ্যার জন্য কয়টি লাগবে

৭২৬ → ৭টি (১০০) ২টি (১০) এর কার্ড ৬টি (১) এর কার্ড বেস বোর্ডে বসাতে বলুন এবং এই কার্ডগুলো থেকে

৩৫৩ → ৩টি (১০০) ৫টি (১০) এর কার্ড ৩টি (১) এর কার্ড বাদ দিতে বলুন

অংশগ্রহণকারীরা বলবে ৬টি (১) এর কার্ড থেকে ৩টি (১) এর কার্ড বাদ দেয়া যায় কিন্তু ২টি (১০) এর কার্ড থেকে ৫টি এর কার্ড বাদ (১০) যাবে না।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, ১টি (১০০) এর কার্ডের বদলে ১০টি (১০) এর কার্ড নেয়া যাবে।
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, তাহলে ৭২৬ কে প্রকাশ করতে মোট (১০০) (১০) (১) এর কার্ড কতগুলো লাগবে? অংশগ্রহণকারীরা বলবে

  ৭২৬ ⟶ ৬টি (১০০) ১২টি (১০) ও ৬টি (১) এর কার্ড

এখান থেকে

৩৫৩ ⟶ ৩টি (১০০) ৫টি (১০) ও ৩টি (১) এর কার্ড বাদ দিতে হবে,

বাদ দেয়ার পর

৩টি (১০০) ২টি (১০) ৩টি (১) এর কার্ড থাকবে।

অর্থাৎ সংখ্যাটি ৩৭৩

সুতরাং-

$$\begin{array}{r} ৭২৬ \\ -\ ৩৫৩ \\ \hline ৩৭৩ \end{array}$$

- অংশগ্রহণকারীদের সমস্যাগুলো অর্ধবাস্তবে একে দেখাতে বলুন

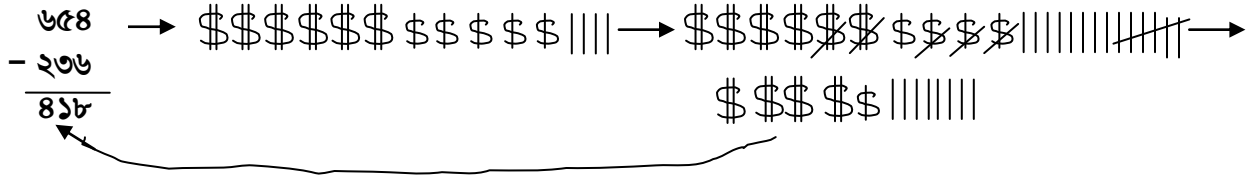

- অংশগ্রহণকারীদের নিচের সমস্যাটিকে বেইস বোর্ড ও সংখ্যা কার্ড দিয়ে অর্ধবাস্তবে এঁকে দেখাতে বলুন

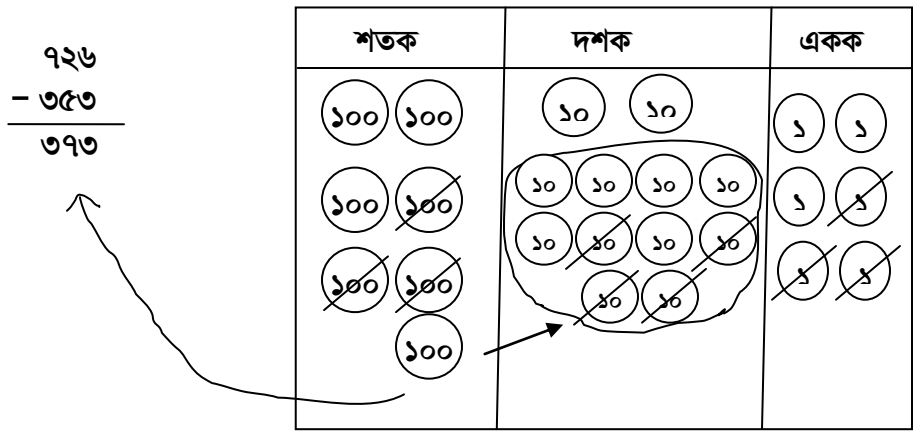

কাজ–৩ : বিয়োগের ধারণা অনুশীলন (অংশগ্রহণকারীরা) ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করে দিন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন তারা ছোট দলে, সহায়কের সাথে যে ধারণাগুলো পেয়েছে তা অনুশীলন করবে। দলীয় কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীদের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারো কোন প্রশ্ন আছে কীনা জিজ্ঞেস করুন কোন প্রশ্ন না থাকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন– ১৫

অধিবেশন–১

অধিবেশনের শিরোনাম : গুন শিখন শেখানো কার্যক্রম।

শিখনফলঃ

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. গুণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;

২. গুণের নামতা ব্যবহার করে এক অঙ্কের সংখ্যার সাথে এক অংকের সংখ্যার গুণ করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন ;

৩. বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে গুণ করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন ;

৪. পাঠ্যবইয়ের গুণের অংশটুকু কীভাবে লেখা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা।

পদ্ধতি : আলোচনা, ছোট দলে কাজ, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : পাথর / বিচি/ পাত্র, সংখ্যা কার্ড, পাঠ্যবই।

প্রক্রিয়া :

কাজ– ১

ভূমিকাঃ **১০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন প্রশিক্ষণে এসে এ পর্যন্ত আমরা গণিতে যে যে বিষয়ের উপর শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে জানলাম তা হলো গণিতের বিষয়বস্তু, সংখ্যা ও সংখ্যা পদ্ধতি, যোগ এবং বিয়োগ শিখন শেখানো কার্যক্রম। এ পর্যন্ত আলোচিত বিষয়ের উপর কিছু প্রশ্ন করে তাদের শিখনের মাত্রাকে যাচাই করুন। এবার প্রশ্ন করুন, গুণ বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেকের মতামত আপনি বোর্ডে লিখে রাখুন। এরপর পূর্বে লিখে রাখা পোস্টার পেপারের অংশটুকু অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনান।**

পোস্টার : ১৮

গাণিতিক ভাষায়, বারবার যোগ না করে সমান সদস্য বিশিষ্ট কয়েকটি দলের সমষ্টি, বের করার প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হল গুণ।

সমান সদস্য বিশিষ্ট কয়েকটি দলের সমষ্টি যোগ করে বের করা যায় আবার গুণ করেও বের করা যায়।

যেমন ৫ কে ৩ বার যোগ করলে হয় ৫ + ৫ + ৫ = ১৫

৫ কে ২৫ বার যোগ করলে হয় ৫ + ৫ + ৫ + -------- + ৫ = ১২৫।

৫ কে ২৫ বার যোগ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। একে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় এভাবে

৫ × ২৫ = ১২৫

সব ধরনের গুণের সমস্যাকে যোগ করে সমাধান করা যায় কিন্তু সব ধরনের যোগের সমস্যাকে গুণ করে সমাধান করা যায় না। যেমন–

যেখানে দলগুলোর সদস্য সংখ্যা সমান নয় সেখানে গুণ করে সমাধান করা যায় না। যেমন-

৩ + ৫ + ৭ = ১৫ যোগের এই সমস্যাকে গুণ দিয়ে সমাধান করা যায় না।

- প্রশ্ন করুন, গণিত পাঠ্যবইটি ১ম শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত গুণকে কীভাবে সাজানো হয়েছে? কয়েকজনের কাছ থেকে মতামত শুনুন এবং বোর্ডে বা ফ্লিপ চার্টে লিখুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন সময়ের স্বল্পতার কারণে গুণের শুধু নিচের ধারণাগুলো আপনাদের দেয়া হবে।

পোস্টার: ১৯

গুণ পাঠদানের ধারাবাহিকতা

১. গুণের ধারণা
২. গুণের নামতা
৩. শূন্যের গুণ
৪. দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করার শিখন শেখানো কার্যক্রম
   - দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ (কোন হাতে রাখা প্রকাশ করবে না)

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যেহেতু গণিত একটি বিমূর্ত বিষয় তা গুণের ধারণা দিতে বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ের প্রয়োজন হয়। গুণ শিখন শেখানোর ক্ষেত্রেও এই ৩টি পর্যায়ের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের গুণের ধারণা স্পষ্ট করা হবে।
- শিখন শেখানো কার্যক্রমেরপ্রতিটি ক্ষেত্রে
  ১. বাস্তব পর্যায়
  ২. অর্ধবাস্তব পর্যায় ও
  ৩. বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায় অনুসরণ করা হবে ।
  ৪.

কাজ– ২

গুণ শিখন শেখানো কার্যক্রম ৫০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন শ্রেণিকক্ষে কীভাবে শিক্ষার্থীদের গুণ শেখানো হবে আজ আমরা সেই কৌশল শিখব।
- গুণ শিখন শেখানো কার্যক্রমের জন্য- বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ের উপকরণ যেমন– পাত্র, বিচি, আঁটি, কাঠি, (১০), (১) সংখ্যা কার্ড, বেইস বোর্ড, প্রতিটি (১ম-৩য়) শ্রেণি, পাঠ্যবই, অনুশীলন কার্ড সঙ্গে রাখুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, শিখন শেখানোর সবকটি ধাপ আপনি এক সঙ্গে করে দেখাবেন। দুইজন সহায়ক দুই দিকে ৬/৭ জনের দুইটি দলকে গুণের ধারণার অনুশীলন করাবেন। অন্যরা দুই দলে পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবে।

গুণের ধারণা

বাস্তব পর্যায়

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আজ আমরা গণিতের একটি নতুন ধারণার সাথে পরিচিত হব। ধারণাটি হলো গুণ।
  ১. ৪টি পাত্র নিন। প্রত্যেক পাত্রে সমান সংখ্যক ৫টি করে বিচি রাখুন।
  ২. অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞাসা করুন কয়টি পাত্র আছে? প্রত্যেক পাত্রে কয়টি করে বিচি আছে? তাদের উত্তর শুনুন।
  ৩. এবার আরেক জনকে সবগুলো পাত্রের বিচি অন্য আরেকটি পাত্রে রাখতে বলুন। সবগুলো বিচি গণনা করতে বলুন। কয়টি হল? অংশগ্রহণকারীরা গণনা করে বলবে ২০টি।
  ৪. এবার অন্য ভাবে জিজ্ঞাসা করুন যেমন- কয়টি করে বিচি কয়টি পাত্রে আছে?
  ৫. তিনজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের হাতে ৪টি করে কলম / পেন্সিল দিন।
  ৬. জিজ্ঞাসা করুন কয়জন শিক্ষার্থী আছে? কয়টি করে কলম / পেন্সিল দেয়া হয়েছে? তাদের উত্তর শুনুন।
  ৭. এবার ৩ জন শিক্ষার্থীর দেয়া কলম / পেন্সিলগুলো আপনার হাতে নিন এবং জিজ্ঞাসা করুন কয়টি হল?
  ৮. শিক্ষার্থীরা গণনা করে বলবে ১২টি।

এভাবে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে গুণের ধারণা অনুশীলন করিয়ে গুণের ধারণা দিন।

অর্ধবাস্তব পর্যায়

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, অর্ধবাস্তব পর্যায়ে গুণের ধারণা দিতে বোর্ডে, খাতায় ছবি এঁকে অথবা পাঠ্যবইয়ের ছবি দেখিয়ে বলুন–

৩টি করে ফল ৫টি ঝুড়িতে আছে। মোট কয়টি ফল তা গণনা করে বলবে।

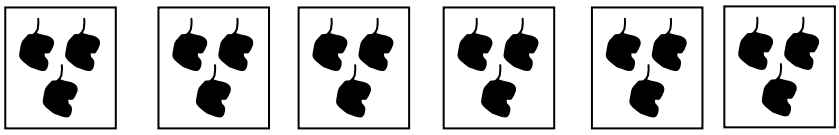

৩টি করে ফল ৬টি দলে আছে। মোট কয়টি? গণনা করে বলবে।

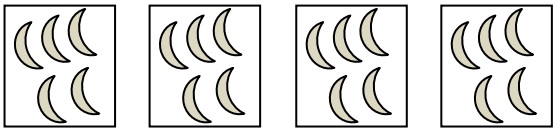

৫টি করে পাতা ৪টি দলে আছে। মোট কয়টি? গণনা করে বলবে।

- এভাবে বোর্ডে বা খাতায় ছবি এঁকে অর্ধাবাস্তবে গুণের ধারণা দিতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খুলতে বলুন এই পৃষ্ঠাগুলোতে অর্ধবাস্তবে গুণের ধারণা দেয়া হয়েছে।

বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়

- অংশগ্রহণকারীগণকে যে কোন একটি গুণের সমস্যা মুখে মুখে বলুন।
  যেমন- ৩টি করে ৫ দল, মোট কয়টি? ১৫টি। সমস্যাটিকে ছবির মাধ্যমে দেখান।

এভাবে 

- এবার ছবির নিচে সংখ্যা কার্ড ও যোগ চিহ্নের কার্ড রাখুন। সব মিলে কত হলো?



৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ১৫ টি

৫ টি ৩ = ১৫ টি

কীভাবে ১৫ পাওয়া গেল? অংশগ্রহণকারীরা বলবে যোগ করে।

- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই যে সমান সংখ্যক জিনিস বারবার যোগ হচ্ছে। এই যোগ প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়।

যেমন– ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ১৫

৩ × ৫ = ১৫

- এটার অর্থ হল, প্রতি দলে ৩টি করে ৫টি দল ' × ' চিহ্নকে বলে গুণ চিহ্ন
  ১৫ এর মধ্যে ৩ আছে ৫ বার
- অংশগ্রহণকারীগণের আরেকটি গুণের সমস্যা খাতায় লিখতে বলুন, যেমন- ৩টি কমলার ৭টি দল
- সমস্যাটিকে ছবির মাধ্যমে দেখান এবং তাদেরকেও খাতায় আঁকতে বলুন।

এভাবে – 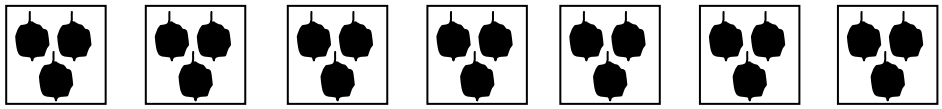

- এবার ছবির নিচে সংখ্যা ও যোগ চিহ্ন লিখতে বলুন। সব মিলে কত হলো? পাশাপাশি যোগফল লিখতে বলুন এবং গুণের মাধ্যমে দেখাতে বলুন।

এভাবে– 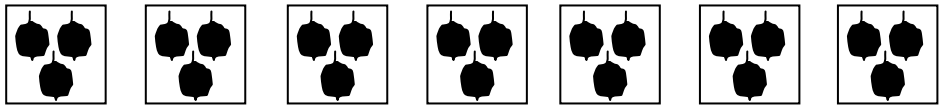

৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ২১

৩ × ৭ = ২১

অংশগ্রহণকারীদের পাঠ্যবইয়ের ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা খুলে উদাহরণগুলো দেখতে বলুন।

২. গুণের নামতা

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এবার আমরা গুণের নামতা শেখার কৌশল জানব। বাস্তবে ও অর্ধবাস্তবে শিক্ষার্থীরা গুণের নামতা অনুশীলন করবে। গুণের ধারণা এবং নামতার ধারণা স্পষ্ট হবার পর বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা গুণের নামতা মুখস্থ করবে।

অর্ধবাস্তব পর্যায়

- অংশগ্রহণকারীগণের পাঠ্যবইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠা খুলতে বলুন। ২ এর নামতার ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করুন এভাবে- ছবিতে

  ১টি বাক্সে ২টি বল ২ × ১ = ২টি বল

  ২টি বাক্সে ৪টি বল ২ × ২ = ৪টি বল

এভাবে,

৩ এর নামতা থেকে ১০ এর নামতা পর্যন্ত ছবির সাহায্যে শেখাতে হবে।

- এবার, অংশগ্রহণকারীদের খাতায় ছবি এঁকে ২ এর নামতা শেখানোর কৌশল দেখাতে বলুন। যেমন-

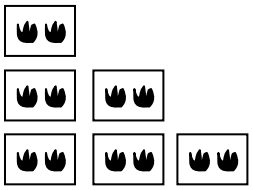

২ × ১ = ২

২ × ২ = ৪

২ × ৩ = ৬

- অংশগ্রহণকারীগণকে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ৫৪-৬৩ পৃষ্ঠা খুলে পড়তে বলুন।

বস্তু নিরপেক্ষ পর্যায়

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা নামতা মুখস্থ করবে। ২ এর নামতা শেখানোর জন্য নামতার কার্ড

  ২ × ১ = ২, ২ × ২ = ৪ তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন অথবা পাঠ্যবইয়ের অংশ ব্যবহার করতে হবে।

একইভাবে

৩ এর নামতার জন্য ৩ × ১ = ৩, ৩ × ২ = ৬, ৩ × ৩ = ৯ ব্যবহার করাতে হবে।

- এভাবে, শিক্ষার্থীরা ১০ পর্যন্ত নামতা শিখবে। নামতা পড়ানোর অনুশীলন করান।
- অংশগ্রহণকারীদের পাঠ্যবইয়ের ৫৪ - ৬৩ পৃষ্ঠা খুলতে বলুন এবং পড়তে বলুন। তাদের বলুন, বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে নামতা মুখস্থ করার পর তারা গুণ করতে পারবে।

৩. শূণ্য দিয়ে অপর একটি সংখ্যাকে গুণের ধারণা **৩০ মিনিট**

বাস্তব পর্যায়

১ম ধাপঃ

১. প্রথমে ৩টি পাত্র নিন। প্রতিটি পাত্রে ৩টি করে বিচি বা পাথর রাখুন। ৩ পাত্রের বিচি একটি বড় পাত্রে রাখুন। কয়টি হল জিজ্ঞেস করুন। মোট ৯টি বিচি হল।

২. প্রতিটি পাত্র থেকে ১টি করে বিচি সরিয়ে ফেলুন। তাহলে ৩টি পাত্রে ২টি করে বিচি থাকল। এবার ৩টি পাত্রের ২টি করে বিচি একটি বড় পাত্রে রাখুন। কয়টি হল জিজ্ঞেস করুন। মোট ছয়টি।

৩. প্রতিটি পাত্র থেকে আরো ১টি করে বিচি সরিয়ে ফেলুন। এখন ৩টি পাত্রে ১টি করে বিচি একটি বড় পাত্রে রাখুন। এখন হল ৩টি বিচি।

৪. এবার প্রতিটি পাত্র থেকে আরো ১টি করে বিচি সরিয়ে ফেলুন। কয়টি থাকল? একটিও নেই।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন পাত্রে একটি বিচিও নেই। আর কোন বিচি নেই মানে বিচির সংখ্যা শূন্য অথবা পাত্রগুলো বিচি শূন্য। শূন্য যতবার থাকুক, একত্র করলে শূন্যই হবে।

২য় ধাপঃ

১. এবার ৩টি পাত্র নিন। প্রত্যেক পাত্রে ৩টি করে বিচি বা পাথর রাখুন। অর্থাৎ ৩ আছে ৩ বার।

২. বিচিসহ একটি পাত্র সরিয়ে নিন। অর্থাৎ ৩ আছে ২ বার।

৩. এবার আরেকটি পাত্র বিচিসহ সরিয়ে নিন। অর্থাৎ ৩ আছে ১ বার।

৪. বাকি পাত্রটি বা শেষ পাত্রটি বিচি সহ সরিয়ে নিন। অর্থাৎ ৩ আছে ০ বার।

অর্ধবাস্তব পর্যায়

১ম ধাপঃ

- অংশগ্রহণকারীগণের খাতায় ছবি আঁকতে বলুন।

১. প্রথমে ৩টি পাত্রে ৩টি করে বিচির ছবি। মোট কয়টি বিচি?

ooo ooo ooo → ooooooooo টি

২. প্রতি পাত্র থেকে ১টি করে বিচির ছবি সরিয়ে নিলে, ৩টি পাত্রে ২টি করে বিচির ছবি থাকে। মোট কয়টি বিচি?

oo oo oo → oooooo টি

৩. আবার, ১টি করে বিচি সরিয়ে নিলে ৩টি পাত্রে ১টি করে বিচির ছবি থাকে। মোট কয়টি বিচি?

o o o → ooo টি

৪. আবার, ১টি করে বিচি সরিয়ে নিলে ৩টি পাত্র কিন্তু বিচি শূন্য। মোট কয়টি বিচি?

□ □ □ → □ শূন্যে পাত্রের ছবি

২য় ধাপঃ

১. এবার ৩টি পাত্র নিন। প্রত্যেক পাত্রে ৩টি করে বিচি বা পাথর রাখুন। খাতায় ছবি আকঁতে বলুন।

ooo ooo ooo → ooooooooo টি (৩, ৩ বার আছে)

২. বিচিসহ একটি পাত্র সরিয়ে নিন। ছবি আঁকতে বলুন।

ooo ooo → oooooo টি (৩, ২ বার আছে)

৩. এবার আরেকটি পাত্র বিচিসহ সরিয়ে নিন। ছবি আঁকতে বলুন।

ooo → ooo টি (৩, ১ বার আছে)

বাকি পাত্রটি বা শেষ পাত্রটি বিচি সহ সরিয়ে নিন। কিছু নেই। (৩, ০ বার আছে)

বস্তু নিরপেক্ষ পর্যায়

১ম ধাপ:

- শূন্যের গুণের ধারণা দিতে বস্তু নিরপেক্ষ পর্যায়ে ২ এর ৩টি সংখ্যা কার্ড, ১ এর ৩টি সংখ্যা কার্ড ও শূণ্যের '০' ৩টি সংখ্যা কার্ড নিতে হবে। প্রথমে যোগের মাধ্যমে এবং পাশাপাশি গুণের মাধ্যমে এই ধারণা দিতে হবে।

  ২ + ২ + ২ = ৬ ২ × ৩ = ৬

  ১ + ১ + ১ = ৩ ১ × ৩ = ৩

  ০ + ০ + ০ = ০ ০ × ৩ = ৩

- শিক্ষার্থীদের বলুন শূন্যের '০' সাথে যে কোন সংখ্যা গুণ করলে বা যে কোন সংখ্যাকে '০' দিয়ে গুণ করলে গুণফল শূন্য হবে।

৪. দুই অংকের / এক অংকের সংখ্যাকে এক অংকের সংখ্যা দিয়ে গুণ

১) দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ (কোন হাতে রাখা প্রকাশ করবে না)

বাস্তব পর্যায়

ক. আঁটি কাঠির সাহায্যে

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা দুই অঙ্কের ঐ সংখ্যাগুলোকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করব। যে সংখ্যাগুলোর এককের অঙ্ক বা দশকের ঘরের অঙ্ককে সংখ্যাটি দিয়ে গুণ করলে গুণফল ১০ এর কম হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে এই ধরনের একটি গুণের সমস্যা খাতায় লিখতে বলুন। যেমন- ১৩
  ×৩
- তাদেরকে বলুন সমস্যাটির সমাধান প্রথমে আঁটি ও কাঠির মাধ্যমে সমাধান করে দেখানো হবে এবং পরে বেস কার্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করে দেখানো হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন গুণের ধারণা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি

  ১৩
  ×৩ → ১৩, ৩ বার আছে

অর্থাৎ ১৩ + ১৩ + ১৩ =

  ১৩ সমস্যাটি আঁটি কাঠির সাহায্যে সমাধান করবে
  ×৩
  □

- যে কোন একজন অংশগ্রহণকারীগণকে ১৩ সংখ্যাটিকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় আঁটি কাঠি নিতে বলুন।

অংশগ্রহণকারী, ১৩ এর জন্য ১টি দশের আঁটি ও ৩টি খোলা কাঠি নিবে।

এভাবে ৩ বার ১৩ এর জন্য প্রয়োজনীয় আঁটি কাঠি নিবে এবং পর পর রাখবে।

- এবার যোগ করার জন্য আঁটি ও কাঠিগুলোকে একত্র করতে বলুন। জিজ্ঞেস করুন কয়টি আঁটি ও কয়টি খোলা কাঠি আছে? তারা গণনা করে বলবে ৩টি দশের আঁটি ও ৯টি খোলা কাঠি আছে।

অর্থাৎ ৩ দশ ৯ বা ৩৯

সুতরাং ১৩
×৩
৩৯

১৩ + ১৩ + ১৩ = ৩৯

অর্ধবাস্তব পর্যায়

ক. আঁটি কাঠির ছবি এঁকে

- অংশগ্রহণকারীগণেরযে কোন একটি গুণের সমস্যা খাতায় লিখতে বলুন।

  যেমন- ২৪ × ২ = ☐

তাদের খাতায়,

২৪ এর জন্য ২টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি আঁকতে বলুন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন ২৪ কে ২ দিয়ে গুণ করা আর ২৪, ২ বার যোগ করা একই কথা।

সুতরাং তাদের খাতায় আরও একবার

২৪ এর জন্য ২টি দশের আঁটি ও ৪টি খোলা কাঠি আঁকতে বলুন।

- এবার আঁটি ও কাঠিগুলো একত্র করে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখান।

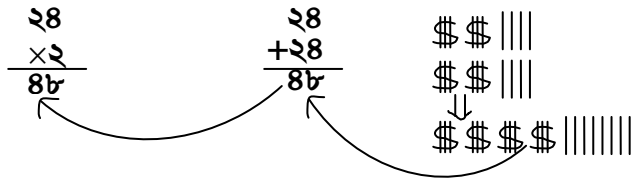

কাজ–৩ : গুণের ধারণা অনুশীলন (অংশগ্রহণকারী) ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের ৫টি দলে ভাগ করে দিন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন তারা ছোট দলে, সহায়কের সাথে ছোট দলে যে ধারণাগুলো পেয়েছে তা অনুশীলন করবে। প্রয়োজনে দলে সহায়তা দিন। দলীয় কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীদের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন কোন প্রশ্ন না থাকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন– ১৫

অধিবেশন–২

অধিবেশনের শিরোনাম : ভাগ শিখন শেখানো কার্যক্রম।

শিখনফলঃ

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. ভাগ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে ভাগ করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
৩. পাঠ্যবইয়ের ভাগের অংশটুকু কীভাবে লেখা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সময়ঃ ২ ঘণ্টা

পদ্ধতি : আলোচনা, ছোট দল কাজ, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : পাথর / বিচি, পাত্র, সংখ্যা কার্ড, পাঠ্যবই

প্রক্রিয়া :

কাজ– ১ :ভূমিকাঃ ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চান, ভাগ বলতে কী বুঝায়? মতামতগুলো বোর্ডে লিখুন। ৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সামনে ডেকে বলুন আমার কাছে ১২টি পেন্সিল আছে। পেন্সিলগুলো আমি তোমাদের তিনজনকে ভাগ করে দেব।
  ১ম জন ------ ৭টি
  ২য় জন ------ ৩টি
  ৩য় জন ------ ২টি
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এটাও এক প্রকার ভাগ। কিন্তু সবাই কী সমান সংখ্যক বিচি বা পাথর পেয়েছে? এবার সবগুলো পেন্সিল নিয়ে নিন এবং প্রত্যেককে চারটি করে দিন এবার জিজ্ঞেস করুন সবাই কী সমান সংখ্যক বিচি / পাথর পেয়েছে? বলুন এইভাবে কোন জিনিস সমান ভাগে ভাগ করে দেয়াকে গণিতের ভাষায় বলা হয় ভাগ।

পোস্টারঃ ২

ভাগ হল মৌলিক চার নিয়মের একটি। ভাগ হল বারবার বিয়োগ।
কোন সংখ্যা থেকে তার চেয়ে ছোট কোন সংখ্যা কতবার বিয়োগ করা যায় বা
কোন সংখ্যার মাঝে আর একটি সংখ্যা কতবার আছে তা বের করার সংক্ষিপ্ত উপায় ভাগ প্রক্রিয়া নামে পরিচিত।

যেমন-

$$\begin{array}{r} ১২ \\ -\ ৩ \\ \hline ৯ \end{array}$$ ---------- ১২ থেকে ৩ এক বার বিয়োগ করা হয়েছে

− ৩ ---------- ১২ থেকে ৩ দুই বার বিয়োগ করা হয়েছে
৬
− ৩ ---------- ১২ থেকে ৩ তিন বার বিয়োগ করা হয়েছে
৩
− ৩ ---------- ১২ থেকে ৩ চার বার বিয়োগ করা হয়েছে
০

অর্থাৎ

১২ থেকে ৩ চার বার বিয়োগ করা যায় বা

১২ এর মধ্যে ৩ চার বার আছে।

এটা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় এভাবে-

১২ ÷ ৩ = ৪

সব ধরনের ভাগের সমস্যাকে বিয়োগ করে সমাধান করা যায় কিন্তু সব ধরনের সমস্যাকে ভাগ করে সমাধান করা যায় না। যেমন-

১২
− ৩ ---------- ১২ থেকে ৩ এক বার বিয়োগ করা হয়েছে
৯
− ৫ ---------- ১২ থেকে ৩ ও ৫ এক বার করে বিয়োগ করা হয়েছে
৪
− ৪ ---------- ১২ থেকে ৩, ৫ ও ৪ এক বার করে বিয়োগ করা হয়েছে
০

এই সমস্যাটি ভাগ করে সমাধান করা যাবে না।

- অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চান ভাগ কত প্রকার? অংশগ্রহণকারীগণের মতামত শুনুন। তাদের মতের সাথে মিলিয়ে বলুন ভাগ সমস্যা দুই প্রকার। যথা-

  (১) মেজারমেন্ট ভাগ : এই ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দলের সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়।

  (২) পার্টিশন ভাগ : এই ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়।

পোস্টারে লেখা উদাহরণটি দিয়ে বলুন। এই যে–

১. ১২টি আপেলকে ৪টি করে দিলে কয়জন পাবে? এটি হল মেজারমেন্ট ভাগ।

একই সমস্যা

২. ১২টি আপেল ৩ জনকে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কয়টি করে পাবে? এটি হল পার্টিশন ভাগ।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন আমরা দুইজন সহায়ক এখন ছোট দুইদলে মেজারমেন্ট ভাগ ও পার্টিশন ভাগের ধারণা দেব। প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে নিন। প্রত্যেক সহায়ক ৬/৭ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে বসুন। অন্য অংশগ্রহণকারীগণকে দুই দলের পাশে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। দুইজন সহায়ক দুইদলকে নিয়ে দুইদিকে বসে ভাগের ধারণা দেবেন।

ধাপ– ২

মেজারমেন্ট ভাগ ও পার্টিশন ভাগ : ৪০ মিনিট

যেমন- প্রত্যেক পাত্রে ৪টি করে আপেল রাখলে ১২টি আপেল রাখতে কয়টি পাত্র লাগবে?

বাস্তব পর্যায়

মেজারমেন্ট ভাগ:

- সমস্যাটি সমাধানের জন্য কয়েকটি পাত্র নিন ও ১২টি পাথর নিন।

এবার

একটি পাত্র নিয়ে তাতে ৪টি করে বিচি / পাথর রাখুন।

আর একটি পাত্র নিন ও ৪টি বিচি / পাথর রাখুন।

আরও একটি পাত্র নিয়ে তাতে এই ৪টি বিচি / পাথর রাখুন।

অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন আর কয়টি বিচি / পাথর আছে?

অংশগ্রহণকারীগণ বলবে একটিও নাই।

অর্থাৎ

১২টি পাথর রাখার জন্য ৩টি পাত্রের প্রয়োজন হবে।

পার্টিশন ভাগ :

- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন

  ১২টি পাথর / বিচি ৩টি পাত্রে রাখতে চাইলে প্রতি পাত্রে কয়টি করে রাখা যাবে

  অংশগ্রহণকারীগণরা বলবে প্রতি পাত্রে ৪টি করে রাখা যাবে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন

  ভাগ প্রক্রিয়ায় কখনও আমরা দলের সদস্য সংখ্যা জানতে চাই

  কখনও দলের সংখ্যা জানতে চাই

অর্ধবাস্তব পর্যায়

মেজারমেন্ট ভাগ:

- অর্ধবাস্তব পর্যায়ে প্রতি পাত্রে ৪টি করে আপেল রাখলে কয়টি পাত্র লাগবে বের করার জন্য খাতায় ছবি আকুঁন

এভাবে–

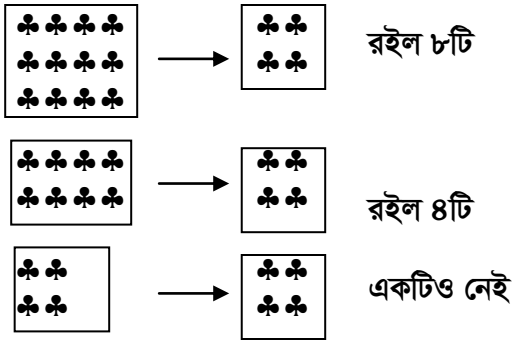

অর্থাৎ

১২টি বিচি / পাথর তিনটি পাত্রে রাখা যাবে।

পার্টিশন ভাগ

- একইভাবে ১২টি আপেল ৩টি পাত্রে সমান ভাগ করে রাখলে প্রতি পাত্রে কয়টি করে রাখা যাবে? অর্ধবাস্তব পর্যায়ে করার জন্য নিচের মত ছবি এঁকে দেখান।

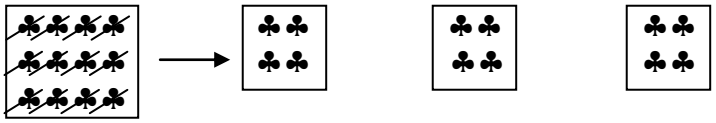

প্রথমে

১২টি জিনিস একত্রে আছে এমন একটি ছবি আঁকুন।

তার ডান দিকে তিনটি ফাঁকা ঘর আঁকুন।

প্রত্যেক ফাঁকা ঘরে প্রত্যেকবার একটি করে ছবি আঁকুন এবং

মূল জায়গা থেকে একটি একটি করে কেটে দিন।

আবার প্রত্যেকটি পাত্রে একটি করে ছবি আঁকুন এবং

মূল জায়গা থেকে কেটে দিতে হবে। তাহলে দেখা যাবে

১২টি ফুল কে ৩টি পাত্রে সমান ভাগ করে দিলে প্রত্যেক পাত্রে ৪টি করে পাবে।

অর্থাৎ

প্রত্যেক ভাগে ৪টি করে আছে

বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যোগ, বিয়োগ ও গুণের মত ভাগেরও একটি চিহ্ন আছে, এবার '÷' চিহ্নটি অংশগ্রহণকারীদের দেখান। এবার একটি সমস্যা বলুন-

  "২০টি বিচি / পাথর কে ৪ ভাগে ভাগ করতে হবে"

এ সমস্যাটি

২০ ÷ ৪ = ☐ এভাবে লিখতে পারি

- অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জিনিস ব্যবহার করে সমাধান জানতে চান-

  ২০ ÷ ৪ = ৫

এবার

- এই সমস্যা অন্যভাবে উপস্থাপন করুন ২০টি পাথর / বিচি প্রতিভাগে ৫টি করে দিতে চাই কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে। এ সমস্যাটি লেখা যাবে এইভাবে

  ২০ ÷ ৫ = ☐

কাজ-২: ভাগ শিখন শেখানো কার্যক্রম ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন সময়ের স্বল্পতার কারণে ভাগের সব ধারণা দেয়া হবে না

১.নামতার সাহায্যে ভাগের ধারণা দেয়া হবে

২. দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবো (যে সংখ্যাটি ভাগ করা হবে তার দশক এবং এককের ঘরের দুটো অঙ্ককেই এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাটি দিয়ে সমানভাবে ভাগ করা যাবে)।

১. দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন এ ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য বাস্তব ও অর্ধবাস্তবে উদাহরণ দেয়ার পর ভাগের ধারণা স্পষ্ট হবার পর বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে সাধারণত নামতার সাহায্যে ভাগটির সমাধান করা হয়।

বাস্তব পর্যায়

আঁটি কাঠি / পাথর বা বিচির সাহায্যে

- অংশগ্রহণকারীদের যে কোনো একটি সমস্যা খাতায় লিখতে বলুন। ৩৫ ÷ ৭= ☐ ভাগের এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ৩৫টি খোলা কাঠি বা পাথর / বিচি নিতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন এই সমস্যাটি পার্টিশন বা মেজারমেন্ট যে কোন প্রকারেই সমাধান করা যাবে।
  ১. পার্টিশন ভাগ হলে দলের সদস্য সংখ্যা বের করতে হবে।
  ২. মেজারমেন্ট ভাগ হলে দলের সংখ্যা বের করতে হবে।

পার্টিশন ভাগ

ক) আঁটি কাঠির সাহায্যে

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন পার্টিশন ভাগ প্রক্রিয়ায় আমাদের দলের সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়।

সুতরাং ৩৫ ÷ ৭ = ☐ সমস্যাটিকে উপস্থাপন করতে হবে এইভাবে

৩৫টি কাঠিকে ৭টি ভাগে ভাগ করলে কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে?

এবার আপনি কাঠিগুলোকে একটি একটি করে পাঁচটি ভাগে রাখবেন এবং ভাগ শেষে গণনা করে দেখা যাবে প্রতি ভাগে কাঠির সংখ্যা "৫" ৩৫ ÷ ৭ = ৫

খ) বেস কার্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

- যেহেতু এই ভাগ প্রক্রিয়ায় দলের সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়। অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমরা ১ এর কার্ডগুলো ৭ ভাগে ভাগ করে দেখব প্রত্যেক ভাগে কয়টি করে পড়েছে। বেস বোর্ডের এক ঘরে একটি একটি করে ৩৫টি ১ এর কার্ড ৭ ভাগে রাখুন এবং ভাগ শেষে অংশগ্রহণকারীদের বলুন প্রত্যেক ভাগে ৫টি করে পড়েছে

  ∴ ৩৫ ÷ ৭ = ৫ প্রতিভাগে ৫টি করে।

মেজারমেন্ট ভাগ

ক) আঁটি কাঠির সাহায্যে

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন মেজারমেন্ট ভাগ প্রক্রিয়ায় আমাদের দলের সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়।

সুতরাং ৩৫ ÷ ৭ = ☐

সমস্যাটিকে উপস্থাপন করতে হবে এইভাবে-

৩৫টি কাঠিকে ৭টি করে ভাগ করলে কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে?

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন ৩৫টি কাঠিকে বা পাথর / বিচিকে ৭টি করে কয়টি ভাগে ভাগ করা যাবে?
- এবার আপনি কাঠিগুলোকে সাতটি করে ভাগ করুন এবং বলুন সবগুলো কাঠিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাবে।

  ∴ ৩৫ ÷ ৭ = ৫

খ) বেস কার্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

- অংশগ্রহণকারীদের সামনে বেস বোর্ড ও ৩৫টি (১) এর কার্ড রাখুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এবার এই (১) এর কার্ডগুলো ৭টি করে কয় ভাগে ভাগ করা যাবে তা নির্ণয় করতে হবে। বেস বোর্ডের এককের ঘরে ৭টি করে ১ এর কার্ড রাখুন এবং অংশগ্রহণকারীদের বলুন কার্ডগুলো পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হল।
- ∴ ৩৫ ÷ ৭ = ৫

অর্ধবাস্তব পর্যায়

পার্টিশন ভাগ

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যেহেতু সমস্যাটিকে পার্টিশন ভাগ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে সে কারণে আমাদের দলের সদস্য সংখ্যা বের করতে হবে।

অর্থাৎ ৩৫ ÷ ৭ = ☐ তে বোঝায় ৩৫টি কে ৭টি ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে কয়টি পড়বে। অর্থাৎ দলের সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। প্রত্যেক দলে সদস্য সংখ্যা হবে ৫টি করে।

ক) আঁটি কাঠির ছবি এঁকে

- ৩৫টি কাঠিকে ৭টি ভাগে ভাগ করতে আঁটি কাঠির ছবি আঁকুন, এভাবে



অর্থাৎ প্রত্যেক দলের সদস্য সংখ্যা হবে ৫।

খ) বেস বোর্ড ও সংখ্যা কার্ডের ছবি এঁকে

- বেস বোর্ড ও ১ এর কার্ডের ছবি আঁকুন, এভাবে-

দশক	একক
	১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১

অর্থাৎ প্রত্যেক দলের সদস্য সংখ্যা হবে ৫

মেজারমেন্ট ভাগ

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন মেজারমেন্ট ভাগ প্রক্রিয়ায় আমাদের দলের সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়।

সুতরাং ৩৫ ÷ ৭ = ☐ সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমরা ছবি আঁকব।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যেহেতু এটা মেজারমেন্ট ভাগ প্রক্রিয়ায় সমাধান করতে হবে সুতরাং আমাদের সমস্যাটি উপস্থাপন করতে হবে এইভাবে ৩৫টি কাঠিকে ৭টি করে কয়টি দলে ভাগ করা যাবে। অর্থাৎ দল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

ক) আঁটি কাঠির সাহায্যে

- আপনি সাতটি করে কাঠি আঁকুন এবং ৩৫টি কাঠির জন্য এভাবে পাচঁবার আঁকা যাবে–



∴ ৩৫ ÷ ৭ = ৫ অর্থাৎ পাঁচভাগে ভাগ করা যাবে।

খ) বেসবোর্ড ও সংখ্যা কার্ডের ছবি এঁকে

- বেসবোর্ড ও ১ এর কার্ডের ছবি আঁকুন, এভাবে-

দশক	একক
	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

অর্থাৎ দলের সংখ্যা হবে ৫।

বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়

- বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়ে সমস্যাটির সমাধান মূলত নামতার সাহায্যে করতে হবে।

পার্টিশন ভাগ : পার্টিশন ভাগ প্রক্রিয়ায়

৩৫ ÷ ৭ = ☐ এই সমস্যাটি বলতে বোঝায় ৩৫ কে ৭ ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে কতটি করে পড়বে?

৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ৫ + ৫ = ৩৫ প্রত্যেক ভাগে পাঁচটি করে পড়বে।

৫ × ৭ = ৩৫

৩৫ ÷ ৭ = ৫

মেজারমেন্ট ভাগ : মেজারমেন্ট ভাগ প্রক্রিয়ায়

৩৫ ÷ ৭ = ☐ এই সমস্যাটি বলতে বোঝায় ৭টি করে ৩৫টি কত ভাগে ভাগ করা যাবে?

অর্থাৎ ৭ + ৭ + ৭ + ৭ + ৭ = ৩৫ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাবে

৭ × ৫ = ৩৫

∴ ৩৫ ÷ ৭ = ৫

২) দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ (যে সংখ্যাটি ভাগ করা হবে তার দশক এবং এককের ঘরের দুটো অঙ্ককেই এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাটি দিয়ে সমানভাবে ভাগ করা যাবে)।

- অংশগ্রহণকারীদের খাতায় ভাগের একটি সমস্যা লিখতে বলুন। যেমন ৬৩ ÷ ৩ =
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা আমাদের পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী জানি এই ভাগ প্রক্রিয়াটি দশকের অঙ্ক এবং এককের অঙ্ক দুটোই সমানভাবে ভাগ করা যাবে। এই সমস্যাটির শিখন শেখানো প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বাস্তব পর্যায়

পার্টিশন ভাগ : আমরা জানি পার্টিশন ভাগ প্রক্রিয়ায় মূলত দলের সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

সুতরাং ৬৩ ÷ ৩ = ☐ এটা বলতে বোঝায় ৬৩ কে সমান ৩ ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে কত হবে?

ক) আঁটি কাঠির সাহায্যে

৬৩ সংখ্যাটি আঁটি কাঠির সাহায্যে প্রকাশ করার জন্য

৬টি দশের আঁটি ও ৩টি খোলা কাঠি নিন।

এই আঁটি খোলা কাঠিগুলোকে সমান ৩টি ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ভাগে

২টি করে দশের আঁটি ও ১টি খোলা কাঠি হবে।

একজন অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞেস করুন তাহলে প্রতি ভাগে বা দলে কয়টি কাঠি হল? অংশগ্রহণকারীরা বলবে

২ দশ ১ বা ২১টি কাঠি

∴ ৬৩ ÷ ৩ = ২১

খ) বেজ বোর্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

- অংশগ্রহণকারীদের সামনে একটি বেস বোর্ড রাখুন। (৬৩) তে যেহেতু ৬টি দশ (৩)টি এক আছে সেহেতু ৬৩ সংখ্যাটি প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় ৬টি ১০ এর কার্ড ও ৩টি (১) এর কার্ড নিব।এবার বেস বোর্ডে ৩ ভাগে ২টি করে ১০ এর কার্ড ও ১টি করে (১) এর কার্ড রাখব। প্রতিভাগে আছে ২ দশ ১ বা ২১।

  ∴ ৬৩ ÷ ৩ = ২১২

মেজারমেন্ট ভাগ

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন মেজারমেন্ট ভাগ প্রক্রিয়ায় মূলতঃ দল সংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

সুতরাং ৬৩ ÷ ৩ = ☐ এটা বলতে বোঝায় ৩টি করে ভাগ করলে ৬৩ কে কয়ভাগে ভাগ করা যাবে?

ক) আঁটি কাঠির সাহায্যে

৬৩ সংখ্যাটিকে প্রকাশ করার জন্য আগের মতই

৬টি দশের আঁটি ও ৩টি খোলা কাঠি নিব।

- এখন মেজারমেন্ট প্রক্রিয়ায় ৩টি করে ৬৩টি কাঠিকে ভাগ করতে হলে আমাদের দশের আঁটিগুলো খুলতে হবে এবং খোলা কাঠিসহ মোট খোলা কাঠির সংখ্যা হবে ৬৩। এখন এই ৬৩টি কাঠিকে ৩টি করে ভাগ করতে হবে এবং দেখা যাবে যে প্রত্যেক ভাগে ২১টি কাঠি আছে।

  ∴ ৬৩ ÷ ৩ = ২১

খ) বেসবোর্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে

একই সমস্যা অর্থাৎ ৬৩ ÷ ৩ = ☐ বেস বোর্ড ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক (১০) ও (১) এর কার্ড নিতে হবে। ৬৩ এর জন্য প্রয়োজনীয়

৬টি (১০) এর কার্ড ও ৩টি (১) এর কার্ড

এবার ৩টি করে ভাগ করার জন্য (১০) এর কার্ডগুলো বদল করে সমান সংখ্যক (১) এর কার্ড নিব। অর্থাৎ ৬০টি (১) এর কার্ড নিব এবং আগের ৩টি (১) এর কার্ডসহ মোট কার্ডের সংখ্যা হবে ৬৩টি। এবার ৩টি করে কার্ড বেস বোর্ডে রাখলে দেখা যাবে অর্থাৎ দল সংখ্যা ২১

∴ ৬৩ ÷ ৩ = ২১

অর্ধবাস্তব পর্যায়

অর্ধবাস্তব পর্যায়ে একইসমস্যার অর্থাৎ৬৩ ÷ ৩ = ☐ ছবি এঁকে করা যাবে।

পার্টিশন ভাগ

ক) আঁটি কাঠির ছবি এঁকে



মেজারমেন্ট ভাগ

ক) আঁটি কাঠির ছবি এঁকে

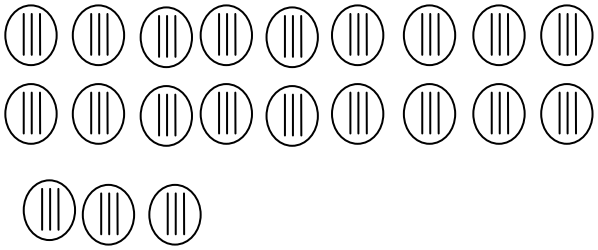

খ) বেস বোর্ডের ছবি এঁকে

দশক	একক
১০ ১০	১
১০ ১০	১
১০ ১০	১

বস্তুনিরপেক্ষ পর্যায়

পার্টিশন ভাগ : পার্টিশন ভাগ প্রক্রিয়ায়

৬৩ ÷ ৩ = ☐ সমস্যাটি বলতে বোঝায় ৬৩ কে ৩ ভাগ করলে প্রতি ভাগে কয়টি করে পড়বে

অর্থাৎ ২১ + ২১ + ২১ = ৬৩

২১ × ৩ = ৬৩

৬৩ ÷ ৩ = ২১

মেজারমেন্ট ভাগ : মেজারমেন্ট ভাগ প্রক্রিয়ায়

৬৩ ÷ ৩ = ☐ এই সমস্যাটি বলতে বোঝায় ৩টি করে ৬৩টি কত ভাগে ভাগ করা যাবে?

অর্থাৎ ৩ + ৩ + ৩ + ৩+৩ +৩+ ৩+ ৩ +৩ + ৩+ ৩+ ৩ + ৩+ ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩ + ৩

= ৬৩

২১টি ভাগে ভাগ করা যাবে

২১ × ৩ = ৬৩

৬৩ ÷ ৩ = ২১

কাজ–৩ : ভাগের ধারণা অনুশীলন (অংশগ্রহণকারী) **৩০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করে দিন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন তারা ছোট দলে, সহায়কের সাথে ছোট দলে যে ধারণাগুলো পেয়েছে তা অনুশীলন করবে। দলীয় কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীদের বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন কোন প্রশ্ন না থাকলে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।**

দিন- ১৫

অধিবেশন-৩

অধিবেশনের শিরোনাম : শিখনের স্তরভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং "শিখবে প্রতিটি শিশু" প্রস্তাবিত পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;

২. বেসলাইন মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী ১৫ দিনের জন্য গণিত বিষয়ে একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন ;

৩. একই শ্রেণিতে গণিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে শিশুদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পাঠের নির্দেশনা উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় : ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, ছোট দল, প্রদর্শন, আলোচনা

উপকরণ : গণিত পাঠ্যবই (১ম-৩য় শ্রেণির), পোস্টার পেপার, সাইন পেন, পরিকল্পনার নমুনা ছক, তথ্যপত্র (দিন-১৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২,৩)

প্রক্রিয়া :

কাজ- ১ : পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আজকের আলোচনার বিষয় পাক্ষিক পরিকল্পনা। এই প্রশিক্ষণের বাংলা বিষয়ে পাওয়া একই ধারণার উপর ভিত্তি করেই গণিত বিষয়ের ও পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষার্থীর বেইসলাইন মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ের শিখন চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য এই পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, বেইসলাইন মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী ৫ম, ৪র্থ, ৩য় ও ২য় শ্রেণিতে যথাক্রমে ৪র্থ, ৩য়, ২য় ও ১ম এবং ১ম শ্রেণির সমমানের শিক্ষার্থী থাকতে পারে। সুতরাং পরিকল্পনায় সেটি খেয়াল রাখতে হবে। আমরা ইতোমধ্যে গণিত বিষয়ে দৈনিক পাঠের ৩৫ মিনিট সময় কিভাবে বিভাজন করা হবে তাও জেনেছি। এ সময় বিভাজন অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময় সঠিক ব্যবহার হবে। প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে জেনেছি শিক্ষার্থীদের কী শেখাতে হবে।

- পাঠ্যবই ও সহায়ক উপকরণের সাহায্যে গণিতের ধারণাগুলো ছোট দলে শিক্ষার্থীদের দেয়া হবে এবং শিক্ষার্থীরা বড় দলে, একাকী বা জোড়ায় বসে ধারণাগুলো অনুশীলন করবে। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন গণিতের

বিষয় (Area of Mathematics) তাদের মনে আছে কিনা। প্রশিক্ষণ কক্ষে ঝুলিয়ে রাখা পোস্টার-৩ এর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

পোস্টার : ৭

গণিতের বিষয়বস্তু (**Area of Mathematics**)

সংখ্যা (Number) (গণনা, লেখা পড়া) ১ থেকে কোটি পর্যন্ত	সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)	মৌলিক চার নিয়ম (Basic four rules)	পরিমাপ (Measurement)	সমস্যামূলক সমস্যার সমাধান (Problem Solving)	জ্যামিতিক আকার আকৃতি
• পূর্ণ সংখ্যা • ভগ্নাংশ • শতকরা	• কম-বেশি • বড় – ছোট • জোড় – বিজোড় • আগে, পরে ও মাঝে • ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট	• যোগ • বিয়োগ • গুণ • ভাগ	• দৈর্ঘ্য • আয়তন • টাকা পয়সা • সময় • ক্ষেত্র	এক/দুই/তিন স্তর বিশিষ্ট সমস্যা	• জ্যামিতিক আকৃতি

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন প্রথম শ্রেণিতে এই বিষয়গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে শেখানো হবে। যেমন- প্রথম শ্রেণীতে সংখ্যার ব্যাপ্তি ১-৫০, কিন্তু শিক্ষার্থীরা
  ১. ১–৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা
  ২. ১–৯ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ ও বিয়োগের ধারণা
  ৩. ১–৯ পর্যন্ত সংখ্যা পদ্ধতি ধারণা ইত্যাদি, প্রথমে আয়ত্ব করবে, তারপর ১০ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা, যোগ-বিয়োগ, সংখ্যা পদ্ধতি ধারণা পাবে

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, সুতরাং কোন ধারায় শিক্ষার্থীদের গণিতের বিষয়গুলো শেখাতে হবে সে সূচকগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের তথ্যপত্র (দিন-১৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২,৩) সরবরাহ করুন। বলুন এই তথ্যপত্রে দেয়া তালিকা অনুযায়ী পাক্ষিক পরিকল্পনাগুলো তৈরি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

- পরিকল্পনা করার প্রয়োজন কেন? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন। প্রশ্ন করুন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা তাদের মনে আছে কীনা।

যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী স্বল্প মেয়াদী করা যায়।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা এর আগে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের গণিত ৩৫ মিনিট সময়ে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে বা ৩৫ মিনিট সময়কে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হলো ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের গণিতের কী ধারণা দেব, কীভাবে ধারণা দেব, ধারণা দেওয়ার জন্য কি কি লাগবে এবং শিক্ষার্থী কি শিখবে ও কি কাজ করবে ইত্যাদি। বলুন, যেহেতু শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী আছে। কাজেই এদের প্রত্যেকের শিখনকে নিশ্চিত করার জন্যই একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার। আর এই পরিকল্পনাটি হবে ১৫ দিনের জন্য। এরপর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই করে পরবর্তী পরিকল্পনা করা হবে।

কাজ- ২ : পাক্ষিক পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় ১০ মিনিট

- এরপর অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন আপনাদের প্রত্যেকেরই পাঠ পরিকল্পনা করার অভিজ্ঞতা আছে। প্রশ্ন করুন, একটি পাঠ পরিকল্পনা করার সময় কোন কোন বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হয়? কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

১. বেইসলাইন সার্ভে করার পর শ্রেণি কার্যাবলি পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী স্তরভিত্তিক দল করা;
২. প্রত্যেক দলের জন্য পরবর্তী ১৫ কর্ম দিবসে কী শিখবে তা নির্ধারণ করা;
৩. কোন দল কী শিখবে তার উপর ভিত্তি করে কাজ নির্ধারণ করা;
৪. বড় দলে বসে শিক্ষার্থীরা কী কী অনুশীলন করবে তা নির্ধারণ করা;
৫. ছোট দলে কীভাবে কাজ করবে তার পরিকল্পনা থাকা;
৬. বোর্ডের কাজ, বড় দল ও ছোট দলের কাজের মধ্যে সমন্বয় রাখা;
৭. কাজের সাথে সমন্বয় রেখে এবং উপকরণের প্রাপ্যতা বিবেচনায় রেখে উপকরণ নির্বাচন করা।

এরপর প্রস্তাবিত পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা ছকটিতথ্যপত্র (দিন-১৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-১) বোর্ডে টানিয়ে দিন ও ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, আপনারা বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির যে ফলাফল পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে একটি করে নমুনা পাক্ষিক পরিকল্পনা দিন। তথ্যপত্র (দিন-১৫, অধি-৩, তথ্যপত্র-২)বলুন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীদের ৩/৪টি শিখন স্তরের তালিকা আছে। তাদের শিখনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কি কি পরিকল্পনা করতে হবে তা চিন্তা করতে বলুন। অর্থাৎ পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় অবশ্যই ৩/৪ ধরনের শিখন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আগামী ১৫ দিনের তারা কী শিখবে তার পরিকল্পনা থাকবে।

কাজ- ৩ : দলে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলের মধ্যে ২টি দলকে ১ম শ্রেণির, ২টি দলকে ২য় শ্রেণির এবং বাকী ২টি দলকে ৩য় শ্রেণির গণিত বিষয়ের উপর কাজ ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয় নির্বাচন করতে বলুন এবং প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কি ধরনের শিখনফল অর্জন করাতে হবে তা চিহ্নিত করতে বলুন। দলে আলোচনা করে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজ নিজ পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।
- পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি শেষে দল থেকে নির্বাচিত একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের পর অন্য দলের কোন প্রশ্ন থাকলে তার উপর আলোচনা করুন।

কাজ- ৪ : বড় দলে আলোচনা ১০ মিনিট

- পাক্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন শেষে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন এই ১৫ দিনের জন্য একটি পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এরপর ১৫ দিনের শেষের ২ দিন ঐ পরিকল্পনার উপর শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের যে ফলাফল হবে তার উপর ভিত্তি করে আবার পরবর্তী পাক্ষিক পরিকল্পনা করাতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের ৬টি দলে ভাগ করুন, বলুন প্রত্যেক দল তাদের পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে একদিনের শ্রেণি পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। আগামীকাল অংশগ্রহনকারীরা ৩টি দল মক ক্লাস পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে। লটারীর মাধ্যমে ৬টি দলের মধ্যে কোন তিনটি দল মক ক্লাস পরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৬

অধিবেশন-১

অধিবেশনের শিরোনাম : গণিত বিষয়ের জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি ও প্রদর্শন।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. সহায়ক উপকণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. গণিত বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী সহায়ক উপকরণ তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
৩. উপকরণ পর্যালোচনা করতে পারবেন;
৪. উপকরণ তৈরি করতে পারবেন ও উপকরণগুলোর ব্যবহার বিধি (guide line) তৈরি করতে পারবেন।

সময় :২ ঘণ্টা

পদ্ধতি :প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, দলীয় কাজ, দলীয় উপস্থাপন, আলোচনা

উপকরণ : VIIP কার্ড, **সহায়ক উপকরণ, বক্স পেপার, গ্লু বা আইকা, পিন, রঙিন কাগজ, কাঁচি**

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : উপকরণ ও উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য **১০ মিনিট**

- সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের শিখন শেখানো কাজকে সহায়তা দেয়ার জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি করেছি, কারণ ছোট দলে শিক্ষার্থীদের পাঠ সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট করার জন্য শিক্ষকের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি প্রচুর সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন হয়, এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা বড় দলে বা একাকী ঐ পাঠ্যবই ও ঐ উপকরণগুলোর সহায়তায় ছোট দলে পাওয়া ধারণাগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণে উপকরণ ও সহায়ক উপকরণ সম্পর্কের ধারণায় আমরা ঐক্যমতে পৌঁছেছিলাম। এই অধিবেশনে সেই একই এ্যাকটিভিটির মাধ্যমে উপকরণ ও সহায়ক উপকরণের ধারণা আর একবার স্মরণ করার চেষ্টা করবো। প্রত্যেককে একটি করে উপকরণের উদ্দেশ্য বলতে বলুন। বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন।
- পোস্টার পেপার-এর মাধ্যমে উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য দেখান, এবং বড়দলে আলোচনা করুন
  ১. পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ করে তুলে ধরা।
  ২. পাঠকে আকর্ষণীয় করা।

৩. শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।
৪. সকলের দৃষ্টি একটি বিষয়ের দিকে নিবন্ধ করা।
৫. শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করান।
৬. শিখন দীর্ঘস্থায়ী করা।

কাজ-২: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী সহায়ক উপকরণ তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আমরা প্রথম দিনের অধিবেশনে কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম এবং একই অধিবেশনে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে পাঠ্যবইগুলো যে তৈরি করা হয়েছে সেটা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। 'শিখবে প্রতিটি শিশু' এই কার্যক্রমের আওতায় শ্রেণি পরিচালনার বিভিন্ন কৌশলগুলোর সাথেও আমরা পরিচিত হয়েছি এবং এই কৌশলগুলো অর্থাৎ ছোট দলে, বড় দলে কাজ, একাকী, জোড়ায় ও দলের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হলে, আরো অনেক সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন তা আমরা বাংলা প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী শ্রেণি পরিচালনায় বুঝতে পেরেছি। সুতরাং এই অধিবেশনে আমরা গণিত বিষয়ের ১ম-৩য় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে মিল রেখে বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ তৈরি করার কৌশল শিখব। যে উপকরণগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে স্তরভিত্তিক শিখন নিশ্চিত করবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রথম দিনের অধিবেশনে আলোচনার মাধ্যমে গণিতের বিষয়বস্তু (Areas of Mathematics) এবং প্রতি শ্রেণিতে সংখ্যার ব্যাপ্তী কী তা তুলে এনেছি। অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টি পোস্টার – ৩ দিকে আকর্ষণ করে বলুন, সহায়ক উপকরণ তৈরি করার জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতি শ্রেণির জন্য গণিতের বিষয়বস্তু (Area of Mathematics) অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করা হয়।
- কারিকুলাম ও পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়বস্তুর জন্য উপকরণ তৈরি করতে হবে তা নির্ধারণ করা- শ্রেণিভিত্তিক
  ১. প্রথম শ্রেণির জন্য সংখ্যা, সংখ্যা পদ্ধতি, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ... (১-৫০)
  ২. দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য সংখ্যা, সংখ্যা পদ্ধতি, যোগ, বিয়োগ গুণ, ভাগ ... (১-১০০)
  ৩. তৃতীয় শ্রেণির জন্য সংখ্যা, সংখ্যা পদ্ধতি, যোগ, বিয়োগ গুণ, ভাগ ... (১-১০০০)
- সহায়ক উপকরণের ধরন হবে ঠিক বাংলার মতোই
  ১. একটিভিটি গেইম (বোর্ড গেইম, ফ্লাশ কার্ড ইত্যাদি)
  ২. ওয়ার্ক কার্ড (Work Card)
  ৩. ওয়ার্ক শীট (Work sheet)
- উপকরণগুলোর ব্যবহার বিধি তৈরি করা
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন বিভিন্ন সহায়ক উপকরণে কিছু নমুনা তাদের দেখানো হবে এবং এরপর তারা ছোট দলে শ্রেণি উপযোগী সহায়ক উপকরণের বিষয় ও ধরন নির্ধারণ করবে এবং সে অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করবে।

কাজ-৩ : উপকরণ পর্যালোচনা করা ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ৪ দলে ভাগ করুন। এরপর আগেই প্রস্তুত করে রাখা সহায়ক উপকরণগুলো এবং তাদের ব্যবহার বিধি বাBEHTRUWC(Basic Education for Hard to Reach Urban Working Children)প্রকল্পে সব উপকরণ এবং সহায়ক উপকরণের সেট দিন। প্রত্যেককে পাঠ্যবই এবং অন্যান্য উপকরণ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বলুন।

কাজ-৪ : উপকরণ তৈরি ১ ঘণ্টা

- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই ও কারিকুলামের কপি প্রত্যেক দলকে দিন। প্রত্যেক দলকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা বড় দলে, একাকী, জোড়ায় ও দলে বসে বিষয়বস্তু অনুযায়ী গণিতের ধারণাগুলো স্পষ্ট করার জন্য কী কী ধরনের উপকরণ তৈরি করতে হবে তার তালিকা তৈরি করতে বলুন। যেমন- প্রথম শ্রেণির সংখ্যা বা যোগ, দ্বিতীয় শ্রেণির সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কী ধরনের উপকরণ তৈরি করা যায়। দলগুলো যে কোন ৩টি করে উপকরণ তৈরি করবে এবং উপকরণগুলোর ব্যবহার বিধি লিখবে অর্থাৎ কীভাবে উপকরণগুলো ব্যবহার করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের বেইসবোর্ড, সংখ্যা কার্ড ইত্যাদি উপকরণ তৈরি করতে বলুন। প্রত্যেক দলে উপকরণ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় আর্ট পেপার বক্স পেপার, গ্লু বা আইকা, কাঁচি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিতরণ করুন। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করুন। নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে কাজ শেষ করতে অনুরোধ করুন।

কাজ-৫ : উপকরণ প্রদর্শন ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে ৪/৬ টি টেবিল একত্রিত করতে বলুন। প্রতিটি দলকে তাঁদের তৈরিকৃত উপকরণ টেবিলে প্রদর্শন করে, টেবিলের চারিদিকে দাঁড়াতে বলুন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপকরণের ধারণা স্পষ্ট করুন। এরপর বলুন নিজেদের তৈরি উপকরণ ছাড়াও আশে পাশে সহজলভ্য দ্রবাদি দিয়েও অনেক উপকরণ তৈরি করা যায়। উপকরণ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে তা ব্যাখ্যা করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে বড় দলে ফিরে আসতে বলুন। এবার বলুন বিষয়টি, বিমূর্ত প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়, একারণে গণিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের জন্য প্রচুর বাস্তব, অর্ধবাস্তব ও বস্তুনিরপেক্ষ সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন। সহায়ক উপকরণ যেমন- সংখ্যা কার্ড, সংখ্যা খেলা ইত্যাদি গণিতের ধারণাগুলো স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

শিখন-শেখানো সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে তা হলো-

সংগ্রহ

- বিষয়বস্তুর সাথে উপকরণের মিল থাকতে হবে
- উপকরণ আকর্ষণীয় হতে হবে
- শিক্ষার্থীর জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে
- শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণি উপযোগী হতে হবে
- সহজলভ্য ও কম মূল্যের জিনিস দিয়ে উপকরণ তৈরি করতে হবে

ব্যবহার

- বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে উপকরণ ব্যবহার করা উচিত
- উপকরণটি পাঠের কোন অংশে ব্যবহার হবে তা আগেই পরিকল্পনা করতে হবে
- যতটা সম্ভব বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে হবে
- উপকরণটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা সবাই দেখতে পায়

সংরক্ষণ

- উপকরণগুলো নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে
- উপকরণগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন সেগুলো নষ্ট না হয়
- ব্যবহারের পর উপকরণগুলো সঠিকস্থানে গুছিয়ে রাখতে হবে।

দিন-১৬

অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম : পাক্ষিক মূল্যায়ন।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. মূল্যায়ন কী তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান মূল্যায়নের (Continuous assessment) প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;

২. পাক্ষিক পরিকল্পনায় নির্দেশিত ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি দলের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়ন টুলস তৈরী ও ব্যবহার করতে পারবেন ;

৩. অনুশীলন (Simulation) ক্লাসের মাধ্যমে হাতে কলমে মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারবেন ;

৪. মূল্যায়নে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ

উপকরণ : পাক্ষিক পরিকল্পনা, মূল্যায়ন টুলস্ , তথ্যপত্র(দিন-১৬, অধি-২, তথ্যপত্র-১,২)

প্রক্রিয়া :

কাজ-১ : মূল্যায়ন কী এবং মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা **১৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই অধিবেশনে আমরা মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করবো। অংশগ্রহণকারীগণের মূল্যায়ন সম্পর্কে কারো কোন ধারণা আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। তাদের উত্তর শোনার পর বলুন**

পোস্টার : ২১

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শিখন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াই 'মূল্যায়ন'। সাধারণ কথায় মূল্যায়ন হচ্ছে– কোন জিনিসের উপর মূল্য আরোপ বা কোন জিনিসের মূল্য যাচাই করা বা বিচার করা। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন হচ্ছে উদ্দেশ্যের কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করেছে বা করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন। কী উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে অথবা কেন মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ? তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন। প্রয়োজনে বুলেট আকারে বোর্ডে লিখুন। পরে পোস্টার পেপারে লেখা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা পড়ে শোনান এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। তথ্যপত্র ১৬.২.২ সরবরাহ করুন।

পোস্টার :২২

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা
১. শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি জানার জন্য
২. শিক্ষার্থীদের সবল ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করার জন্য
৩. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার জন্য
৪. শিক্ষার্থীর সবল ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করার পর পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য
৫. স্বাধীনভাবে দলে, জুটিতে ও এককভাবে কী কী কাজ করতে দেওয়া হবে তা চিহ্নিত করার জন্য
৬. বাড়তি সময়ে কী কী কাজ করতে দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করার জন্য।

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, আমরা সাধারণতঃ ১ম সাময়িকী, ২য় সাময়িকী ও বাৎসরিক পরীক্ষার মাধ্যমেশিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করি। এর বাইরেও আমরা শিক্ষার্থীদের চলমান মূল্যায়ন (Continuous assessment) করবো। প্রচলিত পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখনফল অর্জন করতে পারলো তা শুধু রেকর্ড করা হয়, কিন্তু পাক্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে তার শিখন সামর্থ অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে ১২টি ক্লাসের পর শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়। তার শিখনের মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য এবং এই মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তাদের শিখন সামর্থ (Learning ability)অনুযায়ী তাদের আবারো শ্রেণিকরণ (Clasify) করা হয়। এই শ্রেণিকরণের ফলে অনেক শিক্ষার্থীরই পুরাতন দল থেকে নূতন দলে চলে যেতে পারে। যেমন যে শিক্ষার্থী ১-২০ পর্যন্ত সংখ্যায় পড়তে ও লিখতে পারে সে পরবর্তীতে ১-২০ সংখ্যার মধ্যে যোগ, বিয়োগ, ছোট-বড় সাজাতে পারে দলের অন্তর্ভূক্ত হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন গত পাক্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ-২ : পাক্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও টুলস তৈরি ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এতক্ষণ আমরা মূল্যায়ন বলতে কি বুঝায়, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের (যা আমরা বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে জেনেছি) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও এর জন্য প্রয়োজনীয় টুলস তৈরি ও ব্যবহার করা জানব। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, গণিত বিষয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা দরকার। তাদের মতামত শুনুন। আলোচনার সুত্র ধরে আপনি বলুন যে, গণিত বিষয়ের যে ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আমরা প্রথমদিন আলোচনা করেছিলাম,

সেই ক্ষেত্র অনুযায়ী আমাদের গণিত বিষয়টি মূল্যায়ন করতে হবে। সংখ্যা গণনা, লেখা, পড়া, সংখ্যা পদ্ধতি চারি নিয়ম ইত্যাদি।

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, বেইস লাইন মূল্যায়নের পর আপনারা প্রত্যেকেই শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে একটি করে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন, এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি ১২ দিনের একটি ক্লাস পরিচালনা করেছেন, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষার্থী ছিল। এখন এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই আপনি একটি মূল্যায়ন পরিকল্পনা করবেন, তাদের শিখন অগ্রগতি জানার জন্য। যেহেতু আপনার পাক্ষিক পরিকল্পনায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের শিক্ষার্থী রয়েছে, সেহেতু এদের মূল্যায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টুলস ব্যবহার করতে হবে। তাই মূল্যায়নের প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমেই প্রয়োনীয় টুলস তৈরি ও সংগ্রহ করে নিতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের অধিবেশনের দলগতভাবে চূড়ান্ত পাক্ষিক পরিকল্পনার কথা স্মরণ করতে বলুন এবং পূর্বের দলে পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে পাক্ষিক মূল্যায়ন টুলস তৈরি করতে বলুন। দলে তথ্যপত্রের নমুনা মূল্যায়ন টুলস সরবরাহ করুন। টুলস তৈরি করার জন্য ২০ মিনিট সময় দিন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। ২/১ টি দলের মূল্যায়ন টুলস প্রদর্শন করতে বলুন।

কাজ-৩ : মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রদর্শন ও ছোট দলে অনুশীলন ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, কীভাবে মূল্যায়ন করতে হয় তা করে দেখাবেন। পূর্বে লিখে রাখা 'মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার' পোস্টারটি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে টানিয়ে দিন ও পড়ে শোনান।

পোস্টার : ২৩

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

১. প্রত্যেক পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২টি ক্লাসের পরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে।
২. শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে মূল্যায়ন ১/২/৩ দিন চলবে।
৩. যে সব শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকবে ক্লাস চলাকালীন যে দিন সে আসবে সেই দিন তার মূল্যায়ন করে নিতে হবে।
৪. নির্ধারিত ৪০ মিনিট সময় ধরেই বাংলা মূল্যায়ন করতে হবে।
৫. মূল্যায়নের সময় একজন বা জুটিতে বা দলে অথবা শিক্ষকের সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ডেকে নিয়ে তার মূল্যায়ন করবেন।
৬. সময় বিভাজন অনুযায়ী প্রথমেই শিক্ষক প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত কাজের নির্দেশনা দিয়ে দেবেন। ঐ দিন কোন নতুন পড়া দেবেন না।
৭. এরপর তিনি রিডিং পড়ানোর সময়ে শিক্ষার্থীদের রিডিং পড়া মূল্যায়ন করতে পারেন এবং মূল্যায়ন রেকর্ড রাখবেন।
৮. ছোট দলের নির্ধারিত সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এককভাবে বা জুটিতে বা দলে ডেকে স্তর অনুযায়ী বর্ণ, শব্দ, বাক্য, শব্দার্থ, বাক্য রচনা, প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড রাখবেন।

পড়া শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন। পোস্টার পেপারে লেখা মূল্যায়ন ছকটি তথ্যপত্র (দিন-১৬, অধি-২, তথ্যপত্র-২) বোর্ডে টানিয়ে দিন এবং সবাইকে খাতায় ছকটি এঁকে নিতে বলুন। এরপর একটি দলের মূল্যায়ন করে তথ্য সংগ্রহ করে, কীভাবে তা সংরক্ষণ করতে হবে তা দেখিয়ে দিন।

- অংশগ্রহণকারীদের দলে বসে তারা যে পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছিল তার আলোকে মূল্যায়ন টুলস তৈরি করেছেন। মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি বা জোগাড় করতে বলুন এবং দলে অনুশীলন করতে বলুন।

- দলের কাজ শেষ হলে সবাইকে বড় দলে ফিরিয়ে আনুন এবং দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজে কারো কোন কিছু যোগ করার আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন, পাক্ষিক মূল্যায়ন নিয়ে কারো কোন কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা বলন। অংশগ্রহণকারীগণকে পুনরায় জিজ্ঞেস করুন মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল দ্বারা শিক্ষক কী করবেন? সকলের মতামত শুনুন এবং বলুন এ মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ করে পূনরায় দল গঠন পূর্বক ১৫ কর্ম দিবসের জন্য পাক্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৬

অধিবেশন-৩

অধিবেশনের শিরোনাম : মকক্লাস পরিচালনা (অংশগ্রহণকারী)।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. ক্লাস পরিচালনার সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারবেন;
২. শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক কাজে সক্রিয় রেখে সময় ও শিখন ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : সিমুলেশন, বড় দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ছোট দল

উপকরণ : শ্রেণিভিত্তিক বাংলা পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো উপকরণ, পাঠ পরিকল্পনা

প্রক্রিয়া :

কাজ- ১ : মকক্লাস পরিচালনা প্রস্তুতি ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন এই অধিবেশনে আপনারা গণিতের মক ক্লাস পরিচালনা করবেন। প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন সহায়ক আপনাদের একটি মক ক্লাস পরিচালনা করে দেখিয়েছে। সেখান থেকে আপনারা সময়ের ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষ ও শিখন ব্যবস্থাপন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। বলুন এর আগের অধিবেশনে আপনারা প্রত্যেকে শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। অর্থাৎ আপনারা বেইসলাইন মূল্যায়ন করে দেখেছেন যে এই একই শ্রেণিতে ভিন্ন শিখন চাহিদার শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের শিখন নিশ্চিত করতে হলে তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। এই ধারণাটি আপনারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

- অংশগ্রহনকারীগণকে বলুন, গতকাল অধিবেশন শেষে আপনাদের পাক্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ক্লাস পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা হয়েছিলো। কোন ৩ দল মক ক্লাস পরিচালনা করবে, লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করুন। সেই তিনটি দলকে ক্লাস পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করুন।

কাজ- ২ : মকক্লাস উপস্থাপন ৬০ মিনিট

- মক ক্লাস প্রস্তুতি শেষে সবাইকে বড় দলে বসতে বলুন। অবশ্য বড় দলে বসলেও তারা যেন নিজ নিজ দলে বসে। তাদেরকে বলুন প্রত্যেক দল ৩৫ মিনিটের বাংলা ক্লাস পরিচালনার জন্য ২০ মিনিট করে সময় পাবেন। এই মক ক্লাস পরিচালনার সময় শিক্ষক ক্লাস পরিচালনার প্রতিটি ধাপ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময় ও কাজের সঠিক ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখবেন। এ অধিবেশনে আপনি ৩টি দলের উপস্থাপন দেখবেন ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। একটি দল থেকে একজনকে ক্লাস পরিচালনা করতে বলুন। এভাবে একে একে ৩টি দল থেকে ৩ জনকে ক্লাস পরিচালনা করতে বলুন। ক্লাস পরিচালনার সময় প্রত্যেক দলের জন্য ২ জন করে পর্যবেক্ষক ঠিক করুন। তিনি সম্পূর্ণ ক্লাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

কাজ- ৩ : ফিডব্যাক প্রদান ও পর্যালোচনা ১৫ মিনিট

- সবগুলো দলের ক্লাস উপস্থাপন শেষ হলে তাদেরকে জায়গায় বসতে বলুন এরপর পর্যবেক্ষককে ঐ শিক্ষকদের ক্লাস পরিচালনার উপর উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট বলতে বলুন। যেমন-
  ১. প্রথমে সবল দিক নিয়ে আলোচনা
  ২. উন্নয়নযোগ্য দিক নিয়ে আলোচনা

- এছাড়াও অন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকেও মন্তব্য শুনবেন। তবে কেউ যেন ফিডব্যাকের পুনরাবৃত্তি না করে সেই দিকে খেয়াল রাখবেন।

দিন- ১৬

অধিবেশন-৪

অধিবেশন শিরোনাম : বাংলা ও গণিত বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনার দিক নির্দেশনা।

শিখনফল :

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

১. বাংলা ও গণিত বিষয় শ্রেণি পরিচালনার দিক নির্দেশনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. বাংলা ও গণিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগের অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর,দলে আলোচনা

উপকরণ : বোর্ড মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, তথ্যপত্র (দিন-১৬, অধি-৪, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১ :বাংলা ও গণিত বিষয় শ্রেণি পরিচালনার দিক নির্দেশনা দেয়া ১ ঘন্টা

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বাংলা ও গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের বিষয়গুলো প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে পাশের বিদ্যালয়গুলোতে ৪ দিন বাংলার বিষয়গুলো হাতে কলমে অনুশীলন করতে হবে এবং পরবর্তী ৪ দিন একইভাবে গণিতের বিষয়গুলো হাতে কলমে অনুশীলন করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন, বাংলা ও গণিত বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনার দিকগুলো কী হতে পারে? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপচার্টে লিখুন।
- এবার, তাদের বাংলা ও গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনার দিক নির্দেশনা সম্বলিত তথ্যপত্রটি পড়তে দিন। কারো কোন প্রশ্ন না থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ দিন।

কাজ– ২: অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের মতামতের ভিত্তিতে প্লেনারীতে বলুন, বিদ্যালয়ে যে সব শিশুরা আসে তাদের সবার শিখন নিশ্চিত করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা কিছু ধারণা জ্ঞান ও দক্ষতা এখান থেকে শিখে যাচ্ছি। আমরা সকলে মিলে অঙ্গীকার করছি যে, প্রত্যেকের নিজের নিজের অবস্থান থেকে যতটা সম্ভব আমরা এই ধারণাগুলো বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।
- সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন- ১৭

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোন একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে বাংলা বিয়য়ে শ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোন একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-১৭

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বাংলা ও গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলে আলোচনা।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বাংলা বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে কেন্দ্রের আশে-পাশের স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন, বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন। এভাবে আমরা আরও সাতদিন শ্রেণি পরিচালনা করবো। বাংলায় মোট চারদিন, গণিতে মোট চারদিন।
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন আজকের বাংলা বিষয় শ্রেণি পরিচালনার কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?

  আলোচনার সময় শ্রেণি পরিচালনা সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলো করুন-
  - সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কি?
  - কতজনকে রিডিং পড়াতে পেরেছেন?রিডিং রেকর্ড খাতায় তুলতে পেরেছেন কি?
  - দলগুলোর জন্য যে বই নির্বাচন করেছেন, কীসের ভিত্তিতে বই বাছাই করেছেন?
  - কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, কি উপকরণ ব্যবহার করেছেন?
  - মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেকি?

  প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৭
অধিবেশন-৩

অধিবেশন শিরোনাম: ডিপিএড এর ভিত্তি।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ডিপিএড কোর্সে অনুসৃত শিখন-শেখানো কৌশলের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য ব্যাখা করতে পারবেন;
২. ডিপিএড কোর্সের ভিত্তি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. ডিপিএড কোর্সের প্রধান প্রধান দিকসমূহের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বর্তমান প্রশিক্ষণে এ ধারণার গুরুত্ব বলতে পারবেন এবং ডিপিএড কোর্সে তা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি :সিমুলেশন, প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ:পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-১৭, অধি-৩, তথ্যপত্র-১) ইত্যাদি

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: পাঠ উপস্থাপন ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম সনাক্তকরণ **৫০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে একজনকে (নির্ধারিত পাঠ-পরিকল্পনা অনুসারে) "বায়ুর ওজন আছে" (বিষয় প্রাথমিক বিজ্ঞান, শ্রেণি:৩য়) পাঠটি উপস্থাপন করতে বলুন। ৪/৫জন অংশগ্রহণকারীকে নির্ধারিত ছক ব্যবহার করে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে বলুন এবং বাকী অংশগ্রহণকারীগণকে শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করতে বলুন। পাঠ শেষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করুন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করুন। সকলের বক্তব্য সারসংক্ষেপ করুন।
  -পূর্বজ্ঞান যাচাই
  -নির্দিষ্ট কাজ প্রদান (স্তরভিত্তিক) এবং কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য-যেমন শিখন পরিবেশ, মুক্ত শিখন, মিথষ্ক্রিয়ামূলক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন
  -কাজ সম্পাদনে শিক্ষকের সহায়তা বা স্কাফোল্ডিং
  -শিখনফল অর্জনের অগ্রগতি যাচাই
- অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চান যে পাঠটি উপস্থাপন করা হলো সে পাঠে শিক্ষক কী কী কৌশল ও অনুক্রম প্রয়োগ করেছেন? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন। শিখনের আর কী কী কৌশল আছে সেগুলো বলতে বলুন ও নিচের বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করুন-

-Scaffolding কী?

-মিথষ্ক্রিয়ামূলক শিখন কী?

-মুক্ত শিখন বলতে আমরা কী বুঝি?

-সহযোগিতামূলক শিখন কী?

- অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চান-এই পাঠে শিক্ষার্থীদের মিথষ্ক্রিয়ামূলক শিখন, মুক্ত শিখন, সহযোগিতামূলক শিখনের সুযোগ কেমন ছিল? এরূপ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শিখনলাভ নিশ্চিত করা যায় কি?

কাজ-২: ডিপিএড কোর্সের ভিত্তি ব্যাখ্যা করা ৪০ মিনিট

- ডিপিএড কোর্সের উদ্দেশ্য সম্বলিত হ্যান্ড আউট মাল্টিমিডিয়াতে প্রদর্শন করুন এবং পর্যায়ক্রমে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করে তাদের ধারণা পরিষ্কার করুন। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীকে ৫টি দলে ভাগ করুন।
- ডিপিএড এর উদ্দেশ্য সম্বলিত হ্যান্ড আউট বিতরণ করুন এবং দলগতভাবে বসতে বলুন। দলগতভাবে পূর্বের পাঠে ডিপিএড এর কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে তা ছকে লিখতে বলুন। লেখার পর দলনেতাকে দলীয়কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

ছক

উদ্দেশ্য	প্রতিফলন

- দলীয় প্রতিফলনের আলোকে ডিপিএড কোর্সের নিম্নোক্ত মূল ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং শ্রেণি কার্যক্রমে ধারণাগুলো কীভাবে অনুসরণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন:

  -শিখন শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান/পূর্বঅভিজ্ঞতার আলোকে সংগঠিত হয়

  -শিক্ষার্থীকে শেখানো যায় না

  -শিখনের ক্ষেত্রে কারো সহায়তার প্রয়োজন হয়

  -শিখনের ক্ষেত্রে বার বার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়

  -কাজের মাধ্যমে শিখলে শিখন স্থায়ী হয়

  -একেক জনের শিখনের ধরণ একেক রকম

  -শিখনের ধরণ অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিখন দ্রুত সংগঠিত হয়

- ডিপিএড কোর্সে গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করুন (যেমন পিটিআই- তে তাত্ত্বিক দিক এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে নিবিড় অনুশীলন, শিক্ষকমান, মূল্যায়নে গাঠনিক মূল্যায়নের গুরুত্ব দান) বলুন যে ডিপিএড কর্মসূচিতে শিক্ষককে পেশাগতভাবে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সকল কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে বিভক্ত করুন এবং নিম্ন লিখিত প্রশ্নের আলোকে বিষয়গুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরতে বলুন।

-বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান: প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে বিষয়জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত করার যৌক্তিকতা কী কী হতে পারে?

-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে নিবিড় অনুশীলন: প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান তাৎক্ষণিকভাবে অনুশীলনের প্রয়োজন কতটুকু?

-শিক্ষক মান: শিক্ষক মান অর্জনের বিষয় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে জরুরী বলে মনে করেন কি?

-শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য এ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন অথবা এ্যাকশান রিসার্চ এরব্যবহার আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় অথবা বাস্তব সম্মত কোনটিই নয়-এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে মতামত দিন।

- দলীয় উপস্থাপন শেষে আলোচনার সূত্রপাত করুন এবং পরিশেষে সারসংক্ষেপ করে বলুন প্রাথমিক পর্যায়ে পেশাগতভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরির জন্য উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উন্নত দেশগুলো উক্ত কৌশলগুলোতে অনুসরণ করে কার্যকর ও উপযুক্ত মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করা হয়।

দিন-১৭

অধিবেশন-৪

অধিবেশন শিরোনাম: ডিপিএড কোর্সে শিখন সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রয়োগ এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণিকার্যক্রমে তার প্রতিফলন।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ডিপিএড শ্রেণিকার্যক্রমের তাৎপর্য ব্যাখা করতে পারবেন;
২. শিখন সম্পর্কিত তত্ত্বের সাথে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকার্যক্রমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন;
৩. ডিপিএড এ বিদ্যালয় অনুশীলনের প্রেক্ষাপট এবং অনুসরণীয় কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় :১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা, ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কারতথ্যপত্র (দিন-১৭, অধি-৪, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: ডিপিএড শ্রেণি কার্যক্রমের তাৎপর্য ব্যাখা ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছে জানিয়ে অধিবেশন শুর করুন।
- মাল্টিমিডিয়ায় নিচের প্রশ্নগুলো প্রদর্শন করুন এবং আগের অধিবেশনের উপস্থাপিত পাঠের উপর ভিত্তি করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলুন এবং প্রশ্নোত্তরে ডিপিএড উদ্দেশ্যের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
  -আমরা কেন পূর্বজ্ঞান যাচাই করি?
  - কেন আমরা শিক্ষার্থীদেরকে মুক্ত শিখন, সহায়তামূলক শিখন এর সুযোগ দেই?
  - কেন আমরা শিক্ষার্থীদেরকে কাজের মাধ্যমে শেখাতে চাই?
  - কেন আমরা দলীয়ভাবে নির্ধারিত কাজ দেই?
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিয়ে আলোচিত বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: আমরা কীভাবে শিখি ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চান যে কোনো একটি বিষয় তিনি কীভাবে শিখেছেন? ৫/৬ জনের অভিজ্ঞতা শুনুন। বলুন সকলের শিখনের ধরন এক নয়, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে শেখে।
- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়ে জানতে চান যে, শিখন সহায়ক উপাদান বলতে তারা কী জানেন।তিনি কোন বিষয় শিখতে কোনো ধরনের সহায়তা পেয়েছেন কিনা? যেমন সাঁতার কাটা, গান করা, সাইকেল চড়া, কবিতা আবৃত্তি করা কিংবা তাদের জীবনের বিভিন্ন বিষয় কীভাবে শিখেছেন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।

  গাড়ী চালনা কীভাবে শিখি

  -গাড়ী সম্পর্কে জ্ঞান পরিচিতি/জ্ঞান আহরণ

  -ট্রাফিক রুলস

  -গাড়ী চালনা কৌশল আয়ত্ব করা

  -গাড়ী চালনা অনুশীলন

  -গাড়ী চালনোর সময় ট্রাফিক আইন মেনে চলা

  -গাড়ী চালনার আগ্রহ

- বলুন-ঠিক তেমনি কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্পর্কে যথাযথ শিখন লাভ করতে চাইলে তার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াপ্রসূত দক্ষতা অর্জন করতে হয়। যেমন-

  -পর্যবেক্ষণ দক্ষতা/প্রক্রিয়া বিষক জ্ঞান

  -পরীক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান

  -পরিমাপ সম্পর্কিত জ্ঞান

  -তুলনা করা সম্পর্কিত জ্ঞান

  -শ্রেণিকরণ করা সম্পর্কিত জ্ঞান

  -অনুমান করা সম্পর্কিত জ্ঞান

  -সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত জ্ঞান

  -প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কিত জ্ঞান

উক্ত জ্ঞানলাভ করে তা অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করা এবং পরিশেষে তা প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করা যায়। একাধিক উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করুন। পাশাপাশি উল্লেখ করুন বিজ্ঞান শুধু পড়ে/মুখস্থ করে বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারনা লাভ করা সম্ভব নয়।

- বলুন-বাংলা ভাষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা লাভ করতে হলে অবশ্যই ভাষা শেখার ৪টি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা) সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে এবং তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে বাংলা ভাষা সঠিকভাবে ব্যবহারের দক্ষতা লাভ সম্ভব হবে।
- প্রশ্ন করুন- গণিত বিষয়ে শিখনলাভ করার জন্য কী কী বিষয়ে ধারনালাভ করা প্রয়োজন?
  সম্ভাব্য উত্তর:

  -সংখ্যার ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান

  -গণিতের প্রক্রিয়া চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞান

-গণিতের সম্পর্ক চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞান

-গণিতের সাধারণ চার নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান

- পুনরায় প্রশ্ন করুন-একজন শিক্ষককে তার শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কী কী জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ব করতে হয়? প্রয়োজনে উত্তরদানে সহায়তা দিন।
  সম্ভাব্য উত্তরঃ

  -বিষয়জ্ঞান

  -জ্ঞান প্রয়োগ করার জ্ঞান

  -অনুশীলনের মাধ্যমে পারঙ্গমতা অর্জন

  -জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন।

- কতকগুলো সাধারণ বিষয় তুলে ধরুন যেমনঃ

  -সকল শিখন কাজের শুরুতে কারো না কারো সহায়তার প্রয়োজন হয়; তবে এক পর্যায়ে মুক্তভাবে শিখন সম্ভব হয়

  -সকল শিখন কাজ পূর্বজ্ঞান অথবা পূর্ব-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হয়; (পূর্বজ্ঞান বা পূর্ব-অভিজ্ঞতা একটি উপাদান)

  -পরিপূর্ণ শিখনের জন্য বারবার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়; (অনুশীলন একটি উপাদান)

  -কাজের মাধ্যমে দ্রুত এবং ভালোভাবে শেখা যায় এবং শিখন স্থায়ী হয়; (কাজ করা একটি উপাদান)

  -শিখনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

কাজ-৩ঃ শিখনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩০ মিনিট

- প্রথমে আলোচনা করুন কোন কারণে শিখনে বাধার সৃষ্টি হয়? যেমনঃ ১.অভিজ্ঞতার ঘাটতি, ২. সহায়তার ঘাটতি, ৩. শিক্ষণজ্ঞানের ঘাটতি, ৪. আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতা, ৫. শিখন চাহিদার অভাব ইত্যাদি।
- একইভাবে ব্যাখ্যা করুন যে-নিজে শেখার বা কাজ করার জন্য প্রস্তুতিমূলক অনেক কাজ অন্য কারো সাহায্যে যেমন শিক্ষক, জানা শোনা ব্যক্তি বা রেফারেন্স বইয়ের সাহায্যে করতে হয়। মুক্ত শিখনের জন্য বারবার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।
- বোর্ডে নিচের তিনটি প্রশ্ন লিখুনঃ
  ১. শিখন কাজে আপনাকে কোন বিষয়টি সহায়তা করে এবং কোন বিষয় বাধার সৃষ্টি করে?
  ২. নিজে নিজে শেখার/করার জন্য আপনাকে কতটা শিখতে হয়? [বাস্তব এবং সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্ণনা করতে হবে]।
  ৩. শিখনের জন্য কী সব সময় শিক্ষকের প্রয়োজন হয়? [বাস্তব এবং সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্ণনা]
  ৪. শিখনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?
- দলে প্রশ্নগুলো আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। অতপর পোস্টার পেপার দেয়ালে উপযুক্ত স্থানে টাঙিয়ে দিন। প্লেনারিতে প্রত্যেক দলের মতামত সারসংক্ষেপ করে শিখনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-৪: শ্রেণিকার্যক্রমে শিখনতত্ত্বের প্রতিফলন ৪০ মিনিট

- পূর্ববর্তী অধিবেশনে অনুষ্ঠিত সিমুলেশন ক্লাসের উল্লেখ করে শিক্ষকের কাজ এবং শিক্ষার্থীদের কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করে বলুন যে শিক্ষক প্রধানতঃ কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করেছেন যথা (১) মুক্ত শিখন (২) সহযোগিতামূলক শিখন (৩) মিথস্ক্রিয়ামূলক শিখন ইত্যাদি। এর জন্য কখনও ছোট দলে কাজ করতে বলেছেন, কখনও সমগ্র শ্রেণিতে আলোচনা অথবা প্রশ্নোত্তর করেছেন অথবা শিক্ষার্থীদের একাকী পড়তে অথবা প্রশ্নোত্তর লিখতে দিয়েছেন। এ কাজগুলো কেন করতে হবে এবং কীভাবে তা করতে হবে সে বিষয়ে ডিপিএড বিভিন্ন কোর্সে তাত্ত্বিক ধারণা দেয়া হয়েছে যেমন বাংলায় পঠন দক্ষতার উপর তাত্ত্বিক আলোচনা রয়েছে এর সাথে শিক্ষণবিজ্ঞান অংশে কীভাবে শিশু শিক্ষার্থীরা পঠনে দক্ষতা লাভ করবে সে সম্পর্কেও ধারণা দেয়া আছে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করুন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণিত ও বিজ্ঞানের ৫টি পাঠ্যাংশ নির্বাচন করে ১টি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে দিন। পাঠ পরিকল্পনা তৈরি শেষে প্রত্যেক দলকে তাদের প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন।

  -পাঠ-পরিকল্পনায় শিখনফল সনাক্ত করার জন্য কী কী বিষয়ে ধারণা থাকতে হয়?

  -আপনাদের পরিকল্পনায় শিখন শেখানো কীভাবে নির্বাচন করেছেন?

  -কীভাবে শিখন সহায়ক সামগ্রী নির্বাচন করেছেন?

  -কার্যকর পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকা কী?

উত্তরের আলোকে ডিপিএড শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় অনুশীলনের সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষক হয়ে ওঠার জন্য এরূপ অনুশীলনজাত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তা এবং তার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

দিন-১৭

অধিবেশন-৫

অধিবেশন শিরোনাম : ডিপিএড এর বাংলা ও গণিত কোর্স আউটলাইন।

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ডিপিএড কোর্সে বাংলা বিষয়ের কোর্স আউটলাইন বলতে পারবেন;
২. ডিপিএড য়ের বাংলা বিষয়ের কোর্স আউটলাইনের সাথে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মিল বের করতে পারবেন;
৩. ডিপিএড কোর্সে গণিত বিষয়ের কোর্স আউটলাইন বলতে পারবেন;
৪. ডিপিএড য়ের গণিত বিষয়ের কোর্স আউটলাইনের সাথে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মিল বের করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : একক কাজ, ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ: ১ম-৫ম শ্রেণিরবাংলা এবং গণিত পাঠ্য পুস্তক, ডিপিএড এর বাংলা এবং গণিত বিষয়ের কোর্স আউটলাইন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-১৭, অধি-৫, তথ্যপত্র-১,২,৩,৪)

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: ডিপিএড কোর্সের বাংলা কোর্সের কোর্স আউটলাইন ব্যাখা করা **৪০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান প্রাথমিক স্তরের বিভন্নি শ্রেণিতে বিষয় কয়টি এবং কয়টি পাঠ্য পুস্তক রয়েছে?**
- **উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনে ধারণা স্পষ্ট করুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং দলে প্রাথমিক স্তরের বাংলা শিক্ষাক্রম সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বিষয়ে একটি শ্রেণির জন্য নিম্নোক্ত ছক পূরণ করতে বলুন**

ছক

বাংলা বিষয়ের ১টি প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু

- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- বলুন-প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পর শিখনফল প্রণয়ন করা হয়েছে। শিখনফল অর্জন করার জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।
- দলে বাংলা বিষয়ের ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সাথে বিষয়স্তুর মিল আছে কিনা তা যাচাই করতে বলুন।
- উক্ত ৫টি দলকে ডিপিএড য়ের বাংলা বিষয়ের কোর্স আউটলাইন সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে নিম্নোক্ত ছক পূরণ করতে বলুন।

ছক

১টি উদ্দেশ্য	শিখনফল	বিষয়বস্তু

- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- বলুন-ডিপিএড কোর্সে বাংলা বিষয়ে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পর শিখনফল প্রণয়ন করা হয়েছে। শিখনফল অর্জন করার জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।
- দলে বাংলা বিষয়ের কোর্স আউটলাইনে উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সাথে বিষয়স্তুর মিল আছে কিনা তা বিষয়টি পড়ে মতামত দিতে বলুন।

কাজ-২: ডিপিএড কোর্সের গণিত কোর্সের কোর্স আউটলাইন ব্যাখা করা ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং দলে প্রাথমিক স্তরের গণিত শিক্ষাক্রম সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে একটি শ্রেণির জন্য নিম্নোক্ত ছক পূরণ করতে বলুন

ছক

গণিত বিষয়ের ১টি উদ্দেশ্য	শ্রেণি	শিখনফল	বিষয়বস্তু

- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- বলুন-প্রাথমিক স্তরের গণিত বিষয়ে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পর শিখনফল প্রণয়ন করা হয়েছে। শিখনফল অর্জন করার জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।
- দলে গণিত বিষয়ের ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত গণিত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সাথে বিষয়স্তুর মিল আছে কীনা তা যাচাই করতে বলুন।
- উক্ত ৫টি দলকে ডিপিএড এর গণিত কোর্স আউট লাইন সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে নিম্নোক্ত ছক পূরণ করতে বলুন।

ছক

১টি উদ্দেশ্য	সংশ্লিষ্ট শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো কৌশল

- কোর্স আউট লাইনের উদ্দেশ্যের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।
- ছকে উল্লিখিত বিষয়বস্তু ও শিখন শেখানো কৌশলের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন সম্ভব কীনা সে বিষয়ে আলোচনা করুন।
- বিষয়বস্তু ও শিক্ষণবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করার জন্য কোর্স আউট লাইনের বিষয়বস্তু অংশের শিখনফল এবং শিক্ষণবিজ্ঞান অংশের সংশ্লিষ্ট শিখনফল নিয়ে আলোচনা করুন।
- পরিশেষে বাংলা ও গণিত বিষয়ের কোর্স আউট লাইনের উপর ভিত্তি করে ডিপিএড কোর্সে উক্ত দুটি বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

দিন- ১৮
অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে বাংলা বিয়য়ে শ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-১৮

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বাংলা ও গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলে আলোচনা।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বাংলা বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে-পাশের স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন। বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন। এভাবে আমরা আরও সাতদিন শ্রেণি পরিচালনা করব। বাংলায় মোট চারদিন, গণিতে মোট চারদিন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন আজকের বাংলা বিষয় শ্রেণি পরিচালনার আপনাদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?**

  আলোচনা পরিচালনার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

  - **সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কি?**
  - **কতজনকে রিডিং পড়াতে পেরেছেন?রিডিং রেকর্ড খাতায় তুলতে পেরেছেন কি?**
  - **দলগুলোর জন্য যে বই নির্বাচন করেছেন, কীসের ভিত্তিতে বই বাছাই করেছেন?**
  - **কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেছেন?**
  - **উপকরণ ব্যবহার করতে কী ধরনের অসুবিধা বোধ করেছেন?**
  - **মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেকি?**

  প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৮
অধিবেশন-৩

অধিবেশন শিরোনাম: বাস্তব উদাহরণসহ মেন্টরিং।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. মেন্টরিং কী তা বলতে পারবেন;

২. মেন্টরিং এর প্রয়োজনীয়তা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৩. Mentor ও Mentee'র গুণাবলী বলতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : ভূমিকা অভিনয়, ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার,মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-১৮, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: ভূমিকা অভিনয় **৬০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে ৪ জনকে ভূমিকা অভিনয়-১ জন্য নির্বাচন করুন (১ জন প্রধান শিক্ষক, ২জন পুরাতন শিক্ষক এবং ১জন নতুন শিক্ষক) এবং অন্য সকলকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অভিনয় করতে বলবেন। ভূমিকা অভিনয়ের বিষয় বুঝিয়ে দিন। শিক্ষকের ভূমিকা যারা করবেন পূর্বদিনই তাদের কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

  ভূমিকা অভিনয়-১: অফিসে প্রধান শিক্ষক বসে আছেন। তার সামনে/পাশের চেয়ারে ২জন শিক্ষক বসে আছেন। এমন সময় নতুন শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য প্রবেশ করবেন। নতুন শিক্ষক সালাম বিনিময় করবেন। প্রধান শিক্ষক গুরুত্বহীনভাবে সালাম গ্রহণ করবেন। প্রধান শিক্ষক যোগদান পত্র হাতে নেবেন তবে খুলবেন না। তারপর প্রধান শিক্ষক বলবেন যে বিদ্যালয়ে আজ ২জন শিক্ষক আসেননি। আপনি ৩য় পিরিয়ডে ৫ম শ্রেণির ইংরেজি ক্লাসে যাবেন। এটি বলে তিনি তার কাজ করতে থাকবেন। নতুন শিক্ষক বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি এখন কী করবেন? তিনি কোনো উপায় না পেয়ে শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষে বসে থাকা ২জন শিক্ষকের কাছে সহায়তা চাইবেন। ১জন শিক্ষক বলবেন, ভাই, প্রাইমারীতে পড়াতে কোনোকিছু জানতে হয় না কি? বই আছে, শিক্ষার্থীদের কাছে জেনে নেবেন এবং তারপর পড়াবেন তারপর তিনি ৫ম শ্রেণির ক্লাসটির অবস্থান একজন অংশগ্রহণকারী শিক্ষকের কাছে জেনে নেবেন। নতুন শিক্ষক নিজে ৫ম শ্রেণিতে ইংরেজি পড়াতে যাবেন। নতুন শিক্ষক নিজেই নিজের পরিচয় দিবেন এবং শিক্ষকার্থীদের নিকট থেকে আজকের পড়া কোথায় জেনে নিবেন। শিক্ষক মনক্ষুন্ন অবস্থায় ঐ দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুনঃ
  - আমরা যে ভূমিকা অভিনয়টি দেখলাম সেখানে প্রধান শিক্ষককের ভূমিকা কী ধরনের ছিল?
  - অন্য ২জন শিক্ষককের ভূমিকা কী ছিল?
  -নতুন শিক্ষকের মনের অবস্থা কীরূপহয়েছিল?
  -এরূপ অবস্থায় নতুন শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক পরিবেশ বর্তমান থাকতে পারে আপনারা মনে করেন।
  - এ ঘটনাটি কি ব্যতিক্রম কোন ঘটনা? একজন নতুন শিক্ষক বিদালয়ে যোগদান করলে তাকে সাধারণতঃ কীরূপ সহায়তা দেয়া হয়।
  -নতুন শিক্ষকের জন্য, প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণেরকাছ থেকে কীরূপ সহায়তা কাঙ্খিত?
  -নতুন শিক্ষক কি যথযথভাবে পাঠদান করতে পেরেছেন?
- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে ৪ জনকে পুনরায় ভূমিকা অভিনয়-২ য়ের জন্য নির্বাচন করুন (১ জন প্রধান শিক্ষক, ২জন পুরাতন শিক্ষক এবং ১জন নতুন শিক্ষক) এবং অন্য সকলকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অভিনয় করতে বলবেন একটি ক্লাস পরিচালনা করার জন্য । ভূমিকা অভিনয়ের বিষয় বুঝিয়ে দিন (পূর্বের দিন করা যেতে পারে)।

  ভূমিকা অভিনয়-২ বিষয়ঃ অফিসে প্রধান শিক্ষক বসে আছেন। তার সামনে/পাশের চেয়ারে ২জন শিক্ষক বসে আছেন। এমন সময় নতুন শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য প্রবেশ করবেন। নতুন শিক্ষক সালাম বিনিময় করবেন। প্রধান শিক্ষক আন্তরিকভাবে সালাম গ্রহণ করবেন। প্রধান শিক্ষক যোগদান পত্র হাতে নেবেন এবং খুলে দেখবেন। তারপর প্রধান শিক্ষক অন্য ২জন শিক্ষকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তিনি শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয় জানবেন-যেমন তিনি কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, পরিবারে আর কে কে আছেন, তারা কে কী করেন, বিদ্যালয় থেকে কত দূরে থাকেন, বিদ্যালয়ে আসতে কত সময় লাগতে পারে ইত্যাদি। তিনি নতুন শিক্ষককে উৎসাহ দেবেন। প্রধান শিক্ষক তাকে ১ম সপ্তাহ বিদ্যালয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং একজন শিক্ষকের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। তিনি একজন পুরাতন অভিজ্ঞ শিক্ষককে তাকে সহায়তা করতে বলবেন। নতুন শিক্ষক পুরাতন শিক্ষকের কাছে বসবেন এবং কখন তার সাথে আলোচনা করা যায় তার জন্য সময় নির্ধারণ করবেন।

  নির্ধারিত সময়ে দুজনে বসবেন এবং ব্যক্তিগত আলাপ সেরে ঠিকানা/ফোন নম্বর নেবেন। এবার পুরাতন শিক্ষক কীভাবে যথাযথভাবে পাঠদান করতে পারেন তার জন্য পরামর্শ দেবেন (প্রাথমিক স্তরের কয়টি বিষয় রয়েছে, ক্লাস রুটিন, উপকরণ, শিখনসামগ্রী নিয়ে আলাপ করবেন)। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক ৫ম শ্রেণিতে যাবেন এবং শিক্ষককে পরিচয় করিয়ে দেবেন। নুতন শিক্ষক ইংরেজি পাঠদান করবেন।
- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করুনঃ
  -এখানে প্রধান শিক্ষককের ভূমিকা কী ধরনের ছিল?
  -অন্য ২জন শিক্ষককের ভূমিকা কী ছিল?
  -নতুন শিক্ষকের মনের অবস্থা কীরূপ হয়েছিল?
  -নতুন শিক্ষক কি যথাযথভাবে পাঠদান করতে পেরেছেন?

- Mentoring (মেন্টরিং) শব্দটি হোয়াইট বোর্ডের মাঝখানে লিখুন। অংশগ্রহণকারীগণ Mentoring শব্দটির সাথে পরিচিত কিনা জানতে চান, এ শব্দটি সম্পর্কে তাদের ধারণা কী জিজ্ঞাসা করুন। তাদের দেওয়া উত্তর Mentoring শব্দটিরচতুর্দিকে লিখুন। লেখা শেষ হলে সম্পূর্ণ লেখাগুলো একবার পড়ুন এবং সেখানে Mentoring ধারণা প্রকাশ করে এ রকম বিষয়গুলো বোধগম্যভাবে আলোচনা করুন। তথ্যপত্রের আলোকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট করে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করুন যাতে এ বিষয়ে তাদের ধারণা পরিস্কার হয়।

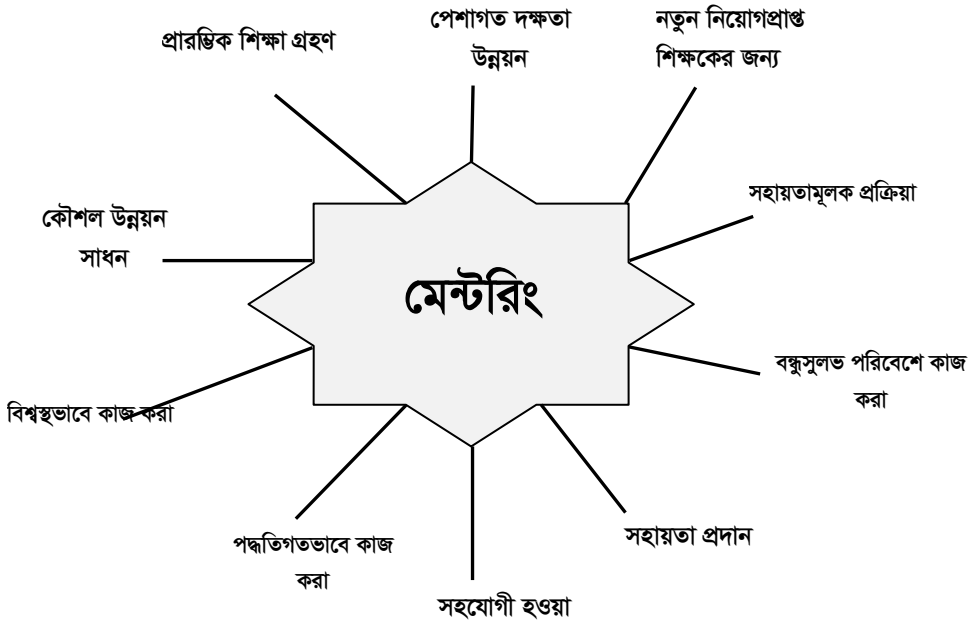

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন-সাধারণত নতুন শিক্ষার্থী, শিক্ষক/শিক্ষার্থী অথবা নতুন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহোযোগিতার প্রয়োজন হয়। কর্মক্ষেত্রে অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ হিসেবে নতুন প্রবেশের পর তারা কারো সহযোগিতা পেতে চায়। এ পেশায় যারা অভিনয় অর্থাৎ বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যাদের বিশদ ধারণা আছে, তারা শিক্ষানবিশকে সে পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে ধীরে ধীরে শিক্ষানবিশকে তাঁর নির্ধারিত কাজ করার সুযোগ করে দেবেন এবং উদ্বুদ্ধ করবেন। মেনটরিং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মেনটরিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হয় মেনটর (**Mentor**) এবং নতুন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে **Mentee** বলা হয়। মেনটর হিসেবে শিক্ষক/প্রশিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ যে কেউ মেনটরিং এর দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- আমরা সমাজে বা পরিবারে কীভাবে একে অপরকে সহযোগিতা করি, নবাগত শিশুকে কীভাবে মা-বাবা, ভাই-বোন অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মানসিক এবং শারীরিক বিকাশে সহায়তা করে তা উল্লেখ করুন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকের রুটিন কাজের বাহিরে যে দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনা করে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে তাকে সঠিক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের ভূমিকা কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

কাজ-২: মেন্টরিং এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা ও Mentor ও Mentee'র গুণাবলী আলোচনা ৪৫ মিনিট

- Mentoringএর ধারণা আলোচনার পর অংশগ্রহণকারীগণকে তাদের পেশাগত কাজে অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে শিক্ষকতা পেশায় Mentoring এর প্রয়োজন আছে কিনা কীভাবে আছে তা চিন্তা করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীগণকে ৫/৬টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের পেশাগত কাজে বিশেষ করে শিখন শেখানো কার্যক্রমের দক্ষতা উন্নয়নে Mentoring কীভাবে কাজে লাগবে তা লিখতে বলুন। লেখা শেষে ২/৩টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। বাকী দলগুলোকে আলোচনা অনুযায়ী তাদের দলীয় কাজ সংশোধন করে নিতে বলুন এবং তাদের লেখার নতুন কোন বিষয় থাকলে তা উপস্থাপন করতে বলুন। এভাবে উপস্থাপন ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য Mentoring য়ের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবে উপলব্ধি করার এবং ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

- আলোচনা শেষে Mentoring এর প্রধান প্রধান দিকগুলো বোর্ডে লিখুন এবং নিজেদের বিদ্যালয়ে কোনো নতুন শিক্ষক যোগদান করলে কীভাবে তাকে সহায়তা দিতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করে পূর্বের দুটি ভূমিকাভিনয়ের কথা উল্লেখ করে Mentoring এর গুরুত্ব তুলে ধরুন।

- Mentoring এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির পর Mentorএর কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত জানার চেষ্টা করুন। তাদের ৪/৫ জনকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করুন ও আলোচনা করুন। অতপর Mentoring গুণাবলি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন এবং আলোচনার ওপর প্রস্তুতকৃত তথ্যপত্র (দিন-১৮, অধি-৩, তথ্যপত্র-১) বিতরণ করুন (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাড়তি জ্ঞান লাভের জন্য)।

Mentoring এর প্রয়োজনীয়তা	**Mentor** এর গুণাবলী	**Mentee'**র গুণাবলী

দিন-১৮

অধিবেশন-৪

অধিবেশন শিরোনাম: মেন্টরিং প্রক্রিয়া।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. **মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য কী তা বলতে পারবেন;**
২. **পেশা উন্নয়নের ক্ষেত্রে মেন্টরিং এর সুফলসমূহ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;**
৩. **শিক্ষার্থী এবং পরামর্শকের সম্পর্ক কেমন হবে তা বলতে পারবেন;**
৪. **মেন্টরিং এর কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন।**

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, তথ্যপত্র (দিন-১৮, অধি-৩, তথ্যপত্র-১), পোস্টার পেপার ও White boardমার্কার,Permanent মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য **২০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূচনা করুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্ব অধিবেশনের ২য় ভূমিকাভিনয়ের কথা চিন্তা করতে বলুন এবং প্রধান শিক্ষক কোন উদ্দেশ্যে নতুন শিক্ষককে সহায়তা করেছেন জানতে চান। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে একটি করে ভিপ কার্ড সরবরাহ করুন এবং কার্ডে মেন্টরিংয়ের ১টি উদ্দেশ্য লিখতে বলুন। কার্ডগুলো লেখার পর বোর্ডে টাঙিয়ে দিন এবং তথ্যপত্রের (দিন-১৮, অধি-৩, তথ্যপত্র-১) আলোকে মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করুন।**

কাজ-২: পেশা উন্নয়নের ক্ষেত্রে মেন্টরিং এর সুফল এবং মেন্টি এবং মেন্টরের সম্পর্ক **৪০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্ব অধিবেশনের ২য় ভূমিকা অভিনয়ের কথা চিন্তা করতে বলুন এবং মেন্টরিং এর ফলে নতুন শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কীরূপ উপকৃত হয়েছে জানতে চান। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং দলে আলোচনা করে নিচের ছকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ শেষে মেন্টরিং এর ফলে মেন্টির, বিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য সুফল আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করুন।**

ছক

মেন্টরিং এর ফলে মেন্টির জন্য সুফল	
মেন্টরিং এর ফলে বিদ্যালয়ের জন্য সুফল	
অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য সুফল	

- পূর্ব অধিবেশনের ভূমিকা অভিনয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দলে আলোচনা করে এরূপ পরিস্থিতিতে ছকে মেন্টির জন্য সুফল, বিদ্যালয়ের জন্য সুফল এবং অন্যান্য শিক্ষকের জন্য সুফল লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্ব অধিবেশনের ২য় ভূমিকা অভিনয়ের কথা চিন্তা মেন্টর এবং মেন্টির মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল বলতে বলুন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। তথ্যপত্র থেকে একজনকে মেন্টর এবং মেন্টির সম্পর্ক পড়তে বলুন।

কাজ-৩: মেন্টরিং এর কৌশল ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্ব অধিবেশনের ২য় ভূমিকা অভিনয়ের কথা চিন্তা করতে বলুন এবং মেন্টরিং এর ফলে নতুন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক কীভাবে মেন্টরিং করেছিলেন জানতে চান। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।
- মেন্টরিং করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান ভূমিকা পালন করে সে বিষয় প্রশ্ন করুন: মেন্টরিং করার ক্ষেত্রে প্রধান কাজগুলো কী কী হতে পারে?
  সম্ভাব্য উত্তর:
  - বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান, ক্লাস রুটিন সম্পর্কে আলোচনা করে দায়িত্ব বন্টন
  - শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো কৌশল নিয়ে আলোচনা ও ঐকমতো পৌছান
  - শিক্ষার্থীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা প্রদান
  - শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার মান উন্নয়ন সম্পর্কে মত বিনিময় এবং একমত হয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ
  - শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা
  - প্রধান শিক্ষক শিক্ষকযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন
- মেন্টরিং করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন?
  সম্ভাব্য উত্তর:
  - শিক্ষানবিশ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক সৃষ্টি
  - শিক্ষানবিশ শিক্ষককে মডেল শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুযোগ প্রদান
  - পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ধারণা প্রদান
  - বিদ্যালয়ের সার্বিক মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন
- অংশগ্রহণকারীগণকে পরপর নিচের প্রশ্নগুলো করুন। প্রত্যেককে ২ মিনিট চিন্তা করার সময় দিয়ে জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন। প্রত্যেক জোড়া থেকে উত্তর জেনে বোর্ডে লিখুন।
  -আপনার বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষানবীশ শিক্ষক (পিটিআই শিক্ষার্থী) শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে আসলে আপনি কী করবেন?
  -বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষানবীশ শিক্ষক যোগদান করলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকগণ কী করবেন?
  -একজন শিক্ষানবীশ শিক্ষক কীভাবে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষক কী ব্যবস্থা নেবেন?
- অতঃপর পূর্বেই পোস্টার পেপারে লেখা 'পরামর্শদানের কৌশল' পোস্টার পেপারটি প্রদর্শন করে বোর্ডে লেখা কৌশলগুলোর সাথে তুলনা করে আলোচনা শেষ করুন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সকলেই পরামর্শদানের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন কী না সে বিষয়টি লক্ষ্য করে পুনরায় নতুন কিছু উদাহরণ দিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করুন।

দিন-১৮

অধিবেশন-৫

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি কার্যক্রমে মেন্টরিং প্রক্রিয়া।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. শ্রেণিকার্যক্রমে মেন্টরিংয়ের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন;
২. শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনায় মেন্টরিং করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট
পদ্ধতি : সিমুলেশন, ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও দলীয় কাজ।
উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কেস স্টাডি-১, পোস্টার পেপার ও মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শ্রেণি কার্যক্রমে মেন্টরিংয়ের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ **৪০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীগনকে ৫টি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে কেস স্টাডি-১ এর সমস্যাগুলোর সমাধান বের করতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে নিজের পছন্দমত পিয়ার মেন্টর নির্বাচন করতে বলুন। ১ম-৫ম শ্রেণির একটি বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠদানের জন্য এক জোড়া দলকে নির্বাচন করুন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন। অন্য জোড়া দলগুলোর মাঝে পর্যবেক্ষণ ছক সরবরাহ করুন এবং পর্যবেক্ষণ ছকের বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আয়োজন করুন এবং প্রত্যেক জোড়াকে পর্যবেক্ষণ ছক পুরণ করতে বলুন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে মেন্টরিং এর বিষয়গুলো সনাক্ত করতে বলুন।

কাজ-২: শ্রেণি কার্যক্রম মেন্টরিংকরণ **৩৫ মিনিট**

- প্রত্যেক জোড়া দলকে মেন্টরিং এর বিষয়গুলো আলোচনা করতে বলুন এবং পরেনিচের ছক পূরণ করতে দিন।

মেন্টরের সাথে আলোচনার রেকর্ড

[এই রেকর্ড মেন্টর এবং মেন্টির মধ্যে একে অপরের আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। দুজনেই আলোচনা শেষে স্বাক্ষর করবেন এবং মেন্টি তার পোর্ট ফলিওতে সংরক্ষণ করবেন]

১. সমস্যা/ক্ষেত্র	:
২. আলোচনার মূল বিষয়	:
৩. পরিকল্পনা গ্রহণ	:
৪. নিজের (মেন্টি) স্ব-অনুচিন্তন	:
৫. মেন্টরের মন্তব্য	
স্বাক্ষর	মেন্টর: মেন্টি:

- ১ম-৫ম শ্রেণির একটি বিষয়ের পাঠদানের জন্য পুনরায় এক জোড়া দলকে নির্বাচন করুন এবং পাঠদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন। অন্য জোড়া দলগুলোর মাঝে পর্যবেক্ষণ ছক সরবরাহ করুন এবং পর্যবেক্ষণ ছকের বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আয়োজন করুন এবং প্রত্যেক জোড়াকে পর্যবেক্ষণ ছক পুরণ করতে বলুন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম উপর মেন্টরিং এর বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় আলোচনা করতে বলুন। মেন্টরিং এর বিষয়গলো সনাক্ত করতে বলুন এবং উপস্থাপন করতে বলুন।

কেস স্টাডি-১

একটি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে সকাল ৯:০০ মিনিটে পিটিআই প্রশিক্ষার্থীগণ আগমন করলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে বিরক্তি ও গুঞ্জন দেখা গেল:

১ম শিক্ষক (২য় শিক্ষককে): বিরক্ত হচ্ছেন কেন ভাই, ওরা আসলে তো সুবিধা, ক্লাস নিতে হয়না।

২য় শিক্ষক: ক্লাস নিতে হয়না বুঝলাম কিন্তু বোকার মত বসে থাকতে হয়। আর সমনেই পরীক্ষা, রেজাল্ট খারাপ হলে তো হেড আপার বকুনি খেতে হয়।

৩য় শিক্ষক: সেটা বুঝলাম আপা! কিন্তু আমাদের উপর তো দায়িত্বও চাপানো হচ্ছে। আমাদের তো ক্লাস পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দিতে হয়। আমরা ডিপিএড এর কী বুঝি? কয়েকদিনের ট্রেনিং এ যদি ডিপিএড বোঝা যেত তাহলে এরা ১৮মাস পড়ে কেন?

(এমন সময় ১জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর এলেন এবং তাঁর সাথে প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক সবাইকে নিজ নিজ ক্লাসে চলে যেতে বললেন। ইন্সট্রাক্টর বললেন-)

ইন্সট্রাক্টর: আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। কেননা পিটিআই এর কার্যক্রম আমাদের সকলের উন্নয়নের জন্য। আর আপনাদের স্বাভাবিক শ্রেণিকার্যক্রম যাতে বিঘ্নত না হয়, সে বিষয়টি আমরা দেখব।

১ম শিক্ষক: আপা/স্যার আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা তো সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু আমরা এ নতুন সিস্টেম তো বুঝি না। আর আমরা এত বেশি ক্লাস নিয়ে ভারাক্রান্ত যে আমাদের পক্ষে রিপোর্ট তৈরি, শ্রেণি পর্যবেক্ষণ করা এসবের তো সময় নেই। আর আমাদের তো পর্যবেক্ষণের জন্য কোন চেকলিস্টও সরবরাহ করা হয়নি।

ইন্সট্রাক্টর: আমরা টিফিনের সময় বসে সমস্যাগুলো আলোচনা করে সমাধান বের করে ফেলব। আপানারা একটু ধৈর্য ধরুন।

দিন- ১৯

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে বাংলা বিয়য়ে শ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-১৯

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- **বাংলা ও গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, ছোট দলে আলোচনা।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বাংলা বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- **অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে কেন্দ্রের আশে-পাশের স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন, বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং সেই পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন। এভাবে আমরা আরও সাত দিন শ্রেণি পরিচালনা করব। বাংলায় মোট চারদিন, গণিতে মোট চারদিন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন আজকের বাংলা বিষয় শ্রেণি পরিচালনার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?**
  আলোচনা পরিচালনার জন্য শ্রেণি পরিচালনা সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলো করুন-
  - **সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কি?**
  - **কতজনকে রিডিং পড়াতে পেরেছেন?রিডিং রেকর্ড খাতায় তুলতে পেরেছেন কি?**
  - **দলগুলোর জন্য যে বই নির্বাচন করেছেন, কীসের ভিত্তিতে বই বাছাই করেছেন?**
  - **কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, কী উপকরণ ব্যবহার করেছেন?**
  - **মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি?কীভাবে বুঝেছেন যে শিক্ষার্থীরা কাজের নির্দেশনা বুঝতে পেরেছে?**

  প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-১৯
অধিবেশন-৩

অধিবেশন শিরোনাম: শিক্ষক মান-১

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. শিক্ষক মান কী তা বলতেপারবেন;
২. শিক্ষক মানের ক্ষেত্রগুলো সনাক্ত করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : সিমুলেশন,পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-১৯, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষক মান **৪৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান-পেশাগত শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষকের কী ধরনের বিষয়জ্ঞান থাকা প্রয়োজন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। সম্ভাব্য উত্তর-
  -শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জ্ঞান
  -বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান
  -পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে জ্ঞান
  -পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
  -উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান
  -শিক্ষার্থী সম্পর্কে জ্ঞান
  -মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান-শিক্ষক এ সমস্ত জ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কীভাবে প্রয়োগ করবেন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। সম্ভাব্য উত্তর-
  -পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং সে অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন
  -শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন
  -সকল শিশুর চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
  -শিখন-শেখানো কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী শিখনফল অর্জন করতে পারে

-শিক্ষার্থীদের পারগতা যাচাই করবেন।

- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান-শিক্ষার্থীগণ এ জ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কীভাবে প্রয়োগ করবেন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। সম্ভাব্য উত্তর-

  - শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজগুলোতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।

  -শিক্ষার্থীদের কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং প্রশংসা করেন।

  -প্রত্যেক শিক্ষার্থীরর ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রত্যেকের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক রাখেন।

  -পাঠ পরিকল্পনা বা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সহকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

  -সমস্যাপূর্ণ শিশুর শিখন সমস্যা সমাধান

- অংশগ্রহণকারীগণের দেওয়া উত্তরের সূত্র ধরে বলুন-শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য পেশাগত জ্ঞান থাকতে হবে, সে জ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রয়োগ করতে হবে এবং তার জন্য ইতিবাচক মূল্যবোধ তথা দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করতে হবে।

কাজ-২: সিমুলেশন এবং শিক্ষকমানের ক্ষেত্র সনাক্তকরণ **১ ঘন্টা**

- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে ১জনকে ১ম-৫ম শ্রেণির যে কোনো একটি বিষয়ে সিমুলেশন (পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে) করার ব্যবস্থা করুন (অথবা একটি ভিডিও দেখার ব্যবস্থা করুন)। সিমুলেশনে:

  -সুনির্দিষ্ট শিখনফল থাকবে

  -শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বর্ণনা থাকবে

  -শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকবে

  -শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা থাকবে

  -শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে

  -সকল শিক্ষার্থী কাজে অংশগ্রহণ করবে

  -শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে

  -সকল শিশুর চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে

  -উপকরণের ব্যবহার থাকবে

  -শিখন-শেখানো কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী শিখনফল অর্জন করতে পারে

  -শিক্ষার্থীদের পারগতা যাচাই করেন

  -শিক্ষার্থীদের কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং প্রশংসা করেন

  -প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রত্যেকের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখেন।

- পাঠদানশেষে প্রত্যেকে অংশগ্রহণকারীগণকে একটি করে প্রশ্ন দিন। (প্রশ্নগুলো ছোট ছোট কাগজে পূর্বে তৈরী করে রাখবেন) অংশগ্রহণকারীগণকে উত্তর পাশের জনের সাথে আলোচনা করে নোট বুকে লিখতে বলুন। উত্তর লেখা শেষে উপস্থাপন করতে বলুন।

  ১. সুনির্দিষ্ট শিখনফল আছে কি? শিখনফল অর্জিত হয়েছে কি?

২. কী ধরনের শিখন-শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন? সেগুলো সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান যথাযথ জ্ঞান ছিল কি?
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথার্থভাবে করেছেন কি? ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞানের প্রতিফলন আছে কি?
৪. শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান যথার্থ কি?
৫. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার জন্য কী কাজ দিয়েছেন? সেগুলো যথার্থ ছিল কি?
৬. চিন্তা করার সুযোগ, জোড়ায় কাজ, দলীয় আলোচনার সুযোগ ছিল কি?
৭. শিক্ষর্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কি? শিক্ষক সক্রিয় অংশগ্রহণে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?
৮. সকল শিক্ষার্থী কাজে অংশগ্রহণ করেছে কি? এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভুমিকা যথার্থ ছিল কি?
৯. শিক্ষাথীদের পারগতার স্তর অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা সঠিক ছিল কি? থাকলে তা কেমন ছিল?
১০. সকল শিশুর চাহিদা অনুযায়ী কী ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে?
১১. উপকরণ ব্যবহার সঠিক ছিল কি? থাকলে কতটুকু কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?
১২. শিক্ষাথীদের পারগতা যাচাই/মূল্যায়ন কীভাবে করা হয়েছে?
১৩. শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজগুলোতে সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?
১৪. শিক্ষার্থীদের কাজে উৎসাহ/প্রশংসা প্রদান করার জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?
১৫. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে কী ধরণের আচরণ করা হয়েছে?

- প্রত্যেক জোড়াদলের উত্তর উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করুন এবং জানতে চান একজন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত গুণগলো থাকা অপরিহার্য কিনা এবং উল্লিখিত গুণগুলোকে এক কথায় কী বলা যেতে পারে। সম্ভাব্য উত্তরঃ
  - শিক্ষক যোগতা, শিক্ষক মান, শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।
- বলুন- আসলে একজন শিক্ষকের জ্ঞান, অনুশীলন/প্রয়োগ এবং মূল্যবোধ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে শিক্ষক মান বলা হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা করব।

দিন-১৯

অধিবেশন-৪

অধিবেশন শিরোনাম: শিক্ষক মান-২

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. শিক্ষক মানের পারদর্শীতার সূচক চিহ্নিত করতে পারবেন;
২. পারদর্শীতার সূচকের কাজগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : সিমুলেশন,পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ:পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষক মানের পারদর্শীতার সূচক চিহ্নিতকরণ এবং সে অনুযায়ী কাজ উল্লেখ করা ৯০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।
- সকলকে শিক্ষক মান এবং শিক্ষক যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য পত্র (শিক্ষক যোগ্যতার পারগতার সূচক মুছে দিয়ে প্রিন্ট করতে হবে) সরবরাহ করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে ৬টি দলে ভাগ করুন ও প্রত্যেক দলের মাঝে ৩৭টি শিক্ষক যোগ্যতাকে (১ম দল:১-৭ নং শিক্ষক যোগ্যতা, ২য় দল: ৮-১৪ নং শিক্ষক যোগ্যতা, ৩য় দল: ১৫-২০ নং শিক্ষক যোগ্যতা, ৪র্থ দল: ২১-২৭ নং শিক্ষক যোগ্যতা, ৫ম দল:২৮-৩৩ নং শিক্ষক যোগ্যতা এবং ৬ষ্ঠ দল: ৩৪-৩৭ নং শিক্ষক যোগ্যতা) ভাগ করে দিন এবং দলগতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করে নিচের শিক্ষক মান এবং শিক্ষক যোগ্যতা সম্বলিত ছকটির পারগতার সূচক এবং কাজ পূরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করুন।

ছক (নমুনা)

ক্ষেত্র	শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষক মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারগতার সূচক	পারগতার সূচক অনুযায়ী কাজ
পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি	(ক) বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান	১. প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদর্শন করতে পারেন।	১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবহার করে যথাযথ, এবং পারস্পর্য বজায় রেখে পাঠ পরিকল্পনা করার যোগ্যতা।	১. পাঠ পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট শিখনফল বিদ্যমান ২. শিক্ষক আত্মবিশ্বাসের সাথে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন	• পাঠ পরিকল্পনায় শিখনফল যথাযথভাবে লিখেছেন। ৩. শিখনফল অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। ৪. শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সঠিকভাবে উত্তর দিতে পেরেছেন। ৫. শিক্ষার্থীর ভুল উত্তর সংশোধন করেছেন।

- দলীয় কাজ শেষে উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ শেষে মূল তথ্যপত্রের (পারগতার সূচকসহ) সাথে মিল করতে বলুন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ

দিন-১৯
অধিবেশন-৫

অধিবেশন শিরোনাম: শিক্ষক মান-৩

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. **শিক্ষক মানের পারদর্শীতার সূচক অনুযায়ী প্রমাণ চিহ্নিত করতেপারবেন।**

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : সিমুলেশন,পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা ও ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ:পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কার পেন।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষক মানের পারদর্শীতার সূচক অনুযায়ী প্রমাণ চিহ্নিতকরণ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

- **অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।**
- **প্রত্যেকে নিচের ছক (প্রমাণ মুছে দিয়ে প্রিন্ট করতে হবে) এবং একটি ECL নমুনা পাক্ষিক পরিকল্পনা ও দৈনিক পরিকল্পনা সরবরাহ করুন।**
- **একজন শিক্ষার্থীকে উক্ত দৈনিক পরিকল্পনা অনুসারে ৪০ মিনিটের ১টি ক্লাস পরিচালনা করতে বলুন এবং অন্যান্যদেরকে শিক্ষার্থী ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকাভিনয় করতে বলুন।**
- **ক্লাস শেষে অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করুন এবং দলগতভাবে বিস্তারিত আলোচন করে নিচের শিক্ষক মান এবং শিক্ষক যোগ্যতা সম্বলিত ছকটির পারগতার সূচক অনুযায়ী প্রমাণ লিখতে নির্দেশনা প্রদান করুন।**
- **কাজ শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলীয় কাজ শেষে মূল তথ্যপত্রের (প্রমাণসহ) সাথে মিল করতে বলুন।**
- **সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।**

ছক (নমুনা)

ক্ষেত্র	শিখনের ক্ষেত্র	শিক্ষক মান	শিক্ষক যোগ্যতা	পারগতার সূচক	প্রমাণ
পেশাগত অনুশীলন	(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ণ	৭. শিক্ষার্থীরা কর্যকরভাবে শিখন লাভ করতে পারে। এমনভাবে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং ধরে রাখা ও সক্রিয় করার কৌশলযুক্ত পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।	১. নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্ট পাঠ-পরিকল্পনা/শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন যা নিম্নলিখিত দিকগুলো প্রদর্শন করে: • প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন ফলকে প্রাধান্য প্রদান। • শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ধরে রাখতে পারে এমন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্তন এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। • সকল ছাত্রের পরিবার এবং সামাজিক জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠদান। • কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ফল মূল্যায়ন। • শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, সামাজিক অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিকগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সকল শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি। • কার্যকর, কার্যক্রম এবং শিখন ফল চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার।	১.(ক) সকল পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনা করে থাকেন। (খ) শিখন ফল, পাঠ্যাংশ, শিখন-শেখানো কাজ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত। (গ) বিষয়/শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিখন ফল নির্ধারণ। (ঘ) শিক্ষার্থী পূর্বের মূল্যায়ন ফলাফলের সাথে সম্পর্ক রেখে শিখনফল এবং কার্যক্রম নির্ধারণ। (ঙ) শিখন শেখানো কাজ পাঠ-কাঠামো এবং বিষয় যথাযথ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ (যেমন শিখন শেখানো কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রেণিভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, ব্যবহারিক কাজ ছোট দলে অথবা জোড়ায় পড়া এবং লেখার কাজ ইত্যাদি। (চ) শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রাধান্য দান এবং যেখানে সম্ভব সেখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে উৎসাহ দান। (ছ) প্রধান প্রধান শিক্ষাদান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো মূল্য দিয়ে থাকেন। (জ) পরিকল্পিত শিখন শেখানো কাজ একটি সমন্বিত শিখন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। (ঝ) পরিকল্পনায় সব ধরনের উপকরণের ব্যবহারসহ অন্যান্য দিকগুলো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়। (ঞ) মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ (যেমন মৌখিক প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, লিখিত কাজ ইত্যাদি)। (চ) সকল ধর্মের শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখন শেখানো কাজের সাথে জড়িত থাকে।	(ক) সকল পাঠের পাঠ-পরিকল্পনা (খ) সকল পাঠের পাঠ-পরিকল্পনায় শিখন ফল, পাঠ্যাংশ, শিখন-শেখানো কাজ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত রয়েছে। (গ পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয় এবং শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে শিখনফল সর্ম্পযুক্ত । (ঘ) পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পরিকল্পনা করেন। (ঙ) শিক্ষক শিখন শেখানো কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য প্রশ্নোত্তর, ব্যবহারিক কাজ, ছোট দলে অথবা জোড়ায় কাজ এবং লেখার কাজ করতে দেন। (চ) শিখন শেখানো কাজে শিক্ষাথীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় করেন এবং শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা করার সুযোগ দেন। (ছ) শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেন। (জ) শিখন শেখানো কাজ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করেন। (ঝ) সব ধরনের উপকরণের ব্যবহার করা হয়। (ঞ) বিভিন্ন মূল্যায়ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ। (চ) সকল শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে শিখন শেখানো কাজের সাথে জড়িত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দিন- ২০

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বাংলা বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : শ্রেণি পরিচালনা অনুশীলন

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে বাংলা বিয়য়ে শ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে বাংলা বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-২০

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম:শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- **বাংলা ও গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলে আলোচনা।

উপকরণ :পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১: বাংলা বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- **অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে কেন্দ্রের নিকটস্থ স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন, বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন। এভাবে আমরা আরও সাতদিন শ্রেণি পরিচালনা করব। বাংলায় মোট চারদিন, গণিতে মোট চারদিন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন আজকের বাংলা বিষয় শ্রেণি পরিচালনার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?আলোচনার সময় শ্রেণি পরিচালনা সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলো করুন-**
  - **সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কি?**
  - **কতজনকে রিডিং পড়াতে পেরেছেন?রিডিং রেকর্ড খাতায় তুলতে পেরেছেন?**
  - **দলগুলোর জন্য যে বই নির্বাচন করেছেন, কীসের ভিত্তিতে বই বাছাই করেছেন?**
  - **কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, কী উপকরণ ব্যবহার করেছেন?**
  - **মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি?**

  প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-২০
অধিবেশন-৩

অধিবেশন শিরোনাম: মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. **শিক্ষক মান অর্জনের শিখনের বিষয়/ক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারবেন।**

সময় : ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা,ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ:মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সংশ্লিষ্ট তথ্য পত্র, পোস্টার পেপার,মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-২০, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষক মান অর্জনের জন্য কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ **১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূচনা করুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান পাঠ-পরিকল্পনায় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় এ ক্ষেত্রে শিক্ষক মানের কোন শিখনের বিষয় বলা হয়েছে।**

সম্ভাব্য উত্তর-বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান

- **উত্তরের সূত্র ধরে অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান শিক্ষক মান অর্জনের জন্য শিক্ষককের কোন বিষয়ে জ্ঞান, অনুশীলন এবং প্রয়োগ করা প্রয়োজন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।**

সম্ভাব্য উত্তর:

- প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান

- শিক্ষাক্রমের যোগ্যতা এবং শিখনফল ও শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদান কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা

- প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা

- বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাক্রমের আলোকে শিখন শেখানো কাজ (পিসিকে) সম্পর্কে জ্ঞান

- শিক্ষার্থীদের শিখন এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত প্রধান তত্ত্বগুলো সম্পর্কে ধারণা

- প্রচলিত আইন কানুন ও বিধি সংশ্লিষ্ট ধারণা

- শিক্ষার্থীরা কার্যকরভাবে শিখন লাভ করার কৌশলযুক্ত পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন

- সকল শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা প্রদর্শন

- সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে সম্মান করেন ও মূল্য দেন

- শিখনে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার দক্ষতা এবং আলোচনাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা

- সকল শিক্ষাথীর অংশগ্রহণে সহায়ক, ইতিবাচক, নিরাপদ এবং সমতার ভিত্তিতে শিখন পরিবেশ বজায় রাখা

-স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন শিক্ষাউপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবহার করা

- যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল পরিকল্পনা ব্যবহার করা

-মা-বাবা অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগণের সাথে কার্যকরভাবে বিদ্যালয় উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সজাগ।

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং শিক্ষক মানের সূচক (এলোমেলো করে) সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে শিক্ষক মানের বিষয়/ক্ষেত্র লিখতে বলুন। লেখা শেষে প্রতিদলের দলনেতাকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনার সাথে সাথে অন্য দলকে মিলাতে বলুন। তথ্যপত্র থেকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

ছক (নমুনা)

পারগতার সূচক	শিক্ষক মানের বিষয়/ক্ষেত্র

দিন-২০
অধিবেশন-৪

অধিবেশন শিরোনাম: মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান-২

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. শিক্ষক মান অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা, ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষক মান অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলি চিহ্নিতকরণ ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন-আমরা পূর্বের অধিবেশনে জেনেছি যে, শিক্ষক মান অর্জন করার জন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেটি শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অনুশীলন করতে হবে। এটি ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চানবাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের ৪র্থ শ্রেণির আমাদের পরিবেশ ও সমাজ এ বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে একজন শিক্ষককে কী কাজ করতে হবে।
  সম্ভাব্য উত্তর:
  - অধ্যায়টি ধারণা লাভ করার জন্য পড়তে হবে
  - বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য আবশ্যকীয় শিখনক্রম পুস্তকটি পড়তে হবে
  - শিখনফল এবং পাঠ বিভাজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণালাভের জন্য আবশ্যকীয় শিখনক্রম পুস্তকটি দেখতে হবে
  - শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণালাভ করতে হবে
  - পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হবে
  - কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তার তালিকা এবং প্রস্তুত/সংগ্রহ করতে হবে
  - সকল শিক্ষার্থী শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন কৌশল/টুলস নির্ধারণ করতে হবে
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। ১ম দলকে প্রথম শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষক সহায়িকা, ২য় দলকে দ্বিতীয় শ্রেণিরপরিবেশ পরিচিতি সহায়িকা, ৩য় দলকে তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠপুস্তক, ৪র্থ দলকে ৪র্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠপুস্তক এবং ৫ম দলকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠপুস্তক সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে যে কোনো ২টি বিষয় নির্বাচন করতে বলুন। নির্বাচন

করার পর উক্ত বিষয়বস্তু শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক কী কাজ করবেন তা লিখতে বলুন। লেখার পর প্রতিদলের দলনেতাকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অধিবেশনের শিখন স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: শিক্ষক মান অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলি চিহ্নিতকরণের সুফল ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণের পূর্বের কোনো এক অধিবেশনের একটি পাঠে শিক্ষকের উন্নয়নের দিক স্মরণ করে তা জোড়াদলে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলুন। লেখার পর ৫/৬ জনের কাছ থেকে উক্ত শিক্ষকের উন্নয়নের দিকসমূহ জানতে চান।
- এবার অংশগ্রহণকারীগণের কাছে জানতে চানবিষয়ভিত্তিক কার্যাবলি চিহ্নিত না করার কারণে কী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে?উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং প্লেনারীতে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যকে দলকে নিম্ন লিখিত ছকে তাদের ধারণা লিখতে বলুন।

শিক্ষক মান অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলি চিহ্নিতকরণের সুফল	শিক্ষক মান অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলি চিহ্নিতকরণের সুফল

- ছকে লেখার পর প্রতিদলের দলনেতাকে তাদের লেখা উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: শিক্ষক মান অর্জনের জন্য বিষয়ভিত্তিক কার্যাবলি চিহ্নিতকরণে মেন্টরের ভূমিকা ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণের পূর্বের কোনো এক অধিবেশনের একটি পাঠে শিক্ষকের উন্নয়নের দিক স্মরণ করে সেখানে মেন্টরের ভূমিকা কী তা খাতায় লিখতে বলুন।
- লেখার পর জোড়াদলে আলোচনা করে দলের একজনকে বলতে বলুন।
  সম্ভাব্য উত্তর:
  - শিক্ষককে নিয়ে আলাদাভাবে বসবেন
  - শিক্ষকের উন্নয়নের দিক নিয়ে আলোচনা করবেন
  - উন্নয়নের জন্য পরিল্পনা করবেন
  - উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করবেন
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

দিন-২০
অধিবেশন-৫

অধিবেশন শিরোনাম: মেন্টরিং এবং শিক্ষক মান-৩

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. রোল-প্লে এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে শিক্ষকমান অর্জনের জন্য মেন্টর এবং মেন্টির ভূমিকা কী তা উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় :১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি :রোল-প্লে, কেস স্টাডি, প্রশ্নোত্তর, সমবেত আলোচনা, ছোট দলীয় কাজ।

উপকরণ :মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: রোল-প্লে **৩৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- রোল-প্লে-১ য়ে অংশগ্রহণকারীগণকে রোল-প্লে-১ য়ের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিন। প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় দিন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে রোল-প্লে-১ উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপনার শেষে প্লেনারীতে অভিনয়ে শিক্ষক যোগ্যতার কোন কোন দিকগলো প্রতিফলিত হয়েছে এবং কোন কোন দিকগলো প্রতিফলিত হয়নি তা আলোচনা করুন।
- আলোচনা শেষেপ্লেনারীতে মেন্টর এবং মেন্টির ভূমিকা কী ছিল বলুন।

কাজ-১: কেসস্টাডি **৪০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেককে ১টি কেসস্টাডি বিতরণ করুন। দলে আলোচনা করে মেন্টর এবং মেন্টির করণীয় কী লিখতে বলুন।
- দলে লেখার পর অংশগ্রহণকারীগণকে ১টি করে কেসস্টাডির করণীয় সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনার শেষে প্লনারীতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

রোল-প্লে-১

জনাব মোঃ আব্দুর রহিম ১৯১২ সালে বৌলতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পান। তিনি যথারিতি উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি সাতপাড় নজরুল মহাবিদ্যালয় বরিশাল থেকে ডিগ্রি পাশ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করেছেন। কোন ধরনের সি-ইন-এড/বিএড/ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশনে ডিগ্রি নেই। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শিউলী বেগম, সাতপাড় কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করেছেন এবং সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে ২০ বছর ধরে চাকরি করছেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্য ৩ জন শিক্ষক যথাক্রমে জনাব রিতা আক্তার (এইচ.এস.সি, সি-ইন-এড), জনাব শেফালী বিশ্বাস ((স্নাতক, সি-ইন-এড) এবং জনাব ফাতেমা বেগম (এইচএসসি, সি-ইন-এড) প্রত্যেকেই ১০ বছরের অধিক সময় ধরে শিক্ষকতা করছেন। জনাব মোঃ রেজাউল করিম নতুন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন।

অফিস কক্ষ:

রিতা আক্তার (শিক্ষক) : আবদুর রহমান সাহেব, আপনি গতকাল ৩য় শ্রেণির গণিত বিষয়ে যোগ কর (হাতে না রেখে) পাঠ দান করছিলেন। আমি পিছন থেকে আপনার পাঠটি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আপনি মুখে মুখে তাদেরকে যোগ শেখাচ্ছিলেন। সেখানে আপনি বাস্তব উপকরণ যেমন-কাঠি এবং কাঠির বান্ডিল ব্যবহার করতে পারতেন। তাছাড়া অনেকেই বিষয়টি বুঝতে পারছিল না। পিছনের শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনার নজর ছিল না। শ্রেণিতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। সেক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন নাই। তাছাড়া আপনি কোন পাঠ পরিকল্পনা করেন নাই। আসলে এ সকল বিষয় একটি পাঠ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত থাকে। সে বিষয়ে আপনার জানা প্রয়োজন।

আব্দুর রহিম : আপনি আমাকে ছোট করছেন (রাগান্বিত স্বরে)। কোনভাবেই আপনি আমার পাঠ দেখতে পারেন না। আমি কী করব না করব আপনার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে? আপনার থেকে কী আমি কম জানি? আমি বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা করেছি। আপনার থেকে আনেক বেশী পড়ালেখা করেছি। এর পর থেকে কোন দিন আপনি আমার পাঠ দেখবেন না।

শিউলী বেগম : আপনি রাগ করছেন কেন? এটি আপনার এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ভালর জন্য উনি এ বিষয়টি আপনাকে বলছেন। থেকে পড়ালেখা করেছেন ভাল কথা, কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয় এর পড়ালেখা আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা এক নয় এটা আপনাকে বুঝতে হবে। আপনি ছাড়া সবার সি-ইন-এড বা বি-এড প্রশিক্ষণ আছে। সেখানে কীভাবে পড়াতে হবে, কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করতে হবে, কীভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে ইত্যাদি শেখানো হয়। আপনাকে সেভাবেই পড়াতে হবে।

শেফালী বিশ্বাস : রহিম সাহেব, আপা ঠিক কথাই বলছেন। আমাদের লাইব্রেরিতে আবশ্যকীয় শিখনক্রম, ১ম-৫ম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তক, উপকরণ রয়েছে। আপনি সেগুলো দেখতে পারেন। কোথায় কোন সমস্যা হলে আমাদেরকে জানাতে পারেন। আমারা আপনাকে পরামর্শ দিতে পারব। কারণ আমরা এ বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।

ফাতেমা বেগম : রহিম সাহেব, কোন বিষয় পড়াতে হলে সে বিষয়ের বিষয়জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া সে বিষয় প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আপনাকে কোন বিষয় পড়াতে হলে প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে আপনি শিক্ষার্থীদের ঐ নির্দিষ্ট পাঠে কী অর্জন করাবেন অর্থাৎ ঐ পাঠের শিখনফল কী? শিখনফল অর্জন করানোর জন্য আপনাকে কতকগুলো পদ্ধতি-কৌশল অনুসরণ করতে হবে। যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া যে ঐ বিষয়ে ভাল পড়াতে পারেন তার পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আব্দুর রহিম : আপনারা কিছু মনে করবেন না। আসলে আমি নতুন তো! তাই এত কিছু জানতাম না। আপনাদের পরামর্শ আমার কাজে লাগবে। আমার কোন বিষয় পড়াতে হলে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করব।

শিউলী বেগম : ঠিক আছে আমরা কিছু মনে রাখব না। আপনি প্রথমে যে বিষয় পড়াবেন যে বিষয়ে জানার চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজনে আমার কাছে আসবেন। আমি অপনাকে সাহায্য করতে পারব।

কেসস্টাডি-১

জনাব মোঃ আবু হানিফ খান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক। তিনি নিজে নিজে পাঠ পরিকল্পনা করেন। নির্ধারিত সময়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুরু ও শেষ করেন না। উপকরণ ব্যবহার করে বিষয়বস্তু ব্যাখা বিশ্লেষণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। শ্রেণিকক্ষে পরিষ্কার নির্দেশনা প্রদান করেন না এবং সকলের সাথে ভাল আচরণ করেন না। নির্দিষ্ট জায়গায় দাড়িয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সকল শিক্ষার্থী তার কথা ভালভাবে শুনতে পারে না। ফলে শ্রেণি শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার এবং চিন্তা করার কোন সুযোগ দেন না। এর কারণে শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জিত হয় না। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে না। এতে অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কোন সদ্বউত্তর দেন না।

প্রশ্নঃ

১. জনাব মোঃ আবু হানিফের সাথে সহকর্মীদের কেমন সম্পর্ক ছিল?
২. জনাব হানিফ সাহেবের বিষয়জ্ঞান কেমন ছিল?
৩. তিনি কি কোন নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেন?
৪. শিক্ষার্থীদের সাথে তার যোগাযোগ কেমন ছিল?
৫. শ্রেণি শৃঙ্খলা ব্যাঘাত হওয়ার কারণ কী?
৬. যথাযথ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কারণ কী?
৭. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা কেমন ছিল?
৮. অভিভাবকগণের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল?
৯. জনাব মোঃ আবু হানিফের শিক্ষক মানের কোন কোন দিক উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন?
১০. একজন মেন্টর হিসেবে আপনি জনাব মোঃ আবু হানিফকে শিক্ষক মান অজির্নের জন্য কী পরামর্শ দিবেন?

দিন- ২১

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. **প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।**

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ,

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে গণিত বিষয়েশ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-২১

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলে আলোচনা।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- **অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে কেন্দ্রের আশে-পাশের স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন, বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং সেই পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন।**
- **অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন আজকে গণিত বিষয়ে শ্রেণি পরিচালনায় কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে?**

  অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণি পরিচালনা সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

  - **সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কী না?**
  - **কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, কী উপকরণ ব্যবহার করেছেন?**
  - **মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা কি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে?**

তাদের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-২১

অধিবেশন-৩

অধিবেশন শিরোনাম: শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. পর্যবেক্ষণ কী তা বলতে পারবেন;
২. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের বিষয়সমুহ সনাক্ত করতে পারবেন;
৪. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সনাক্তকৃত বিষয়বস্তুর আলোকে একটি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রস্তুত করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, একাকী চিন্তা, ব্রেইন স্টর্মিং, জোড়ায় আলোচনা ও দলীয় কাজ।

উপকরণ:মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কার ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: পর্যবেক্ষণ কী এবং কেন? **৩০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে কী আছে তার নাম অংশগ্রহণকারীগণকে সংগ্রহ করতে বলুন কোনটি জীব এবং কোনটি জড় তা সনাক্ত করতে বলুন। সংগ্রহ করার পর বোর্ডে জীব এবং জড় এর নাম লিখুন। অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান এ প্রক্রিয়াকে কী বলা যেতে পারে? সম্ভাব্য উত্তর-
  -তথ্য সংগ্রহ
  -পর্যবেক্ষণ
- তাদের উত্তরের সূত্র ধরে 'শিখন- শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ বলতে কী বুঝায়?' অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীগণের নিকট প্রশ্ন করুন 'কেন আমরা শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করব/শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য কী?' প্রথমে একাকী চিন্তা করে এবং পরে জোড়ায় আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলুন। লেখা শেষে জোড়ার একজনকে বলতে বলুন। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে ১জনকে যে কোন একটি বিষয় পাঠ দিতে বলুন (অথবা একটি ভিডিও দেখানো যেতে পারে) এবং অন্যদেরকে পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। পাঠশেষে অংশগ্রহণকারীগণ কোন কোন দিক পর্যবেক্ষণ করেছেন তা খাতায় লিখতে বলুন এবং জোড়ায় আলোচনা করে জোড়ার একজনকে বলতে বলুন। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনে সংযোজন করুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীগণ একটি ভিপ কার্ড সরবরাহ করুন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আর কী পর্যবেক্ষণ করা যায় তা লিখতে বলুন। লেখা শেষে কার্ডগুলো পুশপিন বোর্ডে এঁটে দিতে বলুন। কার্ডগুলো একজনকে দিয়ে পড়তে বলুনএবং সারসংক্ষেপ করুন।

কাজ-৩: শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং একসাথে বসে পোস্টার পেপারে পর্যবেক্ষণকৃত এবং অভিজ্ঞতার আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রস্তুত করতে বলুন। দলে চেকলিস্ট প্রস্তুত হয়ে গেলে দল নেতাকে উপস্থাপন করতে বলুন।
- সকল দলের উপস্থাপন শেষে দলনেতাদের সহায়তায় একটি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রস্তুত করুন।
- পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টটি উপস্থাপন করতে বলুন। সকলের সহায়তায় প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন করুন।
- সংযোজন-বিয়োজন এর পর পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টটি চূড়ান্ত করুন।

দিন-২১

অধিবেশন-৪

অধিবেশন শিরোনাম: শিখন- শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (অনুশীলন)।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিখন- শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;
২. পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র সনাক্ত করতে পারবেন;
৩. পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রের আলোকে ফলাবর্তন দিতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : পাঠ উপস্থাপন,পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও দলীয় কাজ।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, পাঠ-পরিকল্পনা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কার ইত্যাদি।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট সরবরাহ করুন। সম্ভব হলে কাছের কোন বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের একটি পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করুন অথবা বাংলা বিষয়ের একটি সিমুলেশন ক্লাসের আয়োজন করুন। শিক্ষক অবশ্যই পাঠ-পরিকল্পনা তৈরিপূর্বক পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করবেন (পূর্বের দিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে)।
- অংশগ্রহণকারীগণকে মনোযোগ সহকারে সরবরাহকৃত পর্যবেক্ষণ ছক/চেকলিস্ট ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।

কাজ-২: পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান ৪৫ মিনিট

- পাঠশেষে অংশগ্রহণকারীগণকে তাদের পর্যবেক্ষণকৃত চেকলিস্টের আলোকে পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তাদের নোট বুকে লিখতে বলুন। সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রের আলোকে শিক্ষক কী ধরণের ফলাবর্তন দিবেন তা লিখতে বলুন।
- লেখা শেষ হলে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে বলুন এবং সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করুন। আলোচনা শেষে তাদের ধারণা পরিষ্কার করুন।
- অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

দিন-২১

অধিবেশন-৫

অধিবেশন শিরোনাম: ডিপিএড কোর্সের চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (অনুশীলন)।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ডিপিএড কোর্সেরপর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;
২. পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র সনাক্ত করতে পারবেন;
৩. পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রের আলোকে ফলাবর্তন দিতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : পাঠ উপস্থাপন,পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও দলীয় কাজ।

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, ডিপিএড কোর্সেরপর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, পাঠ-পরিকল্পনা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার ও মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ **৪০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে পাঠ্যপুস্তক ও ডিপিএড কোর্সেও পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (দিন-২১, অধি-৫, তথ্যপত্র-১) সরবরাহ করুন। সম্ভব হলে কাছের কোন বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের একটি পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করুন অথবা বাংলা বিষয়ের একটি সিমুলেশন ক্লাসের সৃষ্টি করুন। শিক্ষক অবশ্যই পাঠ-পরিকল্পনা তৈরিপূর্বক পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করবেন (পূর্বের দিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে)।
- অংশগ্রহণকারীগণকে মনোযোগ সহকারে সরবরাহকৃত পর্যবেক্ষণ ছক/চেকলিস্ট ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।

কাজ-২: পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান **৩৫ মিনিট**

- পাঠশেষে অংশগ্রহণকারীগণকে তাদের পর্যবেক্ষণকৃত চেকলিস্টের আলোকে (রিসোর্স বুক দেখুন) পাঠের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তাদের নোট বুকে লিখতে বলুন। সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রের আলোকে শিক্ষক কী ধরণের ফলাবর্তন দিবেন তা লিখতে বলুন।
- লেখা শেষ হলে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে বলুন এবং সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করুন। আলোচনা শেষে তাদের ধারণা পরিষ্কার করুন।
- অধিবেশনের সমাপ্তি টানুন।

দিন- ২২

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

২. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে গণিত বিষয়েশ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-২২

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, ছোট দলে আলোচনা।

উপকরণ :পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে কেন্দ্রের আশে-পাশের স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন, বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন আজকের গণিত বিষয় শ্রেণি পরিচালনার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?**

  আলোচনার সময় শ্রেণি পরিচালনা সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

  - **সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কি?**
  - **কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, কী উপকরণ ব্যবহার করেছেন?**
  - **মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেকি?**

  প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-২২
অধিবেশন-৩

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পর্যবেক্ষণের আলোকে শিক্ষক মান সম্পর্কে ফিডব্যাক।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. শ্রেণি পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে নির্দিষ্ট শিক্ষক মান নির্বাচন করতেপারবেন;
২. পারদর্শীতার সূচকের কাজগুলো উল্লেখ করতেনির্বাচিত শিক্ষক মানের আলোকে শ্রেণি পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;
৩. পাঠের সবল ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে শিক্ষক মানের আলোকে ফিডব্যাক দিতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ,জোড়া দলে কাজ, ছোট দলীয় কাজ, পাঠ উপস্থাপন, পর্যবেক্ষণ ও ফিডব্যাক প্রদান।

উপকরণ: শিক্ষক মানের ফটোকপি, শ্রেণি পর্যবেক্ষণ চেক লিস্ট, পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার পেপার, মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: শিক্ষকের সাথে আলোচনা ও শিক্ষক মান নির্বাচন ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময় করে অধিবেশনের সূত্রপাত করুন।
- প্রথমেই ৪জন অংশগ্রহণকারীকে পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন করুন। পর্যবেক্ষকগণকে (পাঠের দিন পাঠদানের জন্য শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষক নির্ধারিত বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন) শিক্ষকের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝে চেয়ার টেবিলে গোলাকার হয়ে আলোচনায় বসতে বলুন। আলোচনা হবে অভিনয়ের মাধ্যমে। পর্যবেক্ষণকগণ শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষক মানের তিনটি ক্ষেত্র যেমন-জ্ঞান ও উপলব্ধি, অনুশীলন এবং মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন থেকে ১টি করে মোট ৩টি শিক্ষক মান নির্বাচন, পাঠ কখন উপস্থাপন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পরামর্শ দিন এবং অবশিষ্ট অংশগ্রহণকারীগণকে উক্ত কার্যক্রমটি পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। পরবর্তীতে সকলের সাথে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে এ বিষয়ে তাদের ধারণা পরিষ্কার করুন এবং শিক্ষককে পাঠ উপস্থপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দিন।

কাজ-২: পাঠ উপস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্ব নির্বাচিত শিক্ষক মানের ও শ্রেণি পর্যবেক্ষণের চেকলিস্টের ফটোকপি বিতরণ করুন। পর্যবেক্ষণকারীগণকে নির্ধারিত আসনে ও অবশিষ্ট অংশগ্রহণকারীগণকে শিক্ষার্থী/পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলুন (সম্ভব হলে পাশের বিদ্যালয়ে পাঠটি উপস্থাপন করা যেতে পারে)।
- পর্যবেক্ষকগণকে নির্বাচিত শিক্ষকমানের আলোকে শিক্ষকমান ও শ্রেণিপর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ পাঠটি উপস্থাপন করতে বলুন।

কাজ-৩: পর্যবেক্ষণকৃত পাঠের সবল ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং শিক্ষকমানের আলোকে ফিডব্যাক প্রদান ৪০ মিনিট

- পাঠ পর্যবেক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে প্রথমে এককভাবে পরবর্তীতে জোড়া দলে বসে পাঠের সবল ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নির্বাচিত শিক্ষকমানের আলোকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক লিখতে বলুন। জোড়া দলে কাজ শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন। প্রত্যেক দলের দলনেতা হবেন একজন পর্যবেক্ষক।
- দলগতভাবে শিক্ষকমানের আলোকে ফিডব্যাক প্রস্তুত করে পর্যায়ক্রমে দলনেতাকে উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে অধিবেশন সমাপ্তি করুন।

দিন-২২

অধিবেশন-৪

অধিবেশন শিরোনাম: প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিখন শেখানো কৌশল।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ইংরেজি বিষয়ের প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো উপলব্ধি করে যোগ্যতা অর্জন কল্পে ১ম - ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তুর উপযুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে ১ম- ৫ম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনস্তর নির্ণয় করার কৌশল উপলব্ধি করবেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে তা প্রয়োগ করতে পারবেন;
৩. উল্লিখিত শিখনস্তর নির্ণয় কল্পে প্রয়োজনীয় টুলস প্রণয়ন করে এবং তা প্রয়োগ করার কৌশল উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন।

সময় :১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি :প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান, জোড়া দলে কাজ, ছোট দলে কাজ, মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ:১ম- ৫ম শ্রেণির ইংরেজী পাঠ্যবই, পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার, তথ্যপত্র(দিন-২২, অধি-৪, তথ্যপত্র-১)।

কার্যক্রম/প্রক্রিয়া

কাজ -১ :ইংরেজী বিষয়ের প্রান্তিক ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং যোগ্যতা অর্জনকল্পে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর উপযোগিতা ব্যাখ্যা ২৫ মিনিট

- কুশলাদি বিনিময়ের পর বিদেশী/ দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করুন।বলুন যে, ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ সালে পরিমার্জন করা হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়। ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষাক্রমও সে অনুসারে পরিমার্জিত করা হয়েছে।

- বোর্ডে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লিখুন এবং অংশগ্রহণকারীগণের সাহায্যে গুরুত্ব অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ..... ক্রম নির্ণয় করুন:
    - ইংরেজী পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়ার জন্য
    - উচ্চ শিক্ষা লাভে সুবিধার জন্য
    - ইন্টারনেট এবং ই-মেইল ব্যবহারের জন্য
    - বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য
    - বিদেশে ভালো চাকুরী পাওয়ার জন্য
    - দেশে প্রয়োজনে বিদেশীদের সাথে যোগাযেগের জন্য
    - বিদেশী বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের জন্য
    - দেশে বেসরকারি, বিদেশী সংস্থায় চাকুরী লাভের জন্য
    - যে কোনো বিষয়ে বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভের জন্য
    - ইংরেজী সিনেমা, টিভির অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য

- ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ভাষা শেখার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক যোগ্যতা এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতার চার্ট প্রদর্শন করুন এবং বলুন যে এ যোগ্যতাগুলো বাংলা ভাষায় মতোই শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা এ চারটি দক্ষতা সম্পর্কিত। পুনরায় প্রশ্ন করুন:
- শোনা, বলা, পড়া ও লেখার কী কী দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন;
- শিক্ষার্থীরা কীভাবে সে দক্ষতাগুলো অর্জন করবে;
- অতঃপর যে কোনো শ্রেণির ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের একটি পাঠের শিখনফল নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসুন যে, পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যেকটি পাঠ নির্ধারিত দক্ষতা লাভের সহায়তা করে তবে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ভাষাগত কাজ করে তা অর্জন করবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ টি দলে বিভক্ত করে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক একেকটি দলে একেক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন এবং রিসোর্স বুকে প্রদত্ত ছক (পূর্বেই ফটোকপি করে রাখতে হবে) অনুসরণ করে দলীয় ভাবে কাজ করতে বলুন।
- দলীয় কাজ শেষে উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিন। বলুন যে, অন্যান্য বিষয়ের মতোই ইংরেজী ভাষাতেও শিক্ষার্থীরা পারদর্শিতা লাভ করতে পারে ভাষা সংক্রান্ত কাজ করেই। যদিও ইংরেজী বিদেশী ভাষা, পাঠ্যপুস্তকে পাঠগুলো এমন কৌশলে নির্বাচন করা হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা তা অনুসরণ করে সহজেই ইংরেজি ভাষার ৪ টি দক্ষতা আয়ত্ব করতে পারবে। পূর্বে তৈরী দলগুলোতে ইংরেজী বিষয়ে উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতা তথ্যপত্র সরবরাহ করুন। বলুন যে, পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিশ্বায়নের প্রয়োজনীয়তা মনে রেখে কতগুলো দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে কতগুলো নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে।

কাজ-২: শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ভাষায় শিখনস্তর নির্ণয় কৌশল ৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। বাংলা ও গণিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে বলুন। শিক্ষার্থীদের কাছে ইংরেজী ভাষার দক্ষতা অর্জন তুলনামূলকভাবে কেন কঠিন তা নিয়েও আলোচনা করুন। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা খুব বেশি হওয়ার কথা নয়।

১. অতঃপর বাংলা এবং গণিত বিষয়ে বেস লাইন মূল্যায়ন পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে ১ম- ৫ম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনস্তর নির্ণয়ের কৌশল নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করুন।

২. অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করুন। একেকটি দলে (১ম-৩য়) শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক দিন। প্রত্যেক দলকে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখে মোটামুটিভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করতে বলুন। এজন্য উদাহরণ দিন। যেমন (যেমন apple শব্দটির মাধ্যমে a Letter টির ধ্বনি) চিনতে পারা। প্রথম শ্রেণিতে একেকটি শব্দের সাহায্যে একেকটি Letter এর ধ্বনি এছাড়া রয়েছে ছড়া আবৃত্তি, ইংরেজিতে সংখ্যাপ্রতীক চেনা ও নাম বলতে পারা। এগুলো পরবর্তী ধাপের দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আলোচনার জন্য প্রশ্ন করুন:
   - প্রথম শ্রেণির শিশুদের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কী কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে?
   - দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির কৌশল কীরূপ হতে পারে?
- প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়তা দিন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

প্রথম শ্রেণিঃ

১. কমপক্ষে ৩ টি Letter চিনতে পারে কিনা এবং সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে কিনা (Small এবং Capital)
২. ২ টি Letter লিখতে পারে কিনা
৩. ছবি দেখে এবং নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারে কিনা যেমন, Stand up- show me your pen
৪. অন্ততঃ ১টি Rhymes এর ৪ লাইন সঠিক উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারে কি না
৫. প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে কিনা, বস্তু বা ছবি দেখিয়ে What's this? It's…….বলতে পারে কিনা

দ্বিতীয় শ্রেণিঃ

১. ১ম শ্রেণির উল্লিখিত টেস্ট সবগুলো করতে পারে কিনা
২. ২য় শ্রেণির alphabet থেকে ৬ টি Letter এর নাম বলতে পারে কিনা এবং অন্ততঃ ৩টি (Small ও Capital) লিখতে পারে কিনা
৩. ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিতে পারে কিনা
৪. ছবি দেখে নির্দেশনা বুঝতে পারে কি না
    1. যেমন, Draw a flower & Colour it
        a. Show me your homework
        b. Go to your seat.
৫. শুনে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারে কিনা

তৃতীয় শ্রেণিঃ ১ম এবং ২য় শ্রেণির কমপক্ষে ২ টি প্রশ্নের উত্তর বলতে পারে কি না?

৬. ইংরেজিতে নিজের সম্বন্ধে ৩ টি বাক্য বলতে পারে কিনা ? যেমন
    1. I am …….. I am a student of Class three,……..
৭. পৃষ্টা ১৬ এর ছবি দেখে matching করতে পারে কিনা?
৮. Monday থেকে পরে ৩ দিনের নাম বলতে পারে কিনা?
৯. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৩ এর প্রথম Para শুনে তারপর পড়তে পারে কিনা
১০. Cursive & Capital ও small letter (অন্ততঃ ৩ টি) লিখতে পারে কিনা
১১. Full stop, comma ও প্রশ্ন চিহ্ন বসাতে পারে কিনা ? (পৃঃ ৬১)

অনুরূপভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিখন অবস্থান নির্ণয়ের কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

কাজ-৩ঃ **২৫ মিনিট**

- পূর্বেই দলগুলোকেই টুলস প্রণয়নের দায়িত্ব দিতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে সমাপ্ত কাজের আলোকে শিক্ষার্থীদের শিখনস্তর নির্ণয়ের কৌশল অনুসরণ করে টুলস প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে টুলস এর যথার্থতা প্লেনারীতে যাচাই করে টুলস গুলো চূড়ান্ত করা যেতে পারে
- বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ টুলসগুলোর কাঠিন্য যাচাই করে তা পরিমার্জন করে চূড়ান্ত করে নেয়ার নির্দেশনা দিন।

দিন-২২
অধিবেশন-৫

অধিবেশন শিরোনাম: প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা।

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. **ইংরেজী বিষয়ের ১ম- ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তু নির্ধারিত সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন;**
২. **ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে ভাষার ৪ টি দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিখন শেখানো কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।**

সময় :১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি :প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান, জোড়াদলের কাজ, ছোট দলে কাজ, মুক্ত আলোচনা।

উপকরণ:১ম- ৫ম শ্রেণির ইংরেজী পাঠ্যবই, পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার।

কার্যক্রম/প্রক্রিয়া

কাজ -১: ১৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ টি দলে বিভক্ত করুন। প্রত্যেক দলে ১ম- ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। অতঃপর প্রত্যেক দলকে পাঠ্যপুস্তকের সূচিপত্র পড়ে ভাষা দক্ষতার ক্ষেত্রগুলো নির্ণয় করতে বলুন। অতঃপর বোর্ডে Listening, speaking, reading and writing **লিখে দক্ষতাগুলো অন্তর্ভূক্ত** Topic **বলতে বলুন। (যেমন- প্রথম শ্রেণীর প্রথম পাঠটি** Unit one lesson **কোন দক্ষতা সম্পর্কিত? উল্লেখ্য যে, সকল** lesson **য়ে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা বলা আছে।)**

কাজ -২: ৪০ মিনিট

- **একেকটি দলকে ইংরেজি একেকটি পাঠ্যপুস্তক দিন। (তবে চতুর্থ শ্রেণির জন্য দুইট দল নির্বাচিত করতে হবে। অর্থাৎ মোট দল হবে ৬টি।) প্রত্যেক দলকে পাঠ্যপুস্তকটি নিম্নলিখিত ছক অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করতে বলুন।**

পোস্টার:

Name of Topic	**Name of skill/skills**	**Teaching learning strategies**

- **দলীয় কাজ উপস্থাপন করার পূর্বে অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক অর্থাৎ** English for Today **বইটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতগুলো নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।**

⇒ ভাষা এবং দক্ষতাগুলো শ্রেণি ও বয়স ভিত্তিক। যেমন- ১ম শ্রেণিতে শুধুমাত্র Listening এবং speaking এই দুইটি দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে। তবে ৩ টি lesson আছে অক্ষর শেখার জন্য। (lesson- 16, 17, 18)

⇒ বিষয়বস্তুতে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন রয়েছে। ব্যবহৃত ভাষা প্রধানত পারস্পরিক যোগাযোগ করার জন্য রচিত হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেকটি lesson ৪টি দক্ষতা অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাজগুলো আনন্দদায়ক এবং অর্থবহ। বিষয়বস্তুতে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারের সুযোগ রয়েছে।

⇒ ব্যাকরণ উপস্থাপন করা হয়েছে ক্ষেত্র বা Contest অনুসারে।

অতঃপর অংশগ্রহণকারীগণকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে মতামত নিন।

কাজ -৩: **১০ মিনিট**

অংশগ্রহণকারীগণের সাহায্যে ইংরেজী বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিখনক্রম নির্ণয় করুন। এক্ষেত্রে নিম্নের ছকটি অনুসরণ করতে পারেন।

পোস্টার:

Class	Skill/ Sub skills	উদাহরণসহ দু'একটি ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য

কাজ -৪: **১০ মিনিট**

অংশগ্রহণকারীগণকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করুন।

- প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাক্রম অন্তর্ভূক্ত করা দুইটি কারণ বলুন।
- শ্রেণিকক্ষে ইংরেজি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে English for Today অন্তর্ভূক্ত Topic গুলো ৩টি সহায়ক ভূমিকার কথা বলুন।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তুর সাথে তৃতীয় শ্রেণির পাঠের বিষয়বস্তু তুলনা করে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বলুন।

দিন- ২৩

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা

উপকরণ:পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ,

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে গণিত বিষয়েশ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-২৩

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, ছোট দলে আলোচনা।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- **অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে কেন্দ্রের আশে-পাশের স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন, বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন আজকের গণিত বিষয় শ্রেণি পরিচালনার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?**

  আলোচনার সময় শ্রেণি পরিচালনা সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

  - **সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কি না?**
  - **কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, কী উপকরণ ব্যবহার করেছেন?**
  - **মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেকি?**

  প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-২৩

অধিবেশন-৩

অধিবেশনঃ ইংরেজি বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক।

- Use pictures/materials to introduce the topics
- Teachers say the words/sentences 2/3 times
- Teachers ask students to repeat the words/sentences
- Ask students to read the words /sentences with the help of pictures
- Ask students to read the words /sentences without the help of pictures
- Ask them to write the words/sentences
- Use-
    - ✓ Role-play
    - ✓ Interviews
    - ✓ information gap
    - ✓ Games
    - ✓ Songs/Rhymes
    - ✓ Pair-work
    - ✓ Learning by teaching
- Activities for expressing own ideas with the help of words/sentences

দিন-২৩

অধিবেশন-৪

অধিবেশনের শিরোনাম: ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি বিষয়ে পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ভিন্ন ভিন্ন শিখন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

২. পাক্ষিক মূল্যায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম উপলব্ধি করে তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধাপগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৩. পাক্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় :১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান, ছোট দলে কাজ, প্রশ্নোত্তর এবং প্লেনারী।

উপকরণ: ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, নমুনা ছক, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র (দিন-২৩, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২)।

কার্যক্রম/প্রক্রিয়া:

কাজ-১: পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন **৪০ মিনিট**

- **পূর্ববর্তী অধিবেশনে অনুষ্ঠিত বেজ লাইন মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা শুরু করুন। বলুন যে, আমাদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ভিন্ন ভিন্ন শিখন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা করবেন। বাংলা এবং গণিত বিষয়ের কার্যক্রমের প্রসঙ্গ টেনে বলুন যে ইংরেজি বিষয়েও শিক্ষকদের একইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক হবে।**
- **পুনরায় পূর্ববর্তী অধিবেশনের প্রসংগ টেনে প্রশ্ন করুন-**
  - **১ম থেকে ৫ম শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

  সম্ভাব্য উত্তরঃ

  (৪টি ভাষা দক্ষতা- শোনা, বলা, পড়া, লেখার দক্ষতা অর্জন, পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দাবলী ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি।)

➢ শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

(সহজ থেকে কঠিন শিখনক্রমের ভিত্তিতে ১ম ও ২য় শ্রেণির পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো প্রধানত শোনা ও বলা এই দুটি দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রণিত। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগুলো প্রধানত শোনা, বলা, পড়া, লেখা দক্ষতা লাভের জন্য প্রণিত। বিষয়বস্তুগুলোর সাহায্যে শিক্ষক বিভিন্ন ভাষিক কাজ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

- অতঃপর বাংলা বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রসংগ টেনে বলুন যে, প্রত্যেক শ্রেণিতে প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি বিষয় শ্রেণিভিত্তিক দক্ষতা অনুসারে পাঠ নির্বাচন প্রয়োজনীয়।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ টি দলে বিভক্ত করুন এবং পাক্ষিক পাঠপরিকল্পনার ছক সরবরাহ করে ১টি পাঠের পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের পাঠ পরিকল্পনা উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীগণেরকাছ থেকে মতামত আহবান করে এবং আপনার ফিডব্যাক যুক্ত করে তা চূড়ান্ত করুন।

কাজ-২: পাক্ষিক মূল্যায়ন ৩০ মিনিট

- বাংলা বিষয়ের পাক্ষিক মূল্যায়নের প্রসংগ টেনে বলুন যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন স্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন। অগ্রগতি যাচাই এর জন্য মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন টুলস তৈরি করা যেতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন,
  - ➢ এ ক্ষেত্রে টুলস গুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো কীরূপ হতে পারে?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

যেমন Matchingএর জন্য Flash Card, Leveling করার জন্য ছবি ও ছবির নাম, পড়ার জন্য বই থেকে কোনো পাঠ নির্বাচন, শূন্যস্থান পূরণের জন্য ছবি বা শব্দ, কোনো কিছুর ছবি এঁকে তার বিষয়বস্তু লিখে অথবা বলে বর্ণনা করা।

- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে বিভক্ত করে এক একটি দলে এক একটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। পূর্বেই প্রণীত পাঠপরিকল্পনার আলোকে টুলসসহ একটি মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রত্যেকটি দলের উপস্থাপন শেষে ফিডব্যাক দিয়ে তা চূড়ান্ত করুন।

কাজ-৩: মূল্যায়ন পরবর্তী পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন। ২০ মিনিট

- বলুন যে, বেজ লাইন মূল্যায়ন, পাক্ষিক পাঠপরিকল্পনা এবং পাক্ষিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারব। তবে শিক্ষকের এজন্য একটি বার্ষিক ও ষান্মাসিক পরিকল্পনার আলোকে পাক্ষিক ও দৈনিক পাঠপরিকল্পনা করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের পুনরায় ৫ টি দলে ভাগ করে পাক্ষিক ও দৈনিক পাঠপরিকল্পনার ছক সরবরাহ করুন তথ্যপত্র (দিন-২৩, অধি-৩, তথ্যপত্র-১,২) এবং ছক অনুসরণ করে নির্ধারিত পাঠ সমূহের পাক্ষিক ও দৈনিক পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন। প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বিষয়ে অর্জন

উপযোগী যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তৃতীয় শেণিতে পাঠরত শিক্ষার্থীরা যারা প্রথম শ্রেণির পর্যায়ে তাদের ৬ মাসের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির পর্যায়ে আনার জন্য বিশেষ করে শোনা ও বলার বিশেষ কয়েকটি অধ্যায় এবং Pre-reading Pre-writing পর্যায়ের কাজগুলো বারবার অনুশীলন করতে হবে। বার্ষিক ও ষান্মাসিক পরিকল্পণায় এ বিষয়টি ভিন্নভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার সময় যে শিক্ষার্থী উক্ত শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ উক্ত মন্তব্য অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

- পাঠপরিকল্পনাসমূহ উপস্থাপনের সময় মুক্ত শিখন, সহযোগীতামূলক শিখন এবং Scaffolding সহ সক্রিয় শিখন নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা দেখুন।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনস্তর অনুসারে (দলভিত্তিক) কাজসহ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও সময় ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা দেখুন।

দিন-২৩

অধিবেশন-৫

অধিবেশনের শিরোনাম:Listening এবং **Speaking** দক্ষতা অর্জনের জন্য সহায়ক শিখন শেখানো কৌশলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ধারণা লাভ।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. **প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে** Listening **ও** Speaking **এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;**

২. Listening **এবং** Speaking **দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে করণীয় কাজের তালিকা করতে পারবেন ;**

৩. **শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের** Listening **এবং** Speaking **সংক্রান্ত পাঠ সম্পর্কিত শিখন শেখানো কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান, প্রশ্নোত্তর, ছোট দলে কাজ প্লেনারী এবং মুক্ত আলোচনা ।

উপকরণ:ইংরেজী বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, হ্যান্ট আউট, পোস্টার পেপার, মার্কার।

কার্যক্রম/প্রক্রিয়া:

কাজ-১: **৩০ মিনিট**

- **ভাষা শিখনে** Listening **এবং** Speaking **এর গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখুন। বলুন যে, যে কোনো ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা ও বলা দক্ষতা ভিত্তি গড়ে দেয়। ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা/ বিদেশী ভাষা হিসাবে শেখার একটি প্রধান সমস্যা হলো এ ক্ষেত্রে শোনা ও বলার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ সুযোগ নাই বললেই চলে। কিন্তু শোনা ও বলা এ দুটি দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে পড়া ও লেখা দক্ষতা পারঙ্গমতা অর্জন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। সে কারণে শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণি থেকেই শোনা ও বলার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগের জন্য বেশ কিছু শব্দ/বাক্য এবং তাদের উচ্চারণ আয়ত্ত করতে পারলে পরবর্তীকালে পড়া ও লেখার কাজটি সহজ হয়ে যায়। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলতে বলুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে স্মরণ করিয়ে দিন প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণির** English For Today **বইয়ে প্রধানতঃ** Listening **এবং** Speaking **সংক্রান্ত পাঠ রয়েছে এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির** English For Today **বইয়ে ৪টি দক্ষতা অর্থাৎ** listening, Speaking, reading, writing **ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবার কখনও সমন্বিতভাবে রয়েছে।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ টি দলে ভাগ করে একেকটি দলে একেকটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে শ্রেণিভিত্তিকভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে বলুন।**

দিন-২২, অধিবেশন-৫ য়ের কাজ-২ এ উল্লিখিত ছকের প্রথম দুই কলামঃ

Name of Topic	Skills

- Listening এবং Speaking দক্ষতা কী কী কাজ দেওয়া হয়েছে।
  সম্ভাব্য উত্তরঃ ১ম শ্রেণির English For Today প্রধানতঃ look, listen & say, look, listen & do, দ্বিতীয় শ্রেণির সাথে যুক্ত হয়েছে look, listen & read, তৃতীয় শ্রেণিতে listen & say, listen & read , listened & do, read এবং লেখা দক্ষতার প্রাথমিক কাজগুলো, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে ক্রমান্বয়ে ৪টি দক্ষতার তুলনামূলকভাবে কঠিন কাজগুলো রয়েছে।

- দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে বলুনListening এবং Speaking এর পাঠগুলো ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সহজ থেকে কঠিন এ শিখনক্রম অনুসারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সে বিষয়টি উপলব্ধির জন্য look, listen & say সম্পর্কিত কাজগুলো শ্রেণিভিত্তিকভাবে বলতে বলুন এবং বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।
- একইভাবে Rhymes ও dialogue গুলোর শিখনক্রম ব্যাখ্যা করুন।

কাজ-২ঃ **১৫ মিনিট**

- ভিন্ন ভিন্ন শিখন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে Listening এবং Speaking সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য ২টি পাঠ নির্বাচন করে পূর্বের দল অনুসারে সংক্ষিপ্ত পাঠ পরিকল্পনা করে তা উপস্থাপন করতে বলুন।
- সময় এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।
- শিক্ষক কীভাবে শ্রেণি পরিচালনা করতে পারেন সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

কাজ-৩ঃ **৩০ মিনিট**

- পূর্বের পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রত্যেকটি দলকে পুনরায় English For Today বইগুলো সরবরাহ করুন। ১ম ও ২য় শ্রেণির ক্ষেত্রে look, listen & say, look, listen & do ও rhymes এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির ক্ষেত্রে listen & say, listen & read , read and writing সম্পর্কিত পাঠগুলির শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ এবং Checking the learning/task সংক্রান্ত কাজগুলো লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।

পোস্টার

Topic	Teacher`s activities	Student`s activities	Checking learing/Task

- উপস্থাপন শেষে বলুন যে, English For Today বইগুলো Input, Practice এবং task/ Checking learningএ কৌশল অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। Input বলতে বুঝায় নতুন কোন বিষয় যেমন নতুন কোন পাঠ, ছবি প্রদর্শন, CD/Video play , শিক্ষকের বক্তব্য, নির্দেশনা অথবা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বিনিময়, অভিনয়, কথোপকথন ইত্যাদি বুঝায়, Practiceবলতে বুঝায় শিক্ষার্থীর ভাষাগত কোনো কাজ একক, ছোট দলে, জোড়ায়, সম্পূর্ণ ক্লাসে (wholeclam) সম্পাদন। অন্যদিকে Task হলো নির্দিষ্ট পাঠে শিক্ষার্থীর শিখনলাভের আলোকে সম্পূর্ণ নতুন কোনো কাজ সম্পাদন। যেমন, যে নতুন শব্দগুলো শিখল তা ব্যবহার কোন Paragraph লেখা, চিঠি লেখা অথবা মৌখিকভাবে বর্ণনা করা, গল্প বলা, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি। Checking learning বলতে বুঝায় একক অথবা দলীয় ভাবে শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন। English For Today পাঠগুলোর শিখন শেখানো কাজ নির্বাচনের এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

দিন-২৩

অধিবেশন-৬

অধিবেশনের শিরোনাম: Reading ও Writing দক্ষতা অর্জনের জন্য শিখন শেখানো কৌশল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. Reading ও Writing দক্ষতাসহ প্রাসঙ্গিক Sub-skill অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিখন শেখানো কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন;

২. Reading ও Writing এ দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে করণীয় কাজের তালিকা করতে পারবেন;

৩. Enlish For Today বইয়ে প্রদত্ত Reading ও Writing সংক্রান্ত পাঠের শিখন শেখানো কৌশলসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রদর্শনী পাঠ ও আলোচনা, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান, প্রশ্নোত্তর, ছোট দলে কাজ ও প্লেনারী ।

উপকরণ: পাঠ্যবই ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি Enlish For Today হ্যান্ট আউট, পোস্টার পেপার, মার্কার।

কার্যক্রম/প্রক্রিয়া:

কাজ-১: **৩০ মিনিট**

- **তথ্য পুস্তকে প্রদত্ত পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে ১/২ জন অংশগ্রহণকারীকে ২০মিনিটের পাঠ দিতে বলুন। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে ৮ জন পর্যবেক্ষক ও বাকী সকলে শিক্ষার্থী হবেন। পর্যবেক্ষণগণকে Check list এর আলোকে মন্তব্য করতে হবে।**
- **পাঠ উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষকগণকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করুন:**

- **এ পাঠে ইনপুট কী কী ছিল?**
- **শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য কী কী কাজ দেয়া হয়েছিল?**
- Checking learning **যথাযথ ছিল কিনা?**
- **এ পাঠে** task **দেয়া সম্ভব কী? না হলে কেন সম্ভব নয়?**
- **পাঠদানকালে শিক্ষকের ইংরেজি সাবলীল ছিল কি?**
- **এ পাঠদানকে আমরা একটি অনুসরণীয় পাঠদান বলতে পারি কি? কেন? না হলে কেন নয়?**

- **প্রদর্শন পাঠের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।**
- Pre-Stage: Warmup, New words, Discussion on topic, Teacher`s reading.
- While stage: Guided questions and writing.
- Post stage: Own idea express-এর জন্য free writing/speaking- এর ব্যবস্থা করা।

কাজ-২: **২০ মিনিট**

- Enlish For Today তে Pre-reading ও Pre-writing পাঠগুলো সনাক্ত করে শিখন শেখানো কাজগুলো সনাক্ত করুন।
- ১নং ও ২নং দলে ৩য় শ্রেণির Enlish For Today এবং এভাবে ৩নং, ৪নং, ৫নং ও ৬নং দলে যথাক্রমে ৪র্থ শ্রেণির এবং ৫ম শ্রেণির Enlish For Today সরবরাহ করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৬ টি দলে ভাগ করুন। প্রদর্শনী পাঠের আলোকে ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির Enlish For Today তে বিভিন্ন Lesson এ শিক্ষকের কাজ (Input) ও শিক্ষার্থীর কাজ (Practice) এবং task (task না থাকলে Checking learning) এর কাজগুলো সনাক্ত করতে বলুন। এজন্য একটি ছক ব্যবহার করতে পারেন।

কাজ-৩: **৪০ মিনিট**

- তথ্যপুস্তকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে Enlish For Today ৩য়-৫ম শ্রেণির বইতে Reading ও Writing দক্ষতা সংক্রান্ত অর্জনের জন্য কী কী শিখন শেখানো কৌশল অবলম্বন করতে পারে, পূর্ববর্তী দলগুলোকে lesson, topic, skill এবং শিখন শেখানো কাজ সনাক্ত করতে বলুন।
- Micro-teaching এর মাধ্যমে একটি কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে এজন্য ৫ মিনিট সময় দিন।
- Enlish For Today তে Reading ও Writing সংক্রান্ত Topic গুলো শিক্ষার্থীদের কীভাবে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- ইংরেজী ভাষার দক্ষতা লাভের ক্ষেত্রে Reading ও Writing গুরুত্ব তুলে ধরুন।

দিন- ২৪

অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বিদ্যালয়ে হাতে কলমে গণিত বিষয়ের শ্রেণি পরিচালনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

১. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : হাতে কলমে শ্রেণি পরিচালনা

উপকরণ: পাঠ্যবই, পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ,

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বিদ্যালয়ে গণিত বিষয়েশ্রেণি পরিচালনা

অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত যে কোনো একটি শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করবেন।

দিন-২৪

অধিবেশন-২

অধিবেশন শিরোনাম: শ্রেণি পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অধিবেশনের কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, দলে আলোচনা।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: গণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিনিময়

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ের দুইটি অধিবেশন ও গণিত বিষয়ের একটি অধিবেশনে কেন্দ্রের আশে-পাশের স্কুলে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের বেইসলাইন মূল্যায়ন করেছেন, বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করেছেন এবং পাক্ষিক পরিকল্পনা করেছেন এবং সেই পাক্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আজ প্রথম শ্রেণি পরিচালনা করেছেন।**
- **অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন আজকের গণিত বিষয় শ্রেণি পরিচালনার কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে?**

  আলোচনার সময় শ্রেণি পরিচালনা সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

  - **সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনা করতে পেরেছেন কি?**
  - **কয়টি দলকে ছোট দলে কাজ করাতে পেরেছেন, উপকরণ ব্যবহার করেছেন কি?**
  - **মিশ্রদল, বন্ধুদলে কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি?**

  প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনুন এবং প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-২৪
অধিবেশন-৩

অধিবেশনের শিরোনাম: প্রাথমিক পর্যায়ে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের প্রান্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ্যবই পর্যালোচনা।

শিখনফল:

এই অধিবেশনে শেষে অংশগ্রহনকারীগণ -

- **'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন (১ম-৫ম শ্রেণি)।**
- **প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সাথে পরিচিত হবেন এবং 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে কীভাবে পাঠ্যবইগুলো রচনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; (১ম -৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)**

সময় : ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা এবং দলে কাজ।

উপকরণ: প্রাথমিক বিজ্ঞান (পাঠ্য বই), 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' শিক্ষক সহায়িকা, প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার (দিন-২৪,অধি-৩,তথ্যপত্র-১), পোষ্টার, মার্কার, সাইনপেন।

প্রক্রিয়া:

<u>কাজ-১</u>:প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো বিশ্লেষণ ৩০মিনিট

- **এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- প্রতিটি শিক্ষার্থীর 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের যোগ্যতাগুলোর অর্জন নিশ্চিত করা। আপনারাও অভিজ্ঞতার আলোকে একমত হয়েছেন যে, ১ম-৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী একই গতিতে শিখছে না। সুতরাং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কীভাবে শেখানো যাবে সে কৌশল আয়ত্ব করার আগে আমরা এই অধিবেশনে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কী শেখা উচিত তা আলোচনা করবো। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কী শেখার কথা, তা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? উত্তর শোনার পর বলুন - প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তালিকা দেয়া আছে।**
- **অংশগ্রহণকারীদের বলুন, অনেকেই এর আগে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের একটি অংশ ছিল যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের উপর আলোচনা যা বিশ্লেষণ করেছেন। এই**

অধিবেশনেও আমরা 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিভিন্ন উপকরণ যেমন- পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে আলোচনা করব।

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা আলোচনার মাধ্যমে পরিস্কার করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন পাঠ্যবই হচ্ছে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার মাধ্যম। প্রথমে দলে বসে যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোর (১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) তথ্যপত্র(দিন-২৪,অধি-৩,তথ্যপত্র-১) দিন। দলে প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো আলোচনা করতে বলুন। কার ও প্রশ্ন আছে কি না তা জিজ্ঞেস করুন।

কাজ-২: শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ্য বই বিশ্লেষণ: ১ঘন্টা ১৫ মিনিট

- সকলের মাঝে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যবই ও ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত 'প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' লেখা তথ্যপত্র (দিন-২৪,অধি-৩,তথ্যপত্র-১) বিতরণ করুন।

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, এখন আমরা 'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা সবাই জানেন আমাদের শিক্ষাক্রমটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। পাঠ্যবই (প্রাথমিক বিজ্ঞান) হলো যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর একটি মাধ্যম।

- এই অধিবেশনে আমরা দলে বসে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যবইগুলো বিশ্লেষণ করব।'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' অর্জন করার জন্য ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবইগুলোতে কী কী বিষয়বস্তু দেয়া আছে তা পৃষ্ঠা নম্বরসহ দলে আলোচনা করে লিখবেন।

- পরের ধাপে পাঠ্যবই থেকে নির্বাচিত একটি বিষয়বস্তুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম চিহ্নিত করবেন। অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে পোস্টার পেপার, মার্কার/সাইনপেন,সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যপত্র দিন। দলে বসে তাঁরা যে কাজটি করবেন তা বোর্ডে লিখে দিন।
    - প্রাথমিক স্তরের ১ম-৫ম শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যবইগুলো ভালোভাবে পড়া;
    - শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করার জন্য পাঠ্যবইয়ে কী কী বিষয়বস্তু দেয়া আছে এবং পৃষ্ঠা নম্বর কত তা চিহ্নিত করবেন এবং শ্রেণি অনুযায়ী তালিকা করা;

দলে আলোচনা করে ছকের প্রতিটি অংশপূরণ করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

পোস্টার

১ম শ্রেণি		২য় শ্রেণি		৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		৫ম শ্রেণি	
শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর

- দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময় শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য পাঠ্যবইয়ে কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করুন। প্রশ্ন করুন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে কী কী যোগ্যতা নির্ধারাণ করা আছে এবং তার সাথে মিল রেখে পাঠ্যবইগুলো কীভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে? এবং এর মাধ্যমে কী সবগুলো যোগ্যতা অর্জন করা যাবে? আলোচনা শেষে বলুন, আমরা আগেই বলেছি পাঠ্যবই হচ্ছে শিক্ষাক্রমের যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর মাধ্যম। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শেষ করা নয়, যোগ্যতাগুলো অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য।

দিনঃ ২৪
অধিবেশনঃ ৪

অধিবেশনের নামঃ প্রতিটি শিশুর 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি।

অধিবেশনের উদ্দেশ্যঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- বেইসলাইন মূল্যায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস ও বেইসলাইন মূল্যায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- টুলস ব্যবহার করে শিশুদের পাঠগত অবস্থান মূল্যায়ন করতে পারবেন ও মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ করতে পারবেন।

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতিঃ ব্রেইন স্টমিং, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণঃ পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার , তথ্যপত্র (দিন-২৪,অধি-৪,তথ্যপত্র-১,২,৩,৪,৫) (বেইস লাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক, বেইস লাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক, প্রশ্নপত্র) ও 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যবই।

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১ঃ বেইসলাইন মূল্যায়নের ধারণা ১৫ মিনিট

অংশগ্রহনকারীদের বলুন, যেহেতু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ে ১ম-৫ম শ্রেণির প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করা, সেহেতু শিক্ষার্থীদের কী শিখতে হবে তা জানার জন্য আমরা 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর জন্য পাঠ্যবইগুলোতে কী ধরনের কাজ দেয়া আছে তা ও বিশ্লেষণ করেছি। আপনারাও নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মত 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ে শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান এক নয়। তা সত্ত্বেও সব শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পাঠ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে আপনারা শ্রেণি পরিচালনা করছেন। যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর বিজ্ঞান শিখন নিশ্চিত করা সেহেতু, 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার পদ্ধতিগত কৌশলগুলো জানার আগে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের মতোই প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান জানার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়ন করা হবে।

অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন, মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর বা শিখন চাহিদা জানার পর এই শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে আগামী ১৫ দিনের একটি পরিকল্পনা তৈরি করবো। যা 'আমরা বাংলা' ও গণিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও করেছিলাম। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রথম পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করা হয় বিধায়, এই প্রথম মূল্যায়নটিকে বলা হয় 'বেইসলাইন মূল্যায়ন'

কাজ-২: বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও বেইসলাইন মূল্যায়ন কৌশল পরিচিতি। ১৫মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, এর আগে বাংলা ও গণিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে-পাশের বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে সেখানে হাতে-কলমে বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ৩য় শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাংলা ও গণিত বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এক্ষেত্রেও আমরা একই কাজ করবো অর্থাৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে-পাশের বিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষার্থী এনে হাতে-কলমে বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ৩য় শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করবো। পরবর্তীতে এই কাজটি নিজ নিজ বিদ্যালয়ে করতে হবে। সুতরাং এই বেইসলাইন মূল্যায়ন কাজটি ভালোভাবে করার জন্য ধারণা আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ কী দিয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন করা হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং মূল্যায়ন করার পর তা কোথায় রেকর্ড রাখা হবে।

অংশগ্রহনকারীদেরকে বলুন,

- ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের উপর ১টি বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস(দিন-২৪,অধি-৪,তথ্যপত্র-৪)তৈরি করা হয়েছে এবং
- টুলসের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন ফল সংরক্ষণের জন্য একটি বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক(দিন-২৪,অধি-৪,তথ্যপত্র-১)ফরমেট ছক তৈরি করা হয়েছে।
- বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ করার পর তা বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণের ছক (দিন-২৪,অধি-৪,তথ্যপত্র-২) তৈরি করা হয়েছে।

বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজটিতে আছে-

১) মূল্যায়ন টুলস ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র।
২) শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড রাখার জন্য বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক।
৩) বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক।

এবার, অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস,বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক তথ্যপত্র (দিন-২৪,অধি-৪,তথ্যপত্র-১)ও বেইসলাইন মূল্যায়ন ছক পূরণের নিয়মাবলী তথ্যপত্র (দিন-২৪,অধি-৪, তথ্যপত্র-৫)বিতরণ করুন। ফরমেটটি নিয়ে জোড়ায় / জুটিতে আলোচনা করতে বলুন, ফরমেটটি পূরণ করার কৌশলগুলো আলোচনার ভিত্তিতে বোর্ডে/ ফ্লিপ চার্টে বুলেট পয়েন্টে একজনকে লিখতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন থাকলে তা স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: ছোটদলে বেইসলাইন মূল্যায়ন অনুশীলন ৪৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দল থেকে একজন করে অংশগ্রহণকারীকে আপনার কাছে আসতে বলুন। পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় থেকে পূর্বে সংগ্রহ করা ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ছোট দলে বসে মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে ফরমেট পূরণ করুন।

অত:পর আপনার সাথে অনুশীলন করা অংশগ্রহনকারীগণ প্রত্যেকে যার যার দলে ফিরে যাবেন। প্রত্যেকে দলকে বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজটি অর্থাৎ মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও ব্যবহার বিধির তথ্যপত্র (দিন-২৪,অধি-৪,তথ্যপত্র-১,৪,৫)দিন। প্রশিক্ষনার্থীগণ দলে বসে বাস্তব শিক্ষার্থী দ্বারা হাতে কলমে মূল্যায়ণ ফরমেট পূরণ করবেন। প্রত্যেক দলে আপনি ঘুরে ঘুরে সহায়তা দিন।

কাজ-৪: ছোটদলে বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ অনুশীলন **১৫ মিনিট**

অংশগ্রহণকারীদের পূর্বোক্ত ৫টি দলে রেখেই বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক (দিন-২৪,অধি-৪,তথ্যপত্র-২,৩) বিতরণ করুন। প্রত্যেক ছোট দলে বেইসলাইন এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক কাজ দেয়ার জন্য ফলাফল বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীগণ ছোট দলে বসে হাতে কলমে বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক পূরণ করবেন। প্রত্যেক দলে আপনি ঘুরে ঘুরে সহায়তা দিন।

দিনঃ ২৪
অধিবেশনঃ ৫

অধিবেশনের শিরোনামঃ বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক।

অধিবেশনের উদ্দেশ্যেঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ

- **বিজ্ঞান বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কোন দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন**
- **বিজ্ঞান বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিকগুলো পাঠ্যবই এর আলোকে হাতে কলমে করে ব্যাখ্যা করতে পারবেন**

সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টমিং, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

উপকরণঃপোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার (দিন-২৪,অধি-৫,তথ্যপত্র-১,২), ৪টি কাচের গ্লাস, ৪টি মোম, ১টি ম্যাচবক্স, প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যবই।

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১:বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ৪৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা পূর্ববর্তী অধিবেশনে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন কিভাবে লেভেল অনুযায়ী দল গঠন করা হয় তা জেনেছি। আমরা ইতিপূর্বে ৩য়-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বই বিশ্লেষণ করেছি। প্রতিটি অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা যে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে তা জেনেছি। এ অধিবেশনে আমরা বিজ্ঞান বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিকগুলো জানব।

প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম চিহ্নিত করণের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করুন। নিম্নোক্ত উপায়ে ৩টি দলের মধ্যে ৩য়,৪র্থ,৫ম শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান ' বইয়ের বিষয়বস্তু ভাগ করে দিন অথবা অংশগ্রহণকারীদের নিজপছন্দমত বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে বলুন।

১ম দল → ৩য় শ্রেণির "প্রাথমিক বিজ্ঞান "
২য় দল → ৪র্থ শ্রেণির "প্রাথমিক বিজ্ঞান "
৩য় দল → ৫ম শ্রেণির "প্রাথমিক বিজ্ঞান "

নির্বাচিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রত্যেক দলকে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক শিখন-শেখানো কার্যক্রম চিহ্নিত করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে সহায়তা দিন।

‘‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’’বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম (ছক)

শ্রেণিঃ **শাখাঃ**

বিষয়বস্তু	শিখনফল	বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	শিখন শেখানো কার্যক্রম		
			সমবেত কাজ	শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া বন্ধুদলে অনুশীলনমূলক কাজ	ছোট দলে শিক্ষকের সহায়তায় কাজ

কাজ -২ : বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পূরণকৃত ছক উপস্থাপন **৩০ মিনিট**

দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পূরণকৃত ছক পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে তথ্যপত্র (দিন-২৪,অধি-৫,তথ্যপত্র-১) বিতরণ করুন। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

বিজ্ঞানে প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাগুলো প্রায় প্রতি পাঠেই আসে। কোন কোন পাঠে পর্যবেক্ষণ শ্রেণিকরণ আসে তবে সকল পাঠে পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান, অনুমিত সিদ্ধান্তগ্রহণ, অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই, পরীক্ষণ এগুলো একত্রে আসে না। কোন কোন পাঠে সবগুলো আসে, আবার কোন কোন পাঠে ২/৩ টি দক্ষতা আসে। আমাদের পাঠের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে যেখানে যে দক্ষতাগুলো প্রযোজ্য তা ব্যবহার করে প্রতিটি শিশুর বিজ্ঞান শিখন নিশ্চিত করতে হবে।

দিনঃ ২৫
অধিবেশনঃ ১

অধিবেশনের শিরোনামঃ 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি।

শিখনফলঃ

এই অধিবেশনে শেষে অংশগ্রহনকারীগণ -

- পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বেইসলাইন মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ১৫ দিনের জন্য একটি পাক্ষিক পরিকল্পণা তৈরি করতে পারবেন।
- একই শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পাঠের নির্দেশনা উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় : ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি :প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ, প্রদর্শন।

উপকরণঃ 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' শিক্ষক সহায়িকা, (১ম ও ২য় শ্রেণি), 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যবই (৩য়-৫ম), পোস্টার, পেপার, মার্কার, সাইনপেন, পরিকল্পনার নমুনা ছক তথ্যপত্র (দিন-২৪,অধি-১,তথ্যপত্র-১)

প্রক্রিয়াঃ

কাজ-১:পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাঃ ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে একটি কৌতুক বলার জন্য আহ্বান জানান। তাঁদের উদ্দেশ্যে বলুন যে, শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন চিহ্নিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি শিশুর শিখন চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে আমরা শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখনের কোন স্তরে আছে তা মূল্যায়ন করেছি। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষর্থীদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য ৩০ মিনিট সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে কী কী কৌশল ব্যবহার করা যায় তাও জেনেছি। এই সময় বিভাজন অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময়ের সঠিক ব্যবহার হবে। প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বিশ্লেষন করে জেনেছি শিক্ষার্থীদের কি শেখাতে হবে। এই অধিবেশনে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য কিভাবে পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করবো। এই পরিকল্পনায় নির্দেশনা থাকবে, কীভাবে পড়ানো হবে, পড়ানোর জন্য কী কী লাগবে, শিক্ষার্থী কী শিখবে ও কী কী কাজ করবে ইত্যাদি। যেহেতু শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষর্থী আছে, সেহেতু এদের প্রত্যেকের শিখনকে নিশ্চিত করার জন্যই পরিকল্পনাটি থাকা প্রয়োজন।

কাজ-২: পাক্ষিক পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয় ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, প্রত্যেকেরই পাঠ পরিকল্পনা করার অভিজ্ঞতা আছে। প্রশ্ন করুন, একটি পাঠ পরিকল্পনা করার সময় কোন কোন বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হয়? অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শোনার পর আপনি যোগ করুন, পরিকল্পনা করার সময় আমাদের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে-
    - বেইসলাইন সার্ভে করার পর শ্রেণি কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান অনুয়ায়ী স্তর ভিত্তিক দল করা
    - প্রতি স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পরবর্তী ১৫ কর্ম দিবসে কী শিখবে তা নির্ধারণ করা
    - কোন দল কী শিখবে তার উপর ভিত্তি করে কাজ নির্ধারণ করা
    - বড়/ বন্ধুদলে বসে শিক্ষার্থীরা কী কী অনুশীলন করবে তা নির্ধারণ করা
    - ছোটদলে কীভাবে কাজ করবে তা পরিকল্পনায় থাকা
    - বোর্ডেও কাজ, বড়দল/বন্ধুদল ও ছোট দলের কাজের মধ্যে সমন্বয় রাখা
    - কাজের সাথে সমন্বয় রেখে এবং উপকরনের প্রাপ্যতা বিবেচনায় রেখে উপকরন নির্বাচন করা
- পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা বোর্ডে টানিয়ে দিন ও ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, আপনারা বিদ্যালয় ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির বেইসলাইন সার্ভের যে ফলাফল পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৫ টি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে একটি করে নমুনা পাক্ষিক পরিকল্পনা দিন। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলূন, আপনাদের প্রত্যেকের কাছে মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীদের ৩ টি শিখন স্তরের তালিকা আছে। তাদের শিখনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য পরিকল্পনায় অবশ্যই আগামী ১৫ দিনে তারা কী কী শিখবে কিভাবে শিখবে তার কৌশল থাকবে।

কাজ-৩:পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন ১ ঘন্টা

- পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলের মধ্যে ২টি দলকে ৩য় শ্রেণির, ২টি দলকে ৪র্থ শ্রেণির এবং ১টি দলকে ৫ম শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের উপর কাজ ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে পাঠ্যবই/ শিক্ষক সহায়িকা থেকে বিষয় নির্বাচন করতে বলুন এবং প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের শিখণফল অর্জন করাতে হবে তা চিহ্নিত করতে বলুন। দলে আলোচনা করে নিচের ছক মোতাবেক প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজ নিজ পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

পাক্ষিক পরিকল্পনা
‘প্রাথমিক বিজ্ঞান’

শ্রেণিঃ

শিক্ষকের নামঃ

সময়ঃ

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কি শিখবে	কিভাবে শেখাবো	মূল্যায়ন

- পাক্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন এই ১৫ দিনের পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষককে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এরপর ১৫ দিনের শেষের ৩ দিন ঐ পরিকল্পনার উপর শিক্ষার্থীদের শিখন ফল অর্জন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের যে ফলাফল হবে তার উপর ভিত্তি করে আবার পরবর্তী পাক্ষিক পরিকল্পনা করতে হবে।

দিনঃ ২৫

অধিবেশনঃ ২

অধিবেশনের শিরোনামঃ 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের সময় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (সহায়ক)।

শিখনফলঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –

- **শিক্ষক যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত ৩০ মিনিট সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা পূরন করেন তা ব্যাখা করতে পারবেন।**
- **সময় বিভাজনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন ব্যবস্থাপনা (অর্থাৎ স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন) কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**
- **সময় ও শিখন ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগের জন্য কী ধরনের শ্রেনিকক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**

সময়ঃ ২ ঘন্টা

পদ্ধতিঃ সিমুলেশন, বড়দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণঃ বিজ্ঞান পাঠ্যবই (৩য় শ্রেনির) পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন শেখানো উপকরন, পাঠ পরিকল্পনা তথ্যপত্র **(দিন-২৫,অধি-২,তথ্যপত্র-১)**

প্রক্রিয়াঃ

কাজ -১ঃ ভূমিকা আলোচনা **৩০মিনিট**

- **সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, গত অধিবেশনে 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের পাক্ষিক পরিকল্পনা কিভাবে তৈরী করতে হয় তা জেনেছি।এছাড়া 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিকগুলো সমন্ধেও অবগত হয়েছি।এ অধিবেশনে আমরা 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের শ্রেনি কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তা দেখাবো। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই নতুন সময় বিভাজন অনুযায়ী আপনি একটি মক ক্লাস পরিচালনা করবেন । তিনজনকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচন করুন। পর্যবেক্ষক তিনজনকে বলুন শ্রেণি পরিচালনার কাজগুলো তাঁরা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। দুটি বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে হবেঃ-**

  ক) শ্রেণি পরিচালনার কৌশলগুলো কি ছিল?
  খ) শ্রেণি পরিচালনার সময় বিভাজন কি ছিল?

কাজ - ২ : সিমুলেশন পরিকল্পনা (সহায়ক) ৩০ মিনিট

- এাবার আপনির ৩য় শ্রেনির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠদান পরিচালনা করতে শ্রেনিকক্ষের পরিবেশ তৈরী করুন। আপনি 'বায়ু' পাঠটি ভালভাবে পড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করুন।

১. সমবেত কাজ (১০ মিনিট)

১.১ কুশল/শুভেচ্ছা বিনিময়; সবার সাথে কুশল/শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

১.২ সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়বস্তু আলোচনাঃ-

- সিলেবাস অনুযায়ী আজকেরনির্ধারিত পাঠ 'বায়ু' থেকে
  শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরুপ প্রশ্ন করুনঃ
  - ক) বায়ু আমাদের কী কাজে লাগে?
  - খ) সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কী রকম বায়ুর প্রয়োজন?
  - গ) বায়ুতে কি কি উপাদান আছে?
- বায়ু দূষণ সম্পর্কিত একটি চিত্র প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
  ২ মিনিট পরে নিম্নরুপ প্রশ্ন করুনঃ
  - ক) যেখানে সেখানে ময়লা আর্বনা ফেললে কী হয়?
  - খ) ইটের ভাটা এবং কলকারখানা থেকে বিষাক্ত বাতাস বের হলে কী হয়?
  - গ) যানবাহনের কালো ধোঁয়া বায়ুকে কী করে?
  - ঘ) যেখানে সেখানে কফ থুথু ফেললে কী হয়?
  - ঙ) জীবজন্তুর মৃত দেহ মাটিতে পুঁতে না রাখলে কী হয়?
  - চ) নির্ধারিত স্থানে প্রস্রাব পায়খানা না করলে কী হয়?
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে প্রশ্ন করুন "দূষিত বায়ু" বলতে কী বুঝায়? শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য উত্তর দিতে চেষ্টা করবে, না পারলে আপনি সঠিক উত্তর বলে দিন ও বোর্ডে লিখে দিন। "যে বায়ুতে রাসায়নিক পদার্থ, গ্যাস, ধুলিকনা ও রোগ জীবাণু ইত্যাদি মিশে থাকে তাকে দূষিত বায়ু বলে।

১.৩ পাঠ্যবই থেকে আপনি ৩২-৩৩ পৃষ্ঠার 'বায়ু দুষণ' অংশটুকু বন্ধুদলে পড়ে শোনান এবং
শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই অনুসরণ করতে বলুন।

১.৪ বোর্ডের কাজ ও নির্দেশনা (তিন স্তর শিক্ষার্থীদের জন্য):
শিখনের তিন স্তরের শিক্ষার্থীরা সে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দিন।

- ১ নং দল তৃতীয় শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্য বই এর বায়ু দূষণ থেকে প্রশ্ন তৈরী করবে এবং উত্তর লিখবে।
- ২নং দল তৃতীয় শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যবই এর ১, ২ নং প্রশ্নের উত্তর লিখবে।
- ৩ নং দল তৃতীয় শ্রেণির 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' পাঠ্যবই থেকে অথবা নিজে কল্পনা করে বায়ুর দূষণের ছবি আঁকতে বলুন ও বই এর সহায়তা নিয়ে ছবির বিষয়ে লিখতে বলুন।

২.০ মিশ্রদলে/বন্ধুদলে শিক্ষকের সহায়তায়/শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ (১৫ মিনিট)

২.১ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা বন্ধুদলে বসে স্তর ভিত্তিক কাজ করতে থাকবে।

২.২ ছোটদলে কাজ ও মূল্যায়নঃ (শিক্ষকের সহায়তায়):
শিক্ষকের সহায়তায় দুইটি দলকে পর্যায়ক্রমে ৭.৫ মিনিট করে এনে নিচের কাজগুলো করান এবং মূল্যায়ন করুন।

- দল-১ কে পাঠ্যবই এর নিদিষ্ট পাঠ "বায়ু দূষণ" বুঝিয়ে দিন। এরপর নিম্নোক্ত ছক পূরন করতে সহায়তা করুন

বায়ু দুষণের কারন	কীভাবে দূষণ প্রতিরোধ করা যায়
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

- দল-২ কে " বায়ু দূষণ" অংশ রিডিং পড়ান এবং বায়ূ দূষন থেকে অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর লিখতে সহায়তা করুন।

২.৩.১ মিনিট রিডিং: (৫ মিনিট)

- ১ মিনিট করে ৫ মিনিটে পাঠ্যবই থেকে (প্রাথমিক বিজ্ঞান) ৫ জন শিক্ষার্থীর রিডিং শুনবেন (আংগুল ধরে পড়াবেন)।

৩. প্রজেক্ট এর কাজ/বই তৈরী: (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া)

- যে সকল শিক্ষার্থীর বোর্ডের ও নির্দেশনার কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাদের প্রজেক্টের কাজ বা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি এঁকে বই তৈরি করতে বলুন।

কাজ-৩: সিমুলেশন ক্লাস পর্যালোচনা ১ ঘন্টা

- আপনার নেওয়া ৩০ মিনিটের ক্লাস শেষ হবার পর অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে জায়গায় বসতে বলুন। প্রথমে পর্যবেক্ষক তিনজনকে 'শ্রেণি পরিচালনার' পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যগুলো বলতে বলুন। তথ্য বিনিময়ের সময় সমৃরণ করিয়ে দিন তাঁদের তথ্যগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে:

– শ্রেণি পরিচালনার কৌশল
– শ্রেণি পরিচালনার সময় বিভাজন

- বোর্ডে বা ক্লিপচার্টে পয়েন্ট আকারে লিখুন। তাঁদের তথ্যগুলোর সাথে অন্য প্রশিক্ষানার্থীদের ভিন্ন কোন বক্তব্য থাকলে তাও যোগ করুন। অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞেস করুন কোন কোন কাজগুলো তাঁদের কাছে নতুন সেগুলোতে দাগ দিন । এবার পাঠগুলোর দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। যেমন:-
  – সমবেত কাজ (শিক্ষকের সহায়তায়)
  – দলীয় কাজ (স্তর অনুযায়ী)
  – একক কাজ/জুটিতে (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছে)
  – ১ মিনিট রিডিং (শিক্ষকের সাথে আঙ্গুল দিয়ে ধরে)

- প্রতি কাজের জন্য সময়ের বিভাজন তারা বুঝতে পেরেছেন কি না যাছাই করুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন, বাংলা ও গণিতের মতো 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক ধারণাগুলো প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনার সাথে নতুন কিছু কৌশল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে।'প্রাথমিক বিজ্ঞান' সময় বিভাজন পোষ্টারটি ঝুলিয়ে দিন এবং আংশগ্রহণকারীদের 'প্রাথমিক বিজ্ঞান' সময় ব্যবস্থাপনা তথ্যপত্র (২৫.২.১) বিতরণ করুন। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-২৫

অধিবেশন-৩

অধিবেশনের শিরোনাম: পরিবেশ পরিচিতি/বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রান্তিকযোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকপর্যালোচনা (১ম-৫ম শ্রেণি)।

শিখনফল: এই অধিবেশনে শেষে অংশগ্রহনকারীগণ -

- **পরিবেশ পরিচিতি/ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন (১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)।**
- **প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার সাথে পরিচিত হবেন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জনের লক্ষ্যে কীভাবে পাঠ্যবইগুলো রচনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন (১ম -৫ম শ্রেণি পর্যন্ত);**
- **'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারবেন।**

সময় : ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা এবং দলে কাজ।

উপকরণ: আবশ্যকীয় শিখনক্রম, পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষক সহায়িকা (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি), তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার,তথ্যপত্র (দিন-২৫, অধিবেশন-৩, তথ্যপত্র ১,২,৩, ৪ক,৪খ,৫)

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতি/বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বিশ্লেষণও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (১ম-৫ম শ্রেণি) ২০ মিনিট

- **'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের অধিবেশনগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে- প্রতিটি শিক্ষার্থীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের যোগ্যতাগুলো অর্জন নিশ্চিত করা। অভিজ্ঞতার আলোকে আপনারাও একমত হয়েছেন যে, ১ম-৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী একই গতিতে শিখছে না। সুতরাং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কীভাবে শেখানো যাবে সে কৌশল আয়ত্ব করার আগে আমরা এই অধিবেশনে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কী শেখা উচিত তা আলোচনা করবো। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কী শেখার কথা, তা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? উত্তর শোনার পর বলুন - প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তালিকা দেয়া আছে।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, অনেকেই এর আগে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের একটি অংশ ছিল যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের উপর আলোচনা ও বিশ্লেষণ।এই অধিবেশনেও**

আমরা 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিভিন্ন উপকরণ যেমন- পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে আলোচনা করব।

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা আলোচনার মাধ্যমে পরিস্কার করুন এবং অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, পাঠ্যবই হচ্ছে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার মাধ্যম। প্রথমে দলে বসে যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো (১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) আলোচনা করতে বলুন। সকলকে প্রান্তিক যোগ্যাতার তথ্যপত্র (দিন-২৫,অধিবেশন-৩,তথ্যপত্র-১)বিতরণ করুন।

কাজ-২: শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ ১ঘন্টা ১০ মিনিট

- সকলের মাঝে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তক ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের 'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' লেখা তথ্যপত্র (দিন-২৫,অধিবেশন-৩,তথ্যপত্র-২) বিতরণ করুন।

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এখন আমরা 'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা সবাই জানেন আমাদের শিক্ষাক্রমটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। পাঠ্যবই (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) হলো যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর একটি মাধ্যম।

- এই অধিবেশনে আমরা দলে বসে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যবইগুলো বিশ্লেষণ করব।'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' অর্জন করার জন্য ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবইগুলোতে কী কী বিষয়বস্তু দেয়া আছে তা পৃষ্ঠা নম্বরসহ দলে আলোচনা করে লিখবে(দিন-২৫,অধিবেশন-৩,তথ্যপত্র-৩,৪ক, ৪খ,৫)।

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে পোস্টার পেপার, মার্কার/সাইনপেন,সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যপত্র দিন। দলে বসে তাঁরা যে কাজটি করবেন তা বোর্ডে লিখে দিন।
  - প্রাথমিক স্তরের ১ম-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যবইগুলো ভালোভাবে পড়া;
  - শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করার জন্য পাঠ্যবইয়ে কী কী বিষয়বস্তু দেয়া আছে এবং পৃষ্ঠা নম্বর কত তা চিহ্নিত করবেন এবং শ্রেণি অনুযায়ী তালিকা করা

দলে আলোচনা করে ছকের প্রতিটি অংশপূরণ করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

পোস্টার

১ম শ্রেণি		২য় শ্রেণি		৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		৫ম শ্রেণি	
শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর	শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু ও পৃষ্ঠা নম্বর

- দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনের সময় শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য পাঠ্যবইয়ে কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করুন। প্রশ্ন করুন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে কী কী যোগ্যতা নির্ধারাণ করা আছে? যোগ্যতাগুলো সাথে মিল রেখে পাঠ্যবইগুলো কীভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে? এবং এর মাধ্যমে কী সবগুলো যোগ্যতা অর্জন করা যাবে?
- আলোচনা শেষে বলুন, আমরা আগেই বলেছি পাঠ্যবই হচ্ছে শিক্ষাক্রমের যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর মাধ্যম। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শেষ করা নয়, যোগ্যতাগুলো অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য।

দিন-২৫
অধিবেশন-৪

অধিবেশনের নাম: প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে পাঠগত অবস্থান যাচাই ও বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস ও ফরমেট পরিচিতি।

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- **বেইসলাইন মূল্যায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারনে;**
- **বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস ও বেইসলাইন মূল্যায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;**
- **টুলস ব্যবহার করে শিশুদের পাঠগত অবস্থান মূল্যায়ন করতে পারবেন ও মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ করতে পারবেন।**

সময় : ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : ব্রেইন স্টমিং, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মার্কার , তথ্যপত্র (দিন-২৫,অধি-৪,তথ্যপত্র-১,২,৩,৪) তৃতীয় শ্রেণির'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পাঠ্যবই।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বেইসলাইন মূল্যায়নের ধারণা ১০ মিনিট

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যেহেতু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ পরিচিতি/ 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ে ১ম-৫ম শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা। এই কারণে শিক্ষার্থীদের কী শিখতে হবে তা জানার জন্য আমরা 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নিয়ে পর্যালোচনা করেছি এবং এই যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর জন্য পাঠ্যবইগুলোতে কী ধরনের কাজ দেয়া আছে তা বিশ্লেষণ করেছি। আপনারাও নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মত 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ে শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান এক নয়। তা সত্ত্বেও সব শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পাঠ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে শ্রেণি পরিচালনা করছেন। যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করা। সেহেতু 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার পদ্ধতিগত কৌশলগুলো জানার আগে বাংলা, গণিত ও অন্যান্য বিষয়ের মতোই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান জানার জন্য বেইসলাইনমূল্যায়ন করা হবে।**

- **অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর বা শিখন চাহিদা জানার পর এই শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে আগামী ১৫ দিনের একটি পরিকল্পনা তৈরি করবো। যা 'আমার বাংলা' ও 'গণিত' বিষয়ের ক্ষেত্রেও করেছিলাম। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রথম পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করা হয় বিধায়, এই প্রথম মূল্যায়নটিকে বলা হয় 'বেইসলাইন মূল্যায়ন'**

কাজ-২: বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও বেইসলাইন মূল্যায়ন কৌশল পরিচিতি। ৫০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, এর আগে বাংলা ও গণিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে-পাশের বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে সেখানে হাতে-কলমে বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ১ম-৫ম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষর্থীর বাংলা ও গণিত বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এক্ষেত্রেও আমরা একই কাজ করবো: অর্থাৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশে-পাশের বিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষার্থী এনে হাতে-কলমে বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ৩য়-৫ম শ্রেণি প্রতিটি শিক্ষার্থীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করবো। পরবর্তীতে এই কাজটি নিজ নিজ বিদ্যালয়ে করতে হবে। সুতরাং এই বেইসলাইন মূল্যায়ন কাজটি ভালোভাবে করার জন্য ধারণা আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ কী দিয়ে বেইসলাইন মূল্যায়ন করা হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং মূল্যায়ন করার পর তা কোথায় রেকর্ড রাখা হবে।

অংশগ্রহনকারীগণকে বলুন,

- তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি করা হয়েছে এবং (দিন-২৫, অধি-৪, তথ্যপত্র-১)
- টুলসের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণের জন্য একটি বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক তৈরি করা হয়েছে; (দিন-২৫,অধি-৪, তথ্যপত্র-৪)
- বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ করার পর তা বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণের ছক (দিন -২৫, অধি-৪, তথ্যপত্র -৫, ৬) তৈরি করা হয়েছে।

বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজটিতে আছে-

১) শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড রাখার জন্য বেইসলাইন মূল্যায়ণ ছক (তথ্যপত্র দিন-২৫,অধি-৪,তথ্যপত্র-৩);
২) মূল্যায়ন টুলস (৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র, তথ্যপত্র দিন-২৫,অধি-৪,তথ্যপত্র- ১);
৩) মূল্যায়ন ছক পুরণের নিয়মাবলী (দিন-২৫,অধি-৪,তথ্যপত্র-২)
৪) বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক (দিন-২৫,অধি-৪,তথ্যপত্র-৪, ৫)

- অংশগ্রহণকারীগণের মাঝে বেইসলাইন মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও বেইসলাইন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তথ্যপত্র বিতরণ করুন। ফরমেটটি নিয়ে জোড়ায় / জুটিতে আলোচনা করতে বলুন, ফরমেটটি পূরণ করার কৌশলগুলো আলোচনার ভিত্তিতে বোর্ডে/ ফ্লিপ চার্টে বুলেট পয়েন্টে একজনকে লিখতে বলুন। অংশগ্রহণকারীগণের প্রশ্ন থাকলে তা স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: ছোটদলে বেইসলাইন মূল্যায়ন অনুশীলন ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকরীগণকে বলুন, প্রথমে আপনি ছোটদলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে তা দেখাবেন, এরপর অংশগ্রহণকরীগণ পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে ২য় ও ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে একই অনুশীলন করবেন। প্রতিটি দলের সবাইকে বেইসলাইন মূল্যায়ন প্যাকেজটি অর্থাৎ মূল্যায়ন টুলস, ফরমেট ও ব্যবহারবিধির তথ্যপত্র দিন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে পাঁচটি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দল থেকে একজন করে অংশগ্রহণকারীগণকে আপনার কাছে আসতে বলুন। পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় থেকে পূর্বে সংগ্রহ করা ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ছোট দলে বসে ব্যবহার বিধি অনুসরণ পূর্বক মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে ফরমেট পূরণ করুন।

- এরপর আপনার সাথে অনুশীলন করা অংশগ্রহণকারীগণকে নিজ নিজ দলে ফিরে যেতে বলুন। প্রত্যেক দলকে বেইস লাইন মূল্যায়ন প্যাকেজটি ব্যবহার করে দলে বসে বাস্তব শিক্ষার্থী দ্বারা হাতে কলমে মূল্যায়ন ফরমেট পূরণ করতে বলুন। প্রত্যেক দলে আপনি ঘুরে ঘুরে সহায়তা দিন।

কাজ-৪: ছোটদলে বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ অনুশীলন **১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বোক্ত ৫টি দলে রেখেই বেইসলাইন মূল্যায়ন বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক (দিন-২৫,অধি-৪,তথ্যপত্র-৫, ৬) বিতরণ করুন। প্রত্যেক ছোট দলে বেইসলাইন এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক কাজ দেয়ার জন্য ফলাফল বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীগণ ছোট দলে বসে হাতে কলমে বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ ছক পূরণ করবেন। প্রত্যেক দলে আপনি ঘুরে ঘুরে সহায়তা দিন।

দিন-২৬
অধিবেশন-১

অধিবেশন শিরোনাম: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক।

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. **১ম-২য় পরিবেশ পরিচিতি এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন- শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক উল্লেখ করতে পারবেন;**
২. **১ম-২য় পরিবেশ পরিচিতি এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি ও কৌশল বলতে পারবেন।**

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : পর্যালোচনা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও দলীয় কাজ।

উপকরণ: পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষক সহায়িকা(১ম ও ২য়শ্রেণির),বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পাঠ্যপুস্তক(৩য়-৫ম শ্রেণির), তথ্যপত্র (দিন-২৬,অধি-১,তথ্যপত্র-২)মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,

পোস্টার পেপার ও মার্কার।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রমের বিশেষ দিক **৪০ মিনিট**

- **অংশগ্রহণকারীগণের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।**
- **অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন- কোন কোন দিক বিবেচনা করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং ধারণা স্পষ্ট করুন।**
  সম্ভাব্য উত্তর-
  -শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা
  -শিক্ষার্থীর আগ্রহ
  -শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ আছে কিনা?
  -শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা কতটুকু হতে পারে?
  -বাস্তব ক্ষেত্রে যোগসূত্র আছে কিনা?
- **সকল অংশগ্রহণকারীকে একটি করে ভিপ কার্ড সরবারহ করুন। 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয় শিখনের বিশেষ দিক কী? লেখা একটি কার্ড বোর্ডে এঁটে দিন এবং অংশগ্রহণকারীগণকে এ বিষয়ে তাদের ধারণা কার্ডে লিখতে বলুন। কার্ডগুলো বোর্ডে এঁটে দিন এবং একজনকে পড়তে বলুন। তথ্য পত্রের সাহায্যে ধারণা স্পষ্ট করুন।**

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয় শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেনঃ

-পূর্ব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে
-শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদানে উৎসাহ প্রদান করে
-শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে
-শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তামূলক প্রশ্ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে
-কোন বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে
-অভিজ্ঞতা শেয়ার করে
-শিশুর জ্ঞান বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষামূলক সমস্যা প্রদান করে
-সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান করে
-দীর্ঘ লেকচার পরিহার করে
-শেণিকক্ষের যে কোন জটিল ধারণা ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে পরিচিত উদাহরণের প্রয়োগ করে
-বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যার মিল করে
-শিক্ষক ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং ভাষায় সমতা বিধান করে
-বিদ্যালয় ও বাড়ির মধ্যে সেতু বন্ধন করে
-বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশু উপযোগী করে
-শিক্ষার্থীর মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়ে
-পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে
-মডেল প্রদর্শন করে
-সমাজের গুণী ব্যক্তিদের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে
-উদাহরণ বাস্তব ভিত্তিক দিয়ে
-কোন বিষয় বলতে দিয়ে
-চার্টের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে
-নির্ধারিত স্থানে ভ্রমন করে
-মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয় দেখতে/দেখাতে দিয়ে
-কোন বিষয় নাচ, গান, ছড়া, নাটক, অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে
-একাকী চিন্তা করার সুযোগ দিয়ে
-দলে কাজ করার সুযোগ দিয়ে
-গাছপালা সম্পর্কে জানার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির করার মাধ্যমে
-সৃজনশীল খেলা, সক্রিয় খেলার মাধ্যমে
-সামাজিক গল্প বলে
-পরিবারের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা
-শিখনের প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে শিখন কার্য পরিচালনা করা
-অস্বাভাবিক শিশুর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া
-ব্যক্তিগত শিখনে উৎসাহ দেয়া

কাজ-২: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ৫০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশ্ন করুন- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৩য়-৫ম শ্রেণির বিষয়বস্তুগুলো কী কী? সম্ভাব্য উত্তর- আমাদের পরিবেশ, শিশুদের অধিকার, বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদি।
- আমাদের পরিবেশ, শিশুদের অধিকার, বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কী কী পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে?
  সম্ভাব্য উত্তর- পর্যবেক্ষণ, ব্রইন স্টর্মিং, ভূমিকা অভিনয়, প্রদর্শন, ভ্রমন, দলে আলোচনা, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং ১ম দলকে ১ম শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি, ২য় দলকে ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি, ৩য় দলকে ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠ্যপুস্তক, ৪র্থ দলকে ৪র্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠ্যপুস্তক, ৫ম দলকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে নিম্ন ছক পূরণ করতে বলুন।

ছক

শ্রেণি	বিষয়বস্তু	যথাপোযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল

- দলীয় কাজ শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। তথ্যপত্রের সহায়তায় ধারণা স্পষ্ট করুন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

দিন-২৬
অধিবেশন-২

অধিবেশনের শিরোনাম: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি।

শিখনফল:

এই অধিবেশনে শেষে অংশগ্রহনকারীগণ -

- পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বেইসলাইন মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ১৫ দিনের জন্য একটি পাক্ষিক পরিকল্পণা তৈরি করতে পারবেন;
- একই শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিশুদের চহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পাঠের নির্দেশনা উল্লেখ করতে পারবেন।

সময় :১ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি :প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ, প্রদর্শন।

উপকরণ: পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষক সহায়িকা, (১ম ও ২য় শ্রেণি), বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যবই (৩য়-৫ম), পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন,তথ্যপত্র (দিন-২৬, অধি-২, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১:পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে একটি কৌতুক বলার জন্য আহ্বান জানান। তাঁদের উদ্দেশ্যে বলুন যে, শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা চিহ্নিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি শিশুর শিখন চাহিদা নিহ্নিত করার জন্য প্রথমে আমরা শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখনের কোন স্তরে আছে তা মূল্যায়ন করেছি। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষর্থীদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য ৩০ মিনিট সময়কে যাথাযথভাবে ব্যবহার করতে কী কী কৌশল ব্যবহার করা যায় তাও জেনেছি। এই সময় বিভাজন অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালনার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময়ের সঠিক ব্যবহার হবে। প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে জেনেছি শিক্ষার্থীদের কি শেখাতে হবে। এই অধিবেশনে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা। এই পরিকল্পনায় নির্দেশনা থাকবে, কীভাবে পড়ানো হবে, পড়ানোর জন্য কী কী লাগবে, শিক্ষার্থী কী শিখবে ও কী কী কাজ করবে ইত্যাদি যেহেতু, শ্রেণিতে ভিন্ন পাঠগত অবস্থানের শিক্ষর্থী আছে, সেহেতু এদের প্রত্যেকের শিখনকে নিশ্চিত করার জন্যই পরিকল্পনাটি থাকা প্রয়োজন।

কাজ-২: পাক্ষিক পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়: ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, প্রত্যেকেই পাঠ পরিকল্পনা করার অভিজ্ঞতা আছে। প্রশ্ন করুন, একটি পাঠ পরিকল্পনা করার সময় কোন কোন বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হয়? অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শোনার পর আপনি যোগ করুন, পরিকল্পনা করার সময় আমাদের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে -
- বেইসলাইন সার্ভে করার পর শ্রেণি কার্যবলি/পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান অনুয়ায়ী স্তর ভিত্তিক দল করা
- প্রতি স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পরবর্তী ১৫ কর্ম দিবসে কী শিখবে তা নির্ধারণ করা
- কোন দল কী শিখবে তার উপর ভিত্তি করে কাজ নির্ধারণ করা
- বড়/ বন্ধুদলে বসে শিক্ষার্থীরা কী কী অনুশীলন করবে তা নির্ধারণ করা
- ছোটদলে কীভাবে কাজ করবে তা পরিকল্পনায় থাকা
- বোর্ডের কাজ, বড়দল/বন্ধুদল ও ছোট দলের কাজের মধ্যে সমন্বয় রাখা
- কাজের সাথে সমন্বয় রেখে এবং উপকরণের প্রাপ্যতা বিবেচনায় রেখে উপকরন নির্বাচন করা
- পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা বোর্ডে টানিয়ে দিন ও ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন, আপনারা বিদ্যালয় ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির বেইসলাইন সার্ভের যে ফলাফল পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকে একটি পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ টি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে একটি করে নমুনা পাক্ষিক পরিকল্পনা দিন। অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলূন, আপনাদের প্রত্যেকের কাছে মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীদের ৩/৪ টি শিখন স্তরের তালিকা আছে। তাদের শিখনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য পরিকল্পনায় অবশ্যই আগামী ১৫ দিনে তারা কী কী শিখবে কিভাবে শিখবে তার কৌশল থাকবে।

কাজ-৩:পাক্ষিক পরিকল্পনা তৈরি ও উপস্থাপন ১ ঘন্টা ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের ৫টি দলের মধ্যে ২টি দলকে ২য় শ্রেণির, ২টি দলকে ৩য় শ্রেণির এবং ১টি দলকে ৪র্থ শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি / বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের উপর কাজ ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলকে পাঠ্যবই/ শিক্ষক সহায়িকা থেকে বিষয় নির্বাচন করতে বলুন এবং প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের শিখণফল অর্জন করাতে হবে তা চিহ্নিত করতে বলুন। দলে আলোচনা করে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিচের ছক মোতাবেক নিজ নিজ পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

পাক্ষিক পরিকল্পনা

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’

শ্রেণিঃ **শিক্ষকের নামঃ** **সময়ঃ**

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান	কি শিখবে	কিভাবে শেখাবো	মূল্যায়ন

- পাক্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলুন এই ১৫ দিনের পাক্ষিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষককে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এরপর ১৫ দিনের শেষের ২ দিন ঐ পরিকল্পনার উপর শিক্ষার্থীদের শিখন ফল অর্জন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের যে ফলাফল হবে তার উপর ভিত্তি করে আবার পরবর্তী পাক্ষিক পরিকল্পনা করতে হবে।

দিন-২৬
অধিবেশন-৩

অধিবেশন শিরোনাম: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সময় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (সহায়ক)।

শিখনফল:
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. সময় বিভাজনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন ব্যবস্থাপনা (অর্থাৎ স্তর ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের শিখন) কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. শিক্ষক যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত ৩০ মিনিট সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন চাহিদা পূরণ করেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. সময় ও শিখন ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগের জন্য কি ধরনের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি : সিমুলেশন, প্রশ্নোত্তর, দলে আলোচনা

উপকরণ: 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পাঠ্যবই (৩য় শ্রেণির), পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো উপকরণ, পাঠ পরিকল্পনা, তথ্যপত্র (দিন-২৬, অধি-৩, তথ্যপত্র-১)।

প্রক্রিয়া:

কাজ-১: ভূমিকা আলোচনা ১০ মিনিট

- সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, গত অধিবেশনে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের পাক্ষিক পরিকল্পনা কিভাবে তৈরি করতে হয় তা জেনেছি। এছাড়া 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বিশেষ দিক সম্বন্ধেও অবগত হয়েছি। এ অধিবেশনে আমরা 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তা দেখবো। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন,এই নতুন সময় বিভাজন অনুযায়ী আপনি একটি মক ক্লাস পরিচালনা করবেন। তিনজনকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচন করুন।পর্যবেক্ষক তিনজনকে বলুন শ্রেণি পরিচালনার কাজগুলো তাঁরা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন। দুটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:-

ক) শ্রেণি পরিচালনার কৌশলগুলো কি ছিল?
খ) শ্রেণি পরিচালনার সময় বিভাজন কি ছিল?

কাজ ২: সিমুলেশন পরিচালনা (সহায়ক) ৩৫ মিনিট

- এবার আপনি তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠদান পরিচালনা করতে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি করুন। পাঠটি ভালোভাবে পড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করুন।

১. সমবেত

১.১ কুশল/শুভেচ্ছা বিনিময়: সবার সাথে কুশল বিনিময় করুন।

১.২ সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়বস্তু আলোচনা:- সিলেবাস অনুযায়ী আজকের নির্ধারিত 'সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব' বিষয়বস্তু নিয়ে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন। যেমন:-

- আমাদের প্রতিবেশি কারা?
- বিদ্যালয়ে আমরা কি করি?
- কোথায় কোথায় খেলার মাঠ রয়েছে?
- কেন খেলাধুলা করা প্রয়োজন?
- রাস্তা ও যানবাহন আমাদের কি উপকার করে?

১.৩ শিক্ষকের সরব পাঠ: পাঠ্যবই থেকে সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব অংশটুকু পড়ে শোনান এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই অনুসরণ করতে বলুন।

১.৪ বোর্ডের কাজ ও নির্দেশনা (দুই স্তর শিক্ষার্থীদের জন্য): শিখনের দুই স্তরের শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তার নির্দেশনা বোর্ডে লিখে দিন।

- ১নং দল তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্য বইয়ের 'পরিবেশ' থেকে অনুশীলনীর বাইরে ৫টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর লিখবে।
- ২ নং দল তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্য বইয়ের 'পরিবেশ' থেকে বই এর সহায়তা নিয়ে ১,২,৩ নং প্রশ্নের উত্তর লিখবে।
- ৩ নং দল তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যবই থেকে অথবা নিজে চিন্তা করে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের ছবি এঁকে তালিকা তৈরি করবে।

২. মিশ্রদলে /বন্ধুদলে শিক্ষকের সহায়তায়/ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া কাজ (২০ মিনিট)

২.১. ছোটদলে কাজ ও মূল্যায়ন (শিক্ষকের সহায়তায়):

- দল ১ কে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশটি পড়তে দিন এবং বিভিন্ন ছবি, মডেল ব্যবহার করে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিন।
- দল ২ কে পাঠ্যবইয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশটুকু পড়ে শোনান এবং বিভিন্ন ছবি , মডেল ব্যবহার করে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারনা দিন।

২.২. ১ মিনিট রিডিং : (৫ মিনিট)

- ১ মিনিট করে ৫ মিনিটে পাঠ্যবই থেকে (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) ৬ জন শিক্ষার্থীর রিডিং শুনবেন/আংগুল ধরে পড়াবেন।

২.৩ প্রজেক্ট এর কাজ/ বই তৈরি (শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া):

* যে সকল শিক্ষার্থীর বোর্ডের ও নির্দেশনার কাজ শেষ হয়ে যাবে, তাদের প্রজেক্টেও কাজ বা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ভিত্তিক ছবি এঁকে বই তৈরি করতে বলুন।

কাজ-৩: সিমুলেশন ক্লাস পর্যালোচনা ৪৫ মিনিট

- আপনার নেয়া ৩০ মিনিটের ক্লাস শেষ হবার পর অংশগ্রহণকারীগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে জায়গায় বসতে বলুন। প্রথমে পর্যবেক্ষক তিনজনকে 'শ্রেণি পরিচালনার' পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যগুলো বলতে বলুন। তথ্য বিনিময়ের সময় স্মরণ করিয়ে দিন তাঁদের তথ্যগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে:
  - শ্রেণি পরিচালনার কৌশল
  - শ্রেণি পরিচালনার সময় বিভাজন
- পর্যবেক্ষকদের তথ্যগুলো বোর্ডে বা ক্লিপচার্টে পয়েন্ট আকারে লিখুন। তাঁদের তথ্যগুলোর সাথে অন্য অংশগ্রহণকারীগণের ভিন্ন কোন বক্তব্য থাকলে তাও যোগ করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন কোন কোন কাজগুলো তাঁদের কাছে নতুন সেগুলোতে দাগ দিন। এবার কাজগুলোর দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। যেমন:-
  - সমবেত কাজ (শিক্ষকের সহায়তায়)
  - দলীয় কাজ (স্তর অনুযায়ী)
  - একক কাজ / জুটিতে (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছে)
- প্রতি কাজের জন্য সময়ের বিভাজন তাঁরা ঝুঝতে পেরেছেন কি না যাচাই করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, বাংলা ও গণিতের মতো 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ভিত্তিক ধারণাগুলো প্রচলিত শ্রেণি পরিচালনার সাথে নতুন কিছু কৌশল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের সময় ব্যবস্থাপনা পোষ্টারটি ঝুলিয়ে দিন এবং অংশগ্রহণকারীগণকে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' সময় ব্যবস্থাপনা তথ্যপত্র (দিন-২৬, অধি-৩, তথ্যপত্র-১) বিতরণ করুন। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।